শ্রীশ্রীসাম্ব-শিবায় নম ।

গন্ধর্ব্বরাজ-শ্রীপুষ্পদন্তাচার্য্য-বিরচিত-শ্রীশিবমহিম্নঃ-

স্তোত্রবার্ত্তিকব্যাখ্যানাত্মক-

শ্রীশিবমহিম-বিকাশ-

নামধেয়-মহাগ্রন্থাবয়বভূত-চতুর্থ-

পঞ্চ-রত্ন-খণ্ড।

শ্রীশাণ্ডিল্যগোত্রজ-শ্রীমদ্দুর্গাদাসদুগ্ধাব্ধিকৌস্তুভ-শ্রীশিবসাযুজ্যসম্পন্ন-

মহোদয়-শ্রীমদঘোরনাথস্বামিসূনু-

ব্রহ্মচারি-

শ্রীবিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ-বিরচিত।

শ্রীকালীঘট্টস্থ-শ্রীকালিকাভৈরবদৈবতশ্রীনকুলেশ্বর-মন্দির-সুসন্নিহিত-

শ্রীমদঘোর-যোগাশ্রম হইতে

শ্রীশিব-মহিম-প্রচারিণী সমিতির তত্ত্বাবধানে

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ-

মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে

শ্রীবিজয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[মূল্য ১৸০ এক টাকা বার আনা মাত্র।

প্রকাশক—
শ্রীবিজয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী বি, এ, ।
১০৭ নং আশুমুখার্জ্জির রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা ।

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিন-যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ।

শ্রীশ্রীসাম্ব-সদাশিবো বিজয়তেতরাম্

মুখ-বন্ধ

শ্রীশ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের পরমানুকম্পাবলে পরম-শিবভক্ত-গন্ধর্ব্বরাজ-পুষ্পদন্ত-প্রণীত শ্রীশিব-মহিম্নঃ স্তোত্রের বার্ত্তিক-ব্যাখ্যানাত্মক-শ্রীশিব-মহিম-বিকাশাখ্য-মহাগ্রন্থের প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-ভাগ যথাক্রমে "দর্শন-খণ্ড-পঞ্চামৃত-খণ্ড-মদন-ভস্ম-খণ্ডাকারে ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এক্ষণে উক্ত-মহাগ্রন্থের চতুর্থ-ভাগ পঞ্চ-রত্ন-খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইল। "কনকং হীরকং নীলং, পদ্মরাগঞ্চ মৌক্তিকম্। পঞ্চরত্নমিদং প্রোক্তং, ঋষিভিঃ পূর্ব্বদর্শিভিঃ।" এতাদৃশ-প্রমাণ-বচনানুসারে কনক, হীরক, নীলকান্ত-মণি, পদ্মরাগ-মণি ও মৌক্তিক পূর্ব্ব-দর্শী মহাভাগ-মুনিগণ-কর্ত্তৃক পঞ্চরত্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদিচ "পৃথিব্যাং ত্রীণি রত্নানি, জলমন্নং সুভাষিতম্। মূঢ়ৈঃ পাষাণ-খণ্ডেষু রত্নমিত্যভিধীয়তে॥" এইরূপ প্রমাণ-বচন-বলে জল, অন্ন ও সূক্তিরূপ-সুভাষিত রত্ননামে পরিচিত হইয়াছে সত্য; তথাপি ভর্ত্তৃ-হরি-রচিত-বচন-বলে অভিপ্রায়ান্তরানুসরণে জল, অন্ন ও সুভাষিত রত্ননামে পরিচিত হয় হউক, পরন্তু পূর্ব্ব-পূর্ব্বতন-পূর্ব্বাপরদর্শী, ত্রিকালজ্ঞ, আপ্ততম, মহামহিম-মুনি-মহর্ষিগণের যথোপদর্শিত-প্রমাণ-বচন-বলে কনক-হীরক-নীলকান্ত-পদ্মরাগমৌক্তিক-ফলের পঞ্চ-রত্নত্ব যে সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতে অদ্যাবধি দৃঢ়তর-পদে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অতএব উক্তরূপে নিসর্গতঃ কনক-হীরকাদির রত্নত্ব সুব্যবস্থিত হওয়ায়, রত্ন-শব্দের স্বজাতীয়-শ্রেষ্ঠতারূপ অর্থাভিপ্রায়ে অধুনাতন ভারতীয়, বা বঙ্গীয়-তত্তৎ-প্রবন্ধ-লেখকগণের লিখিত অর্থাৎ প্রায়শঃ অকিঞ্চিৎকর, বা যৎকিঞ্চিৎকর, অসার ও লঘুতর-পার্থিবোপাদানাদান-পুরঃসর রচিত-তত্তৎ-প্রবন্ধ হইতে দ্বিগুণিত-মহাভারতকল্প, ভারতীয়-

মধ্য-গগনাঙ্গন- গাত্র- গত-মাধব- মাসীয়- প্রচণ্ড- মার্ত্তণ্ড- মণ্ডল-সম-সমুজ্জ্বল, লোকোত্তর-সর্ব্ব-সুধী-সজ্জন-মহোদয়গণের শারদারবিন্দসুন্দর-বিদ্যা-বধূ-বিমল-বদন-বিম্ব-বিলোকন-লীলা-লোল-ললিত-লোচন-নিচয়-গোচরে সমুপস্থাপিত শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ-নামধেয়-মহাগ্রন্থের বৃহত্তর-কলেবর-গত-দীর্ঘ-দীর্ঘতর-রমণীয়াপরাপর-বহু-বহুতর-প্রবন্ধ-সমূহের ন্যায় অপার্থিব-নন্দন-বন-জাত-স্বর্গীয়-সুন্দর- সুন্দরতরবহু- বহুতর-শ্রেয়স্করসুমধুর- সারাৎসারতর-সুষ্ঠুতরোপাদানপ্রকর-নিকর-রচিত জগদ্‌রক্ষণার্থক "দেবদেবনর্ত্তন", "গঙ্গাবতরণ", "ত্রিপুরদাহ", "শ্রীবিষ্ণুদেবের সুদর্শনচক্র-লাভ", তথা "মীমাংসক-মত-নিরসন" নামা প্রবন্ধ-পঞ্চকের শ্রেষ্ঠত্ব সুস্থিত হইলে, সম্প্রতি সানন্দে সাগ্রহে সোৎসাহে নিশ্চিতই বলা যাইতে পারে যে, যথোপদর্শিত-কারণ-বশতঃ যদি মামক-যথোক্ত-প্রবন্ধ-পঞ্চকের শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্য স্বীকরণীয় হয়, তবে অপরাপর অনেকানেক-প্রবন্ধ হইতে অস্মদীয়-প্রবন্ধ-পঞ্চকেরও স্বজাতীয়-শ্রেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন রত্নরূপতা-সমাগম-ফলে রত্ন-লক্ষণ-লক্ষিত, স্বর্গীয়োপকরণ-সম্ভার-রমণীয়, পরম-পবিত্র, বিমল-বিপুল-পুণ্যপ্রদ, সমধিক আনন্দদায়কশতাধিক-রমণীয়তর-দীর্ঘ-প্রবন্ধাবয়বান্বিত-শ্রীশিব-মহিম-বিকাশাখ্য-মহাগ্রন্থের এই চতুর্থভাগ "পঞ্চরত্ন-খণ্ড" নামে অভিহিত হইল।

এক্ষণে সহৃদয়-গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পাঠক-মহোদয়গণ! আপনারা কাল-বিলম্ব না করিয়া, সাদরে, সাগ্রহে, সোৎসাহে, সত্বর এই "শ্রীশিব-মহিম-বিকাশের" চতুর্থ-ভাগাত্মক-পঞ্চ-রত্ন-খণ্ড-সংগ্রহ-পুরঃসর পাঠ করিয়া দেখুন, এই নাম-নির্দ্দেশ সঙ্গত হইল? কি না? আমি আশা করিতেছি যে, দারিদ্র্য-দুঃখনিপীড়িত-জনগণের মধ্যে যদি কখনও কাহারও ভাগ্যে পূর্ব্বোপার্জ্জিত-পুণ্য-পুঞ্জ-সমুদয়-বশতঃ কাকতালীয়ন্যায়ে নিধি-লাভ, বা আশা ও প্রয়োজনাতিরিক্ত-ধনলাভ সম্ভবপর হয়, তবে অকস্মাৎ আশাতিরিক্ত-প্রচুরতর-ধনরত্ন-প্রাপ্তি-ফলে তাদৃশ-দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়-ভীত-মানব যেমন দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়-পরিহার-পূর্ব্বক বিপুলতর আনন্দোপভোগে সমর্থ হয়, সেইরূপ বঙ্গ, বা ভারতমাতার ভাষার ভাণ্ডারে বিদ্যা-মন্দিরে দুর্লভ, বা অতুলনীয় আমার এই "শ্রীশিব-মহিম-বিকাশের" চতুর্থ-ভাগ-

ভূত "পঞ্চ-রত্ন-খণ্ড" যে সকল-পুণ্য-জন-পাঠকের কর-কমল-তল গত বিদ্যা-বিস্ফারিত-লোচন-যুগলের গোচরীভূত এবং পরিশেষে পঠন-শ্রবণ মনন-ফলে যথার্থতঃ শ্রীবিশ্বনাথদেবের শ্রীচরণানুরাগ-রক্ত-হৃদয়-গুহা-গত হইবে, অশেষ-বিধ-সৌভাগ্য-ভাজন সেই-সকল পাঠকও যে নিশ্চিতই অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব-পরমানন্দোপভোগে আত্ম-চরিতার্থতা-লাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ-লেশমাত্রেরও অবসর নাই। পক্ষান্তরে একথাও এখানে বলা উচিত মনে করিতেছি যে, রত্ন-তত্ত্ব-বেত্তা পরীক্ষকের রত্ন-তত্ত্ব-বোধ-তারতম্যানুসারেই রত্ন-রাজির গৌরব, বা মূল্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইতি।

কালীঘাট, নকুলেশ্বরতলা।
সন ১৩৪০ সাল,
তারিখ ১০ই পৌষ।

বিনীত-বশম্বদ-ব্রহ্মচারি-
শ্রীবিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ।

স্বর্গীয় ভারদ্বাজ

আশুতোষ বিদ্যারত্ন আচার্য্যদেবের

শ্রীচরণসরসিজযুগলে

ভক্তি-উপহার

হে দেব! আপনি মদীয়া মাতার তৃতীয় ভ্রাতা হইলেও, স্বহস্তে আমার উপনয়নসংস্কারসম্পাদনান্তে আমাকে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের আদ্যন্ত আবৃত্তিপাঠ ও "ক্তি-পাদ"-পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাপাঠ, এবং অমরকোষের স্বর্গবর্গপর্য্যন্ত আবৃত্তিপাঠদানপূর্ব্বক অকালে কালের আহ্বানবশতঃ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, সুর-লোকাভিমুখে প্রস্থিত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু আমি আপনার সেই পুণ্যময়ী মধুরতম মূর্ত্তিটাকে অদ্যাপি ভুলিতে না পারিয়া, "মাতৃদেবো ভব", "পিতৃদেবো ভব", "আচার্য্যদেবো ভব", "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ", এইরূপ বেদ-বচননিচয় স্মৃতিপথারূঢ় হওয়ায় "উপনীয় তু যঃ শিষ্যং, বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ। সরহস্যং সকল্পঞ্চ, তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥" "আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থান্, আচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥" এতাদৃশ স্মৃতিবচননিরুক্ত আচার্য্যদেবের পূজনীয়তাবোধে স্বর্গীয়-গুরুদেবের শ্রীচরণকমলযুগলে পৃথক্ পৃথক্ ভক্ত্যুপহার-সমর্পণপূর্ব্বক এক্ষণে ভাবকীন শ্রীপাদপঙ্কজযুগলে মামকীন এই **শ্রীশিবমহিম্নঃ স্তোত্র**বার্ত্তিকব্যাখ্যানাত্মক **শ্রীশিব-মহিম-বিকাশাখ্য** মহাগ্রন্থের **চতুর্থ-ভাগ** বা **"পঞ্চরত্ন-খণ্ড"** ভক্তি-উপহারস্বরূপে সমর্পণ করিতেছি। আপনি কৃপাপুরঃসর এই ভক্ত্যুপহার গ্রহণ করিয়া, সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন আমি আপনার আশীর্ব্বাদে সমারব্ধ এই **"শ্রীশিবকার্য্য"** নির্ব্বিঘ্নে সন্তোষের সহিত সত্বর সমাপ্ত করিতে পারি। ইতি।

কালীঘাট,—নকুলেশ্বরতলা।
সন ১৩৪০ সাল।
তারিখ ১০ই পৌষ।

ভবদীয়পাদপঙ্কজপরাগপ্রার্থী
শ্রীবিপিনবিহারিবেদান্তভূষণ।

শ্রীশিবমহিম-বিকাশ

একবিংশ পরিচ্ছেদ

জগৎসংরক্ষণার্থ দেবদেবনর্ত্তন

মহী পাদাঘাতাদ্‌ব্রজতি সহসা সংশয়পদং,
পদং বিষ্ণোর্ভ্রাম্যদ্‌ভুজপরিঘরুগ্নগ্রহগণম্‌।
মুহুর্দ্যৌর্দৌস্থ্যং যাত্যনিভৃতজটাতাড়িততটা,
জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বং নটসি নন্নু বামৈব বিভুতা ॥ ১৬ ॥

"নমো নমঃ সর্ব্ববিদে শিবায়, রুদ্রায় শর্ব্বায় ভবায় তুভ্যম্‌। স্থূলায় সূক্ষ্মায় সুসূক্ষ্মসূক্ষ্ম-সূক্ষ্মায় সূক্ষ্মার্থবিদে বিধাত্রে ॥ ১ ॥ স্রষ্ট্রে নমঃ সর্ব্বসুরাসুরাণাং, ভর্ত্রে চ হর্ত্রে জগতাং বিধাত্রে। নেত্রে সুরাণামসুরেশ্বরাণাং, দাত্রে প্রশাস্ত্রে মম সর্ব্বশাস্ত্রে ॥ ২ ॥ বেদান্তবেদ্যায় সুনির্ম্মলায়, বেদার্থ-বিদ্‌ভিঃ সততং স্তুতায়। বেদাত্মরূপায় ভবায় তুভ্যং, অন্তায় মধ্যায় সুমধ্যমায় ॥ ৩ ॥ আদ্যন্তশূন্যায় চ সংস্থিতায়, তথা ত্বশূন্যায় চ লিঙ্গিনে চ। অলিঙ্গিনে লিঙ্গময়ায় তুভ্যং, লিঙ্গায় বেদাদিময়ায় সাক্ষাৎ ॥ ৪ ॥ অব্যবহিত-পূর্ব্বপরিচ্ছেদে দ্বিতীয়-প্রতিপাদ্য-পরিচ্ছেদের শেষভাগে যথাক্রমে সমুদ্দিষ্ট-বিষয়-সমূহের মধ্যে অষ্টাদশ-বিষয়-মদন--ভস্ম-সমাশ্রয়ণে যথোচিত-বিবরণ-প্রণয়নান্তে তদনন্তরবর্ত্তী একোনবিংশবিষয় জগৎসংরক্ষণার্থক দেবদেবনর্ত্তনের অল্পগ্রন্থ-বিবরণাবসর উপস্থিত হওয়ায়, সম্প্রতি বলিতে হইতেছে যে, শ্রীশিবমহিম্নঃ স্তোত্রান্তর্গত উপরি উদ্ধৃত "মহী পাদাঘাতাদ্‌ব্রজতি সহসা সংশয়পদং," ইত্যাদিষোড়শসংখ্যকশ্লোকটীর ঐতিহাসিক-বৃত্তান্ত-বিষয়ে বিবিধরূপ-

বিগানপরিশ্রুতি, বা পরিদর্শন-ফলে সহসা কোনরূপ সিদ্ধান্তে সমুপস্থিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

কিন্তু, এই বহুধা বিগান-বিগীতি-বিরুদ্ধ-গান, বা বিরুদ্ধ-বৃত্তান্তকথনের মধ্যে প্রথমতঃ শ্রীশিবমহিম্নঃ স্তোত্রান্তঃপতিত-যথোপন্যস্ত-শ্লোক-ব্যাখ্যান-প্রারম্ভে বঙ্গীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমন্মধুসূদনসরস্বতীমহাশয় বলিয়াছেন, "হে ঈশ! জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বং নটসি নৃত্যসি সন্ধ্যায়াং জগন্তি জিঘাংসন্তং বরলব্ধতৎকালবলং মহারাক্ষসং নিজতাণ্ডবেন মোহয়সীত্যর্থঃ।" শ্রীমন্মধুসূদন-সরস্বতীমহাশয় যে মহারাক্ষসের উল্লেখ করিয়াছেন, এই মহারাক্ষস যে কে? তাঁহার নাম কি? তিনি কীদৃশী তপস্যাদ্বারা কাহার, বা কোন্ দেববরের মানস-সন্তোষ-সাধন-পুরঃসর কীদৃশবর-বচন-প্রভাবে সন্ধ্যাকালীনজগন্নিবহনির্ম্মূলনবিধ্বংসনক্ষম তাদৃশ মহাবললাভ করিয়াছিলেন? কোন্ পুরাণগ্রন্থে এতদ্বিষয়ক ইতিহাস উপলব্ধ হইতে পারে? এই সকল বিষয়ে তিনি কোন কথাই বলেন নাই। শ্রীমন্মধুসূদনসরস্বতীমহাশয়ের অভিমতা উক্তরূপা ইতিহাসকথা অনেকানেক পুরাণোপপুরাণাদিগ্রন্থে ও বঙ্গীয়, বা দেশান্তরীয়-বহুতর-বিদিতবেদ্য সঞ্জাত-বিদ্যানুভব বিখ্যাতবিদ্বদ্-বৃন্দ-সমাজে বহুধা অনুসন্ধান সত্ত্বেও অদ্যাপি দৃষ্টি, বা শ্রুতিগোচরীভূতা হয় নাই।

আয়ুর্ব্বেদভূত-চরকসংহিতার জল্পকল্পতরুনামে প্রসিদ্ধব্যাখ্যানকর্ত্তা ভীষক্‌কুলতিলক স্বর্গত-গঙ্গাধরকবিরাজমহাশয় স্বপ্রণীত শ্রীশিবমহিম্নঃ স্তোত্রব্যাখ্যানগ্রন্থে যথোপদর্শিত-ষোড়শ-শ্লোকীয়-বিবরণাবসরে শ্রীমন্মধুসূদনসরস্বতী-প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ না করিয়া, বিভিন্নপন্থানুসরণে শ্রীশিবপুরাণান্তর্গত-ত্রিপুরদাহোপাখ্যান-সমাশ্রয়ণ-পুরঃসর শ্রীশঙ্করদেবের জগৎসংরক্ষণার্থক নর্ত্তন, বা তাণ্ডবের অবতারণা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, এস্থলে একথাও বলা যাইতে পারে যে, জল্পকল্পতরুকার গঙ্গাধরকবিরাজমহাশয় শ্রীশিবপুরাণীয়-ত্রিপুর-দাহ-বর্ণনপর উপাখ্যানাবলম্বনে শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীপুষ্পদন্তাচার্য্যপ্রণীত "মহী পাদাঘাতাদ্-ব্রজতি সহসা সংশয়পদং," ইত্যাদি-ষোড়শ-শ্লোক-প্রাপ্ততাণ্ডবপ্রসঙ্গ সমুত্থাপিত ও উপসংহৃত করিয়াছেন সত্য; কিন্তু পরমদুঃখ, বা পরিতাপের

বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে উপলভ্যমান শ্রীশিবপুরাণের পূর্ব্বভাগ-গত-জ্ঞান-সংহিতা-গর্ভে উপক্রান্ত, বা বর্ণিত-ত্রিপুর-দাহ-প্রসঙ্গে, অথবা উক্ত পুরাণের উত্তরভাগ-গত-ধর্ম্ম-সংহিতাগ্রন্থে উপস্থাপিত, তথা বিবৃত-ত্রিপুর দাহ-প্রসঙ্গে বারম্বার মনোযোগের সহিত অনুসন্ধান করিয়াও, শ্রীশিব-তাণ্ডবের কোনরূপ নামগন্ধ পর্য্যন্তও পরিদৃষ্ট, পরিশ্রুত, বা সমাঘ্রাত না হওয়ায়, কেবলমাত্র সময়-বিনাশকর-বৃথা-পরিশ্রম-বিমণ্ডিত-নৈরাশ্যই অনুভব করিতে বাধ্য হইয়াছি। অপরাপি কথা এই যে, বাস্তবিক পক্ষেই যদি শ্রীশিবতাণ্ডব শ্রীশিবপুরাণীয় উত্তরভাগগত-ধর্ম্ম-সংহিতা-গ্রন্থে বর্ণিত-ত্রিপুর-দাহোপাখ্যানান্তর্গতই হয়, তবে শ্রীপুষ্পদন্তাচার্য্য নিজেই যখন ত্রিপুরদাহবর্ণনপর "রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো, রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি। দিধক্ষোস্তে কোঽয়ং ত্রিপুরতৃণমাড়ম্বরবিধিঃ, বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ।" এতাদৃশ শ্লোকরচনা করিয়াছেন, তখন এতদ্দ্বারাই শ্রীশিবতাণ্ডবের গতার্থতা অবশ্যম্ভাবিনী হওয়ায়, পুনরপি তিনি শ্রীশিবতাণ্ডববর্ণনপর "মহী পাদাঘাতাৎ" ইত্যাদি-পদ্যরচনা করিলেন কেন ?

অতএব উক্তরূপে শ্রীমন্মধুসূদনসরস্বতীমহাশয়ের পূর্ব্বোদ্ধৃত-তাদৃশ-ব্যাখ্যা-বচন-সংসূচিত-পুরাবৃত্ত, অথবা জল্পকল্পতরুকারগঙ্গাধর-কবিরাজ-মহাশয়ের অভিপ্রেত ত্রিপুরদাহাশ্রিত ইতিবৃত্তের দৌর্লভ্যবশতঃ তাঁহা-দিগের দ্বারা প্রদর্শিত তথাবিধপন্থা অননুসরণীয় হইলে, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত-পন্থানুসরণেই যে "মহী পাদাঘাতাৎ" ইত্যাদি-পুষ্পদন্তপ্রণীত-পদ্যের ব্যাখ্যান-প্রণয়ন করিতে হইবে, তৎপ্রতি কোন বিশিষ্টতর কারণ না থাকায়, বিশেষতঃ অষ্টাদশমহাপুরাণমধ্যে পরিগণিত শ্রীলিঙ্গ-পুরাণীয়-পূর্ব্বভাগ-গত-ষড়ধিকশতম অধ্যায়ে, অথবা পরিমল-সিদ্ধান্তলেশ-শিবার্কমণিদীপিকা-শিবতত্ত্ব-বিবেক-কর্ণামৃত-কুবলয়ানন্দাদিচতুরধিক-শত-প্রবন্ধ-ধৌরন্ধর্য্য-শ্রীমদপ্যয়সূরি-বিরচিত-ব্রহ্মতর্ক-স্তবগ্রন্থে প্রাপ্ত শ্রীশঙ্কর-দেবের সন্ধ্যানৃত্য, বা তাণ্ডবের প্রতি হেতুবর্ণনপররূপে অভিহিত "সন্ধ্যাসু ভূতগণ-ভৈরবভদ্রকালী-সংরম্ভজম্ভজগদাপদপাসনায়। তদ্‌গোচরেষু পিতৃ-কাননভূমিষু ত্বং, তত্তাদৃশং গিরিশ! তাণ্ডবমাতনোষি॥" এতাদৃশ-পদ্য-

বচন-প্রদর্শিতপন্থানুসরণই প্রসঙ্গানুমতাপেক্ষিতার্থ-প্রদত্ব-প্রযুক্ত সুসঙ্গত হওয়ায়, এতাদৃশ-পন্থান্তরানুসরণেই অধুনা শ্রীপুষ্পদন্তাচার্য্যবিরচিত শ্রীশিবমহিম্নঃস্তোত্রান্তর্গত-তদীয়-তাণ্ডব-বর্ণনপর "মহী পাদাঘাতাদ্ ব্রজতি সহসা সংশয়পদং," ইত্যাদি-ষোড়শ-সংখ্যক-শ্লোক-ব্যাখ্যানোপযোগিরূপে শ্রীলিঙ্গপুরাণীয়-তাণ্ডবেতিহাস-সংগ্রহে আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

এই শ্রীশিবতাণ্ডব নিত্য এবং নৈমিত্তিকভেদে দ্বিবিধ। কেহ বলেন, শ্রীশঙ্করদেব ত্রিপুরাসুরবধের অনন্তর মৃতত্রৈপুরাসুরশরীর স্বীয় শ্রীচরণযুগলদ্বারা আক্রমণপুরঃসর তদুপরি তাণ্ডবনৃত্য করিয়াছিলেন, কেহ বলেন, শ্রীশঙ্করদেব গজাসুরবধের অনন্তর নিজ উত্তরীয়-বসনভূতনূতনজলধররুচিসম্পন্নগজেন্দ্রকৃত্তি ক্ষণে ক্ষণে আকাশ-প্রদেশে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, আনন্দভরে তাণ্ডবনৃত্য করিয়াছিলেন, কেহ বলেন, শ্রীশঙ্করদেব প্রজাপতি দক্ষের সমনুষ্ঠিত-সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ, বা সর্ব্বজীবন-যজ্ঞের বিধ্বংসন-কার্য্যাবসানে শ্রীমতীসতীদেবীর প্রাণ-পঞ্চক-সম্পর্ক-শূন্য-শব-শরীর "কদাচিৎ শিরসা ধৃত্বা কদাচিৎ দক্ষিণে করে। কদাচিদ্ বামহস্তেন কদাচিৎ স্কন্ধদেশকে" ধারণ করিয়া, তথা কদাচিৎ বক্ষোদেশে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া, তাণ্ডবনৃত্য করিয়াছিলেন, কেহ বলেন, "সন্ধ্যায়াং জগন্তি জিঘাংসন্তং বরলব্ধ-তৎকালবলং মহারাক্ষসং মোহয়িতুং" শ্রীশঙ্করদেব তাণ্ডবনৃত্য করিয়া থাকেন, কেহ বলেন, তপঃসন্তুষ্ট ব্রহ্মার বরবচনবলে বলীয়ান্ স্ত্রীবধ্য দারুকাসুরের বধের অনন্তর পিতৃকানন-ভূমিভাগে "প্রতিদিবসীয়-সন্ধ্যাসু" প্রেত-পিশাচ-ভূত-গণ, ডাকিনী-যোগিনীগণ ও শ্রীবটুকভৈরব সহযোগে শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীর তাদৃশসংরম্ভজন্যজগদুৎপীড়নমূলভূতা আপদের অপাকরণার্থ সমগ্রজগৎসংরক্ষণাভিপ্রায়ে শ্রীশঙ্করদেব তাদৃশ-তাণ্ডব-নৃত্যের বিস্তারসাধন করিয়াছিলেন, কেহ বলেন, মহাপ্রলয়কালে সব্রহ্মপাবক-সেন্দ্রোপেন্দ্র-সমগ্র-জগৎ-সংহারের অনন্তর প্রকৃতিরূপিণী পূর্ণা পরাৎপরতরা জগন্ময়ী জগজ্জননী পরমেশ্বরী গিরি-বরাত্মজা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর শ্রীপরমেশ্বরদেবের আদ্য-জগদ্-বীজভূত-

শ্রীবিগ্রহে প্রবেশের প্রাক্‌কালে তাঁহাকে নৃত্যামৃত-পান-পরিতৃপ্তা করিবার জন্য শ্রীশঙ্করদেব তাণ্ডবনর্ত্তন করিয়া থাকেন, কেহ বলেন, শ্রীশঙ্করদেব প্রতি দিব্যদিবসাবসানে পারমেশ্বরিককৃত্যরূপে প্রাত্যহিক-প্রদোষকালে তাণ্ডবনৃত্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ বলেন, বিভু পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের সহজ-যোগানন্দ-প্রাচুর্য্য-বশতঃ তিনি যথেষ্ট তাণ্ডবনৃত্য করিয়া থাকেন।

উপলভ্যমানানুপলভ্যমান-নির্ব্বিশেষে উক্তরূপ-কল্পাষ্টকাভিহিত-তাণ্ডবাষ্টকের মধ্যে প্রথমাদিষড়বিধতাণ্ডবই নৈমিত্তিকতাণ্ডবরূপে জানিতে হইবে এবং শেষোক্তদ্বিবিধতাণ্ডব নিত্যতাণ্ডবমধ্যে পরিগণিত জানিতে হইবে। নিত্যতাণ্ডব উপরিষ্টাৎ প্রবেদিত হইবে সত্য ; কিন্তু সম্প্রতি যথাবসরপ্রাপ্তজগদ্‌রক্ষণার্থদেবদেবনর্ত্তনবিষয়ক শ্রীশিবমহিম্নঃস্তোত্রান্তর্গত "মহী পাদাঘাতাদ্ ব্রজতি সহসা সংশয়পদং, ইত্যাদি-ষোড়শ-সংখ্যক-শ্লোকীয়-ব্যাখ্যানোপযোগিতা-নিবন্ধন দারুকাসুর-বধোপলক্ষিত-তাণ্ডবেতিহাস-সঙ্কলনাভিপ্রায়ে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মনন্দন দেবর্ষি নারদ বিবিধতীর্থ-পর্য্যটন-প্রসঙ্গে নৈমিষারণ্যে আগমন-পূর্ব্বক প্রহৃষ্ট-মানসনৈমিষেয়-মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক যথান্যায়ে পাদ্যার্ঘ্যাদি-প্রদানদ্বারা পূজিত হইয়া, স্বযোগ্য-বিষ্টরাসনে সুখতঃ উপবেশনান্তে তাঁহাদিগের সহিত শ্রীশিবলিঙ্গমাহাত্ম্য-সমাশ্রিতা বিচিত্রার্থা কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-শিষ্য রোমহর্ষণ-পুত্র পৌরাণিকোত্তম রৌমহর্ষণি সূত তপস্বি-প্রবর-নৈমিষেয়-মহর্ষিগণের শ্রীচরণে প্রণামার্থ সমাগত হওয়ায়, তৎপ্রতি সাম ও পূজা-প্রয়োগাবসানে শ্রীশিবশঙ্করদেবের মাহাত্ম্য-বিষয়িণী শুশ্রূষা সঞ্জাতা হইলে, নৈমিষেয়-মহর্ষিগণ বিবিধ-প্রশ্ন-পুরঃসর প্রশ্নানুরূপ-নানাবিধ-প্রতিবচন শ্রবণ করিয়া, পরিশেষে পুনরপি তৎপ্রতি এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, "নৃত্যারম্ভঃ কথং শম্ভোঃ কিমর্থং বা যথাতথম্। বক্তুমর্হসি চাস্মাকং শ্রুতঃ স্কন্দাগ্রজোদ্ভবঃ।"

নৈমিষেয় মহর্ষিগণের উক্তরূপ-প্রশ্ন-বচন শ্রবণ করিয়া, পৌরাণিক-সত্তম ধীমান্ সূত কহিলেন, অসুরান্বয়সম্ভূত অসুররাজ-দারুক দুশ্চরতর-

তপস্যাদ্বারা স্বাভিমত-স্বেষ্ট-দেবতার সন্তোষ-সাধন-পূর্ব্বক নিজাভিলষিত-বরলাভান্তে তপো-লব্ধ-বিক্রম-সাহায্যে মহাপ্রলয়কালীন কালাগ্নির ন্যায় সুদুঃসহ-প্রভাব-বিস্তার, বা পরাক্রম-প্রকাশ-পুরঃসর জগতীতলস্থ-যাবতীয় দেব ও তপোধন-দ্বিজোত্তমগণকে সূদিত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। এইরূপে "তপসা" লব্ধবিক্রম অসুররাজ-দারুক কর্ত্তৃক নিতান্ত নির্দ্দয়ভাবে ভৃশং তাড়িত ও পীড়িত হইয়া, দেবগণ তৎকালে ব্রহ্মা, ঈশান, কুমার, বিষ্ণু, যম ও ইন্দ্র-প্রভৃতি-দেব-প্রবরগণকে প্রাপ্ত হইয়া, পরস্পরের সহিত পরামর্শান্তে অসুররাজ-দারুক যে স্ত্রীবধ্য, তদ্বিষয়ে দৃঢ়তর-নিশ্চয়-পূর্ব্বক তাঁহারা সকলে একযোগে এককালে স্ত্রীরূপধারণ করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে সংস্থিতি-পুরঃসর মূলতঃ নিসর্গতঃ স্বভাবতঃ অথবা প্রকৃতিতঃ স্ত্রীরূপত্বাভাবে দারুকাসুরের-বধে অসামর্থ্য-নিবন্ধন তৎকর্ত্তৃকই তাঁহারা পুনঃ পুনঃ ভৃশংনিপীড়িত-নিগৃহীত-পরিতাপিত-বিদ্রাবিত ও বাধিত হইয়া, নিরতিশয়-দুঃখ-দুর্দ্দশা-ভোগ করিতে বাধ্য হইলেন। অপিচ, উক্তরূপে "ব্রহ্মাণঞ্চ তথেশানং কুমারং বিষ্ণুমেব চ। যমমিন্দ্রমনু প্রাপ্য স্ত্রীবধ্য ইতি চাসুরঃ। স্ত্রীরূপধারিভিঃ স্তত্যৈর্ব্রহ্মাদ্যৈর্যুধি সংস্থিতৈঃ।" যথোক্তকারণে যখন দারুণতরাকার-দারুণ-বল-বীর্য্য-শৌণ্ডীর্য্য-পৌরুষ-পরাক্রম-সমন্বিত-দারুণ-দারুকাসুর বাধিত হইলেন না; প্রত্যুত তথাবিধ দারুকাসুর-কর্ত্তৃকই যথোক্তনামা স্ত্রীরূপ-ধারি-দেবগণ পরাজিত, বা বাধিত হইলেন, তৎকালে "বাধিতাস্তেন তে সর্ব্বে" পুনশ্চ লোকপিতামহ জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, "বিজ্ঞাপ্য তস্মৈ তৎসর্ব্বং", তাঁহারই সহিত দেবদেব জগন্নাথ পার্ব্বতীপতি শ্রীশঙ্করদেবের নিকটে গমন করিলেন।

কিঞ্চ, দারুণ-দারুকাসুরকর্ত্তৃক বাধিত অপরাপর-দেবগণ সাবিত্রীজানি কমলযোনি ব্রহ্মার সান্নিধ্য-সমধিগম-সমনন্তর তাঁহাকে সমস্ত বিষয় বিশেষতঃ বিজ্ঞাপিত করিয়া, তথা তাঁহাকে অগ্রণীরূপে সঙ্গে লইয়া, উমাপতি শ্রীশঙ্করদেব-সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক বিবিধ-স্তুতিবচনে যখন তাঁহার অনন্ত-কল্যাণময়-গুণ-গাথা-গান করিতে লাগিলেন, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেবের তাদৃশ অপরিগণনীয়-বীর্য্যগণনাবসরে আকাশতলগত

নক্ষত্র, তারকা, মরু-স্থলী-সুলভ-সিকতা, অথবা বারিধি-বেলাভূমি গত-বালুকার ন্যায় আনন্ত্য-প্রযুক্ত শ্রীশিব-বীর্য্য-গণনারও নিতান্তাত্যন্ত অসম্ভাব্যমানতাবশ্যম্ভাববশতঃ তথাবিধ-বালক-বাতুল-জনোচিত-শ্রীশৈব-বীর্য্য-গণনা-কার্য্য হইতে বিরত স্বয়ং বিধাতা সংস্তবনপরায়ণ শ্রীধর-পুরন্দর-পুরোগমসুরবরসমাজ হইতে সহসা অপসৃত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব-সমীপে উপসর্পণ-পূর্ব্বক অবনতমস্তকে তাঁহাকে বহুধা প্রণাম করিয়া, অখিল-ভুবন-ভর্ত্তা শ্রীচন্দ্রশেখরদেবকে বিজ্ঞপ্তিবচনে এই কথা বলিলেন যে, হে দেবদেবেশ! "দারুণো ভগবন্! দারুঃ পূর্ব্বং তেন বিনির্জ্জিতাঃ। নিহত্য দারুকং দৈত্যং স্ত্রীবধ্যং ত্রাতুমর্হসি।"

ভগবান্ ভগনেত্রহা শ্রীশঙ্করদেব জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার মুখে হে ভগবন্! দারুণ-দারুকাসুর-কর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতেই আমরা সকলে যমেন্দ্র-বহ্নি-বায়ু-বরুণ-বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেব-বৃন্দের সহিত বিনির্জ্জিত হইয়াছি, আপনি এই স্ত্রীবধ্য-দারুণ-দারুকাসুরকে নিহত করিয়া, আমাদিগের পরিত্রাণবিধান করুন, এতাদৃশী প্রার্থনা, বা বিজ্ঞপ্তি-বচন শ্রবণ করিয়া, প্রকৃষ্টরূপে হাস্য করিতে করিতেই যেন গিরিবরাত্মজা শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবীকে এই কথা বলিলেন যে, "ভবতীং প্রার্থয়াম্যত্র হিতায় জগতাং শুভে। বধার্থং দারুকস্যাস্য স্ত্রীবধ্যস্য বরাননে।" অনন্তর জগদধরারণিভূতা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী জগদুত্তরারণিভূত-দেব-বৃন্দ-বন্দ্য-পাদ দেবদেব শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীমুখপঙ্কজবিনির্গত উক্তরূপ প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া, স্ত্রীবধ্যদারুকদৈত্যবধার্থ জন্ম-গ্রহণ-তৎপর-মানসে অচিরাৎ দেবদেব শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীবিগ্রহবরে প্রবেশ করিলেন। অপিচ, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যে একাংশসাহায্যে অশেষ-জগদীশ্বর দেব-সত্তম শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীবিগ্রহে প্রবিষ্টা হইলেন, তাহা তৎকালে কি ইন্দ্রোপেন্দ্র-পুরোগম দেবগণ, আর কি ব্রহ্মা, কেহই জানিতেও সমর্থ হইলেন না।

যদিচ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সর্ব্বজ্ঞ, তথা যদিচ বাসবকেশবাদিদেবগণ প্রভূত-প্রভাব-পরিমণ্ডিত, তথাপি শুভা গিরিজা শ্রীমতীপার্ব্বতী দেবীকে পূর্ব্ববৎ শ্রীশঙ্করদেবের বাম-বিগ্রহ-বর-পার্শ্ব-প্রদেশে উপবিষ্টা

অবলোকন করিয়া, তাঁহারই মায়াপ্রভাবে মানসে মোহিত হওয়ায়, তিনি যে "একেনাংশেন" শ্রীশঙ্করদেবের বাম-বিগ্রহ-বরে প্রবেশ করিলেন, তাহা তাঁহারা জানিতে না পারিলেও, শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবী যে সেই নিখিলভুবনৈকশাস্তা দেবদেব শ্রীশঙ্করদেবের শরীরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার কণ্ঠস্থ-কলাকূট-বিষদ্বারা নিজ-শরীর-নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা ঝটিতি অবগত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব কিন্তু তথাভূতা নবনির্ম্মিতকলেবরা কপর্দ্দিনী কালকণ্ঠী অংশাবতীর্ণা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে তৃতীয়নয়নসাহায্যে শ্রীমতীভদ্রকালীরূপে সৃষ্টি করিলেন। "জাতা যদা কালিমকালকণ্ঠী, জাতা তদানীং বিপুলা জয়শ্রীঃ। দেবেতরাণামজয়স্ত্বসিদ্ধ্যা, তুষ্টির্ভবান্যাঃ পরমেশ্বরস্য। জাতাং তদানীং সুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ, দৃষ্ট্বা ভয়াৎ দুদ্রুবুরগ্নিকল্পাম্। কালীং গরালঙ্কৃত-কালকণ্ঠীং, উপেন্দ্রপদ্মোদ্ভবশক্রমুখ্যাঃ।" অর্থাৎ শ্রীশঙ্করদেবপ্রার্থিতা পর্ব্বতরাজপুত্রী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীবিগ্রহে প্রবিষ্টা হইয়া, তদীয়-কণ্ঠস্থ-কালকূট-বিষ-সাহায্যে নিজ অভিনবাভিমত-শরীর-নির্ম্মাণ-পুরঃসর তাঁহার তৃতীয়-ললাট-লোচন-প্রদেশ হইতে কালিমকাল-কণ্ঠী শ্রীমতীভদ্রকালীরূপে যখন জাতা, বা আবির্ভূতা হইলেন, তৎকালে সমুদ্র-মথনোদ্ভূত শ্রীশঙ্করদেব-পীত তদীয়-কণ্ঠস্থ কালকূট-বিষ-বিকারভূত-কালিমা, বা নৈল্য-প্রভাবে কালকণ্ঠী নীলকণ্ঠী ভদ্রকালীদেবীর আবির্ভাব মাত্রেই দেবগণের আনন্দপ্রদা বিপুলা জয়শ্রী বিজয়লক্ষ্মীও যেমন জাতা, বা আবির্ভূতা হইলেন, সেইরূপ দেবেতর অসুরগণের অসিদ্ধিবিজড়িত অজয়াবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীপার্ব্বতীপরমেশ্বরদেবেরও পরমা পরিতুষ্টি সঞ্জাতা হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে কিন্তু যথোক্তরূপা শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীর আবির্ভাব-মাত্রেই সেই অগ্নিকল্পা গরলালঙ্কৃত-কালকণ্ঠী শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীকে দর্শন করিয়াই, ভয়-বিহ্বলমানসে তৎক্ষণাৎ সুরসিদ্ধসঙ্ঘ ও উপেন্দ্র-পদ্মোদ্ভব-শক্র-মুখ্য-দেবগণ সেই স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু, এই শ্রীমতী ভদ্রকালী যখন আবির্ভূতা হইলেন, তৎকালে দানব-দলনী দুর্গতি-হরা দুর্গারূপিণী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সর্ব্ব-সৌভাগ্যলক্ষণ-

লক্ষিত-ললাটফলকে যেমন তৃতীয়-লোচন শোভা-প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীরও ললাট-পট্টে তৃতীয়-বৈশ্বানর-লোচন পরম-শোভা-প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তাঁহার শিরঃপ্রদেশে উদগ্রা উচ্ছ্রিতা উচ্চতরা সিতাংশুলেখা বিরাজিতা হইতে লাগিল, কণ্ঠে, স্কন্ধ-প্রদেশে অবসক্ত, বা অবস্থাপিত-নিশিত-তীক্ষ্ণীকৃত-করালভীষণ-ভয়ানক-প্রজ্বলিতাকার-দিব্য- ত্রিশূল-বিলসিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার ঊর্দ্ধ-বাম-কর-কমল-তলে করাল কৃপাণ ও অপরাপর-কর-নিকরে বিবিধ-বিভূষণসকল বিশেষতঃ প্রদীপ্ত হইতে লাগিল।

এই মহামহিমান্বিতা শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পার্শ্বচর-স্বরূপে দিব্যাম্বরধারী সর্ব্বাভরণভূষিত সিদ্ধ, সিদ্ধেন্দ্র ও পিশাচসকল উৎপন্ন হইলে, পর্ব্বতরাজ-পুত্রী স্মর-হর-মহিলা ত্রিজগদঘহরা পূর্ণাপরাপ্রকৃতিরূপিণী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর আজ্ঞানুসারে তদীয়াংশভূতা সমস্তাৎ আপীনস্তনজঘনধৃগ্-যৌবনবতী ত্রিভুবনবিধাত্রী ত্রিনয়না পরমেশ্বরী শ্রীমতীভদ্রকালীদেবী সুরাধিপ-সূদন-পরায়ণ দারুণ-দারুকনামা দানবরাজের পীন-দীর্ঘ-দৃঢ়-সার-সমন্বিত-পরিঘ-সমানাকার-মহাভুজদ্বয়ে বিলসিত-শালপ্রাংশু-শরীরটীকে স্ব-হস্ত-ধৃত-নিশিত-কৃপাণ-সাহায্যে সহসা বিশিরস্ক করিলেন। এইরূপে শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীকর্ত্তৃক স্ত্রীবধ্য-দারুণাকার-দারুকদানব সূদিত বিনিহত হইল সত্য; কিন্তু "স্বচ্ছন্দং" ধ্বান্তধারাধররুচিরুচিরা বিগলিতচিকুরা হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিবিবুধবরবৃন্দ-সমারাধ্যা আদ্যা শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীর সংরম্ভাতিপ্রসঙ্গবশতঃ তদীয়-ক্রোধাগ্নি-দ্বারা স্থির-চর-সুর-নর-কিন্নর-বানর-সাগর-ভূধর-ভূচর-খেচর-জলচরাদি-দ্বারা পরিপূর্ণ-সমগ্র-জগৎ তৎকালে অতিশয় আতুরভাব ধারণ করিল।

শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীর সংরম্ভাতিপ্রসঙ্গ-বশতঃ তাঁহার ক্রোধাগ্নি-পরিব্যাপ্ত আতুরভাবাপন্ন নিখিল-বিশ্বের তাদৃশী আতুরভাবাপত্তি-দর্শনে তদুপশমনাপনয়নাভিপ্রায়ে অনন্ত-মহিমভূমি নিরবচ্ছিন্ন-বৈভব অশেষ-ভুবনৈক-গোপ্তা নিখিল-লোকৈক-নায়ক শ্রীশঙ্করদেব ইচ্ছামাত্রেই ক্ষণ-কাল-মধ্যে বটুক-ভৈরবনামে প্রসিদ্ধ-বালক-রূপ-ধারণ-পূর্ব্বক শ্রীমতী ভদ্রকালীদেবীর সংরম্ভাতিপ্রসঙ্গপরিসমাপ্তি, বা ক্রোধাগ্নি-পানাভিলাষে

প্রেত-সঙ্কুলশ্মশানস্থানে মায়াসমাশ্রয়ণে উচ্চৈঃস্বরে কাতরকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। অপিচ, প্রেত-সঙ্কুল-পিতৃ-কাননে শ্রীঈশানদেবকে বালরূপে তারস্বরে চীৎকার-পূর্ব্বক রোদন করিতে দেখিয়া, তাঁহারই মায়া-প্রভাবে মুগ্ধ-হৃদয়ে মোহিত-মানসে শ্রীমতীভদ্রকালীদেবী স্ত্রীজন-সুলভ-স্নেহাবলম্বনে দ্রুততরগমনে তৎসমীপগতা হইয়া, তাঁহাকে ক্রোড়-দেশে গ্রহণ করিয়া, তদীয়-মস্তকাঘ্রাণ-মুখ-চুম্বন-পুরঃসর তাঁহার মুখে যাবৎ বক্ষোজ-স্তনদান করিলেন, তাবৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন পূতনানাম্নী রাক্ষসীর প্রাণের সহিত তাহার বিষদিগ্ধ-বক্ষোজমণ্ডল হইতে স্তন্যপান করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীঈশানদেবও শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীর স্তনজের সহিত তাঁহার ক্রোধাগ্নি পান করিলেন।

কিন্তু, শ্রীসদাশিবাখ্য শ্রীশঙ্করদেব যখন অংশবিশেষ-সাহায্যে শ্রীবটুক-ভৈরবাখ্যবালকরূপে আবির্ভূত হইয়া, সংরম্ভাতিপ্রসঙ্গ-বশতঃ গরলালঙ্কৃত-কালকণ্ঠী ক্রূরা শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীকে দারুকাসুরবধের অনন্তরও জগৎসংহরণোপক্রম হইতে বিনিবৃত্তা করিবার জন্য যাবৎ তাঁহার স্তনজের সহিত ক্রোধাগ্নি-পান করিলেন, তাবৎ উক্তরূপে কোপাগ্নি-পান-ফলে একদিকে যেমন ক্রোধী বালকরূপী শ্রীবটুকভৈরবদেব ক্ষেত্র-সমূহের রক্ষক ক্ষেত্রপালরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন, অপরদিকেও সেইরূপ লিঙ্গ-পুরাণীয় "মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ চ তস্যাপি ক্ষেত্রপালস্য ধীমতঃ।" এতাদৃশবচনানুসারে মূর্ত্ত্যষ্টক-সমন্বিত, অথবা "ভেদা একোনপঞ্চাশৎ ক্ষেত্রপালস্য কীর্ত্তিতাঃ। মাতৃকাবীজভেদেন সম্ভিন্না নামভেদতঃ।" এতাদৃশ-প্রয়োগসার-গত-ক্ষেত্রপাল-প্রকরণীয়-বচনানুসারে একোনপঞ্চাশদ্-ভেদ-ভিন্ন ক্রোধী বালকরূপী শ্রীবটুকভৈরবদেব শ্রীশিতিকণ্ঠ-শ্রীকণ্ঠ-নীলকণ্ঠ-কণ্ঠস্থ-কালকূট-বিষ-সহস্রাংশ-সংগ্রহণ-নিবন্ধন ক্রূরভাবাপন্ন-শ্রীমতী-পূর্ব্বক-ভদ্রকালীদেবীকে সংরম্ভাতিপ্রসঙ্গ-বশতঃ ক্রোধাগ্নি-সাহায্যে জগৎ-সংমর্দ্দন-সম্পীড়ন-সংহরণ-ব্যাপার হইতে বিনিবর্ত্তিতা না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে স্বয়ং স্তনজসহ বিষপান, বা ক্রোধাগ্নি-পান-ফলে অতিক্রুদ্ধ-হৃদয়ে ক্রুদ্ধা-ক্রূরতরা জগৎসংহরণোদ্যতা শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীর সহিত যোগ-দান-পূর্ব্বক একযোগে একসমুদ্যমে জগৎ-সংমর্দ্দন-সংহরণকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

উক্তরূপে কালিম-কালকণ্ঠী শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীর কার্য্যে যোগ-দান-ফলে বটুক-ভৈরবাখ্য-বালক-কর্ত্তৃক অধিকতররূপে উৎসাহিতা ক্রোধ-মূর্চ্ছিতা গরালঙ্কৃত-কালকণ্ঠী শ্রীমতীভদ্রকালীদেবী ভূত-প্রেত-পিশাচ-গণ, ডাকিনীযোগিনীগণ ও বালকরূপী বটুকভৈরবের সহিত সমকালে জগৎ-সংমর্দ্দনে, বা সংহরণে ব্যাপৃতা হইলে, তাঁহাদের সকলের ক্রোধ হইতে নিখিল-বিশ্বের রক্ষাবিধানার্থ বিশেষতঃ শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীর চিত্তপ্রসন্নতাসম্পাদনার্থ দেবদেব শ্রীশঙ্করদেব তাণ্ডব-নৃত্য করিয়াছিলেন। অপিচ, দেবশত্রু জগৎকণ্টক স্ত্রীবধ্য দারুকাসুর শ্রীমতীভদ্রকালীদেবী-কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায়, প্রীতান্তঃকরণে প্রেতস্থানে সন্ধ্যাকালে ভূত-প্রেত—পিশাচেন্দ্রগণের সহিত দেবী-প্রসাদার্থ শূলী দেবদেব শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক তাণ্ডব প্রবর্ত্তিত হইলে, "পীত্বা নৃত্যামৃতং শম্ভোরাকণ্ঠং পরমেশ্বরী" শ্রীমতীভদ্রকালীদেবী ক্রোধ-পরিহার-পুরঃসর যোগিনীগণের সহিত যথাসুখে প্রেতস্থানে সন্ধ্যানৃত্যে প্রবৃত্তা হইলেন এবং তদ্দর্শনে প্রাক্-পলায়িত-সব্রহ্মক-সেন্দ্রোপেন্দ্রদেবগণ সমন্ততঃ সেইস্থানে সমাগত হইয়া, "প্রণেমুস্তুষ্টুবুঃ কালীং পুনর্দ্দেবীঞ্চ পার্ব্বতীম্।"

এই দারুকাসুরবধাশ্রিতা আখ্যায়িকার সংক্ষিপ্ত-নির্গলিত-তাৎ-পর্য্যার্থ চতুরধিক-শত-প্রবন্ধ-নির্ম্মাতা শ্রীমদপ্যয়দীক্ষিত-কর্ত্তৃক এইরূপে সংগৃহীত হইয়াছে যথা—"লিঙ্গপুরাণে সন্ধ্যানৃত্যস্য হেতুরুক্তঃ। পুরাকিল অপুরুষবধ্যদারুকাসুরবধার্থং শিবেন প্রেরিতা পার্ব্বতী জগন্মাতৃত্বেন সর্ব্বত্র-দয়ালুতয়া দারুকস্য ত্রৈলোক্যকণ্টকত্বেঽপি তদ্-বধাচিকীর্ষামলভমানা কেনচিদংশলেশেন শিবকণ্ঠং প্রবিশ্য কালকূট-সহস্রাংশমাত্রং গৃহীত্বা নির্গতা ক্রুরা ভদ্রকালী দারুকাসুরং নিহত্য ভূত-গণৈঃ সহ শ্মশানেষু স্থিত্বা লোকান্ সংহর্ত্তুমুপচক্রমে। তদা শিবঃ কেনাচিদংশেন বটুকভৈরবো ভূত্বা তৎসমীপে প্রাদুর্ভূয় অতি ক্ষুধিতঃ স্তন্যার্থী রুদন্ অশয়িষ্ট। তস্মৈ ভদ্রকালী দয়য়া স্তন্যং দদৌ। স্তন্যেন সহ তৎপীতকালকূটং নির্গময্য প্রাশ্যামীত্যভিসন্ধায় তদর্দ্ধপান-মাত্র এব সোঽপ্যতি ক্রুরোভূত্বা তয়া সহ জগৎ সংহর্ত্তুমারেভে। শিবস্তয়োস্তদুদ্ভূতগণানাঞ্চ প্রচারবৎসু শ্মশানেষু তৎসন্নিধৌ

আনন্দনৃত্যপ্রদর্শনেন তেভ্যো জগৎ সংরক্ষণীয়মিতি মত্বা সন্ধ্যাসু নৃত্তং করোতীতি।"

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, পূর্ব্বোপদর্শিত-তাণ্ডব-বিষয়ক-বিকল্পাষ্টক-প্রাপ্ত-তাণ্ডবাষ্টকের মধ্যে শ্রীমন্মধুসূদন-সরস্বতী ও জল্পকল্পতরুকারাভিপ্রেত তাণ্ডবের প্রতি অরুচি-কারণ প্রাক্তন-গ্রন্থে অভিহিত হইয়াছে, বিশেষতঃ ত্রিপুরদাহ, বা ত্রৈপুরাসুর-বধ-দ্বারা জগৎ সুরক্ষিত হওয়ায়, তদাশ্রিত-তাণ্ডবের জগদ্রক্ষণার্থতা সম্ভবপরা হইতে পারে না, এইরূপ অনুপলভ্যমান-গজাসুরবধাশ্রিত-তাণ্ডব, বা দক্ষ-যজ্ঞ-ধ্বংসাশ্রিত-তাণ্ডবেরও জগদ্রক্ষণার্থতা সম্ভবপরা নহে, তথা মহাপ্রলয়োত্তরকালীন-তাণ্ডবেরও তাদৃশাবসরে অণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডাস্তিত্বাভাবে জগদ্রক্ষণার্থতা সর্ব্বথা সম্ভাবনা-বহির্ভূতা হইতেছে ; সুতরাং নৈমিত্তিক-তাণ্ডবপঞ্চকের পরাকরণ-ফলে অবশিষ্ট শ্রীমদপ্যয়দীক্ষিত-পরিগৃহীত-লিঙ্গপুরাণ-প্রাপ্ত-দারুক-দানব-বধাশ্রিত-নৈমিত্তিক-তাণ্ডবই এস্থলে জগদ্রক্ষণার্থক-তাণ্ডবরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে।

এক্ষণে যদি এইরূপই হয়, তবে নিমিত্তাভাবে নৈমিত্তিকাভাব-লক্ষণন্যায়ানুসারে দারুকাসুর-বধ-মাত্রের নিমিত্তত্ব-স্বীকার-পক্ষে নিমিত্তের অবস্থিতি-কাল-পর্য্যন্ত নৈমিত্তিকের অবস্থিতি-স্বীকার করিতে হইলে, যে সময়ে দারুকাসুর-বধ হইয়াছিল, সেই সময়েই যে দারুকাসুরের বধোপলক্ষে যথোপদর্শিত-কারণে ভূত-প্রেত-পিশাচগণ, বটুকভৈরব ও গরালঙ্কৃত-কালকণ্ঠী শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীর তাদৃশসংরম্ভাতিপ্রসঙ্গ হইতে জগৎ-সংরক্ষণকল্পে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব তাণ্ডব-নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অপিচ, উক্তরূপ অঙ্গীকারের ফলে কালান্তরে দারুকাসুর-বধ-রূপ-নিমিত্তাভাবে তাদৃশ-নিমিত্তজন্যা তাণ্ডবের অনুপপত্তি অবশ্যম্ভাবিনী হওয়ায়, তদর্থে যদি দারুকাসুরবধ-রূপ-নিমিত্তের পরিবর্ত্তে ভূতগণ-ভৈরব-ভদ্রকালী-সংরম্ভাতিপ্রসঙ্গ-রূপনিমিত্তান্তর কল্পিত হয়, তবে তন্নিমিত্তক-জগৎ-সংরক্ষণার্থক তাণ্ডবের উপপত্তি সম্ভাবিতা হইলেও, এই তাণ্ডবের প্রাত্যহিকতা, বা প্রতিদিবসীয়সন্ধ্যাকালোপলক্ষিত-প্রদোষ-সময়-সাধ্যতা উপপন্না হইতে পারে না।

কারণ, পূর্ব্বকালে অপুরুষবধ্য, বা স্ত্রী-বধ্য-দারুকাসুরের বধার্থে শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক প্রেরিতা জগন্মাতা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী জগন্মাতৃতা-নিবন্ধন সর্ব্বত্র দয়ালুতাবশতঃ দারুকাসুরের ত্রৈলোক্যকণ্টকত্ব অবিতথ, বা সত্য হইলেও, তদীয়-বধবিষয়িণী চিকীর্ষার অলাভপ্রযুক্ত স্বীয় অংশ-লেশবিশেষ-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবের কণ্ঠকূপ-কুহরে প্রবেশ-পূর্ব্বক কালকূট-সহস্রাংশমাত্র গ্রহণ করিয়া, ক্রূরা ভদ্রকালীরূপে নির্গতা হইয়া, দারুকাসুর-বধান্তে ভূত-প্রেতগণের সহিত পিতৃ-কানন-ভূমি-ভাগে অবস্থিতি-পুরঃসর সংরম্ভাতিপ্রসঙ্গ-বশতঃ যখন লোক-সকলের সংহারোপক্রম করিয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেব অংশ-বিশেষ-সাহায্যে বটুকভৈরবরূপে তৎসমীপে আবির্ভূত হইয়া, ক্ষুধিত স্তন্যার্থী বালকের ন্যায় শয়ানাবস্থায় রোদন করিতে থাকিলে, তদ্দর্শনে শ্রীমতী ভদ্রকালীদেবী মাতৃজনসুলভ-দয়াপরতন্ত্রা হইয়া, যাবৎ তাঁহার মুখে স্তনদান করিলেন, তাবৎ স্তন্যের সহিত তৎপীত-কালকূট নিঃসারিত করিয়া ভক্ষণ করিব, এইরূপ অভিসন্ধি-পুরঃসর তদীয়-স্তন্যসহ তৎপীত-কালকূট-বিষের অর্দ্ধপানমাত্রেই সেই বটুকভৈরবরূপী বালকও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ক্রূরভাবাপন্ন হইয়া, তাঁহার সহিত জগৎসংহারে প্রবৃত্ত হওয়ায়, শ্রীশঙ্করদেব তৎক্ষণমাত্রেই শ্রীবটুকভৈরবদেব, শ্রীমতীভদ্রকালীদেবী ও তদীয়-ভক্ত-ভূত-গণের প্রচার-বিশিষ্ট-শ্মশান-প্রদেশে দেবী-সন্নিধানে প্রেমানন্দভরে তাণ্ডব-নৃত্য-প্রদর্শন-দ্বারা তাঁহাদিগের তাদৃশ-ভীষণতর আক্রমণ হইতে জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষাবিধান করিতে হইবে, এইরূপ মনন-পূর্ব্বক শ্মশানে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন দেখিয়া, পরমেশ্বরী শ্রীমতী ভদ্রকালীদেবীও ক্রোধ-পরিহার করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের নৃত্যামৃত আকণ্ঠ-পান-পুরঃসর আনন্দভরে যথাসুখে প্রেতস্থানে যোগিনীগণসহ নৃত্য করিয়াছিলেন।

অতএব এতাবান্ গ্রন্থভাগসাহায্যে বিশদরূপেই বিজ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, শ্রীশিবহরশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক জগদ্-রক্ষণাভিলাষে দেবী-প্রসাদার্থ প্রেমানন্দাতিশয়-সহকারে শ্মশানপ্রদেশে তাণ্ডব-নৃত্য প্রবর্ত্তিত হইলে, তদ্দর্শনে কি ভূত-প্রেত-পিশাচগণ, কি বটুকভৈরবদেব,

আর কি গরালঙ্কৃত-কালকণ্ঠী ক্রুদ্ধা ক্রূরতরা শ্রীমতীভদ্রকালীদেবী, ইঁহারা সকলেই যে তৎকালে শান্তরোষ হইয়াছিলেন, তাহা অবশ্য সকলকেই অনিচ্ছা-সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে যদি এই-রূপই হয়, তবে যাঁহাদিগের রোষ-শান্তির জন্য শ্রীশঙ্করদেব উক্তরূপে কৌশলাবলম্বনে সন্ধ্যাকালে পিতৃকাননভূমিভাগে তাণ্ডবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের তাদৃশ-জগৎসংহরণক্ষম-রোষ সর্ব্বথা উপ-শান্ত হওয়ায়, পুনরপি তদর্থে শ্রীশঙ্করদেবের তাদৃশ-তাণ্ডবানুষ্ঠানের প্রয়োজন না থাকায়, উক্তরূপ জগৎ-রক্ষণার্থক-তাণ্ডবের প্রতিদিবসীয়-সন্ধ্যাকালোপলক্ষিত-প্রদোষ-সময়-সাধ্যতার পরিবর্ত্তে এক-দিবস-সাধ্যত্বই সুস্থিত হইতেছে।

যদি বলা যায় যে, শ্রীশঙ্করদেব-কৃত-জগদ্-রক্ষণার্থক-তাণ্ডবের একদিবস-সাধ্যত্ব-পক্ষ অঙ্গীকৃত হইলে, শ্রীমদপ্যয়দীক্ষিতাভিহিত-পূর্ব্বোপদর্শিত "সন্ধ্যাসু ভূতগণভৈরবভদ্রকালী", ইত্যাদি-পদ্যের প্রথমাবয়বভূত-সন্ধ্যা-শব্দান্তে প্রযুক্ত-সপ্তমী-বহুবচনের উপপত্তি হইবে কিরূপে ? এইরূপ প্রশ্নবচনের প্রতিবচনস্বরূপে যদিচ কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, সন্ধ্যা-শব্দান্তে প্রযুক্ত "সন্ধ্যাসু", এই সপ্তমী-বহু-বচনানুরোধেই শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ভূতগণ-ভৈরব-ভদ্র-কালী-সংরম্ভ-জন্ম-জগদাপদপাসনার্থক তাদৃশ-তাণ্ডবের প্রতিদিবসীয়-সন্ধ্যা-কালোপলক্ষিত-রজনীমুখ, বা প্রদোষ-সময়-সাধ্যত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, তথাপি আমরা কিন্তু বলিতে পারি যে, যথোক্ত-সপ্তমী-বহু-বচনানুরোধেই যদি শ্রীশঙ্করদেবকৃত-তাদৃশ-তাণ্ডবের প্রাতিদিবসীয়-সন্ধ্যাকাল-সাধ্যতা স্বীকার করিতে হয়, তবে শ্রীশঙ্করদেবানুষ্ঠিত-প্রাত্য-হিক-তাদৃশ-তাণ্ডবের পূর্ব্বকাল, বা অব্যবহিত-প্রাক্ক্ষণাবচ্ছেদে নিমিত্ত-কারণ-স্বরূপে ভূতগণ, বটুকভৈরব ও শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীর জগৎ-সংহরণ-ক্ষম-সংরম্ভাতিপ্রসঙ্গের উপস্থিতি অত্যন্ত আবশ্যক। এইরূপে ভূতগণ-ভৈরব-ভদ্রকালীদেবীর তথাবিধা প্রাত্যহিকী সন্ধ্যাকালীনা সংরম্ভাতিপ্রসঙ্গোপস্থিতি নিতান্ত আবশ্যকী হইলে, তদুপষ্টম্ভকরূপে দারুকাসুর-বধাদির ন্যায় কারণান্তরের উপস্থিতিও অবশ্যম্ভাবিনী।

এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্ম-বরুণেন্দ্র-রুদ্র-মরুদর্ক-বিধু-বিষ্ণু-বহ্নি-প্রভৃতি-দেবগণ দিব্য-স্তোত্র-সাহায্যে সতত যাঁহার স্তুতি করিয়া থাকেন, সাঙ্গপদ-ক্রমোপনিষদাদি-সমলঙ্কৃত-বেদ-ত্রয়-সাহায্যে সামগগণ সতত যাঁহার অনন্ত-কল্যাণময়-গুণ-গাথা-গান করিয়া থাকেন, ধ্যানাবস্থিত-তদ্গত-মনো-মাত্র-সাহায্যে যোগিগণ নিরন্তর যাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন, অথবা সুরাসুর-শ্রেষ্ঠগণও বিবিধ-প্রকারে যত্নাবলম্বন করিয়াও, অদ্যাপি যাঁহার অন্তাধিগমে সমর্থ হন নাই, অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডৈক-নায়ক সেই শ্রীশঙ্করদেব যখন শরণাগত অগ্রতঃ প্রণত-বিধি-বিধু-বাসব-কেশবাদি-দেবগণ-কর্ত্তৃক স্ত্রীবধ্য-দারুকাসুরের বধার্থে প্রার্থিত হইয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের ইঙ্গিতমাত্রেই তাঁহার শরীরে প্রবিষ্টা হইয়া, তদীয়-কণ্ঠস্থ-কালকূট-বিষ-সাহায্যে যে বিষময়ী তনু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই বিষময়ী তনু, বা কালিমকালকণ্ঠী ক্রূরা ভদ্রকালীমূর্ত্তি-সমাশ্রয়ণে একাংশ-সাহায্যে অবতীর্ণা হওয়ায়, এই বিষময়ী-মূর্ত্তিমতী শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীর দারুকাসুর-বধের পরবর্ত্তীকালে ও ক্রূর-স্বভাবতাপ্রযুক্ত তথা সংরম্ভাতিপ্রসঙ্গবশতঃ তদীয়ক্রোধাগ্নিদ্বারা তৎকালে সমগ্র-জগৎ সমাক্রান্ত, বা আতুরভাবাপন্ন হইলে, জগদ্-বাধা-নিবারণাভি-প্রায়ে শ্রীশঙ্করদেবাংশভূত পিতৃকাননভূমিশয্যাতলে শয়ান রোদন-পরায়ণ স্তন্যার্থী শ্রীবটুকভৈরবদেব-কর্ত্তৃক স্তন্যের সহিত তৎপীত-কালকূটবিষের অর্দ্ধভাগ, বা তাঁহার ক্রোধাগ্নি পীত হইয়াছিল বটে ; কিন্তু শ্রীমতীভদ্র-কালীদেবীর বিষময়ী-মূর্ত্তির মধ্যে কালকূট-বিষের অর্দ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকায়, সেই অর্দ্ধাবশিষ্ট-বিষ-প্রভাবেই তাঁহার প্রতিদিবসীয়-সন্ধ্যাকালে দারুকাসুর-বধাদিরূপ উপষ্টম্ভক, বা উত্তেজক-কারণান্তরের অপেক্ষা না করিয়াই, তাদৃশ-প্রাত্যহিক-সংরম্ভাতিশয়-প্রসঙ্গোপস্থিতি সম্ভাবিতা হইতে পারে এবং শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীর জগদ্-বাধা-মূলক-তাদৃশ-সংরম্ভাতিশয়-প্রসঙ্গ হইতে জগদ্রক্ষণাভিপ্রায়ে শ্রীশঙ্করদেবেরও যথোক্তরূপ-নিমিত্তো-পস্থিতির অনন্তর প্রাত্যহিক-সন্ধ্যা-কালীন তাণ্ডব সর্ব্বথা উপপন্ন হইতে পারে।

অতএব যথোপদর্শিতা কল্পনার দুষ্টত্ব-প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রশমন-কল্পে আমরাও অবশ্যই বলিতে পারি যে, যথোক্তরূপা কল্পনা সমাশ্রিতা হইলে, শ্রীমতী-ভদ্রকালীদেবীর প্রতিদিবসীয়-সন্ধ্যা-সময়োচিত-তাদৃশ অনন্ত-সংরম্ভাতিশয়- প্রসঙ্গোপস্থিতি- প্রধ্বংস- কল্পনা- গৌরবাপাতাবশ্যম্ভাবনিবন্ধন তদনঙ্গীকার-পক্ষে শ্রীশঙ্করদেব-কৃত-তাদৃশ-সনিমিত্তক-তাণ্ডবের প্রাত্যহিকত্বের পরিবর্ত্তে একসন্ধ্যাসাধ্যত্ব, বা অপরাপরস্থলীয়-তাণ্ডবের ন্যায় একোদ্যমসাধ্যত্বই অবশ্য স্বীকরণীয় হইতেছে। কিঞ্চ, উক্তার্থের সমর্থনকল্পে অদ্বৈতসিদ্ধিকার শ্রীমন্মধুসূদন-সরস্বতী-মহাশয়ের "সন্ধ্যায়াং", এই সপ্তমীর একবচনান্ত-সন্ধ্যা-শব্দের প্রয়োগ যেমন প্রমাণস্বরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে, সেইরূপ লিঙ্গপুরাণে দারুকাসুর-বধোপাখ্যানান্তে অভিহিত "কৃতমস্যাঃ প্রসাদার্থং দেবদেবেন তাণ্ডবম্। সন্ধ্যায়াং সর্ব্বভূতেন্দ্রৈঃ প্রেতৈঃ প্রীতেন শূলিনা।" এতাদৃশ-বচনের দ্বিতীয়-চরণ-প্রথমাবয়বভূতসপ্তমীর একবচনান্ত-সন্ধ্যা-শব্দের প্রয়োগও প্রমাণস্বরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে।

এইরূপে নৈমিত্তিক-তাণ্ডবষট্‌কের যথাকথঞ্চিৎ বিবরণাবসানে সম্প্রতি সর্গকালীন-প্রলয়কালীন-ভেদে দ্বিবিধ, দৈনন্দিন-ব্যাপাররূপ-নিত্য-তাণ্ডবের যথাকথঞ্চিৎ অল্পগ্রন্থ-বিবরণ করিতে হইবে। প্রধান-পুরুষেশ্বর অশেষ-জগদীশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের অহরাগমে সম্প্রবৃত্ত জগদ্-বিম্বের স্বোচিতা সৃষ্টি, বা স্থিতিকালের অবসানে রাত্রি-সমাগমে সৃষ্ট-জগতের সংহরণাবসরে "দগ্ধেষ্বশেষদেহেষু দেবী গিরিবরাত্মজা। একা সা সাক্ষিণী শম্ভোস্তিষ্ঠতে বৈদিকী শ্রুতিঃ।" এইরূপ প্রমাণবচনানুসারে একমাত্র গিরিবরাত্মজা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের সব্রহ্মক-সপাবক-সেন্দ্রোপেন্দ্র-সমগ্রজগৎসংহরণ-কার্য্যের সাক্ষিণীস্বরূপে সমবস্থিতা হওয়ায়, দেবগণের শিরঃ-কপাল-সমূহ-সাহায্যে রচিত কপাল-মালাদি-বরভূষণ-সমূহে ভূষিত সহস্রনয়ন সহস্রাকৃতি সহস্রহস্তচরণ কৃত্তিবাসাঃ ত্রিশূলী শ্রীশঙ্করদেব ঐশ্বরযোগসমাশ্রয়ণে স্বকীয়-পরমানন্দরূপ-প্রভূত অমৃতরস পান করিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে প্রদীপ্তানলতুল্যালোচন-সহস্রে বিলোকন করিতে করিতে, তাণ্ডব-নৃত্য করিয়া থাকেন এবং

গিরিরাজনন্দিনী "ভর্ত্তুঃ পরমমঙ্গলা" শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও তৎকালে শ্রীশঙ্করদেব-কৃত-তাদৃশ-তাণ্ডব-নৃত্যামৃত পান করিয়া, পরম-যোগ-সমাশ্রয়ণ-পূর্ব্বক তদীয়-শ্রীবিগ্রহবরে প্রবিষ্টা হইলে, শ্রীশঙ্করদেব স্বেচ্ছাবশতঃ তাণ্ডব-রসপরিহার-পুরঃসর ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলদাহান্তে মহাপ্রলয়-কালোচিত-স্বভাব, বা ঋত-সত্য-পরম-ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এইরূপে নিরবশেষতঃ সম্পূর্ণ-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল-দাহের অনন্তর পূর্ণা পরা প্রকৃতিদেবীর শ্রীপরমেশ্বর-শরীরে প্রবেশের প্রাক্কালে তাঁহাকে নৃত্যামৃত-পান-পরিতৃপ্তা করিবার জন্য শ্রীশঙ্করদেব যে তাণ্ডব করিয়া থাকেন, সেই তাণ্ডব শ্রীপরমেশ্বরদেবের সর্গকালরূপপ্রতিদিবসাবসানে প্রতিপ্রদোষ-সময়ে, বা প্রতিরজনী-মুখে শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক পারমেশ্বরিক-দৈনন্দিন-ব্যাপারাবসানে অনুষ্ঠিত হওয়ায়, কাহারও কাহারও মতে নিত্য-মধ্যে পরিগণিত হইলেও, বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু এই তাণ্ডবও সকল-কার্য্য-বিনাশরূপ-প্রাকৃত-প্রলয়, বা কার্য্য-ব্রহ্মরূপী শ্রীহিরণ্যগর্ভদেবের বিনাশ-নিমিত্তক হওয়ায়, নৈমিত্তিক-তাণ্ডবমধ্যেই পরিগণিত হইতে পারে। অতএব পরিশেষে শ্রীশঙ্করদেবের সহজ-যোগানন্দপ্রাচুর্য্যবশতঃ অষ্টম-বিকল্প-প্রাপ্ত অবশিষ্ট যে তাণ্ডব, সেই তাণ্ডবই নিত্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। সে যাহা হউক, যথোপদর্শিত-বিকল্পাষ্টক-প্রাপ্ত অষ্টবিধ-তাণ্ডবের মধ্যে দারুকাসুরবধোপাখ্যান-প্রাপ্ত একটীমাত্র তাণ্ডবই শ্রীশঙ্করদেবকর্ত্তৃক জগদ্রক্ষণার্থ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দারুকাসুরবধার্থ শ্রীশঙ্করদেবের প্রার্থনানুসারে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক স্বাংশতঃ আবির্ভাবিতা যথোপবর্ণিতা শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীর ভূতগণ ও শ্রীবটুকভৈরবদেব-সহ একযোগে অনুষ্ঠিতজগৎসংহরণোদ্যম হইতে বিশ্বপরিত্রাণার্থ শ্রীশঙ্কর-দেব যখন পিতৃকাননভূমিভাগে তাণ্ডবনৃত্য করিয়াছিলেন, তৎকালে সেই স্থানে সব্রহ্মকসেন্দ্রোপেন্দ্রদেবগণ সমন্ততঃ সমাগত হইয়া, "প্রণেমুস্তুষ্টুবুঃ কালীং পুনর্দ্দেবীঞ্চ পার্ব্বতীম্।"

অপিচ, সন্ধ্যাকালে সর্ব্বজগদ্রক্ষণার্থ শূলী শ্রীশঙ্করদেব পরম-প্রীতান্তঃ-করণে সর্ব্বভূতেন্দ্র ও প্রেতগণের সহিত প্রেত-স্থানে কালিমকালকণ্ঠী শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীর জগৎ-সংহরণ-ক্ষম-সংরম্ভাতিপ্রসঙ্গোপশমন-দ্বারা

চিত্ত-প্রসাদার্থ তাণ্ডবানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীও যখন ক্রোধ-পরিহার-পুরঃসর শ্রীশঙ্করদেবকৃত-নৃত্যামৃত আকণ্ঠ পান করিয়া, যোগিনীগণের সহিত যথাসুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন, তৎকালে সপত্নীকসব্রহ্মক-সেন্দ্রোপেন্দ্র-দেবগণ কেবলই যে চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই স্থানে সমাগত হইয়া, পরমেশ্বরী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী ও শ্রীমতীভদ্রকালী-দেবীর শ্রীচরণকমলযুগলে প্রণিপাতান্তে স্তুতি করিয়াছিলেন, তাহা নহে ; পরন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে স্বয়ং বাগ্‌দেবী শ্রুতিমহতী সরস্বতী বল্লকী, বা বীণাধারণ করিয়াছিলেন, শতমখ স্বয়ং সুররাজ শতক্রতু বেণু, বা বংশী-ধ্বনি করিতে লাগিলেন, স্বয়ং পদ্মজ শ্রীবিষ্ণুদেবের নাভি-কমল-জাত জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মা তালধারণ, বা তদ্‌-দানার্থ নিজ-ভুজ-দ্বয়ে উন্নিদ্র, বিকশিত, বা ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, শ্রীবিষ্ণুদেবের বক্ষোবিলাসিনী বৈকুণ্ঠেশ্বরী স্বয়ং ভগবতী শ্রীমতীরমাদেবী গেয়প্রয়োগে তৎপরা, বা অগ্রণী হইয়াছিলেন, স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুদেব সান্দ্র-ঘন-মৃদু-স্নিগ্ধ-মনোজ্ঞরূপে স্বনামখ্যাত-বাদ্যবিশেষ-মৃদঙ্গবাদনে পটুতা-প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন, তথা অপরাপরদেবদেবীগণ চতুর্দ্দিক্‌পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক অবস্থিত হইয়াছিলেন, এইরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শক্র, বীণাপাণি ও কমলালয়া-লক্ষ্মীপ্রভৃতিদেবদেবীগণ, তথা গন্ধর্ব্বযক্ষপতগোরগসিদ্ধসাধ্য-বিদ্যা-ধরামরবরাপ্সরোগণ, অধিক কি ? ভূতবর্গের সহিত ত্রিলোকনিলয়স্থ অন্য যে কোন প্রাণী, সকলেই তৎকালে শ্রীশিবহরশঙ্করদেবের পার্শ্ব-প্রদেশে অবস্থিত হইয়া, মৃড়ানীপতি শ্রীশঙ্করদেব, পর্ব্বতরাজপুত্রী শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবী এবং গরালঙ্কৃতকালকণ্ঠী শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীর সেবা করিতে লাগিলেন।

এতাদৃশ লিঙ্গ-পুরাণ-প্রাপ্ত শ্রীমদপ্যয়-দীক্ষিত-সমর্থিত শ্রীশিব-হর-শঙ্করদেবানুষ্ঠিত ভূতগণ-ভৈরব-ভদ্রকালী-কৃত-সংরম্ভাতিপ্রসঙ্গ-নিবর্ত্তন-দ্বারা জগৎসংরক্ষণার্থক তাণ্ডবই পরম-শিব-ভক্ত ভগবান্ পুষ্পদন্তাচার্য্য-কর্ত্তৃক স্বপ্রণীতশ্রীশিবমহিম্নঃস্তোত্রান্তর্গত "মহী পাদাঘাতাদ্ ব্রজতি সহসা সংশয়পদং", ইত্যাদি-ষোড়শ-শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশঙ্করদেবের নর্ত্তন-প্রদর্শনাবসরে তদ্‌বর্ণন-প্রসঙ্গে স্তুতিচ্ছলে ভগবান্ পুষ্পদন্তাচার্য্য

বলিয়াছেন যে, হে ঈশ! অশেষ-জগন্মণ্ডলের সংরক্ষণাভিপ্রায়ে আপনি তাণ্ডবনৃত্য করিতেছেন সত্য; পরন্তু এই অশেষজগন্মণ্ডল আপনার তাণ্ডববেগধারণে, অথবা প্রভাব-সহনে অত্যন্ত অসামর্থ্য-নিবন্ধন নিরতিশয় অধীরভাবে "তিষ্ঠতি, লীয়তে বা", এইরূপ সংশয়পদ সংশয়-স্থান প্রাপ্ত, বা সংশয়িত হইতেছে। হে পরমেশ! কানন-কুন্তলা, পর্ব্বত-স্তন-মণ্ডলা, সাগরাম্বরা, সপ্ত-দ্বীপ-মিতা, হিমাদ্রি-সুমেরু-সংযুক্তা, যজ্ঞ-শূকর-জায়া, জয়াবহা, সর্ব্বশস্যাধিকা, ভূমিপসর্ব্বস্বভূতা, মহীয়সী মহী আপনার তাণ্ডবাবসরোচিত পাদাঘাত, বা আলীঢ়-প্রত্যালীঢ়রূপে পাদবিন্যাস-বেগসহনাসামর্থ্য-নিবন্ধন সহসা অর্থাৎ অচিরকালমধ্যেই "থাকে, বা যায়," এইরূপে সংশয়াস্পদীভূতা হইতেছেন, তথা হে দেব-দেবেশ! "বিয়দ্ বিষ্ণুপদং বা তু পুংস্যাকাশবিহায়সীতি" অমরকোষ-বচনানুসারে বিষ্ণুপদ অন্তরিক্ষতল, বা আকাশ-প্রদেশ আপনার পরি-ভ্রামিত-পরিঘ-সমান আকারবিশিষ্ট, পীনদীর্ঘদৃঢ়তর ও সার-সম্পন্ন ইতস্ততঃ-পরিচালিত-ভুজ-নিচয়ের ঘাত-প্রতিঘাত-বশতঃ সমাহতাবস্থায় রুগ্ন-পরিপীড়িত-রবি-সোম-মঙ্গল-বুধ-বৃহস্পতি-শুক্র-শনি-রাহু-কেতুনামে সুপ্রসিদ্ধ গ্রহ ও অশ্বিনী-ভরণী-প্রভৃতি-নক্ষত্র-নিকরে নিচিত হওয়ায়, নিঃশ্রীকতা-প্রাপ্তিফলে "তিষ্ঠতি, লীয়তে বা" এইরূপে সংশয়াস্পদীভূত হইতেছে, তথা হে সর্ব্বদেবশিখামণে! ত্রিদশগণের আলয়ভূতা দ্যৌঃ, বা স্বর্গলোক আপনার অনিভৃতা ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্তা, বা অসংবৃতা স্বর্ণ-বর্ণা বহুতরা জটার আঘাত-বশে তট-প্রদেশে তাড়িত, বা প্রান্তদেশে সমাহত হইয়া, মুহুঃ পুনঃ পুনঃ দৌস্থ্য, দুঃস্থত্ব, দুঃখ-স্থিতিতা, বা অস্থিরত্ব প্রাপ্ত হইতেছে।

এক্ষণে প্রশ্নবচনে বলা যাইতে পারে যে, তাণ্ডবাসক্ত শ্রীশিব-হর-শঙ্করদেবের শ্রীচরণ-যুগলের আঘাতে সশৈল-বন-কাননা মহী যদি সংশয়াস্পদীভূতা হন, তথা শ্রীশিবেশান-তৎপুরুষাখ্য মহাদেবের অতি-সুবৃত্তপীবরদৃঢ়দীর্ঘত্বপ্রযুক্ত পরিঘসদৃশভ্রমণশীল-ভুজ-বনাঘাতে বিষ্ণুপদ, বা অন্তরিক্ষলোক যদি গ্রহগণ ও তারা-নক্ষত্র-নিকরের সহিত রুগ্ন হয়, অথবা শ্রীচন্দ্রচূড়-মদনান্তক-দেবদেবের অনিভৃত-জটা-তাড়িততটা

দ্যৌঃ যদি সত্যসত্যই মুহুঃ দ্যৌস্থ্যদ্বারা সমাক্রান্তা হয়, তবে শ্রীবামদেব-ভব-রুদ্র-পিনাকপাণিদেবের তাদৃশ-তাণ্ডব জগদ্রক্ষণার্থক হইতে পারে কিরূপে ? বিশেষতঃ শ্রীগৌরীনাথ-ত্রিপুরহর-শম্ভু-ত্রিনয়নদেব যখন সর্ব্বজ্ঞ, বা সর্ব্ববিদ্‌রূপে শ্রুতি-স্মৃতীতিহাস-পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসাদি-সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ হইয়াও যথোপদর্শিত অপায়-বিষয়ে কোনরূপ পর্য্যালোচনা না করিয়া, কেমন করিয়াই বা এতাদৃশ জগদ্‌বিঘাতার্থক তাণ্ডবে প্রবৃত্ত হইলেন ?

এতাদৃশ আক্ষেপগর্ভপ্রশ্নবচনের উত্তরে প্রতিবচনস্বরূপে স্বয়ং স্তোত্রকর্ত্তা শ্রীপুষ্পদন্তাচার্য্য বলিয়াছেন যে, "ননু বামৈব বিভুতা।" এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, বাস্তবিকপক্ষে ভূতেশভীত-ভয়-সূদন শ্রীশঙ্করদেব যে শ্রুতি-স্মৃতীতিহাস-পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসা-বেদান্তাদি-সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধ-সর্ব্বজ্ঞ, বা সর্ব্ববিৎ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ-লেশ-মাত্রেরও অবসর নাই সত্য; কিন্তু অশেষ-জগদীশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ শ্রীশঙ্করদেব যে যথোপদর্শিত-বিপর্য্যস্ত-বিপন্ন-পরিপীড়িত- ভূর্ভুবঃস্বর্গাখ্য- লোকত্রিতয়ের অপায়, বিনাশ, বা পীড়া-প্রভৃতি-বিষয়ে কোনরূপ বিচার, বিবেচনা, বা পর্য্যালোচনা না করিয়াই, তথাবিধতাণ্ডবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। অপিচ, শ্রীবিশ্বনাথ-শিব-শঙ্কর-দেবদেব-মহেশ্বর যখন সন্ধ্যাকালে শ্মশান-নিলয়ে ভূতগণ, ভৈরব ও শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীর কৃত তাদৃশ অশেষ-জগদুৎপীড়ন-প্রবাধন-প্রণাশন-পটু-সংরম্ভাতিপ্রসঙ্গ-প্রশমনাভিপ্রায়েই তাদৃশ-তাণ্ডবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তৎকালে তিনি অবশ্যই মনে মনে এরূপ বিচার, বিবেচনা, বা পর্য্যালোচনাও করিয়াছিলেন যে, মৎকৃত-তথাবিধ-বেগ-বিশিষ্ট তাণ্ডব, বা উদ্ধতনৃত্যপ্রভাবে এই লোক-ত্রিতয় কথঞ্চিৎ প্রপীড়িত, বাধিত, বিপর্য্যস্ত, বা বিপন্ন হইতে পারে।

পক্ষান্তরে বারাণসীপুরপতি মণিকর্ণিকেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব যথোক্তরূপে বিচার, বিবেচনা, বা পর্য্যালোচনা-পরায়ণ হইলেই বা হইবে কি ? তাঁহাকে যখন শ্মশানালয়বাসিনী শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীর, অথবা

ভূত-প্রেত-পিশাচগণের, আহোস্বিৎ শ্রীবটুকভৈরবদেবের তাদৃশজগদ্-বিনাশকর-সংরম্ভাতিপ্রসঙ্গ-হইতে অখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলের রক্ষাবিধান, বা পরিত্রাণ-সাধন করিতেই হইবে, তখন তাঁহাদিগের চেতশ্চমৎকার-জনক, বা পরম-বিস্ময়াবহ সংরম্ভাতিপ্রসঙ্গ-প্রশমনকর কোন একটী গুরুতর-ব্যাপারের অনুষ্ঠান বিনা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের পরিরক্ষাবিধান, বা পরিত্রাণ-সাধন সম্ভবপর না হওয়ায়, বিশেষতঃ চতুর্দ্দশভুবনের সংরক্ষণ-কল্পে ভুবন-ত্রিতয়ের প্রতি কথঞ্চিৎ উপদ্রবাচরণমূলক উদ্ধতনৃত্য, বা তাণ্ডবানুষ্ঠানভিন্ন উপায়ান্তর না থাকায়, সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে, অর্দ্ধ-পরিহার-বিষয়ক-ন্যায়ানুসারে শত-কোটি-প্রবিস্তর অলোক-সলোক-ভেদ-ভিন্ন মহামহত্তমপ্রদেশের প্রতি প্রবর্ত্তিতমহামহত্তরোপদ্রব-নিবারণার্থ স্বল্পতর-তত্তৎপ্রদেশ-বিশেষে স্বল্পকালের জন্য সর্ব্ব-লোক-ভীতি-জনক, সর্ব্ব-লোক-বিস্ময়াবহ, সর্ব্ব-সত্ত্ব-চিত্ত-চমৎকারপ্রদ, সর্ব্বথা অপরিবর্জ্জনীয়, অথচ অবশ্যানুষ্ঠেয়বোধে সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্ববিত্ত্ব-প্রভাবে সমস্ত জানিয়া, শুনিয়া, করামলকবৎ অপরোক্ষ-বোধ-বিষয়ীভূত করিয়াও, যে শ্রীমন্মহেশ্বর-কৃপাময়-দয়ালু-শ্রীশঙ্করদেব যথোপবর্ণিত-ভুবন-ত্রিতয়োপ-দ্রবাচরণ-মূলক-তাদৃশসমুদ্ধতনৃত্য, বা তাণ্ডবানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন, তাহা যদি অকামতঃ অবশ্যই অঙ্গীকরণীয় হয়, তবে "দৃশ্যতে হি স্বল্পকেঽপি রাজনি স্বদেশরক্ষণায় সেনয়া সহ সঞ্চরতি স্বদেশো-পদ্রবঃ।" এতাদৃশনিদর্শনসমুপস্থানসত্ত্বেও বীরেশ-দক্ষ-মখ-কাল-বিভু-পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি অভিযোগোপস্থাপন-মূলক "নন্বসৌ সর্ব্বজ্ঞোঽপি অপায়মপর্য্যালোচয়ন্নেব কিমিত্যেবম্বিধতাণ্ডবে প্রবৃত্তঃ ?" এতাদৃশ প্রশ্ন-বচন প্রযুক্তই হইতে পারে না।

অতএব ভক্ত-প্রবর ভগবান্ শ্রীপুষ্পদন্তাচার্য্য-কর্ত্তৃক স্বপ্রণীত-শ্রীশিবমহিম্নঃস্তোত্রান্তর্গত "মহী পাদাঘাতাৎ", ইত্যাদিষোড়শশ্লোকের প্রথমাদিপাদত্রয়ে যথাক্রমে ভূর্ভুবঃস্বরাখ্যলোকত্রিতয়ে "তিষ্ঠতি, লীয়তে বা", এতাদৃশসংশয়প্রদর্শিত হইলেও, তিনি নিজেই যখন নিরতিশয় আশ্চর্য্যান্বিতমানসে বলিয়াছেন যে, "নন্বহো বিভুতা, পরম-মহত্তা, বা প্রভুতা বামৈব প্রতিকূলৈব", তখন বিদ্যা-বিচক্ষণ প্রত্যেক

বিজ্ঞজনেরই সাবধানে সতর্কতার সহিত ভাবিয়া, বিচার করিয়া, দেখা উচিত যে, অচিরোপদর্শিত-নিদর্শনানুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বরগণ যেমন স্বদেশস্বরাজ্যরক্ষণাভিপ্রায়ে সর্ব্বথা অনুকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেও, সেনাপতি-পরিচালিত-সৈনিক-পুরুষ-সমূহসহ ইতস্ততঃ বিচরণাবসরে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও, অপরিহার্য্যরূপে কিঞ্চিৎ প্রতিকূলাচরণ করিয়াই থাকেন, সেইরূপ অশেষ-জগদীশ্বর, অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডৈক-নায়ক, নিখিল-ভুবনৈককর্ত্তা, পাতা, হর্ত্তা, অনন্ত-মহিম-ভূমি, নিরবচ্ছিন্নবৈভব, ঈশ্বরগণেরও পরমমহেশ্বর, দেবগণেরও পরমদৈবত-স্বরূপ, পরাৎপরতর শ্রীশঙ্করদেবও স্বীয়-বিশ্ব-সাম্রাজ্য-সংরক্ষণাভিপ্রায়ে ভূতগণ- ভৈরব- ভদ্রকালীদেবীপ্রবর্ত্তিত- তাদৃশ- সমগ্র- সংসার- সম্মর্দ্দন-সমর্থ-সংরম্ভাতিপ্রসঙ্গ-প্রশমন-ফলকযথোচিতানুকুলাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াও, জগদ্- রক্ষণার্থকোদ্ধত- নর্ত্তন-লক্ষণ-তাণ্ডবাপেক্ষিত-পাদ-যুগলাকুঞ্চন-প্রসারণ-কর- নিকর- পরিভ্রামণ- পরিচালন- জটা- সমূহ-সন্তাড়ন- প্রক্ষেপণাবসরে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে নিতান্তাপরিহার্য্যরূপে কিঞ্চিৎ প্রতিকুলাচরণ করিবেন, তাহা কৈমুতিকন্যায়সিদ্ধই জানিতে হইবে।

সে যাহা হউক, পশুপতি, দ্যু-পতি, ধরণী-পতি, সকল-লোক-পতি, সতী-পতি, পার্ব্বতী-পতি শ্রীশঙ্করদেব সকল-লোক-রক্ষণার্থ জগৎ-সংহরণ-সমর্থ-সংরম্ভ-পরায়ণা শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীর সংরম্ভাতিপ্রসঙ্গ-প্রশমন-ফলক-চিত্ত-প্রসাদনকল্পে শ্মশানালয়ে সন্ধ্যাকালে যাবৎ উদ্ধতনর্ত্তন, বা তাণ্ডবে প্রবৃত্ত হইলেন, তাবৎ একদিকে যেমন সমন্ততঃ সমাগত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শতমখ, বাগ্‌দেবী ও রমা-প্রভৃতি-দেব-দেবীগণ পূর্ব্বোক্ত-রূপে তালধারণ, মৃদঙ্গ-বেণু-বল্লকী-বাদন, গেয়-প্রয়োগ ও সমন্তাৎ অবস্থানাদি-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেব-প্রবর্ত্তিত সেই তাণ্ডবে যোগদান করিলেন, অপরদিকেও সেইরূপ তাণ্ডব-বেগ-বশে মৌলি-মণ্ডলস্থ-জটাটবী হইতে বিগলিত-গঙ্গা-জল-প্রবাহ-প্লাবিত-পাবিত-গল-স্থলে লম্বিতা ভুজঙ্গ-তুঙ্গ-মালিকা-ধারণ করিয়া, ডমড্‌-ডমড্‌-ডমড্‌-ডমন্নিনাদ-বিশিষ্ট ডমরু শ্রীকরকমলে ধারণ-পুরঃসর সর্ব্বজনে শিব-প্রদাতা শ্রীশঙ্করদেব প্রচণ্ডতর তাণ্ডব করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, শ্রীশঙ্করদেব উক্তরূপে উদ্ধত-নর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলে, তৎকৃত-প্রচণ্ডতর-তাণ্ডবদর্শনে তদীয়-হিমালয়-প্রতিম-মৌলি-মণ্ডলস্থ-জটা-কটাহ-মধ্যগতা অতীবসম্ভ্রমভয়াদিজনিতা ত্বরা, আবেগ, প্রবেগ, সংবেগ, অথবা সমাদরবতী অতএব পরিভ্রমণশীলা নিলিম্পনির্ঝরী স্বুরনদী শ্রীমতীগঙ্গা-দেবীর বিলোল-চঞ্চলতর-বীচি-বল্লরী, বা তরঙ্গ-ব্রততী-সমূহ-দ্বারা মূর্দ্ধ-প্রদেশে সমাক্রান্ত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব তৎকালে বিশেষতঃ রাজমান, বা শোভমান হইতে লাগিলেন, তথা তৎকালে কিশোরচন্দ্রশেখর শ্রীশঙ্করদেবের ললাট-পট্ট-প্রদেশে পাবকদেব ধগদ্-ধগদ্-ধগদ্-ধ্বনি সহকারে প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন, স্বর্গীয়কল্পপাদপ-প্রসূত-দিব্যাতি-দিব্য-সূক্ষ্ম-চিক্কণ-কোমল-কৌষেয় চারুতর-বর-বস্ত্রার্হ-কটিতট-দেশে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম বিশোভিত হইতে লাগিল, দেববরোচিতমৃগমদামোদাঙ্কিত-চন্দনার্হ-শ্রীবিগ্রহে চিতাভস্ম-সমূহ অঙ্গরাগের কার্য্য করিতে লাগিল, জাতি-যূথী-মল্লিকা-চম্পকাদিসুন্দর-কুসুম-মাল্যার্হ-বক্ষোদেশে অষ্ট-মহানাগ-কুল উরোভূষণস্বরূপে বিলসিত হইতে লাগিল, কস্তুরী-পঙ্ক-সমুচিতকম্বুকমনীয়-কণ্ঠদেশে কালকূট-বিষ-প্রভা বিদীপিতা হইতে লাগিল, সুললিত-চূড়া-যোগ্যা জটা স্বগত-স্বর্ণ-প্রভার বিস্তারসাধন করিতে লাগিল, শুদ্ধ-স্ফটিক-শিলাতল-বিশাল-ললাট-ফলকে চন্দ্রলোকস্থিত চন্দ্র, বা শারদশশধর-কলা চন্দন-তিলকের কার্য্য করিতে লাগিল, জটাগণ-ভার-রমণীয়-শিরোদেশে গঙ্গাধারা সুচার্ব্বী মনোহরা মালতীমালার সৌন্দর্য্যানুকরণ করিতে লাগিল, অস্থি-মালা-সকল রত্ন-মালার স্থান অধিকার করিল, তথা স্মেরধুস্তুরপুষ্প চারু-চম্পক-পুষ্প-স্থানে অবস্থিত হইল।

শ্রীশঙ্করদেবের প্রচণ্ডতর-তাণ্ডব-বেগে ধরণী-তল কম্পিত হইল, অন্তরিক্ষলোক বিচলিত হইল, স্বর্গলোক সংশয়িত হইল এবং এই সময়ে অপরাপর-সুরাসুর-নর-কিন্নর-মুনি-মহর্ষি-দেবর্ষি-ব্রহ্মর্ষিগণ অপূর্ব্ব-তর-বিমানবরে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবের তাণ্ডবদর্শনার্থ আকাশ-তল-প্রদেশে সমাগত হইয়া, দশদিক্ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, গলজ্জটপ্রমথগণ মুখবাদ্য-পুরঃসর চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে লাগিলেন, শ্রীশঙ্করদেবের চরণাঘাত-পূর্ব্বক নর্ত্তন-ফলে ধরণীতল কম্পিত

হইতে থাকিলে, বা চন্দ্রলোকস্থ চন্দ্রদেব শ্রীশঙ্করদেবের ললাটতিলকভাব ধারণ করিলে, সূর্য্যলোকস্থিত শ্রীসূর্য্যদেবও তাঁহার কণ্ঠভূষণতাপ্রাপ্ত হইলেন, তদীয়-চলনশীল জটা-জালের আঘাতে তারকাগণ বিনিঃক্ষিপ্ত হইলে, কুর্ম্ম ও অনন্তদেব পীড়িত হইয়া, ধরণীদেবীকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, নৃত্য-বেগ-সমুদ্ভূত-বায়ু-বেগ-প্রভাবে সুমেরু-প্রমুখ মহীধরগণ বৃক্ষনিচয়ের ন্যায় প্রবিচলিত হইতে লাগিল, ভূতসকল সংক্ষুব্ধ হইল, পরমামোদভরে নর্ত্তনশীল শ্রীশঙ্করদেবের তাণ্ডব-বেগে সমগ্র-জগৎ মুহুর্ম্মুহুঃ কম্পিত ও ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল, পক্ষিগণ মৃতকপ্রায় হইল, ভূতগণ অকালে প্রলয়গণনা করিতে লাগিলেন, লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে মহর্ষিগণ মহত্তর স্বস্ত্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন, দেবগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এ কি উপস্থিত হইল ? এবং কিরূপেই বা জগৎ রক্ষা হইবে ? উপায় কি ?

এ দিকে শ্রীশঙ্করদেব কিন্তু লোক-সকলের সমাগতা যথোপবর্ণিতা বিপত্তিবিষয়ে কোনরূপ চিন্তা না করিয়া, আনন্দ-পূর্ণ-মানসে ঘূর্ণিত-নয়নে তাণ্ডব-মাত্রই করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে শ্রীশঙ্করদেবের উক্তরূপ-তাণ্ডব-দর্শনে ক্রোধ-সংরক্ত-লোচন ভূত-প্রেত-পিশাচ-গণের সহিত জগৎ-সংহরণোদ্যতা, গরালঙ্কৃতকালকণ্ঠী, শ্মশানবাসিনী, ভিন্নাঞ্জননিভা, শ্যামা শ্রীমতীভদ্রকালীদেবী বিস্ময়-সাগরে নিমগ্না হইলেন, তথা নূতন-জলধররুচি-রুচিরা শ্রীমতীভদ্রকালীদেবী শ্রীশঙ্করদেবকৃত-তাদৃশ-তাণ্ডবামৃত আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া, পান করিলেন, তথা তৎফলে তাণ্ডবামৃতপান-পরিতৃপ্ত-মানসে অবিলম্বে জগৎ-সংহরণোদ্যম, বা তদর্থক-ক্রোধ-পরিহার-পূর্ব্বক শান্তভাব ধারণ করিলেন, তৎফলে নিখিলজগৎ-পূর্ব্বস্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইল, মহর্ষিগণ স্বস্ত্যয়ন হইতে বিরত হইলেন, সুরাধীশ্বরব্রহ্ম-পুরন্দরপুরোগম-দেবগণ দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিলেন, শ্রীশঙ্করদেব তাণ্ডবামৃত-পান-পরিতৃপ্তা শ্রীমতীভদ্রকালীদেবীকে ভূত-প্রেত-পিশাচ ও শ্রীবটুকভৈরবদেবের সহিত জগৎ-সংহরণব্যাপার হইতে প্রবিরতা হইতে দেখিয়া, স্বয়ং তাণ্ডব হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং পরিশেষে "তত্র সব্রহ্মকা দেবাঃ সেন্দ্রোপেন্দ্রাঃ সমন্ততঃ" শ্রীমতীভদ্রকালীদেবী ও শ্রীমতী

পার্ব্বতীদেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও স্তুতি করিয়া, নিজ-নিজ-নিলয়নাভি-মুখে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে লিঙ্গপুরাণে অশেষ-জগৎ-প্রভু শ্রীশঙ্করদেবের "সন্ধ্যাসু" ভূতগণ-ভৈরব-ভদ্রকালীসংরম্ভ-জন্ম-জগদাপদপাসনার্থক-তাণ্ডবের সংক্ষিপ্ত-বিবরণান্তে "এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং তাণ্ডবং শূলিনঃ প্রভোঃ।" এই কথা বলিয়া, পুনশ্চ "যোগানন্দেন চ বিভোস্তাণ্ডবং চেতি চাপরে।" এইরূপ বচন অভিহিত হওয়ায়, তদনুসারে আমি এ স্থলে সংক্ষেপে শ্রীশঙ্করদেবের নৈসর্গিক-যোগানন্দ-জনিত-নিত্য-তাণ্ডব-বিষয়ে অল্প-গ্রন্থ-বিবরণ করিয়া, সমারব্ধ এই জগদ্-রক্ষণার্থক-দেবদেব-নর্ত্তন-বিষয়ক-প্রবন্ধের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করিতেছি। প্রদোষ-স্তোত্রাষ্টক-প্রাপ্ত তাণ্ডবই নিত্য-তাণ্ডবরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। কারণ, প্রতিপ্রদোষ-সাধ্যত্বই এই তাণ্ডবের নিত্যত্বখ্যাপন করিতেছে। প্রদোষ-স্তোত্রাষ্টক-প্রারম্ভে অভিহিত হইয়াছে যে, "সত্যং ব্রবীমি," আমি সত্যকথা বলিতেছি, "পরলোকহিতং ব্রবীমি," পরলোকহিতকরী কথা বলিতেছি, সারং ব্রবীমি," সার কথা বলিতেছি, "উপনিষৎহৃদয়ং ব্রবীমি",উপনিষদ্-গুহ্য কথা বলিতেছি, "সংসারমুল্বণমসারমবাপ্য জন্তোঃ সারোঽয়মীশ্বর-পদাম্বুরুহস্য সেবা।" ব্যক্তবিস্পষ্টতঃ অসার এই সংসার প্রাপ্ত হইয়া, জন্তুগণের পক্ষে সারাৎসারতর-বোধে একমাত্র অশেষ-জগদীশ্বর-সাম্ব শ্রীশঙ্করদেবের পদাম্বুরুহদ্বন্দ্ব-সেবা-কার্য্যই অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিবেচিত হইয়াছে।

"যে নার্চ্চয়ন্তি গিরিশং সময়ে প্রদোষে, যে নার্চ্চিতং শিবমপি প্রণমন্তি চান্যে। এতৎ কথাং শ্রুতিপুটৈর্নপিবন্তি মূঢ়াঃ, তে জন্ম-জন্মসু ভবন্তি নরা দরিদ্রাঃ।" তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা প্রদোষ-সময়ে শ্রীগিরিজেশগিরিশদেবের শ্রীচরণার্চ্চনা করেন না, কিম্বা যাঁহারা প্রেম-ভক্তি-ভরে সমর্চ্চিত শ্রীশিবশঙ্করগিরিশদেবের ভবাব্ধি-পোত-স্থানীয় শ্রীচরণসরসিজ-যুগলে অবনত-মস্তকে সষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন না, অথবা যাহারা শ্রীশিবহরশঙ্করমহাদেবের দারিদ্র্য-দুঃখ-পরিপূর্ণ-সংসার-দুঃখ-গহন-দহন-স্বরূপিণী উরু-গুরুতর-গুণগণ-গুম্ফিতা গরীয়সী

অমৃত-দ্রব-সংযুতা রসালয়ভূতা কথা শ্রুতি-পুট-পাত্র-সাহায্যে পান করে না, সেই সকল মূঢ় মানব অবশ্যই প্রতিজন্মাবসরে বিভিন্ন-শরীরে পরম-দরিদ্র-জনোচিত-বিপুলতর-দুঃখ-ভোগে বাধ্য হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এতদ্‌বৈপরীত্যে যাঁহারা প্রদোষ-সময়ে অনন্য-মানসে পরমেশ্বর শ্রীশঙ্কর-দেবের শ্রীচরণ-সরোজ-পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ইহলোকে নিত্য-প্রবৃদ্ধ-ধন-ধান্য-কলত্র-পুত্র-সৌভাগ্য-সম্পদৈশ্বর্য্যাদি-বিষয়ে অধিকতর, বা শ্রেষ্ঠরূপে বিনির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব "যে বৈ প্রদোষ-সময়ে পরমেশ্বরস্য, কুর্ব্বন্ত্যনন্যমনসোঽঙ্ঘ্রি-সরোজ-পূজাম্। নিত্যং প্রবৃদ্ধ-ধন-ধান্য-কলত্র-পুত্র-সৌভাগ্য-সম্পদধিকাস্ত ইহৈব লোকে।" এই অতিসত্য-পূতা কথার প্রতি পরম-শ্রদ্ধালু অত্যন্ত-বিশ্বাস-সম্পন্ন, বা নির্ভরশীল সব্রহ্মক-সেন্দ্রোপেন্দ্র-দেবগণ কৈলাশ-শৈল-ভুবনে ত্রিজগজ্জনিত্রী গৌরী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে কনকাচিত-রত্ন-পীঠে বিনিবেশিতা করিয়া, শূলপাণি শ্রীশঙ্করদেব যখন উদ্ধতনৃত্য, বা তাণ্ডবানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাদৃশ-প্রতি-প্রদোষাবসরে তাঁহার সেবা, পূজা, বা ভজন-কার্য্যে মনঃ-সন্নিবেশ-সাধনে তৎপর হইয়া থাকেন।

অপিচ, "কৈলাস-শৈল-ভুবনে ত্রিজগজ্জনিত্রীং, গৌরীং নিবেশ্য কনকাচিত-রত্নপীঠে। নৃত্যং বিধাতুমভিবাঞ্ছতি শূলপাণৌ, দেবাঃ প্রদোষসময়ে নু ভজন্তি সর্ব্বে।" এই কথার প্রতি প্রমাণবচনস্বরূপে স্কন্দপুরাণ বলিতেছেন, "বাগ্‌দেবী ধৃতবল্লকা শতমখো বেণুং দধৎ পদ্মজস্তালোন্নিদ্রকরো রমা ভগবতী গেয়প্রয়োগান্বিতা। বিষ্ণুঃ সান্দ্র-মৃদঙ্গবাদনপটুর্দেবাঃ সমন্তাৎ স্থিতাঃ সেবন্তে তমনু প্রদোষসময়ে দেবং মৃড়ানীপতিম্।" কিন্তু, কেবলই যে শ্রীমতীবাগ্‌-দেবী সরস্বতী, শত-মখ সুর-রাজ শত-ক্রতু, পদ্মজ ব্রহ্মা, শ্রীমতীরমাদেবী, শ্রীবিষ্ণুদেব, তথা অপরাপর দেবদেবীগণ যথাক্রমে বল্লকী-ধারণ, বংশী-ধ্বনি, তাল-ধারণ, গেয়-প্রয়োগ, মৃদঙ্গ-বাদন ও চতুর্দ্দিক-পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব-কৃত-যোগানন্দ-সম্ভূত-প্রতি-প্রদোষ-কালীন-নিত্য-তাণ্ডবের রমণীয়তাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-পতগোরগ-সিদ্ধ-সাধ্য-বিদ্যাধরামর-বরাপ্সরোগণ, অথবা ভূত-বর্গের

সহিত ত্রিলোক-নিলয়স্থ অন্য যে কোন প্রাণী, তাঁহারা সকলেই দৈব-দিবসীয়প্রতি-প্রদোষ-সময় প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের পার্শ্ব-প্রদেশে সংস্থিতি-পুরঃসর অদ্যাপি তাঁহার সেবা, বা পূজা করিয়া থাকেন।

"অতঃ প্রদোষে শিব এক এব পূজ্যোঽথ নান্যে হরিপদ্মজাদ্যাঃ।
তস্মিন্ মহেশে বিধিনেজ্যমানে সর্ব্বে প্রসীদন্তি সুরাধিনাথাঃ।"

অতএব প্রতিদিবসীয়-প্রদোষাবসরে হরি-পদ্মজাদি-দেব-প্রবরগণের পরিবর্ত্তে একমাত্র শ্রীশঙ্করদেবই যদি বিধি-পূর্ব্বক ইজ্যমান, বা পূজ্য, সেব্য হন, তবে শ্রীশঙ্করদেব যখন কৈলাস-শৈল-ভুবনে ত্রিজগজ্জননী ত্রিভুবন-মহারাজ-গৃহিণী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে কনকাচিত-মণি-খণ্ড-রত্ন-রচিত-পীঠোপরি বিনিবেশিতা করিয়া, স্বয়ং তাঁহার মানসোৎসব-সম্পাদনকল্পে তৎ-সমক্ষে তাণ্ডবের প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তৎকালে অপরাপরসুরাধিনাথগণের প্রযত্নান্তর বিনা চিত্ত-প্রসন্নতা-কারক, প্রাত্যহিক-প্রদোষ-কালীন-শ্রীশঙ্কর-পূজন-সেবনাপেক্ষিত, শ্রীপরম-ব্রহ্ম-মহিষী-নয়ন-যুগ-সমক্ষে বিহিততাণ্ডবাবসরোচিত, নটরাজোপযুক্ত-বেশোপকরণ-সংগ্রহ-পুরঃসর ধ্যানাস্পদীভূত-তদীয়-শ্রীরূপ-বর্ণন অনুচিত না হওয়ায়, এ স্থলেও অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, আকাশে তারকাগণমধ্যে বিরাজিতদ্বিজরাজচন্দ্রের ন্যায় সব্রহ্মক-সেন্দ্রোপেন্দ্র-দেবদেবর্ষি-ব্রহ্মর্ষিগন্ধর্ব্ব-যক্ষ-পতগোরগ-সিদ্ধ-সাধ্য-বিদ্যাধর-সমাজ-মধ্যে পরমাহ্লাদকরূপে অবস্থিত, কন্দর্প-কোটি-সন্নিভ, অতএব কামাতুর-যোষিদ্‌গণের চিত্ত-চৌর, সতী-শিরোমণিগণের সমক্ষে সুতোপম, বৈষ্ণবগণের পক্ষে মহাবিষ্ণুসদৃশ, শৈবগণের পক্ষে সদাশিবোপম, শাক্তগণের পক্ষে শক্তিস্বরূপ, সৌরগণের পক্ষে সূর্য্যরূপী, গাণপত্যগণের পক্ষে গণপতিস্বরূপ, দুষ্টগণের পক্ষে কালস্বরূপ, শিষ্টগণের পক্ষে পরিপালককল্প, কাল-কাল, যম-যম, মৃত্যু-মৃত্যু শ্রীশঙ্করদেব শ্রীপার্ব্বতী-পরিণয়াবসরে সুমেরু-কন্যকা মেনকার মানসাভিলাষানুসারে যেমন বার্দ্ধকাবস্থা-পরিহার-পুরঃসর নবযৌবন ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সমাগত অন্তরঙ্গ-পরম-ভক্ত-বৃন্দের মনোভাবানুসারে "বিহায় বার্দ্ধকাবস্থাং," নবযৌবন ধারণ করিলেন।

অনন্তর লীলাতাণ্ডবপণ্ডিত শ্রীশঙ্করদেব যাবৎ কৈলাসশৈলালয়ে তাণ্ডবারম্ভ করিলেন, তাবৎ তাঁহার নিম্নোর্দ্ধকরে বলয়ীকৃত, বা অঙ্গদীকৃত বাসুকি ও অনন্তাদিনাগরাজগণ সর্প-বলয়াঙ্গদাকার-পরিহার-পূর্ব্বক সৌবর্ণ-বলয়াঙ্গদাকার প্রাপ্ত হইলেন, কটিতটে পরিহিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম চারুতর-বহ্নি-শুদ্ধ-কৌষেয়-দিব্যাম্বরে পরিণত হইল, শ্রীবিগ্রহারূঢ় চিতা-ভস্ম, বা মদন-শরীরজ ভস্মসমূহ মৃগমদামোদাঙ্কিত-চন্দনময়াঙ্গরাগে পরিণত হইল, তনু-সংলগ্ন অপরাপরসর্পসকল সুন্দর সুন্দর সুগন্ধ-পূর্ণ-কুসুম-মাল্য-নিচয়ে পরিণত হইল, কণ্ঠগতা কালকূটবিষপ্রভা কস্তূরী প্রভায় পরিণতা হইল, সুললিতা জটা চূড়া, অথবা দ্বিফালবদ্ধ-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-চিকুরাকারে পরিণতা হইল, চন্দ্রলোকস্থিত চন্দ্র চূড়ামণি, অথবা চন্দন-তিলকে পরিণত হইলেন, মনোহরা গঙ্গাধারা সুচার্ব্বা মালতীমালা-কারে পরিণতা হইল, অস্থিমালা রত্নমালাকারে পরিণতা হইল, স্মেরধুস্তুরপুষ্প চারুচম্পককুসুমে পরিণত হইল, তথা বক্ত্রপঞ্চক সহসা একীভূত হইয়া, নেত্র-যুগ্মাব্জ-শোভিত বন্ধুজীব-বিনিন্দিতৌষ্ঠাধর-মনোহর শরৎ-পার্ব্বণচন্দ্রাভ প্রদীপ্ততর একোত্তম আননে পরিণত হইল।

এইরূপে শ্রীশঙ্করদেবের যোগি-জন-ধ্যেয়-পঞ্চাননাদিবিমণ্ডিত শ্রীবিগ্রহের সর্ব্বথা ব্যতিক্রম, বা বিপর্য্যয় সাধিত হইলে, যথোপবর্ণিত শ্রীশিবরূপ-সন্দর্শনে পূর্ব্বকালে মেনাদেবী যেমন পরিতুষ্টা হইয়াছিলেন, সেইরূপ ত্রিলোকনিলয়ান্তর্গতা, যোগানন্দ-সম্ভূত-প্রাত্যহিক-প্রদোষকালীন-তাণ্ডব-মহোৎসবে কৈলাস-শৈল-ভুবনে সমাগতা, শ্রীশঙ্কর-পার্শ্ব-প্রদেশ-পরিগতা যাবতীয়-দেবকন্যা, দানবকন্যা, দৈত্যকন্যা, রাক্ষসকন্যা, যক্ষকন্যা, কিন্নরকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, সিদ্ধকন্যা, নাগকন্যা, মুনিকন্যা, ঋষিকন্যা ও রাজকন্যাগণের মধ্যে প্রত্যেকেরই মানসে পরম-পরিতোষের আবির্ভাব হওয়ায়, কোন কোন বররমণী নিমেষ-রহিত-লোচনে শ্রীশঙ্করদেবের তথাবিধপরমাহ্লাদজনক-সর্ব্ব-জন-মনোহর শ্রীরূপ দর্শন করিতে করিতে কাম-কৃত-প্রহর্ষ-পুলকোদ্‌গম-চারুদেহে বিরাজিতা হইলেন, কোন কোন বররমণী মানসে অতিকামাতুরা হইয়া, মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা হইলেন, কোন কোন বররমণী নিজ নিজ কান্তের রূপ-গুণাদি-বিষয়ে ভূয়সী

নিন্দা করিয়া, শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্রীরূপ-গুণাদি-বিষয়ে শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কোন কোন বররমণী "মনোরথেন মনসা" শ্রীশঙ্কর-দেবকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, কোন কোন বররমণী কামভাব-প্রাবল্যবশতঃ আনন্দিতহৃদয়ে প্রমোদভরে শ্রীশঙ্করদেবকে মানসিক চুম্বন করিতে লাগিলেন, কোন কোন বররমণী এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, হায়! ইহলোকে বর্ত্তমানজন্মাবসরে আমাদিগের যাহা হইবার, তাহা ত হইয়া গিয়াছে সত্য; কিন্তু এক্ষণে নিশ্চিতই যথাকাম যথাভিলষিতদেবতার উপাসনাদ্বারা আমরা এরূপ বরলাভ করিতে চেষ্টা করিব, যদ্দ্বারা আমরা পরত্র পরলোকে, অথবা পরজন্মাবসরে নবযৌবনসমাগমে অনুকূললীলাবিলাসবায়ুবেগবশে কামসাগরে প্রেম-তরঙ্গে রঙ্গভরে মন্দমন্দপরিচালিতা নব নব ভাবে বিলসিতবাসনাময়ী মদনমঞ্জরারূপা তরণীর একমাত্র কর্ণধারস্বরূপে এতাদৃশ ভর্ত্তা লাভ করিতে পারি।

কোন কোন বররমণী এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, পর-লোক, বা পরজন্মের কথা পরে হইবে, পরন্তু সম্প্রতি আমরা সুচিরকাল যাবৎ দুশ্চরোৎকটতর-তপস্যা করিয়া, অভিমত-বর-লাভ-দ্বারা এরূপ প্রযত্নানুষ্ঠান করিব, যাহার ফলে আমরা "ইহৈব" ইহলোকে, বা বর্ত্তমান জন্মাবসরেই রসের সাগর রসিক-নাগর রতি-নিরত, বা সৌরত-সমর-কুশল কমনীয়-কলেবর কান্ততর কান্ত লাভ করিতে পারি, কোন কোন বররমণী নব-যৌবন-বিলসিত-সুবেশ-সম্পন্ন-সুন্দরতরশ্রীশিবরূপসন্দর্শন করিয়া, তথা অবগুণ্ঠন-বস্ত্র, বা সুবর্ণাঞ্চিত-সুরঞ্জিত-কৌশেয়-বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ-পূর্ব্বক কিঞ্চিৎপরিমাণে মুখ-মণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া, সস্মিত-আননে বক্রনয়নে পুনঃ পুনঃ শ্রীশঙ্করদেবকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, কোন কোন বররমণী এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমরা গৃহে পুনর্গমন করিব না; পরন্তু শ্রীশিবসন্নিধানেই গমন করিব এবং অহর্নিশকাল আনন্দভরে তাঁহারই শরৎ-সুধাংশু-সুন্দর বদনবিম্ব নিরীক্ষণ করিব, কোন কোন বররমণী এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমরা আর সংসার করিব না; কিন্তু "ভবিতা নঃ শিবঃ স্বামীত্যেবং

কৃত্বা হি কামনাম্”, প্রজ্বলিতহুতাশনমধ্যে প্রবেশ করিব, কোন কোন বররমণী এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অহো! এই অশেষ-জগন্মণ্ডলে নিখিল-ললনা-কুল-ললামায়মান-নারীজনসমাজে একমাত্র দুর্গতি-হারিণী দেবী দুর্গাই পুণ্যবতী এবং তাঁহারই এই পুণ্যভূমি ভারত-বর্ষে জন্ম নিতান্ত শ্লাঘ্যতর।

বররমণীগণ উক্তরূপে চিন্তা করিতেছেন, এতাদৃশাবসরে শ্রীশঙ্কর-দেব প্রাত্যহিক-প্রদোষ-কালীন-নিত্য-তাণ্ডব হইতে বিরত হইয়া, যাবৎ সৌবর্ণমণিখণ্ডরত্নরচিতবরসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন, তাবৎ মনো-হর-বেশ-বিভূষণবতী সখীগণ-সেবিতা ভাবানুরক্তা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কৈলাস- শৈল- ভুবন- মধ্যগত -সহস্র- সংখ্যক-রত্ন-স্তম্ভ-শোভিত-সভা-ভবনা-ভ্যন্তরস্থ-মণি-বেদিকোপরিস্থিত-কনকাচিত-রত্নপীঠ, বা সিংহাসন হইতে সসম্ভ্রমে অবতরণ-পূর্ব্বক ধীরপদবিক্ষেপে প্রসন্নবদনেক্ষণশ্রীশিবহর-শঙ্করদেবসন্নিধানে গমন করিয়া, নৃত্যামৃতপানপরিতৃপ্তমানসে সপ্তবার প্রদক্ষিণ-পুরঃসর শারদারবিন্দ-সুন্দর-সস্মিতাননে যখন ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেবও মৃদুমন্দহাস্য-বিকসিতবদনে “ব্রহ্মাণ্ডেষু চ সর্ব্বেষু সর্ব্বেষাঞ্চ পরা ভব”, এতাদৃশ বচনে তৎপ্রতি আশীর্ব্বাদপ্রয়োগান্তে “তীর্থে কাম্যেঽভীষ্টদেবে গুরৌ মন্ত্রে তথৌষধে। আস্থা চ যাদৃশী যাসাং সিদ্ধিস্তাসাঞ্চ তাদৃশী।” এতাদৃশ-প্রমাণ-বচনানুসরণে পুনরপি তাঁহাকে, সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া, যেহেতু তুমি ভক্তির সহিত প্রণতা হইয়াছ, অতএব আমি তোমার প্রতি প্রতিজন্মের জন্যই পরিতুষ্ট রহিলাম জানিবে, হে সুন্দরি! তুমি প্রতিজন্মের জন্যই মদীয়-সন্তোষজাত যথোপযুক্ত ফললাভ কর, এই-কথা বলিয়া, শীঘ্রগতি যোগাসনাসীন হইয়া, স্বাত্মভূতনিষ্কলব্রহ্মজ্যোতি-র্ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণযুগল প্রক্ষালিত করিয়া, তাঁহার চরণোদক-পান-পূর্ব্বক ভক্তি-সহকারে বহ্নি-শৌচ-বস্ত্র-সাহায্যে তদীয় শ্রীপাদারবিন্দ-দ্বন্দ্ব-পরিমার্জ্জন-পুরঃসর পুনঃ প্রণামান্তে নিজাসনে সুখোপবিষ্টা হইলে, গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-পতগোরগ-সিদ্ধ-সাধ্য-

ধরগণের সহিত অগ্রণীভূতসব্রহ্মক-সেন্দ্রোপেন্দ্র-দেবগণ বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত-রম্যতর-রত্ন-সিংহাসন, অপূর্ব্ব-কাংস্য-পাত্রস্থ-মধুর মধু, মন্দাকিনী-তোয়-সংযুক্ত অর্ঘ্য, কস্তূরী-কুঙ্কুমান্বিতসুগন্ধ-সম্পন্ন-চারু চন্দন, গরল-সুন্দর-গলদেশোপযুক্তা সুচার্ব্বী মালতীমালা, পুষ্প-মুষ্টি-চতুষ্টয়, পীযুষ-পূর্ণ-পাত্রস্থ নৈবেদ্য, রত্ন-ময় প্রদীপশতক, উত্তমোত্তম ধূপ, ত্রৈলোক্য-দুর্লভ বস্ত্র, স্বর্ণময় যজ্ঞোপবীত, পানার্থ সুগন্ধ-পূর্ণসুশীতলকর্পূরখণ্ডোজ্জ্বল জল, রত্নসারেন্দ্র-নির্ম্মিত অতীবসুন্দররমণীয়তরভূষণসমূহ, স্বর্ণ-শৃঙ্গ-সমন্বিতা দুর্লভতরা কামধেনু, স্নানার্থ তীর্থতোয় ও মনোহর তাম্বূল-প্রভৃতি-ষোড়শোপচার-পূজা-দ্রব্য-সমর্পণ-সমনন্তর প্রভু পরমেশ্বর শূলী শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণসরোজ-যুগলে পুনঃ পুনঃ প্রণামান্তে স্ব স্ব স্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

নিত্য-নৈমিত্তিক-ভেদ-ভিন্ন, অথবা স্বকীয়-পরকীয়-ভেদ-ভিন্ন দ্বিবিধ-তাণ্ডবই যে শ্রীশঙ্করের অতিপ্রিয়, তাহা সুনিশ্চিত জানিতে হইবে। তন্মধ্যে অনন্তরাতীতগ্রন্থে নিত্য-নৈমিত্তিকভেদ-ভিন্নদ্বিবিধতাণ্ডব বিবৃত হইয়াছে সত্য; কিন্তু শ্রীশঙ্করদেবের যোগানন্দ-সুলভ-প্রাত্যহিক-প্রদোষ-কালীননিত্যতাণ্ডব যেমন স্বকীয়, সেইরূপ শ্রীমতীসতীদেবীর দেহত্যাগের অনন্তর তদীয় মৃতদেহ শিরোদেশে ধারণ-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্কর-দেব-কৃত তাণ্ডব নৈমিত্তিক হইলেও, স্বকীয় তাণ্ডব ভিন্ন, অন্য কিছুই নহে। এইরূপ নন্দীশ্বর-প্রমথ-প্রভৃতি-কৃত তাণ্ডব, অথবা দানবরাজ-বাণাদিকৃত তাণ্ডব, পরকীয়তাণ্ডবমধ্যে পরিগণিত জানিতে হইবে। স্বকীয় তাণ্ডবের প্রতি প্রমাণ যথা—"চূড়ামণীকৃতবিধুর্বলয়ীকৃত-বাসুকিঃ। ভবো ভবতু ভব্যায় লীলাতাণ্ডবপণ্ডিতঃ।" "কৃতমস্যাঃ প্রসাদার্থং দেবদেবেন তাণ্ডবম্।" "এবং সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তং তাণ্ডবং শূলিনঃ প্রভোঃ।" "যোগানন্দেন চ বিভোস্তাণ্ডবঞ্চেতি চাপরে।" "জটাটবীগলজ্জলপ্রবাহপ্লাবিতস্থলে, গলেঽবলম্ব্যলম্বিতাং ভুজঙ্গতুঙ্গ-মালিকাম্। ডমড্ডমড্ডমড্ ডমন্নিনাদবড্ডমর্ব্বয়ং, চকার চণ্ড-তাণ্ডবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবম্।" "বাহুভ্যাং তাং সমালিঙ্গ্য জগ্রাহ-শিরসা মুনে। ছায়া-সত্যাস্তু তং দেহং ধৃত্বা শিরসি শঙ্করঃ। সম্প্রাপ্ত-

পরমামোদো ননর্ত্ত ধরণীতলে।” “কদাচিৎ শিরসা ধৃত্বা কদাচিদ্দক্ষিণে করে। কদাচিদ্ বামহস্তেন কদাচিৎ স্কন্ধদেশকে। কদাচিদ্ বক্ষসি প্রীত্যা পরিষ্বজ্য সদাশিবঃ। ননর্ত্ত চরণাঘাতৈঃ কম্পয়ন্ ধরণীতলম্।” তথা “মহীপাদাঘাতাদ্ ব্রজতি সহসা সংশয়পদং, পদং বিষ্ণোর্ভ্রাম্যদ্-ভুজপরিঘরুগ্নগ্রহগণম্। মুহুর্দ্যৌর্দৌস্থ্যং যাত্যনিভৃতজটাতাড়িততটা। জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বং নটসি নমু বামৈব বিভুতা।” ইত্যাদি।

এইরূপ পরকীয়তাণ্ডবের প্রতি প্রমাণ যথা—“ততো নন্দা পুনর্ব্বাণং প্রোক্তবানুত্তরং বচঃ। বাণ বাণ প্রনৃত্যস্ব শ্রেয়স্তব ভবিষ্যতি। জীবিতার্থী ততো বাণঃ প্রমুখে শঙ্করস্য চ। অনৃত্যদ্ভয়সংবিগ্নো দানবঃ স বিচেতনঃ।” ইত্যাদি। এই সকল উদ্ধৃতপ্রমাণবচনদ্বারা পরিপ্রাপ্ত স্বকীয়-পরকীয়-ভেদ-ভিন্ন দ্বিবিধ তাণ্ডবই যে শ্রীশঙ্করদেবের অতি প্রিয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহলেশমাত্রের অবসর না থাকিলেও পরকীয়-তাণ্ডবাপেক্ষা স্বকীয়তাণ্ডবের সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠত্ব সুনিশ্চিত হওয়ায়, ভগবান্ পুষ্পদন্তাচার্য্য শ্রীশঙ্করদেবের নিজকৃতজগদ্রক্ষণার্থকতাণ্ডববর্ণনাভি-প্রায়ে অচিরোপদর্শিত “মহীপাদাঘাতাদ্ ব্রজতি সহসা সংশয়পদং”, ইত্যাদি-পদ্য-বচন-রচনা-পূর্ব্বক তদীয়শ্রীমহিমসংস্তবনে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন, পদ্যটী পূর্ব্বতন গ্রন্থে যথারীতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অলমধিক-তরপ্রপঞ্চনেনেতি শম্।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

গঙ্গাবতরণ

বিয়দ্ব্যাপী তারাগণ-গুণিত-ফেনোদগম-রুচিঃ,
প্রবাহো বারাং যঃ পৃষতলঘুদৃষ্টঃ শিরসি তে।
জগদ্দ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃতমি-
ত্যনেনৈবোন্নেয়ং ধৃতমহিম দিব্যং তব বপুঃ ॥ ১৭ ॥

দেব-দেব-শ্রীমন্মহেশ্বরদেব-কৃত-জগদ্‌রক্ষণার্থক-নর্ত্তন, বা তাণ্ডববিষয়ক "মহীপাদাঘাতাদ্‌ব্রজতি সহসা সংশয়পদং", ইত্যাদি-ষোড়শ-শ্লোকের তাৎপর্য্যভূত অর্থ-সংগ্রহণাত্মক একবিংশ-পরিচ্ছেদ অবসিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট-বিষয়ক্রম অনুসারে জগদ্‌রক্ষণার্থ দেব-দেব-নর্ত্তনের অনন্তর সম্প্রতিতন-গ্রন্থে মহামুনি অগস্ত্য-কর্ত্তৃক-পীত-সলিল সাগর-সপ্তকের পূরণ, তথা মহারাজ-সগরের মহামুনিকপিলদেবের শাপাগ্নি-নির্দ্দগ্ধ-ষষ্টি-সহস্র-সংখ্যকপুত্রের উদ্ধার-সাধনকল্পে মহারাজ ভগীরথের দুশ্চরতর-তপশ্চরণ-প্রভাবে দেবলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে অবতরণোন্মুখী দেবী হৈমবতী শ্রীমতীগঙ্গার পতন-বেগ-সহনে পৃথিবীদেবীর সামর্থ্য না থাকা প্রযুক্ত, মহারাজ ভগীরথের তপস্যা-প্রভাবে সন্তুষ্ট শ্রীশঙ্করদেব যে পূর্ব্বাতি-পূর্ব্বকালে শ্রীমতীগঙ্গাদেবীকে স্বীয়-স্বর্ণ-বর্ণ-জটা-মণ্ডল-মণ্ডন-মণ্ডিত-মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, তৎপ্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের স্তুতি অবসর সমুপস্থিত হওয়ায়, গন্ধর্ব্বরাজ-পুষ্পদন্ত-কৃত "বিয়দ্ব্যাপী তারাগণগুণিত-ফেনোদ্গমরুচিঃ", ইত্যাদি-সপ্তদশ-শ্লোকের যথামতি বিবরণ-প্রণয়নার্থ প্রবৃত্ত হইয়া, আমি এক্ষণে পাঠকমহোদয়গণের প্রদত্ত প্রণিধান প্রার্থনা করিতেছি।

বজ্র-নির্ম্মাণ-কার্য্যের অবসানে সমুদ্যত-প্রহরণ সুতরাং দৃশ্য-সৌন্দর্য্যে সশৃঙ্গ-পর্ব্বতপ্রায়মহাকায়মহাবলকালকেয়বীরগণে পরিবৃত, অভিরক্ষিত,

"রোদসী আবৃত্য". অবস্থিত, অসুররাজ-বৃত্র বজ্রী দেবরাজ-বাসব-কর্ত্তৃক বজ্রাস্ত্র-প্রহারে যম-সদনের অতিথিরূপে প্রেরিত হইলে, তদাশ্রিত-মহাবলকালকেয়বীরগণ ভয়-বিহ্বল-চিত্তে সমুদ্র-সপ্তক-গর্ভে আশ্রয়-গ্রহণ-পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে সুযোগমত সমভিক্রুদ্ধ অন্তঃকরণে বহির্গত হইয়া, বসুধাতলে বিচরণ করিতে করিতে, লোক-ভয়ঙ্কর আচরণ-দ্বারা প্রাণি-মাত্রের প্রাণে নিরতিশয়-ত্রাসের সঞ্চার-পুরঃসর কখনও রাত্রি-কালে, কখনও বা খরতর-দিবাকর-কর-নিকর-কলিত-দিবসাবসরে ফল-মূলাশন-মুনিগণের সিদ্ধ-দ্বিজ-নিষেবিত আশ্রম-পদে গমন করিয়া, বিবিধ-প্রকারে সুতুমুলকাণ্ডের অভিনয় করিত। দুষ্টাত্মা কালকেয়গণ কদাচিৎ ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের পুণ্যায়তনে প্রবেশ করিয়া, ব্রত-জপ-পরায়ণ-ব্রাহ্মণগণকে ভক্ষণ করিত, কদাচিৎ মহর্ষি চ্যবনের পুণ্যাশ্রমে গমন করিয়া, মহাত্মা মুনিগণকে ভক্ষণ করিত, কদাচিৎ মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, ব্রহ্মচারিগণকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। এই-রূপে ক্রমে ক্রমে দুষ্টাত্মা কালকেয়গণ-কর্ত্তৃক "বশিষ্ঠস্যাশ্রমে বিপ্রা ভক্ষিতাস্তৈর্দ্দুরাত্মভিঃ। অশীতিঃ শতমষ্টৌ চ নব চান্যে তপস্বিনঃ॥" তথা চ্যবন ঋষির আশ্রমে "ফলমূলাশনানাং হি মুনীনাং ভক্ষিতং শতম্।" এইরূপ "ভরদ্বাজাশ্রমে চৈব নিয়তা ব্রহ্মচারিণঃ। বায়্বাহারাম্বুভক্ষাশ্চ বিংশতিঃ সংনিষূদিতাঃ॥"

এইরূপে ক্রমে ক্রমে কালোপসৃষ্ট-কালকেয়গণ-কর্ত্তৃক ভুজ-বলাশ্রয়-বশে কি নিশাকালে, কি দিবসে, আশ্রম-সকল, তথা আশ্রমস্থ-মুনিগণ উপদ্রুত, বাধিত, বা বিনষ্ট হওয়ায়, স্বাধ্যায়-বষট্‌কার-রহিত, যজ্ঞ ও উৎসব-ক্রিয়া-বিহীন কালকেয়-ভয়-পীড়িত জগৎ নিঃশ্রীক এবং নিরুৎ-সাহভাব ধারণ করিল। যদিচ আশ্রম-মণ্ডল-সমূহের, মহীতলস্থ-মুনি-গণের, অন্যান্য-মনুজ এবং মনুজেশ্বরগণের, তথা ভুবন-সংস্থানের তথা-বিধ-দুরবস্থা-দর্শনে দয়ার্দ্র-হৃদয় পর-দুঃখ-কাতর কোন কোন প্রভাব-শালী মহীপতি ধনুর্ব্বাণ-ধারণ-পূর্ব্বক পরম-প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে শৌর্য্য-বীর্য্য-প্রকাশ-সহকারে কালকেয়গণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, তথাপি কালকেয়গণ সাগর-গর্ভে আশ্রয়-গ্রহণ করায়, সর্ব্বতঃ প্রযত্নসত্ত্বেও

কোনরূপ অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া, ভগ্ন-মনোরথে প্রতি-নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। এ দিকে নষ্ট-যজ্ঞোৎসব-ক্রিয় জগৎ ক্রমশঃ উপশম-প্রাপ্ত হইলে, ত্রিদশগণ পরম-পীড়া প্রাপ্ত হইলেন এবং ভয়-ভীত-মহেন্দ্রাদি-দেবগণ একত্র মিলিত হইয়া, এইরূপ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, এই পরম-দুঃসময়ে একমাত্র বিপদ্‌ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন ভিন্ন আর আমাদের অন্য কোন গত্যন্তর নাই। অতএব চল যাই, আমরা সকলে একত্র মিলিত হইয়া, বৈকুণ্ঠপতি শ্রীবিষ্ণুদেবের সমীপে গমন করিয়া, সমবেত-কাতরকণ্ঠে আত্মদুঃখ নিবেদন করি।

এইরূপ পরামর্শান্তে মহেন্দ্রাদি-দেব-বৃন্দ শ্রীজনার্দ্দনদেবের নিকটে গমন-পূর্ব্বক বহুবিধ-স্তুতি-বচনে তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন-পুরঃসর কহিলেন, হে দেব! হে পুরুষোত্তম! আপনি পূর্ব্বকালে এই পৃথিবী দেবী সাগর-সলিলে নিমজ্জিতা সুতরাং নষ্টাবস্থা-প্রাপ্তা হইলে, বরাহরূপ-সমাশ্রয়ণে জগদর্থে তাঁহাকে সমুদ্ধৃতা করিয়াছিলেন। আদিদৈত্য-মহাবীর্য্য-হিরণ্যকশিপু জগতে নানারূপে ধর্ম্মবিঘ্ন-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলে, আপনি নারসিংহ-শরীর-ধারণ-পূর্ব্বক কটকৃৎ যেমন করজ অর্থাৎ নখর-নিকর-সাহায্যে এরকা অর্থাৎ নিগ্রন্থিক-তৃণ-বিশেষকে অনায়াসে বিদীর্ণ করিয়া থাকে, সেইরূপ দানবরাজ-হিরণ্যকশিপুকে নিজ-বিপুল-পৃথুল উরু-যুগলে অবস্থাপিত করিয়া, নিজ-নিশিতাগ্র-নখর-নিকর-সাহায্যে অবলীলাক্রমে বক্ষোদেশে তাহাকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। তথা আপনি সর্ব্বভূতের অবধ্য-মহাবল-দানব-রাজ-বলিকে বামনরূপ-ধারণ-পূর্ব্বক ত্রৈলোক্য-সাম্রাজ্য হইতে বিভ্রংশিত করিয়াছেন। তথা হে কমলাপতে! আপনি অত্যন্ত-ক্রূর-কর্ম্মা, তপো-বিঘ্নকর, যজ্ঞ-ক্ষোভ-কর, মহাধনুর্ধর, "জম্ভ" এই নামে অভিবিশ্রুত অসুররাজকে বিনিপাতিত করিয়াছেন। হে দেববর! আপনি উক্তরূপ এবং অন্যান্যবিধ অখিল-লোকহিতকরকার্য্যের এত অধিকমাত্রায় অনুষ্ঠান করিয়াছেন যে, তাহার সংখ্যা অদ্যাপি নির্দ্ধারিতা হয় নাই। অতএব হে পুষ্করেক্ষণ! আপনিই যে আমাদের অর্থাৎ ভয়-ভীত-দেবগণের একমাত্র গতি, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহলেশমাত্রেরও অবসর নাই। হে দেবেশ! এই

কারণ-বশতঃ আমরা বিনীত-বচনে আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিতেছি যে, আপনি এই লোকসকলকে রক্ষা করুন, দেব-সকলকে রক্ষা করুন এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে শক্র-কৃত মহাভয় হইতে রক্ষা করুন।

পুনশ্চ, বাসবাদি-দেবগণ কহিলেন, হে পদ্মনাভ! একমাত্র আপনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরিপালন-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আপনারই প্রসাদ-বশে জগতীতলস্থ-চতুর্ব্বিধপ্রজাবর্গ বিবৰ্দ্ধিত হইতেছে। হে দেব! আপনার প্রসাদ-ভাবিত-চতুর্ব্বিধ-প্রজাবর্গ স্বাস্থ্যসম্পন্ন-শরীরে হব্য-কব্য-প্রদান-দ্বারা ত্রিদশালয়বাসী দেবগণকে ভাবিত করিয়া থাকে এবং প্রজাবর্গ-কর্তৃক হব্য-কব্য-প্রদান-দ্বারা বিভাবিত দেবগণও বৃষ্ট্যাদি-প্রদান-সাহায্যে তাঁহাদিগকে বিভাবিত করিয়া থাকেন। হে দেববর! এইরূপে অন্যোহন্যের সমুপাশ্রয়ণ-বশে এই লোক-সকল ক্রমশঃ বিবর্দ্ধিত হইতেছে। হে জনার্দ্দন! আপনার প্রসাদবশে এই সকল-লোক সদাকাল পরিরক্ষিত হইতেছে সত্য; পরন্তু হে ভৃগু-পদ-লাঞ্ছন! সম্প্রতি আমাদিগের, তথা লোক-সকলের এই এক উত্তম ভয় সমনুপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, প্রতিদিন রাত্রিকালে কে যে কোথা হইতে আসিয়া, ফল-মূলাশন-মুনি-সকলকে, ব্রহ্মচারি-গণকে, তাপস-শ্রেষ্ঠ-গণকে নিহত করিতেছে, তথা তপঃ, যজ্ঞ, ধৰ্ম্ম, বেদ, সদাচার, বা যোগ-ভক্তি-পরায়ণ-ব্রাহ্মণগণের নিধন-সাধন করিতেছে, তাহা আমরা প্রযত্নসহকারে অন্বেষণ করিয়াও, জানিতে পারিতেছি না। অপিচ, হে বিষ্ণো! এইরূপে যদি প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণ নিহত হইতে থাকেন, তাহা হইলে, এই ভূতধাত্রীধরিত্রীদেবী যে ক্ষয়প্রাপ্তা হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? এবং পৃথিবী ক্ষয়প্রাপ্তা হইলে, ত্রিদিব-রাজ্যের, অথবা ত্রিদিববাসিদেবগণের বিনাশ কি অবশ্যম্ভাবী নহে? হে মহাবাহো! হে জগৎপতে! আপনার প্রসাদ-বশে যাহাতে এই লোক-সকল বিনাশের পথে অগ্রসর না হয় এবং আপনা-কর্তৃক-পরিরক্ষিত হইয়া, যাহাতে যথারীতি অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়, আপনি তদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত-ব্যবস্থা করুন।

পুরন্দর-পুরোগম-দেবগণের উক্তরূপ-প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া,

বিষ্ণু কহিলেন, হে সুরগণ! প্রজা-সকলের এবং তোমাদের ক্ষয়-কারণ আমি সম্যক্‌রূপে অবগত আছি। এরূপ অবসরে যথাবিহিত উপায়স্বরূপে আমি যাহা কীর্ত্তন করিব, তাহা তোমরা সকলে সাবধানে অবধারণ কর। মদুপদিষ্ট উপায়াবলম্বনে যথাবিধি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, অচিরকালমধ্যে তোমরা বিগতজ্বর হইতে পারিবে। কালকেয় নামে বিখ্যাত-পরম-দারুণ অসুরগণ এতদিন যাবৎ অসুররাজ-বৃত্রের সমাশ্রয়ে অবস্থিত হইয়া, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলকে প্রমথিত করিতেছিল। অধুনা ধীমান্ সহস্রাক্ষ-কর্ত্তৃক বৃত্রকে নিহত দেখিয়া, কালকেয়-নামে প্রসিদ্ধ অসুরগণ নিজ-নিজ-জীবিত-পরিরক্ষণে তৎপরতা-নিবন্ধন নক্র-গ্রাহ-সমাকুল-বরুণালয় উদধি-গর্ভে প্রবেশ করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে এবং লোক-সকলের উৎসাদনার্থ রাত্রিকালে মকরালয় হইতে বহির্গত হইয়া, বেদ-ব্রত-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে, যোগ-ধর্ম্ম-পারদর্শী মননশীল মহাত্মা মুনিগণকে, তথা সুর-নর-তির্য্যক্ ও স্থাবর-ভেদে চতুর্ব্বিধ-প্রজাবর্গকে বাধিত এবং বিনিহত করিতেছে। পরন্তু উক্ত কালকেয়-দানবগণ যেহেতু সাগরগর্ভে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে, অতএব উহাদিগের নিধন-সাধন সহজসাধ্য নহে। যদি কালকেয়-দানবগণের নিধন-সাধন অবশ্য অপেক্ষণীয় হয়, তবে হে সুরগণ! তোমরা অবিলম্বে সমুদ্রের ক্ষয় অর্থাৎ শোষণে বুদ্ধি-সম্প্রধারণ কর। একমাত্র মহর্ষি অগস্ত্য ব্যতীত অপর কেহই অর্ণব-শোষণে সমর্থ নহেন এবং সাগর-শোষণ বিনা, প্রকারান্তরে কালকেয়গণের বিনাশ কদাপি সম্ভবপর হইতে পারে না।

দেবরাজ ইন্দ্রপ্রমুখ আদিতেয়গণ ভগবান্ বিষ্ণুর উক্তরূপ উপায়-নির্দ্দেশপর উপদেশ-বচন শ্রবণ করিয়া, বিষ্ণু-সমুদাহৃত উপায়-নির্দ্ধারণপর উপদেশ-বচন-সকল পরমেষ্ঠী পিতামহদেবকে বিজ্ঞাপিত করিয়া, তৎ-কালমাত্রেই ত্বরিত-গতি মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম অভিমুখে গমন করি-লেন। কিন্তু, দেবগণ মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম-মণ্ডলে গমন করিয়া দেখিলেন যে, সুর-সকল-কর্ত্তৃক উপাস্যমান-পিতামহ-ব্রহ্মার ন্যায় ঋষি-গণ-কর্ত্তৃক উপাস্যমান অতিদীপ্ততেজাঃ বারিধিবৎ অক্ষোভ্য বারুণি অর্থাৎ মৈত্রাবরুণ-পুত্র তপোরাশি মহাত্মা অগস্ত্য অবস্থিতি করিতেছেন।

অনন্তর উপহার-পাণি-দেবগণ মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম-পদে গমন করিয়া, ক্রমশঃ তাঁহার সমীপে উপসর্পণ-পুরঃসর, প্রণামান্তে তাঁহারই পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম-সকলের উল্লেখ-সহকারে তাঁহাকে অর্থাৎ মৈত্রাবরুণি, অচ্যুতাত্মা, মহাত্মা, তপস্তেজো-রাশি-কল্প, আশ্রমস্থ, মহামুনি মহর্ষি অগস্ত্যকে স্তুতিদ্বারা অভিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

দেবগণ কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি পূর্ব্বকালে ইন্দ্রাসনাধিষ্ঠিত-দুষ্টাত্মা নহুষ-কর্ত্তৃক অভিতপ্ত লোকসকলের একমাত্র "গতি-র্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ"-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া, লোক-কণ্টক নরপতি-নহুষকে সুরৈশ্বর্য্য, তথা স্বর্গলোক হইতে ভ্রংশিত করিয়াছিলেন। ভাস্করদেবের বচন-শ্রবণে ক্রোধ-প্রযুক্ত সহসা প্রবৃদ্ধ নগোত্তম বিন্ধ্যশৈল আপনার আদেশ-বচন উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ না হওয়ায়, উত্তরোত্তর-নিজ-বৃদ্ধি-পরিহার-পূর্ব্বক অদ্যাপি অবনত-মস্তকে অবস্থিতি করিতে বাধ্য রহিয়াছেন। কিঞ্চ, দেবতাত্মা বিন্ধ্যা-চলের সহসা অভ্যুত্থান, বা অভিবৃদ্ধি-বশতঃ শ্রীসূর্য্যদেবের গমনমার্গ নিরুদ্ধ হওয়ায়, দিবাকরসম্বন্ধী প্রচুরতর-কর-প্রকরের অসম্ভাবিত-প্রতিঘাত, অথবা অপ্রচার-নিবন্ধন নৈশ অন্ধকার-সংকাশ দিবাতন-প্রগাঢ়-প্রবল-প্রচুরতর-তমঃ-সাহায্যে লোকসকল, অর্থাৎ জগতীতল সমাক্রান্ত, সমাচ্ছন্ন, সমাবৃত, বা সমভিগ্রস্ত হইলে, শ্রীভাস্করদেবের প্রতি কোপবশতঃ নিজ অভিবৃদ্ধি-সম্পাদন-দ্বারা শৈল-প্রবর-বিন্ধ্য-কর্ত্তৃক সমভিপীড়িত-চতুর্ব্বিধ-প্রজাবর্গ হে মহামুনে! মহর্ষে! একমাত্র আপ-নাকেই নাথরূপে প্রাপ্ত হইয়া, পরমা নির্ব্বৃতি লাভ করিয়াছিলেন। অপিচ, হে তপোধন! আমরা ভয়-ভীত হইলে, আপনি নিত্যশঃ আমাদিগের গতিরূপে উপস্থিত হইয়া থাকেন। অতএব হে ভগবন্! আমরা অধুনা অত্যন্ত আর্ত্ত হইয়া, আপনার নিকটে অভয়-বর-যাচনা করিতেছি। আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, হে বরদ! বর-দান-দ্বারা আমাদিগকে সমাশ্বস্ত করুন।

এ স্থলে যদি শাস্ত্রার্থানুশীলনে কৌতূহল-পরায়ণ কোন পাঠক-মহোদয় এইরূপ প্রশ্ন করেন যে, ক্রোধ-মূর্চ্ছিত বিন্ধ্যশৈল সহসা প্রবৃদ্ধ

হইয়াছিলেন কেন ? তবে প্রসঙ্গাধীন মহর্ষি অগস্ত্যের প্রভাব-কীর্ত্তন ছলে উক্তরূপ-প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব, দেব-দিবাকর প্রতিদিন উদয়াস্তমনকালে অদ্রিরাজ-মহাশৈল-কনক-পর্ব্বত-সুমেরু-সমীপে গমন করিয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। তদ্দর্শনে মনে মনে পরম ঈর্ষ্যান্বিত শৈলরাজ-বিন্ধ্য একদিন দিবাকরদেবকে সমাগত হইতে দেখিয়া বলিলেন, হে ভানো! হে সূর্য্য! আপনি যেমন প্রতিদিন মেরু সমীপে গমন করিয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমাকে প্রদক্ষিণ করেন না কেন ? আমার এইরূপ ইচ্ছা যে, আপনি প্রত্যহ আমার নিকটে আগমন-পূর্ব্বক আমাকেও নিত্যশঃ প্রদক্ষিণ করেন। বিবস্বান্ দেব দিবাকর অদ্রিরাজ-বিন্ধ্যের উক্তরূপ-বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, মনে মনে হাস্য-বেগ-সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইলেও, অতি কষ্টে বহির্মুখমণ্ডলে পরম-গম্ভীর-ভাব-ধারণ-পূর্ব্বক বিন্ধ্যাচলকে কহিলেন, আমি আত্মেচ্ছা-বশে সর্ব্বতঃ কাঞ্চনময়-সুমেরু-সকাশে গমন করিয়া, এই পর্ব্বতরাজকে প্রদক্ষিণ করি না ; পরন্তু যাঁহারা এই জগতের নির্ম্মাণ-কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়াছেন, তাঁহারাই আমার এই গমনাগমন-মার্গের বিনির্দ্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং আমি নিত্যশঃ সুমেরু-পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করি বলিয়া, আপনাকেও যে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করিতে হইবে, এ বিষয়ে বিচার-সহা কোন বিশিষ্টতরা যুক্তির সম্ভাব দেখিতেছি না। দিবাকরদেবের উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, ক্রোধ-প্রযুক্ত সূর্য্য-চন্দ্রের, তথা নির্দ্দিষ্ট-গতি-সম্পন্ন-নক্ষত্র-নিকরের গমন-মার্গ রুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া, সহসা অচলরাজ বিন্ধ্য প্রবর্দ্ধিত-কলেবরে মস্তক উন্নত করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহেন্দ্র-প্রমুখদেবগণ অন্যান্যদেবগণের সহিত মিলিত হইয়া এবং মহাদ্রিরাজ-বিন্ধ্যের সমীপে সমাগত হইয়া, উপায়তঃ তাঁহাকে বর্দ্ধিত হইতে নিবারণ করিলেন। পক্ষান্তরে, গর্ব্বিতহৃদয় অচলরাজ-বিন্ধ্য মহেন্দ্রাদি-দেবগণের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন না। অতঃপর বিন্ধ্যাচলের বৃদ্ধি-নিবারণ-কল্পে দেবগণ সর্ব্ব-প্রকার-প্রযত্নাবলম্বনে তৎপর হইয়া, পরস্পর-পরামর্শান্তে ধার্ম্মিকগণের

বরিষ্ঠ তপস্বি-প্রবর অত্যদ্ভুত-বীর্য্যবান্ আশ্রমস্থ মহামুনি অগস্ত্যের সমীপে গমন করিলেন। কিন্তু, মহেন্দ্রাদি-দেব-বৃন্দ মুনি-সমীপে উপস্থিত হইয়া, তদীয়-চরণ-যুগলে বন্দনান্তে সমবেত-কণ্ঠে পূর্ব্বোদ্দিষ্ট-বিষয়-বিজ্ঞাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণ কহিলেন, ভগবন্! কোপ-বশানুগ-মহাচল-বিন্ধ্য সূর্য্য ও চন্দ্রের গমনমার্গ আবৃত করিয়াছেন, তথা নক্ষত্র-নিকরেরও গতি নিরুদ্ধা করিয়াছেন। কিন্তু, এখনও পর্য্যন্ত শৈলরাজ-বিন্ধ্য প্রতিনিয়ত নিজ-কলেবরের বৃদ্ধি-সম্পাদন-পূর্ব্বক যাহাতে সূর্য্য, চন্দ্র, কিম্বা নক্ষত্র-নিচয় ভবিষ্যতেও কোনরূপে কুত্রাপি গমনাগমনে সমর্থ না হন, তজ্জন্য বিশেষভাবে মার্গাবরণে চেষ্টা করিতে-ছেন। হে দ্বিজোত্তম! সেই অচলরাজ-বিন্ধ্যকে উক্তরূপ অন্যায়-সঙ্গতকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে, আপনি ব্যতীত অপরা কোন ব্যক্তিই সমর্থা নহেন। অতএব হে মহাভাগ! আপনি জগদুপকারার্থে এই বিন্ধ্যাচলকে নিবারিত করিয়া, অর্থাৎ স্বীয়-শরীর-সংবর্দ্ধন-ব্যাপার হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, বিন্ধ্যাচলের খর্ব্বতা-সম্পাদনদ্বারা সূর্য্য-চন্দ্রাদির গমনাগমনমার্গ উন্মুক্ত করিতে অগ্রসর হউন। হে মহর্ষে! এই মহাবিপদে আপনি ভিন্ন আমাদের আর গত্যন্তর নাই।

বিপ্রবর-মহাত্মা অগস্ত্য দেবগণের উক্তরূপ প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া, অবিলম্বে শৈলরাজ-সন্নিধানে গমন করিলেন। কিন্তু, পর্ব্বত-রাজ-বিন্ধ্য দূর হইতে মহামুনি অগস্ত্যকে আগমন করিতে দেখিয়া, অভ্যর্থনার্থ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলে, সদার-মহর্ষি অগস্ত্যও নগশ্রেষ্ঠ-বিন্ধ্যের অতি নিকটবর্ত্তী দেশে উপসর্পণ-পুরঃসর বিন্ধ্যকে কহি-লেন, হে পর্ব্বতোত্তম! সম্প্রতি আমি দক্ষিণ-দিক্ অভিমুখে কোন কার্য্য উপলক্ষে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব তুমি আমাকে গমন-মার্গ দান কর। কিন্তু, হে শৈলেন্দ্র! তুমি আমাকে গুরু-জ্ঞানে প্রণাম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, অধুনা যেরূপ অবনত-মস্তক হইয়াছ, গুরুজনের গৌরব-রক্ষণ যদি সমুচিত বিবেচিত হয়, তবে যাবৎ আমি পুনরাগমন না করিতেছি, তাবৎপর্য্যন্ত তুমি আমার আজ্ঞা প্রতি-পালনে তৎপর থাকিয়া, আমার আগমন অপেক্ষায় এইরূপে

অবনতকন্ধরে অবনত-কমলাননে অবস্থিতি কর এবং আমি প্রতিনিবৃত্ত হইলে, পশ্চাৎ তুমি যথাকাম আত্ম-কলেবর বর্দ্ধিত করিও। মহামুনি অগস্ত্য পর্ব্বতপ্রধান বিন্ধ্যের সহিত উক্তরূপ সময়-স্থির করিয়া, সেই যে দক্ষিণদিগভিমুখে গমন করিয়াছেন, অদ্যাপি প্রতিনিবৃত্ত হন নাই এবং পর্ব্বতোত্তম বিন্ধ্যও পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে সূর্য্য-চন্দ্রাদির গমনাগমন-মার্গ উন্মুক্ত করিয়া এবং অদ্যাপি অবনত-মস্তকে মহর্ষি অগস্ত্যের শুভাগমন-প্রতীক্ষা করিয়া, অবস্থিতি করিতে বাধ্য রহিয়াছেন।

পাঠকমহোদয়গণ! আপনাদিগের কৃত-প্রশ্নবাক্যের উত্তরে আমি যে প্রতিবচন কীর্ত্তন করিলাম, বোধ করি, আপনারা তথাবিধ-প্রতিবচন-পাঠে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, মহর্ষি মহামুনি মৈত্রাবরুণপুত্র মহাত্মা অগস্ত্য কিরূপ মহাপ্রভাব-সম্পন্ন। কিঞ্চ, এহেন মহাপ্রভাব-সম্পন্ন মহামুনি মহর্ষি অগস্ত্যকে আশ্রয়-স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া, সুর-সকল-কর্ত্তৃক কালকেয়গণ কিরূপে নিষূদিত, বা নিধন-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মৈত্রাবরুণি-মহামুনি অগস্ত্য ত্রিদশগণের উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, এই বাক্য কথন করিলেন যে, হে সুরগণ! তোমরা কিজন্য মদীয় আশ্রম-মণ্ডলে সমাগত হইয়াছ? এবং আমার নিকট হইতে তোমরা কীদৃশবর-প্রার্থনা, বা ইচ্ছা করিতেছ? অনন্তর মহামুনি অগস্ত্য-কর্ত্তৃক উক্তরূপে পরিপৃষ্ট হইয়া, দেবেন্দ্র-প্রমুখ-সুরগণ মহর্ষি অগস্ত্যকে কহিলেন যে, হে মহাত্মন্! দেব-কার্য্য-সাধনার্থ আপনা কর্ত্তৃক আমরা মহার্ণবকে পীয়মান হইতে দেখিতে ইচ্ছা করি এবং আপনা কর্ত্তৃক সাগর-সলিল-সমূহের পান-লক্ষণ-কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, শুষ্ক-সলিল-সাগর-গর্ভে প্রবেশ করিয়া, কালকেয়-সংজ্ঞা-প্রসিদ্ধ পূর্ব্ব-কথিত-বিদ্বেষ্টৃ-পদবী-প্রদেশে অধিরূঢ় সহানুবন্ধ-সুর-শত্রুগণকে বধ করিতে ইচ্ছা করি।

ত্রিদশগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, "তথেতি" প্রতিজ্ঞানন্তর মুনি-প্রবর অগস্ত্য কহিলেন, "করিষ্যে ভবতাং কামং লোকানাঞ্চ মহৎ সুখম্।" এই কথা বলিয়া, সুব্রত-মহামুনি অগস্ত্য তপঃ-সিদ্ধ ঋষি, তথা দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া, সরিৎপতি-সমুদ্র-সন্নিধানে গমন

করিলেন। কিন্তু, মহাত্মা অগস্ত্যের সাগরতীরে গমন-সময়ে কালকেয়-পীড়িত-মানবগণ, উরগগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ এবং কিম্পুরুষগণও তৎকালোচিত আনন্দোল্লাস-সহকারে সমুদ্র-শোষণাত্মক-তথাবিধ অদ্ভুত-কার্য্য অবলোকনাভিলাষে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। অনন্তর দেব-গন্ধর্ব্ব-মহোরগগণ, তথা অগস্ত্য-সহিত মহাভাগ ঋষিগণ ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ-দুর্গম-মার্গ অতিক্রম করিয়া, ভীম-নিস্বন-সমুদ্র-সমীপে উর্ম্মি-মালা-সাহায্যে নর্ত্তনশীল, বায়ু-বেগ-বাহুল্যে বল্গিত, ফেনৌঘ-সাহচর্য্যে হাস্য-শোভন কন্দর-সমূহে স্খলিত, নানা গ্রাহগণে সমাকীর্ণ, নানা-দ্বিজগণে সমন্বিত সাগরকূলে সমুপস্থিত হইলেন।

এইরূপে সাগরকূল সম্প্রাপ্ত হইয়া, সেই ভগবান্ ঋষি-প্রবর বারুণি সমাগত-সমবেত-দেবতা ও সিদ্ধ-মহর্ষি-প্রভৃতি-সকলকে কহিলেন, আমি লোকহিতার্থ অবিলম্বে বরুণালয় এই মহোদধিকে পান করিতেছি, পরন্তু "ভবদ্ভির্যদনুষ্ঠেয়ং তচ্ছীঘ্রং সংবিধীয়তাম্।" এই কথা বলিয়া, অচ্যুতাত্মা, মৈত্রাবরুণি, মহামুনি, মহাত্মা অগস্ত্য সর্ব্বলোক-সমক্ষে অচিরকালমধ্যে সুবিপুল-ক্রোধ আহরণ-পূর্ব্বক সমুদ্রকে পান করিয়া ফেলিলেন। সেন্দ্র অমরগণ তৎকালে মহামুনি অগস্ত্য-কর্ত্তৃক সহসা পূর্ব্ববর্ণিত সমুদ্রকে পীয়মান হইতে দেখিয়া, পরম-বিস্ময়াধিকৃত অন্তঃ-করণে বিবিধ-স্তুতি-বচনে তাঁহাকে পূজা-সম্মানাদি-প্রদর্শন-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। আপনি আমাদিগের ত্রাতা এবং লোকসকলের বিধাতা, হে লোকভাবন! আপনার প্রসাদ-বশেই সামর-সমগ্র-জগৎ সমুচ্ছেদ প্রাপ্ত হইতেছে না। ত্রিদশগণ-কর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তুত সেই মহাত্মা অগস্ত্য সর্ব্বশঃ গন্ধর্ব্বগণের তূর্য্য নিনাদিত হইলে, বিবিধোপচারে পূজ্যমান তথা দিব্য-কুসুম-সমূহে অবকীর্য্যমাণ হইয়া, ক্ষণকালমধ্যেই মহার্ণবকে নিঃসলিল করিলেন। অনন্তর সুরসমূহ মহার্ণবকে নিঃসলিল হইতে দেখিয়া, পরম-প্রহৃষ্ট-মানসে দিব্য-বরায়ুধ-সকল ধারণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত কালকেয়-দানবদলকে দলিত ও নিহত করিতে লাগিলেন।

উন্মাদ-রণনাদ-বীরনাদ-সিংহনাদ-সাহায্যে মুহুর্ম্মুহুঃ দিগ্-দিগন্তর-ভূতল-রসাতল-কম্পনকারী, অত্যন্ত-বেগ-সম্পন্ন, মহাবলশালী, অদীনসত্ত্ব,

মহাত্মা দেবগণ-কর্ত্তৃক সহসা সমাক্রান্ত ও বধ্যমান-দানবদল "ন সেহিরে বেগবতাং মহাত্মনাং বেগং তদা ধারয়িতুং দিবৌকসাম্।" অর্থাৎ কালকেয়-গণ ত্রিদশালয়বাসী, মহাবেগসম্পন্ন, মহাত্মা দেবগণের সুদুঃসহ-সুভীষণ-বেগ-সহনে, বা ধারণে কিছুতেই সমর্থ হইলেন না। পক্ষান্তরে ভীম-নিস্বন-দানবগণ ত্রিদশগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া, যদিচ মুহূর্ত্তকালের জন্য সুতুমুল যুদ্ধ করিলেন বটে; কিন্তু সেই দানব-সকল পূর্ব্ব হইতেই ভাবিতাত্মা মহামুনিগণ-কর্ত্তৃক তপঃপ্রভাবে নির্জ্জিত, বা নির্দ্দগ্ধ হওয়ায়, নিজ-নিজ-শক্তি অনুসারে পরম-যত্ন করিয়াও, ত্রিদশগণ-কর্ত্তৃক বিনিষূদিত হইলেন। অপিচ, সেই দেবাসুর-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে হেম-নিষ্কা-ভরণে বিভূষিত, কুণ্ডলাঙ্গদ-ধারণে বিশোভিত-দানবগণ ত্রিদশগণের বিষম-বেগ-বিশিষ্ট-বাণাদি অস্ত্র-প্রহারে জর্জ্জরিত ও বিনিহত হইয়া, পুষ্পিত-কিংশুক-পাদপ-নিচয়ের ন্যায় বহুশোভার আধারে পরিণত হইলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট-কালকেয়-দানবগণ বসুধাতল বিদীর্ণ করিয়া, বসুধাদেবীর গর্ভে প্রবেশ-পূর্ব্বক পাতালতলে আশ্রয়গ্রহণ-পুরঃসর কোনরূপে আত্মরক্ষা করিলেন মাত্র।

এইরূপে দানবগণকে নিহত হইতে দেখিয়া, ত্রিদশ-সমূহ পরম-প্রহৃষ্ট-মানসে বিবিধ-বাক্য উচ্চারণ-পূর্ব্বক মুনি-পুঙ্গব অগস্ত্যের স্তোত্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, এই বাক্য বলিলেন যে, হে তপোনিধে! আপ-নারই প্রসন্নতাবশে লোক-সমুদয় সুমহৎ সুখ প্রাপ্ত হইয়াছে। হে মহাবাহো! আপনারই পরম-পবিত্র-প্রগাঢ়-প্রকৃষ্ট-তপঃ-প্রসূত-তেজো-বলে ক্রূর-বিক্রম দুর্ব্বার-কালকেয়গণ নিহত হইয়াছে। হে লোক-ভাবন! আপনাকে অধুনা আমাদিগের অপরা একটী প্রার্থনা পূর্ণা করিতে হইবে। হে করুণানিধে! আপনি যে সকল সাগর-সলিল পান করিয়াছেন, সেই পীত-সলিল-সকল পুনরপি উদ্গীর্ণ করিয়া, শুষ্ক-সাগর-গর্ভের পরিপূর্ণতা সংবিধান করুন। মুনি-পুঙ্গব ভগবান্ অগস্ত্য দেবগণকর্ত্তৃক উক্তরূপে প্রার্থিত হইয়া কহিলেন, হে নির্জ্জরগণ! আমি যে সকল-সাগর-সলিল পান করিয়াছি, সেই সমুদ্র-সলিলসমূহ, মদীয়-জাঠরানলের সুতীব্র-প্রতাপে শুষ্ক, বা জীর্ণ হইয়া

গিয়াছে ; সুতরাং আমি এক্ষণে সেই সকল-নিপীতসলিলের পুনঃ সমুদ্গীরণে, বা সমুৎসর্গে সমর্থ নহি। অতএব হে সুরসত্তমগণ! তোমরা সম্প্রতিতন-কালোচিত অন্য উপায় অবধারণ-পূর্ব্বক সমুদ্র-সংপূরণার্থ সবিশেষ যত্নবান্ হও। প্রযত্ন-সহকারে প্রবিচিন্তিত অন্য উপয়াবলম্বনে সাগর-গর্ভের পরিপূর্ণতা-সম্পাদনে অগ্রসর হও। ভাবি-তাত্মা মহামুনি অগস্ত্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সমবেত-সুরগণ বিস্মিত এবং বিষণ্ণ হইলেন। কিন্তু, মহেন্দ্র-প্রমুখ-সুর-সত্তমগণ পরস্পরের প্রতি আদর্শ-পুরুষোচিত অনুজ্ঞাপনাদি-পুরঃসর মুনিপুঙ্গব-মহর্ষি অগ-স্ত্যকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, স্ব-স্ব আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং প্রজা-সকলেব মধ্যে যিনি যেখান হইতে সমাগত হইয়াছিলেন, তিনি সেই স্থানে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর কিছুকাল পরে বাসবাদি-ত্রিদশগণ সমুদ্রের সম্পূরণার্থ পুনঃ পুনঃ মন্ত্রণা করিয়া, ভগবান্ বিষ্ণু-দেবের সহিত মিলিত হইয়া, পিতামহ ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন এবং কিরূপে সাগরের অভিপূরণ সম্ভবপর হইতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট-রূপে অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক প্রণামান্তে উপদেশ-বচন প্রার্থনা করিলেন।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমবেত সেই দেবতা-সকলকে বলিলেন, হে বিবুধগণ! তোমরা সকলে যথাকাম যথেপ্সিত স্থানে গমন কর। অধুনা তোমাদিগকে সুমহান্ কাল-যোগের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। যথোপযুক্ত-কালযোগ সমাগত হইলে, মহামুনি-কপিলের শাপাগ্নি-নির্দ্দগ্ধ-জ্ঞাতিগণকে অর্থাৎ নিজ-পূর্ব্বপুরুষ-মহারাজ-সগরের ষষ্টিসহস্র-পুত্রকে কারণীভূত করিয়া, গঙ্গাদেবীর পবিত্র-প্রবাহ-প্লাবিত সেই সকল-জ্ঞাতির পিণ্ডোদকক্রিয়া-সম্পাদন-দ্বারা স্বর্গাধিকার-প্রাপণাভিপ্রায়ে সুদুশ্চর-তপঃ-প্রভাবে মহারাজ-ভগীরথ যে সময়ে শৈলসুতা-গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যধামে অবতারিতা করিবেন, তৎকালে ত্রিলোক-নমস্কৃতা দেবী-গঙ্গার পূত-সলিল-প্রবাহে সাগর-সপ্তক পূর্ণতা লাভ করিয়া, নিজ-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। পিতামহদেবের উক্তরূপ বচন শ্রবণ করিয়া, বিবুধ-সত্তমগণ কাল-যোগ-প্রতীক্ষা অপরিহরণীয়া জানিয়া, যিনি যেখান হইতে সমাগত হইয়াছিলেন, তিনি সেই স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

এক্ষণে মহারাজ-ভগীরথের জ্ঞাতিগণ গঙ্গাবতরণ-বিষয়ে কিরূপে কারণ-ভাব-ভজন করিয়াছেন এবং মহারাজ-ভগীরথের প্রতিশ্রয়-বশে কেমন করিয়াই বা সমুদ্র পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইলেন, এই সকল-বিষয়ের বিবরণ-শ্রবণে অবশ্যই পাঠকমহোদয়গণের প্রবৃত্তি, বা ঔৎসুক্য সমুপস্থিত হইতে পারে ভাবিয়া, আমি শ্রোতৃ-মহোদয়বর্গের সন্তোষসাধনার্থ বিস্তরতঃ পুণ্যশ্লোক-রাজগণের চরিত অবলম্বনে গঙ্গাবতরণ-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিব। পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকু-কুলে সগর-নামে প্রসিদ্ধ এক নরপতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। রূপ, সত্ত্ব এবং বলোপেত প্রতাপবান্ পার্থিব-প্রবর সগর নিজ-মহিষীদ্বয়ের সহিত সততকাল বিহার করিয়াও, ভাগ্য-বৈগুণ্যবশে পুত্ররত্ন-লাভে বঞ্চিত ছিলেন। রাজচক্রবর্ত্তিত্ব-লাভেচ্ছা-প্রণোদিত-মহারাজ-সগর হৈহয়গণকে সমুৎসাদিত করিয়া, তাল-জঙ্ঘ নামে প্রসিদ্ধ নরপতিগণকে স্ববশে স্থাপিত করিয়া এবং অন্যান্য-রাজন্যগণকে সমরে পরাজিত করিয়া, সহস্র-সহস্র-বৎসর-যাবৎ স্বরাজ্যের শাসন-যন্ত্র-পরিচালন-দ্বারা নিজ-জীবনের প্রথম-দ্বিতীয়-ভাগ অতিবাহিত করিলেন। নরপতি-সগরের রূপ-যৌবন-দর্পিত যে ভার্য্যাদ্বয় ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথমা মহিষীর নাম বৈদর্ভী, দ্বিতীয়ার নাম শৈব্যা। এ যাবৎকাল পুত্ররত্নলাভে সমর্থ না হওয়ায়, পুত্রকাম-নরপতি-সগর পত্নীদ্বয়ের সহিত পুত্রলাভার্থে দুশ্চর-তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়া, প্রকৃতি-বর্গের প্রতি রাজ্যভার-সমর্পণ-পূর্ব্বক গিরিশ্রেষ্ঠ-কৈলাসে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তপোবল-সমন্বিত সেই নরপতি-সভার্য্য-সগর বর্ত্তমানে সুমহত্তর-সুদুশ্চর-তপোঽনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, অত্যল্পকালমধ্যেই প্রগাঢ়-প্রেম-ভক্তি-বৈরাগ্য-বিজ্ঞান-তিতিক্ষা, বহির্বিষয়নিচয়ে নিতান্ত অনাদর, তথা শ্রীশঙ্করদেবের শুভদ-শ্রীচরণ-সরোজ-যুগলে একান্ত অত্যন্ত সমাদর-বলে ত্রিপুর-মর্দ্দন ত্র্যক্ষ মহাত্মা শ্রীশঙ্করদেবকে সম্মুখাগত-বরদরূপে প্রাপ্ত হইলেন।

"শঙ্করং ভীমমীশানং পিনাকিং শূলপাণিনম্। ত্র্যম্বকং শিবমুগ্রেশং বহুরূপমুমাপতিম্" শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে সেই তপো-যোগবলান্বিত-রাজা সগর বরদরূপে সম্মুখে সমুপস্থিত হইতে দেখিয়া, পত্নী-দ্বয়ের সহিত

পুত্রার্থে বরপ্রার্থনা করিলেন। গললগ্নীকৃতবাসাঃ মহাবাহু-রাজা সগরকে পত্নীদ্বয়ের সহিত প্রণিপাত-পূর্ব্বক পুত্রার্থে বরপ্রার্থনাভিপ্রায়ে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, তাঁহার প্রতি প্রীতিমান্ শ্রীহরদেব সভার্য্য-নৃপসত্তম-সগরকে এই বাক্য বলিলেন যে, হে নৃপবর! তুমি যে মুহূর্ত্তে আমার নিকটে পুত্রবর প্রার্থনা করিয়াছ, এই মুহূর্ত্তের এইরূপ ফল হইতেছে যে, তোমার এক পত্নীর গর্ভে পরম-দর্পিত-শূর-ষষ্টি-সহস্র-সংখ্যক পুত্র সমুৎপন্ন হইবে বটে, কিন্তু হে নরবরোত্তম! তোমার ষষ্টি-সহস্র-সংখ্যক উক্ত পুত্র-সকল বংশধর না হইয়া, সমবেতভাবে এক-কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার অপর-পত্নীর গর্ভে শূর-বীর-প্রবল-পরাক্রম-সম্পন্ন-বংশধর একটীমাত্র পুত্ররত্ন উৎপন্ন হইবে। এই কথা বলিয়া, শ্রীরুদ্রদেব সভার্য্য-সগর-নরপতিকে শুভ-দৃষ্টি-সাহায্যে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষেই তৎক্ষণমাত্রেই অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে পূর্ণমনোরথ মহারাজ-সগর পত্নীদ্বয়ের সহিত আনন্দোৎসব-সহকারে অচিরকালমধ্যে নিজ-নিবেশনে গমন করিলেন।

অনন্তর কিছুকাল পরে অত্যন্ত-সম্প্রহৃষ্টমনাঃ সগর রাজা কমল-লোচনা বৈদর্ভী ও শৈব্যানাম্নী পত্নীদ্বয়ের সহিত রমমাণাবস্থায় স্বীয়-বীর্য্য নিষিক্ত করিলে, মহারাজ-সগরের পত্নী-দ্বয় গর্ভ-ধারণ-পরিচায়ক-শোভন-লক্ষণ-সমূহে বিভূষিত হইলেন। তদনন্তর কালক্রমে বৈদর্ভী একটী গর্ভালাবু প্রসব করিলেন এবং শৈব্যা একটী দেবরূপী কুমার প্রসব করিলেন। এইরূপে গর্ভদ্বয় প্রসূত হইলে, তৎকালে রাজা-সগর গর্ভালাবু সমুৎসর্জ্জনে মনঃ সংযোগ করিলেন। মহারাজ-সগর যখন গর্ভালাবু-বিসর্জ্জনে সমুদ্যত হইয়াছেন, তৎকালে সহসা অন্তরীক্ষ-প্রদেশ হইতে গম্ভীর-নিস্বনা এই বাণী শ্রবণ করিলেন যে, হে রাজন্! তুমি এরূপ অসমসাহসিকের কার্য্য করিও না, নিজ-পুত্র-সকলকে পরিত্যাগ করা কখনই পিতার উপযুক্ত কার্য্য নহে। অলাবুমধ্য হইতে বীজ-সকলকে নিষ্কাশিত করিয়া, উপস্বেদ-যুক্ত-ঘৃত-পূর্ণ-পাত্রে ভাগশঃ স্থাপিত করিয়া, সযত্নে রক্ষা কর। ষষ্টি-সহস্র-সংখ্যক-ঘৃত-পূর্ণ-পাত্রে ষষ্টি-সহস্র-সংখ্যক-বীজ পরিগোপিত হইলে, কাল-পরিপাকবশে

উপযুক্ত অবসরে ঐ সকল-বীজ ষষ্টি-সহস্র-সংখ্যক পুত্ররূপে পরিণত হইবে। হে রাজন্! এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইলে, তুমি ষষ্টি-সহস্র-পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইবে। হে নরাধিপ! শ্রীমন্মহাদেব-কর্ত্তৃক তোমার যে ষষ্টি-সহস্র-পুত্রজন্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, মদুক্ত এই ক্রমযোগ-সাহায্যেই তুমি তাবৎ-সংখ্যক-পুত্রলাভ করিতে পারিবে। অতএব আমি এই যে ক্রমযোগ কীর্ত্তন করিলাম, এই ক্রমযোগোপদেশ-মার্গ হইতে তোমার বুদ্ধি যেন মার্গান্তরে প্রধাবিতা না হয়।

"রাজন্! মা সাহসং কার্ষীঃ পুত্রান্ন ত্যক্তুমর্হসি। অলাবুমধ্যান্নিষ্কৃষ্য বীজং যত্নেন গোপ্যতাং। সোপস্বেদেষু পাত্রেষু ঘৃতপূর্ণেষু ভাগশঃ। ততঃ পুত্রসহস্রাণি ষষ্টিং প্রাপ্স্যসি ভারত। মহাদেবেন দিষ্টং তে পুত্রজন্ম নরাধিপ। অনেন ক্রমযোগেন মা তে বুদ্ধিরতোন্যথা॥" এবম্বিধা আকাশ-সম্ভবা অশরীরিণী বাণী শ্রবণ-গোচরীভূতা হইবামাত্র রাজ-সত্তম সেই রাজা-সগর অন্তরীক্ষতল হইতে আকাশ-সম্ভবা সরস্বতীকর্ত্তৃক প্রতিপাদিত-যথোক্ত-কার্য্য-সকল অবিলম্বে সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর রাজা সগর "বীজংবীজং" অর্থাৎ প্রতিবীজ অলাবু-মধ্য হইতে নিষ্কাশিত করিয়া, একৈকশঃ ঘৃত-পূর্ণ-কুম্ভ-মধ্যে ভাগশঃ স্থাপন-পূর্ব্বক একৈকশঃ বীজপালনার্থে একৈকশঃ ধাত্রী বিনিযুক্ত করিলেন। পুত্র-রক্ষণ-তৎপর মহারাজ-সগর-কর্ত্তৃক উক্তরূপে বীজ-সকল প্রতিপালিত হইয়া, সুমহান্ কাল বিগত হইলে, ষষ্টি-সহস্র-সংখ্যক-মহাবল-পুত্ররূপে সমুত্থিত হইল। সেই অপ্রতিম-প্রভাব-সম্পন্ন রাজর্ষি সগরের শ্রীরুদ্রদেবের প্রসাদবশে ঐ সকল পুত্র সমুৎপন্ন হইলেন বটে; কিন্তু শৌর্য্য-ধর্ম্ম-পরায়ণ সমর-শ্লাঘা-সম্পন্ন ঘোর-পরাক্রম ক্রূর-কর্ম্মা আকাশমার্গে বিচরণশীল সগর-পুত্র-সকল বহুত্ব-নিবন্ধন অর্থাৎ আপনাদের সংখ্যা-বাহুল্য-বশতঃ অমরগণের সহিত লোক-সকলের প্রতি অবজ্ঞান প্রদর্শন-পুরঃসর ত্রিদশগণকে, গন্ধর্ব্বগণকে, রাক্ষসগণকে এবং অন্যান্য-ভূতসকলকে সদাকাল পরিবাধিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মন্দ-বুদ্ধি-সম্পন্ন-সাগরগণ-কর্ত্তৃক বাধ্যমান-লোক-সকল সর্ব্ব-দেব-গণের সহিত মিলিত হইয়া, লোকপিতামহ ব্রহ্মার আশ্রয়-লাভার্থ ব্রহ্মলোকে

গমন করিলেন। সর্ব্ব-লোক-পিতামহ-ব্রহ্মা সর্ব্ব-লোকের সহিত মহাভাগ-দেব-গণকে সমাগত হইতে দেখিয়া কহিলেন, দেবগণ! তোমরা লোক-সকলের সহিত "যথাগতং" প্রতিগমন কর। হে ত্রিদশ-গণ! অনতিদীর্ঘকালমধ্যেই স্বকৃত-কর্ম্ম-সমূহ-দ্বারা সগর-পুত্রগণের মহাঘোর সুমহান্ ক্ষয় সমুপস্থিত হইবে। পিতামহ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, সেই দেবগণ ও লোকসকল পিতামহদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক "যথাগতং" প্রতিগমন করিলেন।

অনন্তর বহুতিথ-কাল ব্যতীত হইলে, বীর্য্যবান্ রাজা-সগর হয়-মেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত-মহারাজ-সগরের যজ্ঞীয় অশ্ব ষষ্টি-সহস্র-সংখ্যক-পুত্রগণ-কর্ত্তৃক সংপরিরক্ষিত হইয়া, বসুধাতলে বিচরণ করিতে করিতে, ভীম-দর্শন-নিস্তোয়-সমুদ্র-গর্ভ প্রাপ্ত হইয়া, প্রযত্নতঃ রক্ষ্যমাণ হইলেও, সেই সাগর-গর্ভেই সহসা অন্তর্হিত হইল। তদনন্তর সগর-পুত্রগণ হয়োত্তম হৃত হইয়াছে জানিয়া, পিতার সমীপে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন পিতঃ! যজ্ঞীয়-তুরঙ্গ হৃত এবং অদৃশ্য হইয়াছে। পিতা সগর কহিলেন, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া, সকল-দিগ্‌বিভাগে বাজি-রত্নের অন্বেষণ কর। অতঃপর পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, সগর-পুত্রগণ সর্ব্বদিকে পৃথিবী-তলে হয়-রত্নের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সমগ্র বসুধাতলে অন্বেষণ করিয়াও, যখন অশ্বরত্ন, বা হয়হর্ত্তার কোনরূপ অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না, তৎকালে সকলে একত্র মিলিত হইয়া, পরস্পর-পরা-মর্শান্তে সগর-পুত্রগণ পিতৃ-পার্শ্বে সমাগত হইয়া, অগ্রতঃ অবস্থিতি সহকারে অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক কহিলেন হে পিতঃ! পার্থিব! আপনার শাসন অনুসারে আমরা সসমুদ্রবনদ্বীপা সনদীনদকন্দরা সপর্ব্বতবনো-দ্দেশা এই মহীকে পরিব্যাপ্তা করিয়া, নিপুণতররূপে অনুসন্ধান করিয়াছি, পরন্তু নিখিল-মহী-মণ্ডলে পরিভ্রমণ করিয়াও, আমাদিগের পদ-সঞ্চার-সাহায্যে একাধিকবার আক্রান্ত পরিব্যাপ্ত, বিচিত, নিচিত, অনুসন্ধিত-সমগ্র-বসুধাতলে কুত্রাপি আমরা "ন চাশ্বমধিগচ্ছামঃ নাশ্বহর্ত্তারমেব চ।"

মহারাজ-সগর পুত্রগণের উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, ক্রোধ-মূর্চ্ছিত অন্তঃকরণে দৈব-বশ-প্রেরিত হইয়াই যেন, তৎকালে সেই সকল-পুত্রকে এই কথা বলিলেন যে, "অনাগমায় গচ্ছধ্বং ভূয়ো মার্গত বাজিনম্। যজ্ঞিয়ং তং বিনাহশ্বং নাগন্তব্যং হি পুত্রকাঃ॥" অর্থাৎ হে পুত্রগণ! তোমরা পুনরাগমন-প্রত্যাশা-পরিহার-পূর্ব্বক অনাগম, বা অপুনরাবর্ত্তনাভিপ্রায়ে গমন কর এবং পুনঃ পুনঃ যজ্ঞিয় অশ্বের অনুসন্ধান কর, যজ্ঞিয় অশ্ব-সংগ্রহ বিনা তোমাদিগের পুনঃপ্রত্যাগত হওয়া উচিত হইবে না। অনন্তর সগর-পুত্রগণ পিতার উক্তরূপ শাসন-বাক্য-প্রতিগ্রহণ-পূর্ব্বক পিতৃ-সন্দেশ অনুসরণে পুনরপি এই কৃৎস্ন-মহীমণ্ডলবিচয়ন-মার্গণ উপক্রমে অন্বেষণ-পরায়ণ হইয়া, পুনঃ পুনঃ সাগরাম্বর-ধরাতলে সমনুসন্ধানার্থ যজ্ঞিয় অশ্ব ও অশ্বহর্ত্তার সমুদ্দেশলাভার্থ সমুদ্যম আহরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যজ্ঞিয় অশ্বরত্নসংগ্রহণার্থ মহীমণ্ডলে বিচরণশীল বীর-সগরাত্মজগণ বিশেষ-সতর্কতার সহিত বিচরণ করিতে করিতে, ক্বচিৎ পৃথিবী-প্রদেশে শুষ্ক-সাগরগর্ভে দেখিলেন, মহী বিলদ্বারাকারে অবদারিতা হইয়াছেন।

সগরাত্মজগণ উক্ত-বিলদ্বার প্রাপ্ত হইয়া, পরম-যত্ন-সহকারে কুদ্দাল-হ্রেষুক-প্রভৃতি-শস্ত্র-সাহায্যে সমুদ্র-গর্ভ খনন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সেই সমুদ্র সগর-পুত্র-গণকর্ত্তৃক ক্রমে খন্যমান হইয়া, পরমার্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন। অপিচ, বরুণালয়-সাগর বিবিধ-যন্ত্র-সাহায্যে সগরাত্মজগণ-কর্ত্তৃক সমন্ততঃ দীর্য্যমাণ হইয়া, যেমন পরম-ব্যথিত হই-লেন, সেইরূপ সমুদ্র-গর্ভস্থ অসুর, উরগ, রাক্ষস এবং বিভিন্ন-জাতীয়-বিবিধ-সত্ত্বগণ সাগরগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া, সুভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। এমন কি সাগরগণ-কর্ত্তৃক খনিত-সাগর-গর্ভে ছিন্নশীর্ষা, চেতনাশূন্য, বিদেহ, ভিন্নত্বগ্, ভিন্নসন্ধি, ভিন্নাস্থি, ভিন্নমর্ম্ম, শতশঃ সহস্রশঃ প্রাণিগণ ইতস্ততঃ বিপ্রকীর্ণ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। এই-রূপে সাগর-খনন-পরায়ণ-সগর-পুত্রগণের যদিচ সুমহান্ কাল ব্যতীত হইল সত্য; তথাপি পরম-পরিতাপের বিষয় এই যে, শত-সহস্রধা প্রযত্নানুষ্ঠান সত্ত্বেও, যজ্ঞিয় অশ্বের সন্ধান, বা সাক্ষাৎকারলাভ দুর্লভতর

হইয়া উঠিল। পশ্চাৎ সগর-পুত্রগণ অশ্ব-প্রাপ্তি-বিষয়ে নিরাশ হইয়াও, পুনরপি সমুদ্যম আহরণ-পূর্ব্বক সমুদ্রের পূর্ব্বোত্তর-দেশ খনন করিতে লাগিলেন এবং পূর্ব্বোত্তর-সাগর-গর্ভ বিদারিত করিয়া, ক্রমে পাতালতলে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সুসংক্রুদ্ধ-সগরাত্মজগণ পাতালতলে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পাতাল-প্রাঙ্গণে নব-নব-তৃণ-চয়ে তাঁহাদিগের সেই সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত-হয়রত্ন সানন্দে বিচরণ করিতেছে।

কিন্তু, সগরাত্মজগণ পুনরপি অবলোকন করিলেন যে, জ্বালা-মালা-সমাকুল-পাবকপ্রায় তেজোবিদীপিত, অনুত্তম-তেজোরাশি-কল্প-দীপ্যমান-শরীরের তেজঃ-প্রাচুর্য্য-বশে দশদিক্ বিভাসিতা করিয়া, মহাত্মা কপিল তথায় অবস্থান-পূর্ব্বক নিমীলিত নয়নে স্বাত্মধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। সগরাত্মজগণ এতাদৃশ মহামহিম-মহর্ষি-কপিল-দেবকে অবলোকন করিয়াও, আদর-প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে অনাদর-প্রকাশ-পূর্ব্বক কেবল অশ্বমাত্র-দর্শনে সম্প্রহৃষ্টতনূরুহে অথচ সুসং-ক্রুদ্ধ অন্তঃকরণে অশ্বগ্রহণাকাঙ্ক্ষা-পরবশতা-প্রযুক্ত দ্রুতগতি অশ্ব-গ্রহণার্থে প্রধাবিত হইলেন। কালচোদিত-সগর-পুত্রগণ উক্তরূপে মহামুনি-কপিলের প্রতি অবজ্ঞান-প্রদর্শন-সহকারে অশ্বগ্রহণার্থ প্রধাবিত হইলে, অনন্তর লোকে যাঁহাকে "বাসুদেব", এই নামে কথন করিয়া থাকে, সেই মুনিপুঙ্গব-কপিল বিপুল-ক্রোধ আহরণ-পুরঃসর নিজ আকর্ণ-বিশ্রান্ত-রক্ত-কমল-দল-বিশাল-লোহিতবর্ণ-লোল-লোচন-যুগল অধিকতর বিকৃত করিয়া, সেই সগর-সন্তানগণের প্রতি প্রলয়াগ্নি-সদৃশ-নেত্র-নির্গত অনলরাশি উৎসর্গ করিলেন। কিন্তু, সুমহাতেজাঃ মুনিসত্তম-কপিল যখন ক্রোধানলপরিমোক্ষণ-পূর্ব্বক মন্দবুদ্ধি-সগরপুত্রগণকে দগ্ধ করিলেন, তৎকালে সর্ব্বত্রগ নারদ সগর-সন্তান-নিচয়কে ভস্মসাদ্ভূত হইতে দেখিয়া, চঞ্চল-চরণে মহারাজ-সগরের সমীপে গমন করিলেন এবং সুমহাতপাঃ নারদ পাতালপুরে যে সকল বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় সর্ব্ব-সদ্গুণালঙ্কৃত-মহারাজ-সগরের অগ্রে নিবেদন করিলেন।

মহারাজ-সগর মুনি-মুখোদ্গত উক্তরূপ ভয়ঙ্কর-বচন শ্রবণ করিয়া,

মুহূর্ত্তকাল বিমনাঃপ্রায় অবস্থিত হইয়া, পশ্চাৎ বর-প্রদাতা শ্রীস্থাণুদেবের শ্রীমুখোদ্গত-বর-বাক্যের তাৎপর্য্যার্থবিচিন্তনে তৎপর হইলেন। কিন্তু, নরবর-সগর স্বয়ং নিজ আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণকে সমাশ্বস্ত করিয়া, হয়-মেধ-মখের পরিসমাপ্তি চিন্তা করিতে লাগিলেন। আরব্ধ অশ্বমেধ-যজ্ঞের অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত যজ্ঞ-কর্ত্তা যজমানের চিন্তা-স্রোতঃ স্বভাবতঃ যজ্ঞসমাপন-বিষয়ে প্রবাহিত হইয়া থাকে ; সুতরাং হয়-মেধ-মখে ব্রতী যজমান-সগর যজ্ঞ-সমাপ্তি অভিপ্রায়ে নিজ আত্মজ অসমঞ্জঃ-সুত পৌত্র অংশুমান্‌কে আহ্বান করিয়া, তৎকালোচিত এই বাক্য বলিলেন যে, আমার অমিত ওজঃ-সম্পন্ন ষষ্টি-সহস্র-সংখ্যক পুত্র কাপিল-তেজঃ-সম্প্রাপ্ত হইয়া, আমারই জন্য নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে। অপিচ, হে তাত ! আমি পৌর-বর্গের হিত, তথা নিজ-ধর্ম্ম-সংরক্ষণ ইচ্ছা করিয়া, ইতঃ পূর্ব্বে তোমার পিতাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। যাহাকে শৈব্যা গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, আমি যাহাকে শ্রীশঙ্করদেবের বর-বলে আত্মজ-পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই বংশধর-বীর-পুত্র অসমঞ্জাকে দুস্ত্যজ হইলেও, আমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

হে অংশুমন্ ! বোধ করি, ইহা তোমার অবিদিত নহে যে, তোমার পিতা অসমঞ্জাঃ পৌরজনগণের রোদন-পরায়ণ-দুর্ব্বল-দারকগণকে গল-দেশে ধারণ করিয়া, নিরন্তর নদী-গর্ভে নিক্ষেপ করিত। অনন্তর তোমার পিতার উক্তরূপ উপদ্রবে উৎপীড়িত-ভয়-শোক-পরিপ্লুত-পৌর-বর্গ আমার সমীপে সমাগত হইয়া, অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক অবস্থিতি সহকারে "ত্বং নস্ত্রাতা মহারাজ ! পরচক্রাদিভির্ভয়াৎ। অসমঞ্জোভয়াৎ ঘোরাৎ ততো নস্ত্রাতুমর্হসি ॥" এইরূপে পরিত্রাণ-প্রার্থনা করায়, আমি তাহাদিগের তথাবিধ-ভয়ঙ্করবচন শ্রবণ করিয়া, মুহূর্ত্তকাল বিমনাঃপ্রায় অবস্থিতি-পুরঃসর সচিবগণের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছিলাম যে, "অসমঞ্জাঃ পুরাদদ্য সুতো মে বিপ্রবাস্যতাম্। যদি বো মৎপ্রিয়ং কার্য্যং এতচ্ছীঘ্রং বিধীয়তাম্ ॥" মৎকর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, আমার সচিবগণ আমি যে কার্য্যসম্পাদার্থ আদেশ প্রদান করিয়াছিলাম, পুত্রনিষ্কাশন-লক্ষণ সেই কার্য্য ত্বরিত-গতি সম্পদন করিলেন। হে

তাত! এই আমি তোমার নিকটে তোমার পিতার পুর-প্রদেশ হইতে নির্ব্বাসন-কারণ যথাযথরূপে কীর্ত্তন করিলাম; সুতরাং তুমি এরূপ প্রশ্ন করিতে পার না যে, আপনি আমার পিতাকে পুর-প্রদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন কেন? আমি পৌরবর্গের হিত-কামনাপ্রণোদিত হইয়া, তোমার পিতাকে বিবাসিত করিয়াছি সত্য; কিন্তু অধুনা তুমিই আমার একমাত্র কুল-তন্তু-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ এবং আমার এই সুবিশাল-সাম্রাজ্য ভবিষ্যতে তোমাকেই সর্ব্ব-গুণালঙ্কৃত-প্রজারঞ্জক-রাজা অথবা অধীশ্বররূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। সে যাহা হউক, আমি যে কথা বলিবার জন্য তোমাকে এখানে আহ্বান করিয়াছি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

হে বৎস! অংশুমন্! তুমি মহাধনুর্ধর-গণের অগ্রগণ্য-মহাবীর পুরুষ এবং ভবিষ্যজ্জীবনে সাম্রাজ্য-ভার-বহনে আমার সর্ব্ব-প্রধান অবলম্বন স্বরূপ। হে পৌত্র! তোমার পিতা অসমঞ্জার পরিত্যাগ অধিকন্তু আমার অন্যান্য-ষষ্টি-সহস্র-সংখ্যক-পুত্রের বিনাশ, তথা যজ্ঞিয় অশ্বের অলাভ-বশতঃ আমি নিতান্ত পরিতপ্ত হইতেছি। হে পুত্রক! উক্ত কারণ-বশতঃ অত্যন্ত-দুঃখাভিসন্তপ্ত এবং যজ্ঞ-বিঘ্ন-প্রযুক্ত পরিমোহিত অবস্থায় আমি অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছি মাত্র! এরূপ অবস্থায় হে পৌত্র! তুমি যদি যজ্ঞিয়-অশ্বের আনয়ন-দ্বারা আমাকে ঘোর-নরকার্ণব হইতে সমুদ্ধৃত কর, তবেই আমি কথঞ্চিৎ স্বাত্মচিন্তন-সাহায্যে স্বাস্থ্য, বা নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারি। অতএব হে বৎস! তুমি অবিলম্বে যজ্ঞিয় অশ্ব আনয়ন-পূর্ব্বক অশ্বমেধ-যজ্ঞের পরিসমাপ্তি-বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হও। পিতামহ-মহাত্মা মহারাজ-সগর-কর্ত্তৃক পূর্ব্ববর্ণিত-প্রকারে অভিহিত হইয়া, কুল-প্রদীপ ভাবী মহারাজ অংশুমান্ অত্যন্ত-দুঃখিত-মানসে সেই প্রদেশে অতি সত্বর গমন করিলেন, যেখানে মহী বিলদ্বারাকারে অবদারিতা হইয়াছেন। অশেষ-সদ্গুণোপেত নীতিমান্ মতিমান্ অংশুমান্ পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত-বিল-দ্বারানুসরণে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং পাতালতলে প্রবিষ্ট হইয়া, অবলোকন করিলেন যে, মহাত্মা কপিল ধ্যাননিমীলিত-নয়নে অবস্থিতি

করিতেছেন ও যজ্ঞিয় অশ্ব তথায় বিচরণ করিতেছে। অনন্তর মহাত্মা অংশুমান্ অনলাচল-সঙ্কাশ পুরাণ-পুরাণতর-পুরুষ-প্রবর সুমহাত্মা কপিল-দেবকে দর্শন করিয়া, ভূমিতলে অবনত-মস্তকে প্রণাম-পূর্ব্বক যে কার্য্য-সাধনার্থ তথায় গমন করিয়াছেন, তাহা পরিব্যক্ত করিলেন।

মহর্ষি-পুরাণর্ষি-কপিলদেবের উদ্দেশে অংশুমান্ কর্ত্তৃক আত্মকার্য্য-নিবেদিত হইলে, মুনিসত্তম কপিল অংশুমানের প্রতি পরম-প্রীত হইলেন এবং ধর্ম্মাত্মা কপিল অতীব-প্রীতিযুক্ত অন্তঃকরণে অংশুমান্কে কহি-লেন, অংশুমন্! আমি তোমার প্রতি পরম-প্রীত হইয়াছি, তোমার যদি কোনরূপ বরগ্রহণে অভিলাষ থাকে, তবে আমাকে বরদরূপে অব-গত হইয়া, নিঃসঙ্কোচে তাহা গ্রহণ কর, কারণ, আমি মনে মনে তোমাকে বরপ্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি। সগর-পুত্র-প্রতপ্তা, বাসুদেবাপর-নামা, মহর্ষি-কপিলদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত, বা অনুরুদ্ধ হইয়া, তথা স্বাভিপ্রায়-সিদ্ধ্যর্থে অংশুমান্ পিতামহ-মহারাজ সগরের সমারব্ধ অপরিসমাপ্ত হয়-মেধ-মখের পরিসমাপ্তি-কামনা-প্রণোদিত হইয়া, যজ্ঞ-সমাপ্তি-কারণ-বশে প্রথমতঃ তুরগবর প্রার্থনা করিলেন। কিঞ্চ, স্বাভি-মত-বর-প্রার্থনাবসরে কুল-ধুরন্ধর-কুল-পাবন পুত্র অংশুমান্ নিজ-জ্ঞাতি-গণের, পূর্ব্বপুরুষগণের, পিতৃগণের, পাবন অর্থাৎ পিণ্ডোদকক্রিয়া ইচ্ছা করিয়া, দ্বিতীয় বর-গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মহামুনি কপিলদেব কহিলেন, হে অনঘ! তুমি যে যে বর প্রার্থনা করিবে, তৎসমস্তই আমি তোমাকে প্রদান করিব। অধিকন্তু মহাতেজাঃ মুনি-পুঙ্গব-কপিল বলিলেন, বৎস! তোমার মঙ্গল হউক। বিশেষতঃ তুমি ক্ষমার আধার এবং ধর্ম্ম ও সত্য তোমার অধিকারে অবস্থিত। দয়া, ধর্ম্ম, ক্ষমা, সত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শমদমাদি-সর্ব্ববিধ-সদ্গুণ তোমাতে যখন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তখন হে অংশুমন্! তুমি যে অশেষবিধ-কল্যাণভাজন হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

কিঞ্চ, হে তাত! তোমাকর্ত্তৃক তোমার পিতামহ মহারাজ-সগর কৃতার্থ হইয়াছেন, তোমার পিতা তোমার ন্যায় সৎপুত্রদ্বারা অবশ্যই পুত্রবান্ হইয়াছেন এবং তোমারই প্রভাব-বশতঃ সাগরগণ অবশ্যই স্বর্গে

গমন করিবেন। তথা তোমার পৌত্র শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া, সাগরগণের পাবনার্থ ত্রিদিব-প্রদেশ হইতে ত্রিপথগা-গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিবেন। হে নরপুঙ্গব! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি স্বেচ্ছানুসারে যজ্ঞিয় অশ্ব গ্রহণ করিয়া, অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত তোমার পিতামহ মহারাজ-সগরের সমীপে লইয়া যাও, এবং যজ্ঞ-হিত-জনক যজ্ঞার্হ এই অশ্বদ্বারা মহাত্মা সগর-কর্ত্তৃক-সমারব্ধ অশ্বমেধ-যজ্ঞের সমাপ্তিসাধন কর। মহাত্মা কপিলদেব-কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া, ধীমান্ অংশুমান্ হয়-মেধ-মখের হিতকারী অশ্বকে গ্রহণ করিয়া, আনন্দিত-চিত্তে অবিলম্বে মহাত্মা সগরের যজ্ঞবাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মতিমান্ অংশুমান্ পিতামহ-মহাত্মা সগরের পাদ-সরোজ-যুগলে অভিবাদন অর্থাৎ "অভিবাদয়ে ভো ভবন্তমমুকশর্ম্মাহম্", এই প্রকারে নিজ-নামোচ্চারণ-পূর্ব্বক পাদ-স্পর্শন-সহকারে প্রণাম করিয়া, তথা প্রণামানন্তর পিতামহ মহাত্মা মহারাজ-সগর-কর্ত্তৃক মূর্দ্ধ-প্রদেশে উপাঘ্রাত হইয়া, পিতামহ-চরণে সমস্ত-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

পুনশ্চ অংশুমান্ অশ্ব আনয়নার্থ বহির্গত হইয়া, যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন, বা শুনিয়াছিলেন এবং যেভাবে সাগরগণ মহামুনি কপিলের কোপানলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, ভস্মস্তূপাকারে পরিণত হইয়াছেন, যে ভাবে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অলঙ্কৃত অভিমন্ত্রিত অশ্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথা অভিপূজিত কপিলদেব-কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত হইয়া, যজ্ঞিয় অশ্বসহ যে ভাবে যজ্ঞবাটে উপাগত হইয়াছেন, তৎসমস্তই মহা-রাজ সগরের অবগতির জন্য নিবেদন করিলেন, তথা "তঞ্চাস্মৈ হয়মাচষ্ট যজ্ঞবাটমুপাগতম্।" মহারাজ-সগর পৌত্র অংশুমানের মুখ-কমল-নির্গত উক্তরূপ-মধুময়-বাক্য শ্রবণ করিয়া, অসমঞ্জো-বিবাসন-জনিত-দুঃখ, তথা ষষ্টি-সহস্রসংখ্যক-পুত্রের নিধন-জাত-শোক-দুঃখ পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর মহারাজ সগর পৌত্র অংশুমান্কে যজ্ঞকার্য্যে সাহায্য, বা সাহচর্য্য-দানার্থ সংগৃহীত করিয়া, সমারব্ধ অশ্বমেধ ক্রতু, অর্থাৎ হয়-মেধ-যজ্ঞ পরিসমাপ্ত করিলেন। পশ্চাৎ সমাপ্তযজ্ঞ-মহারাজ-সগর সমস্ত-দেবগণ-কর্ত্তৃক সভাজিত হইয়া, বরুণালয়-সমুদ্রকে পুত্রত্বে

কল্পনা করিলেন। এই কারণ-বশতঃ তদবধি মহারাজ-সগরের পুত্রত্বে কল্পিত মহোদধি সাগর-নামে অভিবিখ্যাত হইয়াছেন। মহারাজ-সগর এইরূপে মহোদধিকে পুত্রত্বে স্থাপিত করিয়া, সুচিরকাল যাবৎ রাজ্য-প্রশাসন-পূর্ব্বক সর্ব্ববিধ-সদ্‌গুণে-সমলঙ্কৃত, চক্রবর্ত্তি-লক্ষণে লক্ষিত, সর্ব্বথা সাম্রাজ্য-ভার-বহনে সমর্থ পৌত্র অংশুমানের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, নিজ-কৃত-প্রভূত-পুণ্য-প্রতাপে ত্রিদিবরাজ্য আক্রমণ-পুরঃসর ত্রিদশালয়বাসী দেবগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, স্বর্গীয়-সুধাহ্রদাবগাহনাদি-স্বর্গরাজ্যোচিত-দেবভোগে সমাসক্ত-মানসে দেবোপম-শরীরে দেব-বিলাসিনী-বিলাস-বিহারে অমল অপার আনন্দ অনুভব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে ধর্ম্মাত্মা রাজীবলোচন অংশুমান্‌ও পিতামহ-মহারাজ-সগরের পদাঙ্ক অনুসরণ-পূর্ব্বক সাগর-মেখলা মহীর প্রশাসন-কার্য্য-সমাপনান্তে রাজ্য-ধুর-ধারণে কুশল দিলীপ-নামে সুপ্রসিদ্ধ নিজপুত্রের হস্তে স্বীয়-সাম্রাজ্যের শাসন-ভার-সমর্পণ-পূর্ব্বক স্বর্গ-প্রদেশে প্রস্থিত হইলেন। পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় পরম-ধর্ম্মবিৎ মহারাজ-দিলীপ পিতৃ-পরম্পরাগত-রাজাসনে অধিরোহণ-সমনন্তর রাজ্য-প্রশাসন-কালে আত্মীয়-জনগণ-প্রমুখাৎ পিতৃগণের পরম-মহন্নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত-পরিতপ্ত-চিত্তে পরম-দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। পরে পিতৃগণের গতি-চিন্তা করিয়া, নরপতি-দিলীপ গঙ্গাবতরণ-বিষয়ে সুমহান্ যত্ন অবলম্বন করিলেন বটে; কিন্তু যথাবল চেষ্টমান গুণগণ-গরীয়ান্ নরপতি-দিলীপ গঙ্গাবতারণে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর মহারাজ-দিলীপের সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, অসূয়াশূন্য, ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীমান্ "ভগীরথ," এই নামে-সুপরিচিত সুপ্রথিত-যশাঃ যে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পুত্রকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, নৃপবর বনবাস-সমাশ্রয়ণ-পূর্ব্বক তপশ্চরণে মনোনিবেশ করিলেন এবং তপঃ-সিদ্ধিসমাযোগবশে রাজ-সত্তম দিলীপ কালযোগ প্রাপ্ত হইয়া, বনপ্রদেশ হইতেই ত্রিদিব-বাসার্থ অমরালয়ে গমন করিলেন।

শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের পরমানুকম্পা, তথা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত-পুণ্য-

পুঞ্জ-প্রভাববশে সংপ্রাপ্ত, পিতা মহারাজ-চক্রবর্ত্তী দিলীপের পরমোচ্চ-রত্নময়-রাজসিংহাসনে সমুপবিষ্ট, চক্রবর্ত্তি-লক্ষণোপেত, মহেষ্বাস, মহা-রথ, মহাত্মা, মহারাজ-ভগীরথ রাষ্ট্রীয়-শাসন-যন্ত্রের পরিচালনগুণে সর্ব্ব-লোক-সমক্ষে সর্ব্বজাতীয়-প্রজাবর্গের মধ্যে লোচনোৎসবদায়ক, বা মনো-নয়ন-নন্দনরূপে প্রতিভাত হইয়া, কিছুকাল যাবৎ রাজ-কার্য্য-পরিচালনের অনন্তর লোক-মুখে শ্রবণ করিলেন যে, তাঁহার পিতৃগণ মহামুনি কপিলের কোপে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অদ্যাপি সগর-পুত্রগণ ত্রিদিব-গমনে সমর্থ হন নাই। মহাবাহু-ভগীরথ জনানন-সাহায্যে স্বীয়-জ্ঞাতি-সগরপুত্রগণের মহামুনি কপিলের হুংকারমাত্রে ভয়ঙ্কর-নিধন, তথা স্বর্গাপ্রাপ্তিবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তৎপ্রতিকার-বাসনায় পরম-পরিতপ্ত-মানসে বিপুল-শোকাকুলিত-হৃদয়ে গভীরতর-দুঃখোদ্বিগ্ন অন্তঃ-করণে সচিবগণের প্রতি রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া, তপশ্চরণার্থ হিমবৎ-পার্শ্বে গমন করিলেন। বিদূয়মান-মানসে মহারাজ-ভগীরথ ত্রিলোক-পাবনী গঙ্গাদেবীর আরাধনা করিতে ইচ্ছা করিয়া, হিমবৎ-শিখরে উপ-বেশন-পূর্ব্বক দীর্ঘকাল আদরনৈরন্তর্য্য-সৎকার-প্রভৃতির-দ্বারা সর্ব্বথা সেবিত-দৃঢ়ভূমিক-তপো-যোগ-বলে ক্রমশঃ কিল্বিষদাহে সম্পূর্ণ-কুশলতা লাভ করিয়া, তথা দেবদর্শন-যোগ্যতা সম্প্রাপ্ত হইয়া, দৈবযোগে একদিন দেবতাত্মা নগোত্তম হিমালয়ের সন্দর্শনে সমর্থ হইলেন।

অশ্মবিকৃতিভূত-গৈরিক-মনঃশিলাদি-বিবিধ-বিচিত্র-ধাতু-নিচয়ে সমন্বিত, বহুবিধাকার-শৃঙ্গ-সমূহে সমলঙ্কৃত, পবনালম্বি-মেঘ-নিচয়-নির্গলিত-ধারা সমূহে সমন্ততঃ পরিষিক্ত, নদী, কুঞ্জ, নিতম্ব-পর্ব্বত, তথা প্রাসাদ ও দেবায়-তন-নিচয়ে উপশোভিত, গুহা-কন্দরে সংলীন সিংহ-ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিষে-বিত, নিজ-নিজ-জাত্যুচিত-বিবিধ-বাক্যকথন-পরায়ণ-বিচিত্রাঙ্গ-বিবিধ-শকুন অর্থাৎ ভৃঙ্গ, রাজহংস, দাত্যূহ, জলকুক্কুট, ময়ূর, শতপত্র, জীবঞ্জীবক, কোকিল, চকোর, অসিতাপাঙ্গ, তথা, পুত্রপ্রিয়গণে পরিবৃত, সেবিত, জলস্থানসমূহে রমণীয়, বিকসিত-সিতাসিত-শত-শত-শতদল-সকলে নিতান্ত-সঙ্কুল, সারসগণের সুমধুর-ব্যাহৃত-দ্বারা সমলঙ্কৃত, কিন্নর ও অপ্সরোগণে নিষেবিত-শিলাতল, ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত,

সার্ব্বভৌম, তথা সুপ্রতীক, এই অষ্ট-দিগ্‌বারণগণের বিষাণ অর্থাৎ দন্তাগ্র-নিচয়-সাহায্যে সমন্তাৎ ঘৃষ্ট-পাদপ-প্রকরে পরিপূর্ণ, বিদ্যাধরগণে অনুচরিত, নানা-রত্নে সমাকুল, দীপ্তজিহ্ব-বিষোল্বণ-ভুজঙ্গ-সকলে পরিবৃত, ক্বচিৎ কনক-সঙ্কাশ, ক্বচিৎ রজত-সন্নিভ, ক্বচিৎ অঞ্জন-পুঞ্জাভ-বাহ্য-জড়-পর্ব্বত-শরীরের অধিষ্ঠাতৃদেবতাভূত-দিব্য-মধুর-মূর্ত্তিমান্ হিমালয়কে দর্শন করিয়া, তাঁহারই উপদেশ অনুসারে ও তদীয়-তত্ত্বাবধানে তত্রত্য নিভৃত-প্রদেশস্থ-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন-গঙ্গাবতার-প্রস্থে গমন করিয়া, মুনিজনোচিত আশ্রম-মণ্ডলে অবস্থিতিসহকারে সুদুশ্চর-সুঘোর-তপঃ ও যোগ-সমাশ্রয়ণ-পূর্ব্বক ফল-মূল-জল-মাত্রাশনে নরশ্রেষ্ঠ-মহারাজ-ভগীরথ সহস্র-পরিবৎসর-পর্য্যন্তকাল হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা-কন্যা-ত্রিপথগা-গঙ্গাদেবীকে সুরলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে সমানয়নার্থ অতিবাহিত করিলেন।

কদাচিৎ ঊর্দ্ধবাহু অবস্থায়, কদাচিৎ পঞ্চাগ্নিমধ্যে, কদাচিৎ মাসাহারে, কদাচিৎ জলমাত্রাবলম্বনে, কদাচিৎ অনশনে অবস্থিত-জিতেন্দ্রিয়-মহারাজ-ভগীরথের তীব্র-তপশ্চরণ-বশে দিব্য-সহস্র-সম্বৎসরকাল-বিগত হইলে, অর্থাৎ বিবিধ-জাতীয়-বহুমূল্য-ধাতু-সকলের আকর, বহু-সদ্‌গুণে অতীব মহান্ গিরিশ্রেষ্ঠ, শৈলেন্দ্রপদাভিষিক্ত, পূর্ব্বতন-মুনি-মহর্ষি, তথা দেব-গন্ধর্ব্ব-গণের একনিলয় হিমালয়ের ঔরসে নিজ-ধর্ম্মপত্নী-মেরুদুহিতা-মনোজ্ঞা মেনকার গর্ভে প্রথমজাতা মর্ত্ত্যলোকস্থা হইয়াও, ত্রৈলোক্য-হিত-কামনা-প্রযুক্ত দেব-কার্য্য-চিকীর্ষাবশে ত্রিলোকহিতাকাঙ্ক্ষী সুরগণ-কর্ত্তৃক হিমালয়-সকাশাৎ প্রার্থনা-পূর্ব্বক প্রাপ্তা, তথা সুরগণ-কর্ত্তৃক সুরলোকে নীতা, স্বচ্ছন্দ-গামিনী ত্রিলোক-পাবনী হৈমবতী দেবী-গঙ্গার সগর-বংশের উদ্ধার ও সাগরপূরণাভিপ্রায়ে মর্ত্ত্যাবতরণ-ফলক-সন্তোষসাধন-কল্পে মহারাজ-ভগীরথ-কৃত-দিব্য-সম্বৎসর-সহস্রব্যাপী তপোঽনুষ্ঠানের অবসানে স্বয়ং মূর্ত্তিমতী-মহানদী-গঙ্গা কৃপা-পূর্ব্বক মহারাজ-ভগীরথকে আত্ম-দর্শন দান করিলেন। অনন্তর মহানদী গঙ্গা কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমার নিকট হইতে কি ইচ্ছা কর? আমি কীদৃশবর-প্রদান-দ্বারা তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব? হে মহারাজ! তুমি নিঃসঙ্কোচে তাহা আমার নিকটে বল, আমি অবশ্যই তোমার বচন অনুসারে কার্য্য করিব।

দেবী-গঙ্গা-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, মহারাজ-ভগীরথ হৈমবতীর প্রতি কহিলেন, হে বরদে মহানদি! আমার পিতামহগণ অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত-মহারাজ সগর-কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত অশ্ব অন্বেষণ করিতে করিতে, মহামুনি-কপিলের হুংকারবশে বৈবস্বতক্ষয়ে নীত হইয়াছেন। মহারাজ সগরের ষষ্টিসহস্র-পুত্র কপিলদেবকে প্রাপ্ত হইবামাত্র ক্ষণকাল মধ্যেই নিধন প্রাপ্ত হইয়া, তথা উপযুক্ত-সলিলক্রিয়ার অভাব-বশতঃ হে দেবি! অদ্যাপি ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া, অবস্থিতি করিতেছেন। অর্থাৎ অপ্রমেয় মহাত্মা কপিলদেবের কোপানলে দগ্ধ মহাবল-সগর-পুত্রগণ লৌকিক-সলিলের পরিবর্ত্তে আপনার ত্রিলোক-পাবনসলিল-প্রবাহে যাবৎ প্লাবিত না হইতেছেন, তাবৎ পর্য্যন্ত মহারাজ-সগরের ষষ্টিসহস্র-পুত্র পিণ্ডোদক-ক্রিয়াবর্জ্জিত হওয়ায়, স্বর্গলোক-গমনে সমর্থ হইতেছেন না। অতএব হে লোককান্তে গঙ্গে! আপনি নিজ-পূত-সলিল-প্রবাহে প্লাবিত করিয়া, ভস্মরাশীকৃত এই সকল-সগর-পুত্রকে স্বর্গলোকে প্রেরণ করুন, এই মাত্র আমার প্রার্থনা জানিবেন। অপিচ, হে মহানদি! উক্তরূপে বিনষ্ট-সগর-পুত্রগণের স্বর্গে বাস বিহিত না হওয়ায়, আমরা সকলেই অত্যন্ত দীনমানসে কালযাপন করিতেছি। হে দেবি! মহাত্মা সগরের ষষ্টিসহস্রসংখ্যক-পুত্রের ভস্মরাশীকৃত সেই সকল-শরীর যাবৎ আপনি নিজ-পুণ্য-সলিল-সিঞ্চনে সিঞ্চিত না করিতেছেন, হে মহানদি! তাবৎ সগর-পুত্রগণের কোনরূপ গতি হইতেছে না। অতএব হে দেবি! মহানদি! আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া, আমার পিতৃ-পুরুষ-সগরাত্মজগণকে স্বর্গাধিকারী করুন। আমি মদীয়-পিতৃপুরুষগণের জন্য বারংবার আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছি।

মহারাজ-ভগীরথের উক্তরূপ-প্রার্থনা-বচন বা বর-বাক্য-শ্রবণ করিয়া, প্রীত-মানসা সর্ব্ব-লোক-নমস্কৃতা দেবী-গঙ্গা মহারাজ-ভগীরথকে এই বাক্য বলিলেন যে, হে মহারাজ! আমি তোমার বচন অনুসারে কার্য্য করিব, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই; পরন্তু হে মহারাজ! আমি তোমার পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার, বা স্বর্গবাস-বিধানার্থ যখন গগন-প্রদেশ

হইতে ভূমণ্ডলে পতিতা হইব, তৎকালে পৃথিবী-দেবী মদীয়-দুর্দ্ধার্য্য-বেগ-ধারণে সমর্থা হইবেন না। কিন্তু, এই ত্রিলোকী-মণ্ডলে বিবুধ-শ্রেষ্ঠ নীলকণ্ঠ-সর্ব্বলোক-মহেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব ব্যতীত অপর কেহই আমার পতন-কালীন-বেগ-ধারণে সমর্থ নহেন। অতএব হে মহাবাহো! তুমি অবিলম্বে সুতীব্র-তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া, তৎসাহায্যে বরদ-শ্রীহর-দেবকে সন্তুষ্ট করিতে যত্নবান্ হও। তোমার তপঃ-প্রভাবে সন্তুষ্ট বর-প্রদাতা শ্রীশঙ্করদেব নিশ্চিতই আমি গগন-গাত্র হইতে প্রচ্যুতা হইলে, আমাকে স্বীয় শিরঃ-প্রদেশে অক্লেশে ধারণ করিবেন। কিন্তু, হে মহারাজ! তুমি অবিশঙ্কিত-চিত্তে বিপুল-তপস্যার অনুষ্ঠান কর, তোমার তপোবলে সুপ্রসন্ন শ্রীঈশানদেব স্বপ্রদত্ত-বরবলে সমুৎপন্ন তোমার পিতৃ-পুরুষগণের অর্থাৎ ষষ্টি-সহস্র-সংখ্যক-সগরাত্মজগণের হিত-কামনাবশবর্ত্তী হইয়া, ভবদীয়-মনোরথ পূর্ণ করিবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অনন্তর মহারাজ-ভগীরথ ত্রিলোকতারিণী-তরল-তরঙ্গা-গঙ্গাদেবীর শরদিন্দু-সুন্দর-বদন-বিম্ব-বিনির্গত-মধুরাক্ষর-সংযুক্তসার-সম্বলিত-বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া, দ্রুততরগতি অবলম্বনে নগশ্রেষ্ঠ-কৈলাসালয়ে গমন-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবের সন্তোষণ-সম্পাদন-মানসে সতত-সদ্ভাব-ভাবিত শ্রীশঙ্করানুরাগরক্ত-সম-রস-রসিত-হৃদয়ে কৈলাসাধিনাথ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের পার্ব্বতী-লালিত, ভক্ত-নিষেবিত, ত্রিলোক-বন্দিত, সেবক-শরণ, ভব-বিমোচন, ভক্তার্ত্তিনাশন, ত্রিতাপ-বারণ-শ্রীচরণ-সরোজ-যুগলের কমনীয়-কান্তি-সুধা-রসাস্বাদনে আত্মনিয়োগ করিলেন। অনন্তর পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্র-প্রদেশ-সাহায্যে অবনিনিপীড়ন-পূর্ব্বক অবস্থানাদিলক্ষণ-তীব্রতপঃ-সমাশ্রয়ণে শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ-সহকারে গভীরতর-ধ্যানে নিলীন, বা নিমগ্ন থাকিয়া, সম্বৎসরকাল পরে কালযোগ-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া, মহারাজ-ভগীরথ নরোত্তমগণের চরিতানুকরণে স্বীয় পিতৃ-গণের স্বর্গ-প্রদেশে বাস-বিধানার্থ মর্ত্ত্যাবতরণোন্মুখী-গঙ্গাদেবীর স্বর্গা-রোহণ-বৈজয়ন্তী ভগবতী-মন্দাকিনী-মহানদীর আকাশতল হইতে পতন-বেগ-বিধারণ-বিষয়ে শ্রীপার্ব্বতীদেবী-পরিশোভিত সম্মুখে সমুপস্থিত-শ্রীশঙ্করদেব-সকাশাৎ অভিমত-বর-গ্রহণে পূর্ণমনোরথ হইলেন।

অনন্তর সম্বৎসরকাল-পরিপূর্ণ হইলে, সর্ব্বলোক-নমস্কৃত ভগবান্ উমাপতি শ্রীপশুপতিদেব মহারাজ-ভগীরথের বর-প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া, ত্রিদশালয়বাসী দেবগণের প্রিয়কার্য্য-সম্পাদনার্থ মহারাজকে কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার প্রতি পরম-প্রীত হইয়াছি। কিঞ্চ, সগর-বংশের উদ্ধারার্থ হে মহাভাগ! তুমি যে গঙ্গাদেবীর মর্ত্ত্যাবতরণ ইচ্ছা করিতেছ, তোমার সেই ইচ্ছা ফলবতী হইবে। হে নৃপসত্তম! আমি তোমার প্রিয়াচরণের জন্য গগনাঙ্গন হইতে প্রচ্যুতা পুণ্য-সলিল-শোভনা-দিব্যা-দেবনদী-শিবা-গঙ্গাদেবীকে নিজ-মস্তক প্রদেশে ধারণ করিব। এই কথা বলিয়া, ভগবান্ পার্ব্বতীপতি নানাবিধ-সমুদ্যত-প্রহরণ-ধারণে ভীষণাকার-নিজ-পারিষদগণে পরিবৃত হইয়া, ত্বরা-সহকারে হিমালয়-পর্ব্বতে গমন করিলেন। অপিচ, হিমালয়ে উপস্থিত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব গঙ্গাবতার-প্রস্থে অবস্থিতি-পূর্ব্বক নরশ্রেষ্ঠ-ভগীরথকে কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি শৈলরাজসুতা-দেবনদী-গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যলোকে অবতরণার্থ আহ্বান কর, ত্রিবিষ্টপ-প্রদেশ হইতে পতমানা-সরিৎশ্রেষ্ঠা-গঙ্গাদেবীকে আমি শিরোদেশে ধারণ করিব। শ্রীশর্ব্বদেব-কর্ত্তৃকসমুদাহৃত উক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহারাজ-ভগীরথ প্রযত অন্তঃকরণে শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর শ্রীচরণ-কমল উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, তথা শ্রীশঙ্করদেবের দেব-দুর্লভ-পাদারবিন্দ-দ্বন্দ্বে ধূলি-ধূসরিত-শরীরে অবনিতলে বিলুণ্ঠিত-মস্তকে প্রণত হইয়া, তদীয়-শুভাবহ আশীর্ব্বাদ-গ্রহণান্তে সিদ্ধাসনে সমুপবিষ্ট হইয়া, উন্নিদ্র-হৃদয়-পুণ্ডরীকাভ্যন্তরে চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা সর্ব্বাবয়বভূষিতা সর্ব্বাভরণশোভনা রত্নকুম্ভসমন্বিতা সিতাম্ভোজহস্তা বরদা অভয়প্রদা শ্বেতবস্ত্রপরীধানা মুক্তামণিবিভূষিতা সুরূপা চন্দ্রাযুতসমপ্রভা চামরনিকরসাহায্যে সংবীজ্যমানা শ্বেতাতপত্রে উপশোভিতা সুপ্রসন্না সুবদনা করুণরসার্দ্র হৃদয়া সুধাপ্লাবিতভূপৃষ্ঠা আর্দ্র গন্ধানুলেপনা ত্রৈলোক্যনমিতা দেবাদিকর্ত্তৃক অভিষ্টুতা দিব্যরূপ-বিভূষিতা দিব্যমাল্যানুলেপনা তথা সিতমকরনিষণ্ণা শুভ্রবর্ণা অভীষ্টপ্রদা বিধিহরিহররূপা সেন্দুকোটীরচূড়া কলিতসিতদুকূলা জাহ্নবী দেবী গঙ্গাকে সম্যক্ চিন্তা করিয়া তদীয় অবতরণ প্রার্থনা করিলেন।

অনন্তর পুণ্যজলা-রম্যা-দেবী-গঙ্গা মহারাজ-ভগীরথ-কর্ত্তৃক সমনুচিন্তিতা হইয়া এবং সর্ব্বদেব-নমস্কৃত শ্রীঈশানদেবকে অবস্থিত দেখিয়া, সহসা গগনতল হইতে পরিচ্যুতা হইলেন। সর্ব্বলোকনমস্কৃতা জ্যেষ্ঠা-হৈমবতী দেবী-গঙ্গা অন্তরীক্ষ-প্রদেশ হইতে প্রপতন-সময়ে অতিমহৎরূপ ও সুদুঃসহ-বেগ ধারণ করিয়া, শ্রীশিব-শিরঃ-প্রদেশে পতনের প্রাক্কালে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, শিবময় শ্রীশিব-শিরঃ-প্রদেশে নিপতনাবসরে স্বীয়-পরম-দুর্দ্ধর-স্রোতো-বেগ-সাহায্যে শ্রীশঙ্কর-দেবকে গ্রহণ করিয়া, একেবারে আমি পাতালপুরে প্রবেশ করিব। পক্ষান্তরে সর্ব্বভূত-গুহাশয়, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বজ্ঞ, ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব শৈল-রাজ-সুতা-পতিত-পাবনী-গঙ্গাদেবীর হৃদয়-কন্দরে সমুল্লসিত উক্ত-রূপ অবলেপন ঝটিতি অবগত হইয়া, বিপুল-ক্রোধ আহরণ-পূর্ব্বক এই বুদ্ধি-বিনিশ্চয় করিলেন, যে, আমিও গঙ্গাদেবীর উক্তরূপ অহঙ্কার-দর্প চূর্ণ-বিচূর্ণ করিব। অর্থাৎ পতনমাত্রেই পরম-দুর্দ্ধরা হইলেও, আমি এই জ্যেষ্ঠা-শৈল-সুতা-গঙ্গাদেবীকে তিরোভূতা, অদর্শন-গোচরতাপন্না, বা দর্শন-যোগ্যতা হইতে বিরহিতা করিয়া ফেলিব। শ্রীত্রিনয়নদেব এই-রূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে দিবশ্চ্যুতা-পুণ্যসলিলা সেই গঙ্গা-দেবী শ্রীরুদ্রদেবের হিমবৎপ্রতিম-বিশালতর-পুণ্যময়-মূর্দ্ধ-প্রদেশে অর্থাৎ শ্রীশঙ্করদেবের পর্ব্বত-প্রকাণ্ড-সুবিপুল-শিরঃপ্রদেশস্থ-জটা-মণ্ডল-গহ্বরে পতিতা হইলেন।

শ্রীমতী দেবী-গঙ্গা মহারাজ-ভগীরথ-কৃত-প্রযাচনানুসারে নির্জ্জর-নিলয় হইতে পরিভ্রষ্টা হইয়া, শ্রীরুদ্রদেবের জটা-মণ্ডল-শোভিত-মস্তকে নিপতিতা হইলেন বটে; কিন্তু সেই দেবী-গঙ্গা বিশেষ-যত্ন করিয়াও, শ্রীশঙ্করদেবের জটা-মণ্ডন-ভূত-জটা-মণ্ডল-মধ্য হইতে নির্গমলাভে সমর্থা হইলেন না, অথবা কোনরূপেই মহীতলে গমন করিতেও সমর্থা হইলেন না। প্রত্যুত বিশীর্ণাবলেপা-দেবী-ভগবতী-গঙ্গা কোনরূপে নির্গতা হইতে সমর্থা না হইয়া, বহুসম্বৎসরগণ-পরিমিতকালযাবৎ শ্রীশঙ্কর-মৌলি-মণ্ডন-জটা-মণ্ডল-মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে বাধ্যতরা হইলেন। এইরূপে গঙ্গাদেবী অন্তর্হিতা হইলে, মহারাজ-ভগীরথ নিলিম্প-নির্ঝরী-গঙ্গাদেবী.ক

দেখিতে না পাইয়া, অত্যন্ত-ব্যাকুল-অন্তঃকরণে পুনরপি হিমাচলে গঙ্গাবতারপ্রস্থে পরম-তপঃ-সমাশ্রয়ণে শ্রীগঙ্গাধরদেবের সন্তোষ-সম্পাদনে ব্রতী হইলেন। অপিচ, মহারাজ-ভগীরথ-কৃত-সুদুশ্চর-তপঃ-পারিপাট্যে অত্যন্ত পরিতোষিত শ্রীশঙ্করদেব ভক্তবাৎসল্য-প্রযুক্ত গঙ্গাবলেপন বিস্মৃত হইয়া, মহারাজ-ভগীরথের প্রতি কৃপা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক গঙ্গাদেবীকে জটা-মণ্ডল-গহ্বর হইতে নিষ্কাশিতা করিয়া, বিপুল-বেগে বিন্দু-সরোবরের প্রতি বিসর্জ্জন করিলেন।

এইরূপে শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক দেবদেবোচিত-বিপুল-বেগে বিসৃজ্য-মানা-দেবী-গঙ্গা স্রোতঃ-সপ্তকে নিজ-জল-প্রবাহময়-কলেবর বিভক্ত করিয়া, খর-তর-বেগে গমন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে গঙ্গাদেবীর হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী-নামে প্রসিদ্ধা তিনটী শিবজলা-শুভা-ধারা প্রাচী দিগ্-অভিমুখে প্রবাহিতা হইল, তথা সুচক্ষুঃ, সীতা ও মহানদী-সিন্ধু-নামে প্রসিদ্ধা অপরাপরা শুভ-সলিল-শালিনী তিনটী ধারা প্রতীচি দিগ্ অভিমুখে প্রবাহিতা হইল এবং কথিত-ধারা-ষট্কাতিরিক্ত-সপ্তমী-ভাগীরথী-নাম্নী-ধারা মহারাজ-ভগীরথের রথমার্গানুসরণে পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবাহিতা হইল। রাজর্ষি-ভগীরথও দিব্য-স্যন্দনবরে আরূঢ় হইয়া, অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাতেজাঃ মহারাজ-ভগীরথের সুতীব্র তপঃ-প্রভাবে গগন-প্রদেশ হইতে প্রথমতঃ "শ্রীশিবশিরসি" নিপতিতা হইয়া, অনন্তর শ্রীশিব-শিরঃ-প্রদেশ হইতে দেবী-ভগবতী-গঙ্গা ধরণীতলে অবতীর্ণা হইলেন এবং ধরণীতল প্রাপ্তা হইয়া, মহারাজ-ভগীরথের পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

ধরণীতলে পতিতা হওয়ায়, ভগবতী-গঙ্গাদেবীর বিপুল-বিমল-জল-রাশি পরস্পর-ঘাত-প্রতিঘাত-পূর্ব্বক তীব্র-শব্দ-সহকারে হিমালয় অতি-ক্রম করিয়া, ক্রমশঃ গমন করিতে লাগিল। তীব্র-শব্দ-পুরস্কৃতগমন-শীল-গাঙ্গ-বারিপ্রবাহে, তথা পতনোন্মুখ, অথবা পতিত-মৎস্য-কচ্ছপ-সমূহ এবং শিশুমারগণে বসুন্ধরাদেবী পরম-শোভা-প্রাপ্তা হইলেন। অপিচ, যখন গঙ্গাদেবী গগনতল হইতে ধরণীতলে পতিতা হইতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার এই অবতরণ-সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনাভিলাষী দেবগণ, ঋষিগণ,

তথা গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-যক্ষগণ-মধ্যে কেহ নগরাকার-বিমানে, কেহ অশ্ব-রত্নে, কেহ বা গজবরে আরোহণ-পূর্ব্বক গগনতলে সমাগত হইয়া, গঙ্গাবতরণ-সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন।

গঙ্গাদেবীর ঈদৃশ-মর্ত্ত্যলোকাবতরণসন্দর্শনতৎপরমানসে দিব্যাভরণ-ভূষিত ইন্দ্র-চন্দ্রাদি-দেবগণ গগনগাত্রে সমাসীন হইলে, তথা অন্যান্য-দেব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-সিদ্ধগণ ইতস্ততঃ গমনাগমন, বা উপবেশন-পরায়ণ হইলে, সম্পতন ও উৎপতনশীল-দেবজাতীয়গণের অমিত-তেজঃ-সম্পন্ন-প্রদীপ্ত শরীর এবং আভরণ-নিচয়ের সমুজ্জ্বল-প্রভা-প্রাচুর্য্যে মনে হইল যেন, গত-তোয়দ অর্থাৎ মেঘ-সম্পর্ক-শূন্য-গগনমণ্ডলে এককালে শত শত আদিত্য সমুদিত হইয়াছেন। চঞ্চল-শিশুমার, সর্প ও মীন-সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায়, বোধ হইল যেন, আকাশ-মণ্ডলে বিদ্যুৎ-পুঞ্জ ক্ষণে ক্ষণে আত্ম-প্রভা-প্রকাশ করিতেছে। তথা গঙ্গাদেবী গগনতল হইতে যে সময়ে পৃথিবীতলে পতিতা হইতেছিলেন, তৎকালে সহস্রধা-কীর্য্যমাণ-পাণ্ডুরবর্ণ-সলিলোৎপীড় অর্থাৎ সলিল-সকলের পরস্পর-ঘাত-প্রতিঘাত, বা উৎপীড়ন-জাত-ফেন-সমূহ, তথা গঙ্গাজলে ভাসমান-মরালমালা-সম্পর্কে প্রতীত হইল যেন, গগন-গাত্র শরৎকালীন-শুভ্রবর্ণ-মেঘ-খণ্ড-সমূহে আকীর্ণ হইয়াছে। এইরূপে অন্তরীক্ষ-প্রদেশ হইতে দেবী-গঙ্গার অবতরণ-কালীন-শোভা অবলোকন করিয়া, পুনরপি ধরণীতলগতা গঙ্গার অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যচ্ছটা-দর্শনেচ্ছা-বশীকৃত-মানসে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণ যখন পারিপ্লবে অর্থাৎ মেদিনী-মণ্ডলে সমাগত হইলেন, তৎকালে সহসা হিমালয়সুতা-গঙ্গাদেবীকে গগনতল হইতে প্রচ্যুতা হইতে দেখিয়া, ভূতলস্থ অর্থাৎ হিমালয়াদি-পর্ব্বতস্থ-দেব, যক্ষ রক্ষঃ ও উরগগণও মহর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া, গঙ্গাদেবীর ভূতলাবতরণ-সৌন্দর্য্য-দর্শন-বাসনায় তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

অনন্তর পৃথিবীতলস্থ-সমবেত-সুরগণ অবলোকন করিলেন যে, গগন-প্রদেশ হইতে সমুদ্ধত-মহাবর্ত্তশোভনা, মীন-গ্রাহ-সমাকুলা, গগন-মেখলা-গঙ্গাদেবী শ্রীশঙ্করদেবের হিমালয়-সদৃশ-বিশাল-ললাট-ফলকে পতিতা

হইতেছেন এবং শ্রীশঙ্করদেবও মুক্তাময়ী-মালার ন্যায় আদরের সহিত তাঁহাকে ধারণ করিতেছেন। কিন্তু, পশ্চাৎ তাঁহারা দেখিলেন যে, শ্রীশঙ্করদেব-কর্তৃক-পরিমুক্তা-বিসর্পণশীলা গঙ্গাদেবী মতান্তরে ত্রিধা বিভক্তা হইয়া, গমন করিতেছেন। সমুদ্রগা-গঙ্গার জল-সকল ফেন-পুঞ্জে সমাকুল হওয়ায়, মনে হইতে লাগিল যেন, শুভ-গঙ্গাজলে ভাস-মান, বা সন্তরণশীল, অসংখ্য-সুশুভ্র-রাজহংস শত-সহস্রধা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, আনন্দের সহিত বিচরণ করিতেছে। তথা গঙ্গাদেবী ক্বচিৎ আভোগ বা বিস্তারলাভ করিতেছেন, ক্বচিৎ কুটিলতা প্রাপ্তা হইতেছেন, ক্বচিৎ ক্বচিৎ গিরি-গুহাদি-স্থলে প্রস্খলিতা হইতেছেন, ক্বচিৎ ফেন-পট-সংবীতা গঙ্গা প্রমত্তা-প্রমদার ন্যায় গমন করিতেছেন, ক্বচিৎ দেবী-গঙ্গা তোয়নিচয়ের ঘোর-নিনদন-সাহায্যে কর্ণ-কঠোর অত্যুচ্চ শব্দ করিতেছেন, ক্বচিৎ কল-কল-নাদে সুমধুর-শব্দ করিয়া, তীরবাসী জনগণের কর্ণকুহরে সুধাধারা বর্ষণ করিতেছেন, ক্বচিদ্ দ্রুততর-বেগ অবলম্বনে গমন করিতেছেন, ক্বচিৎ কুটিলভাবে গমন করিতেছেন, ক্বচিৎ আয়তা হইয়া, গমন করিতেছেন, ক্বচিৎ বিনতা হইয়া, গমন করিতেছেন, ক্বচিৎ উন্নতা হইয়া, গমন করিতেছেন, ক্বচিৎ শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতেছেন। অপিচ, ক্বচিৎ উন্নতায়ত-প্রবল-বেগ-সম্পন্ন-তরঙ্গ-সমূহ পরস্পরের সহিত অভ্যাহত হইয়া, মুহুর্ম্মুহুঃ ঊর্দ্ধপথে গমন করিয়া, পুনর্ব্বার বসুধাতলে পতিত হইতেছে। এইরূপে বহুপ্রকার-লীলাবিলাস করিতে করিতে, গঙ্গাদেবী গমন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দেবীগঙ্গা প্রথমতঃ গগন-প্রদেশ হইতে পরিভ্রষ্টা হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের শিরোমণ্ডলে পতিতা হন এবং শ্রীশঙ্করদেবের শিরঃ-প্রদেশ হইতে পতিতা হইয়া, ভূমিতলে প্রবাহিতা হইলে, তৎকালে পরম-শোভমান-গত-কল্মষ-সুনির্ম্মল-গঙ্গা-জলে বসুধাতলবাসী ঋষিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন এবং শ্রীশঙ্করদেবের উত্তমাঙ্গ হইতে পতিত সুতরাং অতি পবিত্র-বোধে সেই গঙ্গাজল-স্পর্শন-পূর্ব্বক শিরোদেশে ধারণ করিলেন। দেব, বা মুনি-মহর্ষিগণের অভিশাপ-প্রযুক্ত যাঁহারা স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া, বসুধাতলে পতিত অর্থাৎ

বসতি-পরায়ণ হইয়াছিলেন, গগন-প্রদেশ হইতে প্রপতিত সেই সকল জীব ধরণীতলে সমাগতা-গঙ্গাদেবীর শুভ-পুণ্য-জলে অভিষেক অর্থাৎ স্নানাবগাহন করিয়া, গত-কল্মষ, বা নিষ্পাপ-শরীর হইলেন। অপিচ, ভগবতী-গঙ্গাদেবীর পাপ-প্রণাশন-দুরিত-দারণ-পুণ্য-প্রদ-পবিত্র-জলের মাহাত্ম্য-প্রভাবে ধূত-পাপ, বা বিগত-কল্মষ সেই সকল জীব শুভান্বিত, বা পরম-কল্যাণ-ভাজন হইয়া, অবিলম্বে পুনরপি গগন-মার্গ-সমাশ্রয়ণে দিব্য-দেহে স্ব-স্ব-লোকে গমন করিলেন। তথা ধরাতলবাসী মানব-সকল গঙ্গাদেবীর সুনির্ম্মল-জল অবলোকনে পরম-মুদিত হইলেন এবং মুদিত-লোক-সকল গঙ্গাজলে অভিষেক-কার্য্য-সম্পাদন-পূর্ব্বক সদ্যঃ-পাতক-বিমুক্ত হইলেন।

এইরূপে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্বলোকহিতার্থ তথা দেব-কার্য্য-সাধনার্থ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবগণেরও অসাধ্য গঙ্গাদেবীর সুরলোক হইতে পতন-বেগ-ধারণ লক্ষণ-কার্য্য অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিয়া, নিজ-জটা-মণ্ডল-গহ্বর হইতে গঙ্গাদেবীকে ধরণীতলে প্রবাহিতা হইবার জন্য অবসর-প্রদান-পূর্ব্বক যখন দেখিলেন যে, দিব্য-স্যন্দনবরে আরূঢ় রাজর্ষি ভগীরথ অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন এবং দেবী ভগবতী গঙ্গা স্বীয়-পবিত্র-সলিল-রাশি-প্রবাহে পৃথিবীকে প্লাবিতা করিয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন, তৎকালে পশুপতি-পার্ব্বতী-পতি ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব দেব ও যক্ষরক্ষোগণ, তথা মুনি-মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক গঙ্গাধর-নাম-গ্রহণ-পূর্ব্বক সংস্তুত হইয়া, কৈলাসাবাসে গমন করিলেন।

এ দিকে মুনি-মহর্ষিগণের সহিত দেবগণ, দৈত্য দানব ও রাক্ষস সমূহ, গন্ধর্ব্ব-যক্ষপ্রবরগণ, মহোরগগণের সহিত কিন্নরগণ, তথা অপ্সরঃ-সমূহ ও জলচরগণ, বা বিরিঞ্চি-বাসবাদি-দেবশ্রেষ্ঠগণ, ইঁহারা সকলেই অতীব-প্রীত-মানসে মহারাজ-ভগীরথের রথের পশ্চাদ্গামী হইয়া, ভগবতী-দেবী-গঙ্গার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চ, রাজশ্রেষ্ঠ-ভগীরথ যে দিকে গমন করিতে লাগিলেন, সর্ব্ব-পাপ-প্রণাশিনী সরিৎ-শ্রেষ্ঠা যশস্বিনী-দেবী-ভগবতী গঙ্গাও সেই দিকে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে খরতর-স্রোতো-বেগে তালোন্নত উত্তাল-তরঙ্গ

তুলিয়া, তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে, উদ্দাম-গতিশালিনী দেবী-গঙ্গা মহাত্মা জহ্নুমুনির আশ্রম-সমীপে গমন করিলেন এবং কল্লোল-কোলাহলে তাঁহার আশ্রম-মণ্ডল মুখরিত করিয়া, সহসা অদ্ভুত-কর্ম্মা যজমান-শ্রেষ্ঠ-জহ্নুমুনির যজ্ঞবাট সম্যক্‌রূপে প্লাবিত করিলেন। যজ্ঞে দীক্ষিত, মহাত্মা জহ্নুমুনি সহসা যজ্ঞশালা প্লাবিতা হওয়ায়, মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এবং দেবী-ভগবতী-গঙ্গার যজ্ঞ-স্থল-প্লাবনলক্ষণ-কার্য্য-বশে তাঁহার নিরতিশয় অবলেপন অবগত হইয়া, তদীয়-গর্ব্ব-পরিহরণ-বাসনায় গঙ্গা-গর্ভস্থ-যাবতীয়-জল নিমেষমাত্রে পান করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা জহ্নুমুনির গঙ্গা-পান-লক্ষণ উক্তরূপ-পরমাদ্ভুত-কার্য্য অবলোকনে দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ "যৎপরোনাস্তি" বিস্মিত অন্তঃকরণে পুরুষ-সত্তম মহাত্মা জহ্নুমুনিকে পরমোদারভাবে অত্যন্তসমাদর-সহকারে পূজা করিয়া, তাঁহার সন্তোষ-সম্পাদনে তৎপর হইলেন।

অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষি-গণ-কর্ত্তৃক গঙ্গাদেবী মহাত্মা জহ্নুমুনির দুহিতৃত্বে কল্পিতা হইলে, মহাতেজস্বী, মুনি-প্রবর-জহ্নু পরম-পরিতুষ্ট-মানসে শ্রোত্রদ্বয়-সাহায্যে দেবী-গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিলেন। প্রভুত্ব-সম্পন্ন, মহাতেজাঃ জহ্নুমুনি-কর্ত্তৃক যেহেতু পীতা হইয়া, দেবী-গঙ্গা তাঁহার উদর-বিবরে কিয়ৎকাল অবস্থিতি-পূর্ব্বক তদীয়-শ্রোত্র-দ্বয়-দ্বারা নির্গতা হইয়াছেন, অতএব জগতীতলে দেবী-গঙ্গা জহ্নুসুতা ও জাহ্নবী বলিয়া, অদ্যাপি অভিহিতা হইতেছেন। এইরূপে দেবী-গঙ্গা জাহ্নবীনামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া, পুনরপি মহারাজ-ভগীরথের রথের অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং সরিৎ-প্রবরা দেবী-গঙ্গা অবিলম্বে সপ্ত-সাগর-গর্ভের পূর্ণতা-সম্পাদন করিয়া, তৎকালেই রসাতল অভিমুখে প্রবাহিতা হইলেন। অপিচ, রাজর্ষি-বর্য্য-ভগীরথও যত্ন-সহকারে গঙ্গাদেবীকে গ্রহণ করিয়া, সগর-পুত্র-গণের উদ্ধার-সাধন-লক্ষণকার্য্যের সিদ্ধির জন্য রসাতলে গমন করিলেন। অনন্তর মহারাজ-ভগীরথ রসা-তলে উপস্থিত হইয়া, পিতামহগণকে ভস্মীভূত অবলোকন করিয়া, শোকে ও মোহে সমাচ্ছন্ন এবং অচেতন হইয়া পড়িলেন। পরে বহুকষ্টে শোকবেগ-সম্বরণ-পূর্ব্বক পিতামহগণের সেই ভস্মরাশিকে

উত্তম-গঙ্গা-সলিল-সাহায্যে যখন প্লাবিত করিলেন, তৎকালমাত্রেই মহারাজ-ভগীরথের পিতামহগণ পাপ্মবিনির্ম্মুক্ত হইয়া, দিব্য-দেহে স্বর্গে গমন করিলেন।

মহারাজ-ভগীরথ শ্রীমতী ত্রিলোক-পাবনী গঙ্গাদেবীর সহিত অনুগত হইয়া, সাগরে গমন-পূর্ব্বক যেখানে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ অর্থাৎ পিতামহগণ মহামুনি-কপিলের ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইয়া, অন্যের অলক্ষিত অবস্থায় কেবল মাত্র ভস্ম-রাশিস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থানে ভূমিতলে অর্থাৎ রসাতলে যখন প্রবেশ করিলেন, তৎকালে জহ্নু কন্যা-গঙ্গার পবিত্র-সলিল-রাশি-দ্বারা মহারাজ-ভগীরথের পূর্ব্বপুরুষগণের সেই ভস্মস্তূপ আপ্লুত হইলে, সর্ব্বলোক-প্রভু-প্রজাপতি-ব্রহ্মা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, রাজর্ষি-ভগীরথকে এই কথা বলিলেন যে, হে নরশার্দ্দূল! মহারাজ-সগরের ষষ্টিসহস্র-পুত্র তোমা-কর্ত্তৃক তারিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে দিব্য-দেহ ধারণ করিয়া, দেবগণের ন্যায় স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। হে পার্থিব! তোমা-কর্ত্তৃক অবতারিতা গঙ্গাদেবীর সলিল-প্রবাহে পূর্ণতা-প্রাপ্ত এই সাগরের জল যাবৎকাল ইহলোকে অবস্থিতি করিবে, তৎকাল-পর্য্যন্ত মহাত্মা সগরের আত্মজগণ স্বর্গলোকে দেববৎ অবস্থিতি করিবেন। অপিচ, হে নৃপবর! এই দেবী-গঙ্গা অদ্য হইতে তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যারূপে পরিগণিতা হইলেন এবং তোমার কৃত নাম-সাহায্যে এই দেবী-গঙ্গা চতুর্দ্দশ-ভুবনে বিশ্রুতা হইয়া, অবস্থিতি করিবেন। এই দিব্যা-দেব-নদী-গঙ্গা ত্রিপথগা ও ভাগীরথী নামে লোকে বিখ্যাতা হইবেন এবং এই গঙ্গাদেবী গঙ্গাধর-দেবের মৌলিমুকুট--স্থানীয়-জটা-মণ্ডল-গহ্বর হইতে পতন-সময়ে পথত্রয়ে ভাবিতা, ধাবিতা, বা প্রবাহিতা হইয়াছেন বলিয়া, এই দেবী-গঙ্গা ত্রিপথগা-নামে বিদ্বদ্‌বরেণ্য-মহামুনিগণ-কর্ত্তৃক স্মৃতা, অভিহিতা, বা কীর্ত্তিতা হইয়াছেন।

হে রাজন্! মনুজাধিপ! তুমি এই পবিত্র-গঙ্গাজলে নিজ-প্রপিতামহ, বা পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডোদক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, স্বকৃত-প্রতিজ্ঞার পারঙ্গম হও এবং নিজ-মনোরথের পূর্ণতা, বা সফলতা-সম্পাদন

কর। হে রাজন্! অতি প্রথিত-কর্পূর-কুন্দ-ধবলোজ্জ্বল-যশঃ-সম্পন্ন তোমার পূর্ব্বপুরুষ ধার্ম্মিক-প্রবর মহাত্মা সগর বিশেষতঃ চেষ্টা করিয়াও, এই মনোরথ-পূর্ণ করিতে পারেন নাই। হে বৎস! লোকে অপ্রতিম-তেজস্বী মহারাজ অংশুমান্ ইহলোকে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিতে অভিলাষী হইয়াও, পূর্ণমনোরথ হইতে পারেন নাই। তথা মহর্ষি-সমান-তেজস্বী, অশেষ-গুণে গুণবান্, ক্ষাত্রধর্ম্মে অবস্থিত, তপস্যায়, আমার সমান-প্রভাববান্ তোমার পিতা রাজর্ষি-মহাভাগ-দিলীপ এই ভূমণ্ডলে দেবী-গঙ্গাকে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়াও, প্রতিজ্ঞাপবর্জ্জনে সমর্থ হন নাই। হে অনঘ! তোমার প্রপিতামহ-মহারাজ-সগর, পিতামহ রাজর্ষি অংশুমান্, পিতা রাজর্ষি-সত্তম দিলীপ যে প্রতিজ্ঞার অপবর্জ্জনে, পালনে, পূর্ণতা-সম্পাদনে সমর্থ হন নাই, ভাগ্যক্রমে তুমি অদ্য সেই প্রতিজ্ঞার অপবর্জ্জনে, পূরণে, বা পালনে সর্ব্বথা সমর্থ হইয়াছ। হে পুরুষর্ষভ! তুমি স্বকৃত-প্রতিজ্ঞা অতিক্রম করিয়া, লোকে সর্ব্ব-জন-সম্মত-পরম-বিমল-সুধা-ধবল-যশঃ প্রাপ্ত হইয়াছ। হে অরিন্দম! তুমি তোমার প্রপিতামহাদির অকৃত, বা অসাধ্য যে গঙ্গাবতারণ, তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছ। এই গঙ্গাবতারণ-কার্য্য-সম্পাদন করিয়া, এতদ্দ্বারা তুমি যে সুমহৎ ধর্ম্মসঞ্চয় করিয়াছ, সেই পরম-সম্মত-ধর্ম্মবলে তুমি ধর্ম্মের পরম-মহৎ আয়তন অর্থাৎ ব্রহ্মলোক-গমনে শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করিয়াছ। হে নরোত্তম! তুমি সদাকাল স্নানোচিত এই শুভ-পুণ্য-গঙ্গা-সলিলে আত্মাকে প্লাবিত করিয়া, শুচি হও এবং পরমোৎকৃষ্ট-পুণ্য-ফল লাভ কর। হে নৃপ! তুমি সম্প্রতি পিতামহ-সকলের সলিল-ক্রিয়া সমাধা করিয়া, তাঁহাদিগকে কৃতার্থ কর এবং স্বয়ং পরম-কৃতার্থতা অনুভব-পুরঃসর স্বরাজ্যে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, আমি অধুনা ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছি।

এইরূপে সর্ব্বলোক-পিতামহ মহাযশাঃ দেবেশ্বর ব্রহ্মা মহারাজ-ভগীরথের প্রতি উপদেশ বচন-সকল-কথন করিয়া, যথা হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তথায় অর্থাৎ দেবলোকে গমন করিলেন। এদিকে রাজর্ষি-সত্তম-ভগীরথও প্রপিতামহ-পিতামহ-প্রভৃতির উত্তমরূপে সলিল-

ক্রিয়া-সম্পাদনান্তে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠানুক্রমে যথান্যায়ে সগর-সন্তানগণের তর্পণ-কার্য্য-সমাপন-পূর্ব্বক পরমা পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। অনন্তর কৃতোদক, শুচি, নরশ্রেষ্ঠ, সমৃদ্ধার্থ-রাজা-ভগীরথ প্রমুদিত-মানসে স্বপুরে প্রবিষ্ট হইয়া, স্বীয়-রাজ্য-প্রশাসনে ব্রতী হইলেন। রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ, পূর্ণ-মনোরথ, স্বকার্য্য-কুশল, সূর্য্য-কুল-ভূষণভূত-মহারাজ-ভগীরথ স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া, নিজ-সাম্রাজ্য-প্রশাসনে প্রবৃত্ত হইলে, সমৃদ্ধার্থ-লোক-সকল তাদৃশ-সর্ব্বগুণালঙ্কৃত-নৃপ-প্রবর ভাবিতাত্মা ভগীরথকে প্রাপ্ত হইয়া, জ্বর শোকাদি-পরিহার-পূর্ব্বক প্রমোদমান-মানসে রাজ-শাসনানু-সারে নিজ-নিজ-সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহে তৎপর হইলেন।

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথদেবের পরমভক্ত-প্রবর-গন্ধর্ব্বরাজ-পুষ্পদন্ত-প্রণীত-শ্রীশিব-মহিম্নঃস্তোত্রান্তর্গত "বিয়দ্ব্যাপী তারাগণগুণিতফেনোদ্গমরুচিঃ," ইত্যাদি-সপ্তদশ-শ্লোকের যথামতি-ব্যাখ্যান-প্রণয়নার্থ আমি এই গঙ্গাব-তরণ-বিষয়ক-বিশিষ্ট-পুণ্যপ্রদ "ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুত্র্যং স্বর্গ্যমথাপি চ।" এই ইতিহাস-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি, একথা পাঠক-মহোদয়গণ অবগত আছেন। পিতৃপুরুষ ও দৈবতগণের প্রীতিপ্রদ-শুভ-গঙ্গাবতরণ-বৃত্তান্ত অবলম্বনেই যে কুসুমদশননামা সর্ব্বগন্ধর্ব্বরাজ সপ্তদশ শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন, তাহাও বিচক্ষণ-পাঠক-মহোদয়গণের অবিদিত নহে। পরন্তু ইহাও পাঠকমহোদয়গণের অবগত হওয়া আবশ্যক যে, এই গঙ্গো-পাখ্যান একস্থানে একরূপেই কথিত হয় নাই। পক্ষান্তরে এই গঙ্গো-পাখ্যান বহু স্থানে বহুবিধরূপে অভিহিত হইয়াছে। রামায়ণ ও মহা-ভারতীয়-গঙ্গোপাখ্যানের সংমিশ্রণে উপরিতনগ্রন্থে আমি যে গঙ্গো-পাখ্যান সংগ্রহ করিয়া, পাঠকমহোদয়গণকে উপহারস্বরূপে প্রদান করিয়াছি, তাবন্মাত্রে আমিও মানসে সন্তোষলাভ করিতে সমর্থ না হই-লেও, গ্রন্থ-গৌরব-ভয়ে ভীততা-প্রযুক্ত অধিকার্থ-সংগ্রহবাসনায় জলাঞ্জলি-প্রদান-পূর্ব্বক অনুসন্ধিৎসু, দৃঢ়-যত্নশীল, শাস্ত্রার্থালোচনানুরাগী, বিচক্ষণ-মহোদয়গণের প্রতি অধিকার্থসংগ্রহের ভার সমর্পণান্তে যথা-বুদ্ধি-বিভব সপ্তদশ-শ্লোকের বিবরণ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সর্ব্বদেবময়ী, দ্রবময়ী, বিষ্ণুপদী, দেবী-গঙ্গার সুপবিত্র অপার যে

জল-রাশি-প্রবাহ বিস্তারে কোটিযোজন এবং দৈর্ঘ্যে তাহা হইতে লক্ষ-গুণ-সুবিপুল-স্বীয় অবয়ব-দ্বারা গোলোক সমাবৃত করিয়া, অবস্থিত রহিয়াছে, বিস্তারে ষষ্টিলক্ষযোজন, তথা দৈর্ঘ্যে তাহা হইতে চতুর্গুণ-বিশাল-কলেবরসাহায্যে যে জল-প্রবাহ বৈকুণ্ঠ-লোক সমাবৃত করিয়াছে, বিস্তারে বিংশলক্ষযোজন, তথা দৈর্ঘ্যে তাহা হইতে চতুর্গুণ-বিশাল-শরীরে যে জল-প্রবাহ ব্রহ্মলোক সমাবৃত করিয়াছে, বিস্তারে ত্রিংশল্লক্ষযোজন, তথা দৈর্ঘ্যে তাহা হইতে পঞ্চগুণ-বিপুল আত্মীয়-শরীরলক্ষণ আয়তন-সাহায্যে যে জল-প্রবাহ শিবলোক সমাবৃত করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে, বিস্তারে ষড়্যোজন, তথা দৈর্ঘ্যে তাহা হইতে দশগুণ-বিশাল-কলেবরে অসীম যে সলিল-রাশি-প্রবাহ মন্দাকিনী-নামে সুপ্রসিদ্ধ, সৌভাগ্য-সম্পৎ-প্রদা দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে তাবৎপ্রমাণা মন্দাকিনীর যে জলধারা ইন্দ্রলোক সমাবৃত করিয়া, অবস্থিত রহিয়াছে, বিস্তারে লক্ষযোজন, তথা দৈর্ঘ্যে তাহা হইতে সপ্তগুণ-সুবিশাল-দেহে অশেষবিধ-বিভব-প্রদ যে সুবিমল-পয়ঃ-প্রবাহ ধ্রুবলোক আবৃত করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে।

বিস্তারে লক্ষযোজন, তথা দৈর্ঘ্যে তাহা হইতে দশগুণ-সুবিশাল-কলেবরে যে পুণ্যময় জল-প্রবাহ চন্দ্রলোক সমাবৃত করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে, বিস্তারে ষষ্টিসহস্র-যোজন, তথা দৈর্ঘ্যে তাহা হইতে দশ-গুণ-বিপুল-দেহ-লক্ষণ আয়তন-সাহায্যে সুপবিত্র যে জল-প্রবাহ সূর্য্য-লোক আবৃত করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে, বিস্তারে লক্ষযোজন, তথা দৈর্ঘ্যে তাহা হইতে ষড়্গুণ অধিক-বিপুল-শরীরাবয়ব-সাহায্যে যে অপার-জল-রাশি-প্রবাহ সত্যলোক সমাবৃত করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে, বিস্তারে দশলক্ষযোজন, তথা দৈর্ঘ্যে তাহা হইতে পঞ্চগুণ-অধিক যে জল-প্রবাহ তপোলোক সমাবৃত করিয়া, অবস্থিত রহিয়াছে, বিস্তারে সহস্রযোজন, তথা দৈর্ঘ্যে তাহা হইতে সপ্তগুণ-অধিক যে জল-প্রবাহ জনলোক আবৃত করিয়া, অবস্থিত রহিয়াছে, বিস্তারে সহস্র-যোজন তথা দৈর্ঘ্যে তাহা হইতে সপ্তগুণ-অধিক যে জল-প্রবাহ শ্রীমন্মহামহিম-মহেশ্বরদেবের প্রিয়-নিকেতন কৈলাসভবন পরিব্যাপ্ত, তথা সমলঙ্কৃত করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে, বিস্তারে দশযোজন, তথা দৈর্ঘ্যে তাহা

হইতে দশ-গুণ অধিক যে জল-প্রবাহ স্বীয়-পুণ্যময়-শরীরায়তন-সাহায্যে ভোগবতীনামে প্রসিদ্ধি-লাভ-পূর্ব্বক পাতালতল সমাবৃত করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে, বিস্তারে যে জল-প্রবাহ ক্রোশৈকমাত্র-পরিমাণ, তথা যে জল-প্রবাহ উক্তরূপ পরিমাণ হইতে কোনও স্থানে ক্ষীণ নহে, শোক-পাপ-তাপাপহ যে জল-প্রবাহ অলকনন্দা নামে প্রসিদ্ধিলাভ-পুরঃসর ক্ষিতিতলে ভূতল-ভূষণ-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছে, যে জল-প্রবাহ সত্যযুগে ক্ষীর-বর্ণ ধারণ করিয়াছিল, যে জল-প্রবাহ ত্রেতাযুগে ইন্দু-সন্নিভ-শুক্ল-বর্ণে সুশোভিত হইয়াছিল, যে জল-প্রবাহ দ্বাপরযুগে চন্দন-প্রভানুকরণে প্রভাসিত হইয়াছিল, যে জল-প্রবাহ অন্যত্র কুত্রাপি না হইলেও, কেবলমাত্র পৃথিবীতলে কলিকালে জল-প্রভা-সাহায্যে আত্ম-প্রকাশ পূর্ব্বক অবস্থিত রহিয়াছে।

যে জল-প্রবাহ স্বর্গ-প্রদেশে নিত্যকাল ক্ষীর-বর্ণে বিভাত হইয়া থাকে, যে গঙ্গাজল-প্রবাহের অতুলনীয়-প্রভাব শ্রুতি-শাস্ত্রে, তথা পুরাণে প্রতিনিয়ত পরিশ্রুত হইতেছে, যে গঙ্গা-জল-প্রবাহ পাপ-মলিন-জীবকুলের অশেষ-বিধ-পাপ-রাশি নাশ করিয়া, প্রচুরতর-পুণ্য-প্রদান করিয়া থাকে, যে গঙ্গাজল-প্রবাহের কণিকামাত্র-তোয়সংস্পর্শে পাপি-সমূহের কোটিজন্মার্জ্জিত-ব্রহ্মহত্যাদিক-পাপসকল অগ্নিসংস্পর্শে ইন্ধন, বা তূলরাশির ন্যায় অচিরকালমধ্যে ভস্মীভাব ধারণ করিয়া থাকে, পুণ্যময় যে জল-প্রবাহের গঙ্গা-পদ-বেদনীয় অনন্তমহিমময় যে জলরাশির পূজন-পূর্ব্বক গঙ্গাপঞ্চৈকবিংশত্যাখ্য-স্তোত্রপাঠে অশেষবিধ-পাপ বিনষ্ট হয়, প্রচুর-পুণ্য-বীজ সঞ্চিত হয়, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লব্ধ হয়, তথা অপুত্রক ব্যক্তি পুত্রলাভে, ভার্য্যাহীন জন প্রিয়া ভার্য্যার সংগ্রহে, রোগী রোগমুক্তিলাভে, বদ্ধ-ব্যক্তি বন্ধন-মোচনে, অস্পষ্টকীর্ত্তি-সম্পন্ন-মানব বিস্পষ্ট-বিপুল-বিমল-বিশিষ্ট-যশোলাভে, মূর্খ পাণ্ডিত্যলাভে এবং সর্ব্বজাতীয়সাধারণজনগণ দুঃস্বপ্ন-সমূহের শুভত্ব-সম্পাদনে সমর্থ হইয়া থাকেন, প্রতিদিন প্রাতঃকালে যে পুণ্যময়-গঙ্গাজল-প্রবাহের স্তোত্রপাঠ সর্ব্ববিধ অশুভোপশমনে তথা সৌভাগ্য-সম্পৎ-সংজননে সর্ব্বথা সমুদ্যত, হে অখিল-লোকনায়ক! ঈশ! পবিত্রতম যে গঙ্গাজল-

প্রবাহ বিয়দ্-ব্যাপী অর্থাৎ বিষ্ণুপদ, আকাশতল, গগনগাত্র, বা বিহায়ঃ-প্রদেশ সর্ব্বথা পরিব্যাপ্ত, বা সম্যক্ আচ্ছাদিত করিয়া, অবস্থিত রহিয়াছে।

প্রচুরতর-পুণ্য-প্রদ যে গাঙ্গ-বারিপ্রবাহ বিরতি-বিরত স্বীয়-বিশাল-বিপুল-জলাবয়বে বিশ্লিষ্ট, বা প্রশিথিলাংশু-তূলরাশি, বা কার্পাস-স্তূপ-সমাকারে ভাসমান অসংখ্য-সুশুভ্র-ফেন-পুঞ্জে নিতান্ত-শোভমান, গগন-গাত্রে বিস্তৃত-সমুদিত-ফেন-নিচয়ে সুশোভিত, পাপাপহ যে গঙ্গাজল-প্রবাহ স্বান্তঃপাতী বা নিজান্তর-প্রদেশে প্রতিফলিত-প্রতিবিম্বিত-তারা-গণের বা অন্তরীক্ষতলে বিলগ্ন-নক্ষত্র-নিকরের জল-গর্ভ-সংক্রান্ত-শুভ্রত্বাদি-গুণ-সজাতীয়ত্ব-প্রযুক্ত তৎসাহায্যে গুণিত, বর্দ্ধিত, বা উপমিতফেনো-দগমরুচি ফেনা-সমুদ্র-কফ-হিণ্ডীর, বা জলহাস-সকলের সমুদ্গম-সমুদয়, বা সম্ভূতিবশে কখনও বা সমন্তাৎ সুনীল-শারদ-গগন-গাত্রে ভাসমান-সুশুভ্র-মেঘ-খণ্ডাকারে, কখনও বা স্থূল-কলেবর অসংখ্য-মরাল-মালা-সমানাকারে, কখনও বা সুপুষ্পিত-কাশ-কুসুম-শ্রেণী-সৌন্দর্য্যানুকরণে, কখনও বা শ্বেত-হস্তী, কিম্বা স্বল্পায়তন-শ্বেত-পর্ব্বত-সাদৃশ্যানুসরণে, কখনও বা বিকসিত-স্বর্গীয়-সুন্দর-শ্বেত-শতদল-মালা-সমনাকারে, কখনও বা শুভ্র-বস্ত্র-খণ্ড-সমনাকারে আত্মপ্রকাশে লব্ধাবসর-রুচি-শোভা, অথবা স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্য-সম্পৎ-প্রাচুর্য্যে অতীব-সুমনোহর বা নিতান্ত-রমণীয়, তাৎপর্য্যতঃ পবিত্রতম যে গঙ্গাজল-প্রবাহের অভ্যন্তরপ্রদেশে প্রতিবিম্বিত নক্ষত্রসকল স্বপ্রতিবিম্বসমর্পণদ্বারা ফেনবৎ প্রতীত হইয়া ফেনসংখ্যা বর্দ্ধিত করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী যে জলপ্রবাহ হে সর্ব্বদেব-শিখামণে! আপনার হিমবৎপর্ব্বতপ্রতিমপ্রকাণ্ডমস্তকমণ্ডলে অথবা ভবদীয়মৌলিমুকুটভূষণভূতস্বর্ণবর্ণপ্রদীপ্তজটামণ্ডলগহ্বরে পৃষত-লঘু পৃষ-তাপর-পর্য্যায়-জলবিন্দু হইতেও লঘু বা অল্পতরজলবিন্দুবৎ সূক্ষ্মতম পরিদৃষ্ট পরিলক্ষিত হইয়াছিল, হে দেবদেবেশ্বর! এতাদৃশ যে "বারাং প্রবাহঃ" অর্থাৎ গগন-গাত্র-চ্যুত অশেষবিধ-কল্যাণাকর অপার অনন্ত-সলিলরাশি-সকলের প্রকৃষ্ট-ধারাপাত আপনি পৃষতবৎ অথবা

তৃণতূলবৎ লঘু-বোধে স্বীয়-শিরঃ-প্রদেশে ধারণ করিয়াছিলেন, সুধা-ধবলামল-নিরস্ত-কশ্মল, বিমল, জটা-মণ্ডল-গহ্বরে বিধৃত সেই গঙ্গাজল-প্রবাহ-সাহায্যেই না আপনি জলধিবলয় এই জগন্মণ্ডল বা ভূমণ্ডলকে দ্বীপাকারে পরিণত করিয়াছেন ?

দুই দিক্ দিয়া প্রবাহিত-জল-ধারা-দ্বারা যে স্থানটী বলয়াকারে পরিবেষ্টিত হয়, সমন্তাৎ জলবেষ্টিত সেই ভূভাগকে দ্বীপ বলা হইয়া থাকে। দিবস-কর ভগবান্ শ্রীসূর্য্যনারায়ণদেব প্রতিদিন সর্ব্বতঃকাঞ্চনময়-পর্ব্বতরাজসুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া, বসুধাতল, বা লোকালোকপর্ব্বত-পর্য্যন্ত অর্দ্ধপৃথিবীকে প্রকাশিতা করিয়া থাকেন, এবং অর্দ্ধ-পৃথিবীকে আলোকাপসারণবশতঃ সম্প্রাপ্ত-তমঃ-সাহায্যে সমাবৃতা করিয়া থাকেন। তদ্দর্শনে অপরিতুষ্টমানসে রাত্রিকালকেও দিবসকালের ন্যায় তাপ ও প্রকাশযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়া, ভগবদুপাসনাবশে উপচিত-সর্ব্ববিধ-সৌভাগ্য-ভোগে মহাভাগ্যবান্ শ্রীভগবদনুগ্রহ-লব্ধ-বল-বীর্য্যাতিশয়বশে সর্ব্ব-জাতীয়-বীরাগ্র-গণ্য-গণের বীর্য্য, বা প্রভাবাপহর্ত্তা, অতিক্রান্ত-পুরুষ-প্রভাব, স্বায়ম্ভুব-মনু-পুত্র, মহাপ্রতাপবান্, রাজ-কুল-শেখরমণি, জগতীপতি প্রিয়ব্রত দিবাকর-রথ-বর-সদৃশ-জ্যোতির্ম্ময় এবং বেগবান্ রথে সমারোহণ-পূর্ব্বক "রজনীমপি দিনং করিষ্যামি", এইরূপ প্রতিজ্ঞার অনন্তর রাজ-প্রাসাদ, বা রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া, দ্বিতীয়-সূর্য্য-সমান-প্রদীপ্ত-কলেবরে সূর্য্যান্তরের ন্যায় কিরণবিকীরণ-পুরঃসর সূর্য্য-দেবের পশ্চাদনুসরণ অর্থাৎ শ্রীতরণিদেবকে অনুলক্ষ্যীকৃত করিয়া, তাৎপর্য্যতঃ যখন দিবাকরদেব অস্তাচলে আরোহণ করেন, তৎকালে শ্রীসূর্য্যদেবের পশ্চাৎ অনুক্রমণ অভিপ্রায়ে স্বয়ং উদয়াচলে আরোহণ করিয়া, এবং আদিত্যদেব যখন উদয়াচলে আরোহণ করেন, তৎকালে স্বয়ং অস্তাচলে আরোহণ করিয়া, সপ্তবার বসুধাতলে যে পরিক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই পৃথিবী-পরিক্রমণ অবসরে দ্বিতীয়-পতঙ্গপ্রায় পরিক্রমণ-শীল-প্রিয়ব্রতাখ্য-সূর্য্যের পরিক্রমণ-সাধনীভূতসূর্য্যরথসমবেগবান্ ও জ্যোতির্ম্ময়রথচরণ-নেমিসংঘর্ষণবশে অর্থাৎ দুর্ব্বারবেগেরসহিত রথ-চক্রাগ্র-সংস্পর্শন-ফলে রথ-চক্রাগ্র-কৃত যে সাতটী পরিখাত অর্থাৎ

গর্ত্ত উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই পরিখাতসপ্তক সপ্তসমুদ্ররূপে পরিকল্পিত হওয়ায়, তথাবিধ-পরিখাত-লক্ষণ-সিন্ধু, বা সমুদ্র-সপ্তক-দ্বারা এই ভূমণ্ডল-লক্ষণ-জগৎ, বা পৃথিবী সপ্তধা বিভক্তা হইয়া, জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর, এই সপ্তদ্বীপাকারে পরিণতা হইয়াছেন।

কিঞ্চ, "জলধীনাং বৃন্দং" অর্থাৎ উক্তরূপে সমুৎপন্ন-সাগর-সপ্তকের মণ্ডল, বা পরিখাকারে যথাভাগসমাবেশ-বশতঃ সমন্তাৎ-জল-পরিবেষ্টিত-ভূভাগ, বা জলধি-বলয়াভরণে আবেষ্টিত-ভূমণ্ডলাখ্য-জগতের জম্বু আদি দ্বীপসপ্তকরূপে পরিণত হওয়াও বিচিত্র নহে। উক্তরূপে সাগর-সপ্তকের সমুৎপত্তির অনন্তর কালান্তরে দেবশত্রু কালকেয়-গণের বধার্থে বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীবিষ্ণুদেবের পরামর্শ ও উপদেশ অনুসারে সমুদ্রশোষণ আবশ্যক হওয়ায়, মহামুনি অগস্ত্য-কর্ত্তৃক সমুদ্র-সপ্তক পীত হইলে, দেবাসুর-সংগ্রামাবসানে জয়-মাল্য-বিভূষিত-দেবগণকৃতা পুনঃ সাগর-পূরণবিষয়িণী-প্রার্থনা-বচনের উত্তরে মহামুনি অগস্ত্য-কর্ত্তৃক নিজ-জঠর-বিবরস্থ-সপ্ত-সামুদ্রজলের জীর্ণতা-বিজ্ঞাপন-পুরঃসর সাগর-সপ্তকের পূর্ণতা-সম্পাদনে স্বীয় অসামর্থ্য বিজ্ঞাপিত হইলে, যদি চ বিষণ্ণ-মানসে দেবগণ নিজনিজ-নিলয়াভিমুখে প্রতিগমন করিলেন বটে; তথাপি কিন্তু নিরুদ্বেগে স্থির থাকিতে না পারিয়া, শ্রীবিষ্ণুদেবের সহিত মহেন্দ্র-প্রমুখ-দেবগণ ব্রহ্ম-সদনে সমুপস্থিত হইয়া, আত্মীয় অভিপ্রায় প্রকটিত করিলে, দেবগণের প্রবোধনার্থ লোকপিতামহ ব্রহ্মা "হে বিবুধগণ! তোমরা সকলে যথা-কাম যথেপ্সিত-স্থানে গমন কর, অধুনা তোমাদিগকে সুমহান্ কাল-যোগের প্রতীক্ষা করিতে হইবে, যথোপযুক্ত-কালযোগ সমাগত হইলে, মহামুনি-কপিলের শাপাগ্নিনির্দ্দগ্ধ-জ্ঞাতিগণকে অর্থাৎ নিজ-পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ-সগরের ষষ্টিসহস্র-পুত্রকে কারণীভূত করিয়া, গঙ্গাদেবীর পবিত্র-প্রবাহ-প্লাবিতা সেই সকল-জ্ঞাতির পিণ্ডোদকক্রিয়া-সম্পাদন-দ্বারা স্বর্গাধি-কার-প্রাপণাভিপ্রায়ে সুদুশ্চর-তপঃপ্রভাবে মহারাজ-ভগীরথ যে সময়ে শৈলসুতা-গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যধামে অবতারিতা করিবেন, তৎকালে ত্রিলোক-নমস্কৃতা দেবীগঙ্গার পূত-সলিল-প্রবাহে সাগর-সপ্তক পূর্ণতা-লাভ করিয়া, নিজ-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে," এইরূপ যে সকল

সমাশ্বাসনবচন-কথন করিয়াছিলেন, সেই সকল-সমাশ্বাসন-বচন অনুসরণেই না মহারাজ-ভগীরথ-কর্ত্তৃক-সমানীত-গঙ্গা-প্রবাহ-সাহায্যে পূর্ব্বোপন্যস্ত-শুষ্ক-সপ্ত-সাগর-গর্ভের পূর্ণতা সম্পাদিতা হইয়াছে ?

হে সর্ব্বদেববরশিরোমণে ! যদি মহামান্য-রামায়ণমহাভারতাদি-সুপ্রসিদ্ধ-প্রথিত-মহিম-শাস্ত্র-গ্রন্থ-প্রামাণ্যানুসরণে স্বীকার করিতে হয় যে, বিয়দ্‌ব্যাপী তারাগণগুণিতফেনোদ্গমরুচি যে "বারাং প্রবাহঃ" অর্থাৎ অপার-গঙ্গাজলরাশি হে চন্দ্রার্ক-বৈশ্বানরলোচন ! গঙ্গাধর ! আপনার মস্তক-প্রদেশে জটা-মণ্ডল-গহ্বরে অবস্থিত হইয়া, "পৃষতাদ্ বিন্দোরপি লঘুরল্পতরঃ পৃষতলঘুঃ" পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, সেই গঙ্গাজল-প্রবাহই এই ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলের নানা-স্থানে, তথা কিয়ৎপরিমাণে গগন-গাত্রে বিয়ৎ-প্রদেশ-পরিব্যাপ্ত করিয়া, "মন্দাকিনী-ধারা"-নামে প্রসিদ্ধি-লাভ-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে, কিয়ান্ "ভাগীরথী", এই নামে, তথা "গঙ্গা", এই নামে প্রসিদ্ধি-লাভ-পূর্ব্বক ভূর্লোকে সপ্ত-সমুদ্র-গর্ভ আপূরিত করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে, "কিয়াংস্তু" "ভোগবতী", এই সংজ্ঞা-সাহায্যে প্রথিত হইয়া, পাতালতল-পরিব্যাপ্ত করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে, তবে এতদ্দ্বারা অবশ্যই অনুমিত হইতে পারে যে, আপনার "দিবি ভবং দিব্যং সর্ব্ব-দেব-নিয়ন্তৃ-বপুঃ" সুন্দরাতিসুন্দর-সর্ব্ব-জন-মনোহর-সর্ব্ব-লোকাবভাসক-সর্ব্ব-জীব-কল্যাণ-জনকাখিল-জগদাধার-ভাবাপন্নাশেষ-মঙ্গলালয়-বিশ্বাতিশায়ী কলেবর সর্ব্বমহত্তর। হে গরলাভরণ ! আপনার হিমালয়-শিখরি-শিখরোন্নত-বিশাল-জটা-মণ্ডল-মণ্ডন-মুকুট-মণ্ডিত-মস্তকপ্রদেশে অবস্থিত যে জলরাশি জলবিন্দু অপেক্ষাও লঘুতররূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, সেই জলপ্রবাহদ্বারা যদি জলধিবলয়-জগৎ, পূর্ণ-সলিল-সাগরসপ্তককর্ত্তৃক বলয়াকারে সম্বেষ্টিত এই সমুদ্র-পরিখ ভূমণ্ডল দ্বীপাকারে পরিণত বিহিত হয়, তবে ভবদীয় "শিরসি" সমবস্থিত-সূক্ষ্মতররূপে পরিলক্ষিত-জল-প্রবাহের তাদৃশ-প্রসারণ-ব্যাপার-মাত্রেই, বা এবংবিধ-লিঙ্গ-দর্শন-সাহায্যেই আপনার দিব্যবপুঃ সর্ব্ব-দেব-নিয়ন্তৃ-শরীর যে ধৃত-মহিম, সর্ব্বমহত্তরমহত্তমত্ব-লক্ষণ মহিমা বা ঐশ্বর্য্য-বিশেষাভরণে আভূষিত, তাহা অনায়াসে উন্নেয় ঊহনীয় হইতে পারে। ফলতঃ হে ভগবন্ ! "তব বপুষঃ সর্ব্বমহত্তরত্ব-

মেতাবতাপি নিশ্চেতুং শক্যং, কিং প্রমাণান্তরমত্রাপেক্ষিতব্যমিতি এবকারার্থঃ।”

প্রিয়-পাঠকমহোদয়গণ! এই আমি নিজ-বিদ্যাবিভবানুসারে গঙ্গাবতরণ-প্রবন্ধ-রচনা করিয়া, আপনাদের মানস-সন্তোষ-সম্পাদনে যথাসাধ্য যত্ন করিলাম। কিন্তু, আপনারা যদি এতদতিরিক্ত-প্রকারান্তরে গঙ্গার উৎপত্তি, স্থিতি, অবতরণ ও মাহাত্ম্য-প্রভৃতি, তথা ব্রহ্মার পৌত্র মহারাজ-প্রিয়ব্রতের সূর্য্য-স্পর্দ্ধা-পরিহার-পূর্ব্বক প্রজা-সকলের সুখ-সম্পাদনেচ্ছাবশে সূর্য্যরূপ-ধারণ, জ্যৈষ্ঠাদিমাসে প্রিয়ব্রতাখ্য-সূর্য্যের “চন্দ্রাদপি” অতিশীতলত্ব, মার্গশীর্ষাদি-মাসে “সূর্য্যাদপি” প্রাতঃ-সায়ংকালে ঔষ্ণ্যাধিক্য, সৌভর্য্যাদি ঋষিগণের ন্যায় কায়-দ্বৈত-সমাশ্রয়ণে যোগ-বল-প্রভাবে রাজত্ব-সূর্য্যত্ব-সংরক্ষণ, স্ব-যোগ-বল-কল্পিত একচক্র-রথের সূর্য্য-রথ হইতেও উচ্চতরতা, মণ্ডলাবৃত্তিরীতি অনুসারে ভ্রমণ, বহির্বহির্মণ্ডল-সকলের অধিক-প্রমাণত্ব-প্রযুক্ত রথ-সকলের ক্রমে অধিক-প্রমাণতা-প্রভৃতি অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে স্বয়ং পরিশ্রম-স্বীকার-পূর্ব্বক বিবিধ-শাস্ত্রার্থানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া, আত্মবাসনা চরিতার্থা করিবেন এবং অনুপযোগবশতঃ ঐ সকল-বিষয়ের পরিহার, বা তদ্বিবরণে ঔদাসীন্য অবলম্বন-লক্ষণ-মদীয়-দোষমার্জ্জনা করিবেন। অলমতি-প্রপঞ্চনেনেতি শম্। “শ্রীশিবার্পিতমস্তু।”

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—প্রথম অধ্যায়

ত্রিপুর দাহ

রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রোধনুরথো,
রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি।
দিধক্ষোস্তে কোঽয়ং ত্রিপুরতৃণমাড়ম্বরবিধিঃ,
বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলুপরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীশিব-মহিম বিকাশাখ্য-মহাগ্রন্থের প্রতিপাদ্য-নামধেয়-দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদের অবসানভাগে সমুদ্দিষ্ট-বিষয়-সকলের মধ্যে দ্বাবিংশ-বিষয়-গঙ্গাবতরণাবলম্বনে প্রবন্ধ-রচনা-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলস্থ-যাবতীয়-দেবাসুরনরাদি-জাতীয়ের অসাধ্য-গঙ্গা-ধারা-ধারণ-লক্ষণ অসীম-মহিম-ব্যঞ্জক-কার্য্য প্রদর্শন দ্বারা স্তুতি করিয়া, পশ্চাৎ ত্রয়োবিংশ-বিষয়-ত্রিপুরদাহ-সমাশ্রয়ণে শ্রীশঙ্করদেবের স্তবনাবসর সমুপস্থিত হওয়ায়, আমি এক্ষণে মহাত্মা পুষ্পদন্ত-কর্ত্তৃক উক্ত-বিষয়-প্রতিশ্রয়ণে বিরচিত "রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রোধনুরথো", ইত্যাদি অষ্টাদশ-শ্লোকের বিবরণ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু, প্রথমতঃ ত্রিপুরদাহবিষয়ক ইতিবৃত্তকীর্ত্তনব্যতীত বিস্পষ্টতঃ উক্ত-শ্লোকের ব্যাখ্যান-প্রণয়ন সুখসাধ্য হইবে না মনে হওয়ায়, ত্রিপুর-দাহ-বিষয়ক-পুরাবৃত্ত-সংগ্রহে অগ্রে আমাকে যত্ন-পরায়ণ হইতে হইবে।

পূর্ব্বকালে পরস্পর-জয়ৈষী দেব ও অসুরগণের মধ্যে তারকাময়-সংগ্রাম অর্থাৎ তারকাসুর আময়াপর-পর্য্যায়-রোগবৎ যে সংগ্রামে পরাভব-হেতু-স্বরূপে বিবেচিত হইয়াছিলেন, তাদৃশ-পরম-সমর সমুপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালে সেই সংগ্রামে দৈবতগণ-কর্ত্তৃক দৈত্য-দানব-সমূহ নির্জ্জিত হইয়াছিলেন, ইহা আমরা শাস্ত্র-মুখে শ্রবণ করিয়াছি। তার-পুত্র-দৈত্যপতি সবান্ধব-তারক শ্রীশিব-বীর্য্য-সম্ভূত-দেবসেনাপতি-কুমার-

কার্ত্তিকেয়-কর্ত্তৃক অপ্রযত্নতঃ নিহত হইলে এবং দৈবতগণ-কর্ত্তৃক অন্যান্য-দৈত্যগণ নির্জ্জিত হইলে, তারকাসুরের জ্যেষ্ঠ-পুত্র-তারকাক্ষ, মধ্যম বিদ্যুন্মালী এবং কনীয়ান্ কমলাক্ষ, মহাবল-পরাক্রমশালী এই পুত্রত্রয় তপশ্চরণ মানসে মেরু-গুহা-গহ্বরে গমন-পূর্ব্বক সুমনোহর-পারিজাতাদি-পুষ্প ও স্বর্গীয়-ভোগ-সকল পরিত্যাগ করিয়া, মহাদ্ভুত-তপস্যার অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিলেন। বীর্য্যবান্ মহাবল-দানবোত্তমগণ গীত-বাদিত্র-নিস্বনে তথা বিবিধ-দেবোচিত-ভোগ-সম্ভারে জলাঞ্জলি-প্রদান করিয়া, তপঃ-সাহায্যে নিজ-নিজ-দেহ পরিকর্ষিত করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা প্রথমতঃ একশত বৎসরকাল একপদে দেহভার অর্পণ করিয়া, ভূমিতলে অবস্থিতি-পূর্ব্বক তপস্যা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সুদারুণ-তপঃ-সমাশ্রয়ণে বাতভক্ষ অবস্থায় এক-সহস্র-বৎসর-কাল অতিবাহিত করিলেন। পশ্চাৎ পরমতাপোপগত-শরীরে সুদুশ্চর-তপশ্চরণাভিপ্রায়ে ভূমিতলে মস্তক অবস্থাপিত করিয়া, ঊর্দ্ধপদে এক-সহস্র-বৎসর অতিক্রম করিয়া, অনন্তর তাঁহারা এক-শত-বৎসর-কাল ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, অবস্থিতি করিলেন। দুরাগ্রহ-পরায়ণ উক্ত তারক-পুত্রগণ পরম-দুঃখতরাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও, সুঘোর-কর্ম্মানুষ্ঠান-মানসে উগ্রতর-তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়া, হিম-পর্ব্বতে অবস্থিতি-পুরঃসর শীতকাল যাপন করিলেন। কখনও বা শীতকালে পর্ব্বত-প্রদেশে আশ্রয়-গ্রহণ-পূর্ব্বক ক্ষৌম-বাসো-যুগলে তথা তুষার-সার-নিচয়ে নিজ-নিজ-শরীর সংছন্ন করিয়া, কখনও বা তোয়-মধ্য-গত হইয়া, অবস্থিতি করিলেন। শিশিরকালোচিত-তপস্যার অবসানে সর্ব্ববিধ-ভোগ-বাসনা-পরিহারপূর্ব্বক বসন্ত-সময়োচিত-পুষ্প-মাল্যাদি, বা তৌর্য্যত্রিক-রসাস্বাদনাদি হইতে বিরত হইয়া, বসন্তকাল অতিক্রম করিলেন।

গ্রীষ্মকালে সূর্য্যপ্রভাকে জয় করিয়া, তথা চতুর্দ্দিকে পাবক প্রজ্বালিত করিয়া, আকাশারূঢ়-মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-মণ্ডলাগ্নি-গ্রহণদ্বারা পঞ্চ-জ্বলনাভিতপ্ত-শরীরে তন্মধ্যে অবস্থিত হইয়া, পরম-সমাদরের সহিত ইষ্টসিদ্ধির জন্য অভীষ্ট-দেবের উদ্দেশে পরম-রমণীয় হব্য-সকল হবন করিতে করিতে, নিদাঘকাল অতিবাহিত করিলেন। বর্ষাকালে

পয়ঃপ্লাবিত-ভূমিভাগে উপবিষ্ট হইয়া, কখনও বা মহাপ্রতাপ-পঞ্চাগ্নি-তাপ-সন্তাপিত-শরীরে দানব-প্রবরগণ সন্ত্রাস-পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক বেগবতী-নদীর প্রবল-প্রবাহ-বেগ অবলীলাক্রমে মস্তকে ধারণ করিয়া, প্রাবৃট্‌কাল যাপন করিলেন। বর্ষাকালোচিত-তপস্যার অবসানে শরৎ-ঋতু-সমাগমে দীর্ঘকাল যাবৎ তপঃক্লেশে পরিক্লিষ্ট এবং সবিশেষ-বুভুক্ষিত হইলেও, রম্য-রস্য-স্নিগ্ধ-স্থির-হৃদ্য অনুত্তম-ফল-মূল, বা অন্ন-ব্যঞ্জনাদি-প্রভৃত-ভোজন স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া, সংযমাভ্যাস-বলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে জয় করিয়া, অপরাপর-ক্ষুৎ-পিপাসার্দ্দিত-জনগণকে সেই সকল অন্নাদি দান করিয়া, তথা উচ্চাবচ-পানীয়-প্রদান-পূর্ব্বক তাহাদিগের তৃষ্ণা দূর করিয়া, মহাত্মা তারকপুত্রগণ চতুর্দ্দিকে নিরাধার অর্থাৎ অনাবৃত-স্থানে উপল-প্রায় সংস্থিত হইয়া, লোকপিতামহ-ব্রহ্মার স্বরূপ-চিন্তায় শরৎকাল অতি-ক্রম করিলেন। তথা হেমন্তকাল সমাগত হইলে, পরম-ধৈর্য্যাবলম্বনে গিরি-শিখরে আশ্রয়-গ্রহণ-পূর্ব্বক তুষার-সঞ্ছন্ন-শরীরে অধিকতর-তপশ্চরণার্থ জল-ক্লিন্ন-কৌষেয়-বাসো-যুগলে আপাদমস্তক সমাবৃত করিয়া, পরম-তপো-নিবিষ্ট-মানসে হেমন্তকাল অতিবাহিত করিলেন।

এইরূপে কঠোরাতিকঠোর-তপোঽনুষ্ঠানে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া, অনির্ব্বিণ্ণ অন্তঃকরণে দিবারাত্র অতন্দ্রিত অবস্থায় ক্রমশঃ তপোবিবর্দ্ধনে যত্ন-পরায়ণ তারক-পুত্রগণ চর্ম্মাস্থিশেষ-কলেবরে দিব্য-দশ-সহস্র-সম্বৎসর-কাল অতিবাহিত করিলেন। জ্বলনবৎ প্রভাব-সম্পন্ন আদিত্য-তেজঃ-প্রতিমান-বীর্য্যে সমধিক-বীর্য্যশালী অঘ-শত-প্রমোচন-তপোঽনুষ্ঠানে অত্যন্ত-কুশল দিতি-পুত্র-সিংহগণের তপশ্চরণবশে দিব্য-দশ-সহস্র-বৎ-সরকাল মুহূর্ত্তপ্রায় বিগত হইলে, সুরাসুরগুরু ব্রহ্মা তাঁহাদিগের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়া, মিষ্ট-বচনে কহিলেন, তোমাদিগের তপস্যায় আমি পরম-পরিতুষ্ট হইয়াছি, ইদানীং তোমরা তপঃ-ক্লেশ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে অভিপ্রেত-বর-প্রার্থনা কর। তোমরা যে উগ্রতর-তপস্যা অবলম্বনে পরম-নিয়মে সমবস্থিত হইয়া, তপঃ-প্রভাবে নিজ-নিজ-শরীর পরিকর্ষিত করিয়াছ এবং পরম-দম, তপস্যা, নিয়ম, ও সমাধি-যোগের সাহায্যে পাপ-পঙ্ক-বিধৌত করিয়া, অপরিমিত-পুণ্য-রাশি সঞ্চয়

করিয়াছ, তজ্জন্য আমি পরম-প্রীতি-যুক্ত অন্তঃকরণে তোমাদিগকে বর-প্রদান করিবার জন্য সমাগত হইয়াছি, হে দিতি-পুত্রগণ! তোমরা ইচ্ছামত বর গ্রহণ কর। অনন্তর তারকাক্ষ, বিদ্যুন্মালী ও কমলাক্ষ-নামে প্রসিদ্ধ তারকাসুরের পুত্রত্রয় একত্র মিলিত হইয়া, পরস্পর-পরামর্শান্তে সর্ব্ব-লোক-পিতামহ-ব্রহ্মার নিকটে সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের অবধ্যত্ব-লক্ষণ বরপ্রার্থনা করিলেন।

লোকপ্রভু-ঈশ্বরদেব তৎকালে তারক-পুত্র-ত্রয়ের উক্তরূপ-বর-প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে অসুরগণ! এ জগতে কাহারও সর্ব্বামরত্ব নাই, অতএব অমরত্ব-প্রাপ্তি-বিষয়ে দুরাগ্রহ-পরায়ণ না হইয়া, তোমরা ইহা হইতে বিরত হও এবং অমরত্ব ব্যতীত অন্য যাদৃশ-বর তোমাদের রুচিকর হয়, তাদৃশ বর প্রার্থনা কর। অতঃপর তারক-পুত্রগণ একত্র মিলিত হইয়া, বহুবিচার-পুরঃসর অসকৃৎ আলোচনান্তে অভিমত-বর-সম্প্রধারণ-পূর্ব্বক সর্ব্বলোকেশ্বর-পিতামহদেবকে প্রণাম করিয়া, এই বাক্য বলিলেন যে, হে পিতামহ! আমরা ইহলোকে আপনার প্রসাদ-পুরস্কৃত হইয়া, পুরত্রয়ে অবস্থিতি-পূর্ব্বক এই মহীমণ্ডলে বিচরণ করিব, আমাদের প্রত্যেকের নগর-সদৃশ প্রাকার-পরিখা-পরিবেষ্টিত পুর পৃথক্ পৃথক্ হইবে, আমরা পুরত্রয়ে অবস্থিত হইয়া, পৃথক্-ভাবে বিচরণ করিতে করিতে, দিব্য-বর্ষ-সহস্রান্তে পরস্পরের সহিত যখন সম্মিলিত হইব, সমাগত-সম্মিলিত-পুরত্রয় যখন পরস্পরের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইবে, তৎকালে একীভাব-প্রাপ্ত পরস্পরের সহিত মিলিত উক্ত-পুরত্রয়কে সর্ব্বদেবময় যে দেববর কেবলমাত্র একটী ইষু, একটী বাণদ্বারা হনন করিবেন, তিনিই আমাদিগের মৃত্যুরূপে পরিগণিত হইবেন।

অথবা "পূর্ণে সহস্রে তু পরং সমানাং সজ্জীভবত্যর্দ্ধনিমেষমাত্রম্। তস্মিন্ ক্ষণে যস্ত্রিষু সঙ্গতেষু পুরেষু দিব্যেষু সুরপ্রবীরঃ॥ একেষুণা যস্ত্রিপুরং দহেত স নো বিনাশস্ত্রিপুরস্য ভূয়াৎ॥" অথবা "পুরেষু ত্রিষু-চৈতেষু একস্থানস্থিতেষু চ। মধ্যাহ্নাভিজিতে কালে শীতাংশৌ পুষ্য-সংস্থিতে। বর্ষৎসু কালমেঘেষু পুষ্করাবর্ত্তনামসু। সর্ব্বদেবময়োদেবঃ

সর্ব্বেষাং এক হেলয়া। অসম্ভাব্যে-রথে তিষ্ঠন্ সর্ব্বোপস্করণান্বিতে। অসম্ভাব্যৈককাণ্ডেন ভিনত্তু নগরাণি নঃ॥" হে দেব! যিনি উক্ত-রূপ কালযোগ প্রাপ্ত হইয়া, অসম্ভাব্য-সর্ব্বোপস্করণান্বিত-রথবরে অবস্থিতি-পূর্ব্বক অসম্ভাব্য এককাণ্ড একটী মাত্র বাণসাহায্যে "একহেলয়া" আমা-দিগের এই পুরত্রয়কে ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই আমাদিগের, বা পুরত্রয়ের বিনাশকর্ত্তা মৃত্যুস্বরূপে পরিগণিত হইবেন।

অথবা "চর্ম্মাস্থিশেষা জ্বলনপ্রভাবাঃ, সুখাদিহীনা দিতিপুত্রসিংহাঃ। আদিত্য-তেজঃ-প্রতিমান-বীর্য্যাঃ, বভূবুরাদিত্যতপঃপ্রকাশাঃ।" এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত-তারক-তনয়গণ ভূমিতলে জানু-যুগল নিবিষ্ট করিয়া, প্রকৃষ্টরূপে অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক প্রণামান্তে পিতামহ-সমীপে "অবধ্যতাম-প্রতিমং বলঞ্চ, স্থানঞ্চ দিব্যং পরমং সুখঞ্চ। মৃত্যুর্যথা নৈব ভবেৎ তদেব, বরং প্রযচ্ছেতমভীপ্সিতং নঃ॥" এইরূপ বরপ্রার্থনা করিয়া, পরিশেষে পুনরপি বলিলেন, হে সুরাসুর-গুরো! সর্ব্বলোকপিতামহ! ব্রহ্মন্! আমরা আপনার প্রসাদবশে এতাদৃশ-পরাক্রমশালী হইলেও, আমাদিগের নিবাসোপযোগী তাদৃশ বেশ্ম নাই, শাত্রবগণ-কর্ত্তৃক অধৃষ্য যাদৃশ-পুরবরে আশ্রয়-গ্রহণ-পূর্ব্বক আমরা সুখে বাস করিতে সমর্থ হই।

অতএব হে লোকপ্রভো! আমাদিগের বাসার্থ আপনার আদেশ অনুসারে আপনার পরম-ভক্ত ময়-দানব কঠোরতর-তপোবলে আপনাকে অতীব-প্রসন্ন করিয়া, ভবদীয়-প্রসন্নতার ফলস্বরূপে "করোম্যহং যন্নগরং শুভাঙ্গং এভিঃ পুরং দিব্যবিমানকল্পম্। তস্মে ভবেৎ সর্ব্বনরৈরগম্যং স্বচ্ছন্দসংস্থানগতিঃ পুরীয়ম্॥" এবম্বিধ যে পুর-নির্ম্মাণ-কৌশলনৈপুণ্য, বা সামর্থ্য-বিষয়ক বরপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বরবলে তিনি হেমময় রজতময় এবং বজ্রায়সময় পুরত্রয় নির্ম্মাণ করুন। অমিত-ওজঃ-সম্পন্ন-দৈত্যগণের উক্তরূপ-বরপ্রার্থনাবচন শ্রবণ করিয়া, "এবমস্তু," এই বাক্যে সম্মতি-জ্ঞাপন-পূর্ব্বক লোকপিতামহ-ব্রহ্মা দৈত্য-দানব-পূজিত-বিশ্বকর্ম্মা ময়-দানবের প্রতি "এবং কুরুষ্ব," এইরূপ আদেশ-প্রদানান্তে ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করিলেন। এ দিকে লব্ধবর তারকাক্ষ, বিদ্যুন্মালী, তথা

কমলাক্ষ, এই দানবত্রয় সম্প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে প্রীতি-প্রফুল্ল-চিত্তে পরস্পরে মন্ত্রণাদ্বারা পুরত্রয়-নির্ম্মাণ-বিষয়ে উপয়াবধারণ-পুরঃসর জরা-বিহীন সর্ব্ব-কর্ম্ম-কুশল বিশ্বকর্ম্মাপরনামা ময়াসুরকে পুরত্রয়-বিসৃষ্ট্যর্থ বরণ করিলেন।



ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে প্রথম অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—দ্বিতীয় অধ্যায়

অনন্তর দৈত্য-দানব-পূজিত-ময়দানব লোকপিতামহ-ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, তথা তারক-তনয়-গণ-কর্ত্তৃক অভিমত-পুর-নির্ম্মাণ-কার্য্যে বৃত হইয়া, অবিলম্বে স্বীয়-তপোবলে পুরত্রয়ের বিনির্ম্মাণ-কার্য্য পরিসমাপ্ত করিলেন। উক্ত-পুরত্রয়ের মধ্যে প্রথমপুর কাঞ্চনময় এবং স্বর্গ-প্রদেশে অবস্থিত, দ্বিতীয়পুর রজতময় এবং অন্তরীক্ষতলে অবস্থিত, তথা ভৌম তৃতীয়পুর কার্ষ্ণায়স অর্থাৎ বজ্রায়সময় এবং চক্রস্থ। এ স্থলে চক্রস্থ অর্থে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, উক্তপুরত্রয় আজ্ঞাবশবর্ত্তী, কামচারী, বা যথেষ্টসঞ্চারী। কিঞ্চ, এক একটী পুর আয়াম, দৈর্ঘ্য, বা লম্বতা-বিষয়ে অথবা বিস্তারে এক এক শত যোজন, কিম্বা চতুঃ-শত-ক্রোশ-পরিমিত, গৃহ ও অট্টালকশতে সংযুক্ত, বৃহৎ প্রাকার ও তোরণ-শতে সুশোভিত, গৃহপ্রবর-সহস্রে পরিব্যাপ্ত, অসম্বাধ-মহাপথ-সমূহে প্রবিভক্ত, বিবিধ-বর্ণে রঞ্জিত, চিত্রিত, কারু-কার্য্য-সমন্বিত, প্রাসাদসহস্রে উপ-শোভিত, তথা শত-সহস্র-দ্বার-সাহায্যে বিভূষিত, উদ্যান-বন-বৃক্ষবাটিকা-সহস্রে পরিবৃত, অন্ন-পর্ব্বত-সহস্রে সমাকুল, শোভা-সৌন্দর্য্যে স্বর্গ হইতে বা ইন্দ্রালয় অমরাবতী-নগরী হইতে শত-গুণ উৎকৃষ্ট, নদ-নদী-সরিৎ-স্রোতঃ-পুষ্কর-প্রভৃতি-রমণীয়-দৃশ্যে সমলঙ্কৃত, সর্ব্ব-কাম-ফল-প্রদ, অনে-কানেক-বিবিধ-জাতীয়-বৃক্ষ-নিবহে সমাকীর্ণ; সুতরাং বহুবিধ-ফল-মূল-পুষ্প-পত্রে নিকুঞ্জায়মান।

অথবা ময়দানব পুরা আদিকল্পে জগদ্-বিঘাতার্থ যে পুরত্রয়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ময়দানব "অয়োময়ং তৎ প্রথমং চকার, ততঃ পরং রাজতমগ্নিকল্পম্। তৃতীয়মন্যৎ পুরমাশু হৈমং, সসর্জ্জ মেরোরিব শৃঙ্গমুগ্রম্॥" অপিচ, বিশ্বকর্ম্মা ময়দানব যখন উক্ত-পুরত্রয়ের সর্জ্জন-কার্য্য সমাপ্ত করিলেন, তৎকালে ময়দানব-সৃষ্ট উক্ত-ত্রিপুর হেমময়-মনোজ্ঞ-সহস্র-সহস্র দ্বার, বলভী-বড়ভী অর্থাৎ প্রাসাদের উপরিস্থ গৃহ, বা

চন্দ্রশালা, গবাক্ষ অর্থাৎ গোনয়ন-সদৃশ-লোহ-জাল-যুক্ত বাতায়ন, বীথি-বীথিকা-শ্রেণী অথবা উভয়-পার্শ্বে সুন্দর-সুন্দর-বৃক্ষ-শ্রেণীযুক্ত-প্রশস্ত পথ, অঙ্গন, অজির, চত্বর, প্রাঙ্গণ, চন্দ্রাংশু-সংমৃষ্ট, সদা-শীতানিল-সঞ্চার-বশতঃ আহ্লাদ ও সুখজনক, তথা সুপ্রশস্ত-প্রবেশ-দ্বার-শতে সুদৃশ্য, অসংখ্য হর্ম্ম্য, রাজ-ব্যতিরিক্ত-ধনি-জন-গণ-বাসোচিত-সুধাধবল-গৃহরাজি, গৃহ-গাত্রে আলম্বিত তড়িৎ-সমান-প্রকাশ-সম্পন্ন-মুক্তাফল, প্রবাল ও মণি-খণ্ড--সহস্রে চিত্রিত-চিত্র, তড়িৎপ্রকাশ-সহস্রে প্রকাশিত সৌধ, রাজসদন, পবনাবধূত, বিচিত্রবজ্র অর্থাৎ হীরকখণ্ড ও বিবিধ-রত্নরাজি-বিরাজিত-চলৎপতাকা-সহস্র, মহামহীধ্র-দ্যুতি-সন্নিকাশ-প্রাসাদপংক্তি-স্থিতরত্নখণ্ড, সতোরণ অভ্যুচ্ছ্রিত-হর্ম্ম্যযূথ-প্রভৃতি-বিবিধ-বিচিত্রবিশিষ্ট-পুরোপকরণে পরিপূরিত হইয়া, বিবিধ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, বিচিত্র আভূষণে আভূষিত হইয়া, বিশেষতঃ শোভা-সৌন্দর্য্যা-স্পদত্ব-নিবন্ধন প্রকৃষ্টরূপে স্বর্গের দিব্যরূপ, বা স্বর্গীয়-সুষমা অপহরণ করিয়াছিল।

পুনশ্চ, সর্ব্বর্ত্তু-সম্ভব-মনোজ্ঞ-পুষ্প-সমূহে পুষ্পিত, তথা সর্ব্বর্ত্তু-সম্ভব-মনোজ্ঞ-ফলে ফলবান্ বিবিধ-জাতীয়তরুনিকরে সমন্তাৎ পরিবৃত, অশেষবিধ অমূল্যরত্নরাজি, তথা উদ্যান-সহস্রে উপেত, ফলাঢ্য-বন্য-তরু-সকলে সুশোভিত, প্রফুল্লনীলোৎপল-দলে সংবৃত-বিশুদ্ধ-প্রভাশালি-সলিল-সমূহে পরিপূর্ণ-বাপী-নিচয়ে সমাক্রান্ত সেই ত্রিপুর, বা দৈত্যালয় পরম-শোভার আধার-স্বরূপে পরিণত হইয়াছিল। তথৈব প্রবৃত্ত-কেকা-রব-সম্পন্ন-শত-সহস্র-চন্দ্রক-শোভিত-নীলকণ্ঠ, বা সভার্য্য-মহাময়ূর-বিহগ-গণ এবং কামী বিলাসী পুরুষগণের নখর-নিকরাগ্র-ভাগ-সাহায্যে সমন্তাৎ প্রভিন্ন-প্রোন্নত-পয়োধরশোভনা, কর্ণান্তাকীর্ণ-রক্তান্তবিলোচন-মনোহরা, সব্রীড়মীষচ্চপলেক্ষণ-চঞ্চলা-যোষিদ্‌গণে সমাকীর্ণ সেই পুরত্রয় অতীব-পরমা-মহতীশোভার সাগরাকারে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই-রূপে পরম-শোভার আধার-স্বরূপ-পুরত্রয়ের বিনির্ম্মাণকার্য্য-পরিসমাপ্ত হইলে, পরিতুষ্ট অন্তঃকরণে লোকপিতামহ-ব্রহ্মা দৈত্য-গণসমীপে সমুপস্থিত হইয়া, দৈত্যগণকে কহিলেন, "হে দৈত্যেন্দ্রগণ! তোমরা যথাক্রমে

সর্ব্ব-কাম-সমৃদ্ধ-পুরত্রয়ে প্রবেশ কর।" অনন্তর দৈত্যেন্দ্রগণ পিতামহদেবের আদেশ-বচন-শ্রবণ করিয়া, ত্বরিতগতি পুরত্রয়ে প্রবিষ্ট হইলেন।

কিঞ্চ, মহাত্মা তারকাক্ষ চিত্র কাঞ্চনময় পুরে, কমলাক্ষ রাজতপুরে, তথা বিদ্যুন্মালী বজ্রায়সপুরে প্রবেশের অনন্তর সমধিক বলে বলীয়ান্ হইয়া এবং কল্পপাদপগণে সমাকীর্ণ, গজ-বাজি-সমাকুল, নানাবিধ-প্রাসাদ-সমূহে সঙ্কীর্ণ, মণি-জাল-সমাবৃত, সূর্য্য-মণ্ডল-সঙ্কাশ, বিশ্বতোমুখ-বিমান-নিবহে বিশোভিত, পদ্মরাগময়, অথবা ইন্দ্রনীল-সন্নিভ-প্রাসাদ ও কৈলাস শিখরোপম-দিব্য-গোপুর-রত্নে অলঙ্কৃত, দিব্য-স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত, গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-চারণগণে পরিসেবিত, প্রতিগৃহ রুদ্রালয়ে বিমণ্ডিত, দ্বিজোত্তমগণ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মানাগ্নিহোত্রালয়ে উপশোভিত, বাপী-কূপ-তড়াগ-দীর্ঘিকা-সরোবর-কাসার-প্রভৃতি-জলাশয়ে সমন্বিত, সুশোভিত-মত্ত-মাতঙ্গযূথ ও সুশোভন-তুরঙ্গম-সকলের বৃংহিত এবং হ্রেষা-রবে মুখরিত, বিবিধাকার-রথ ও শিবিকা-নিবহে সমলঙ্কৃত,, সভা, প্রপা, পৃথক্-পৃথক্-ক্রীড়া-স্থান, বিবিধ-বেদাধ্যয়নার্থ পৃথক্-পৃথক্-পঠনাগার, নীলকান্ত, চন্দ্রকান্ত, অয়স্কান্ত, পদ্মরাগ ও সুশুভ্র-স্ফটিকাদি-মণি-নির্ম্মিত-সোপানাবলী-বিভাসিত, অন্য অপুণ্যবান্ জনগণের মনঃসাহায্যেও দর্শনাযোগ্য, তথা মহাভাগ-পুণ্যবান্ জনগণের অনায়াসে দর্শনযোগ্য-পুরত্রয়ের সুবিপুল বা অপার সৌন্দর্য্য-রাশি-সমবলোকন করিয়া, পরম আহ্লাদিত হইলেন।

অনন্তর মহাভাগ-দৈত্যেশ্বরগণ পাতিব্রত্য-পরায়ণ-কামিনী-জন-গণের সম্পর্কে সর্ব্বত্র পাবিত সেই ত্রিপুর-প্রদেশে পুত্র-কলত্র-মিত্র-গণের সহিত তথা শ্রুতি এবং স্মৃতি-প্রতিপাদিত অর্থ ও ধর্ম্মের যথাযথ মর্ম্ম, বা বিভাগজ্ঞ-সদার-সস্তুত দ্বিজগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। স্বধর্ম্ম-নিরত, ব্যূঢোরস্ক, বৃষস্কন্ধ, সদাকাল সাম-যুদ্ধধর, সদাকাল প্রশান্ত হইলেও যথোপযুক্ত অবসরক্রমে কুপিত কদাচিৎ কোটিদিবাকরদেব হইতেও প্রখরতর, বা দুর্নিরীক্ষ্য, কদাচিৎ চন্দ্র-কোটি-সুশীতল, বা সুখ-সেব্য দৈত্যেশ্বরগণ দয়াপরতা, বা সমদর্শিতানিবন্ধন সকলের প্রতি বিশেষতঃ সজাতীয়গণের প্রতি সদয়োদার-ব্যবহার-প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক কুব্জাকার,

বামনাকার, তথা বর্ণে নীলোৎপলদল-প্রখ্য, বালে কুঞ্চিত-মূর্দ্ধজ, সর্ব্বদা যুদ্ধলালস, ময়াভিরক্ষিত, সর্ব্বথা সুশিক্ষিত, সমররত, অজ অর্থাৎ লোকপিতামহব্রহ্মদেব ও কারণত্রয়হেতুভূত শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্বোপচার-সম্পূর্ণ-সম্পূজনবশে সুলব্ধবীর্য্য, রবিদেব, মরুদ্‌গণ, তথা অমরেন্দ্রসন্নিকাশ-সুদৃঢ়-শরীরশোভী, সুরগণপ্রমথনে সতত সমুদ্‌যুক্ত ও অসংখ্য-বীর-বরগণে পরিবৃত হইয়া, ত্রিপুররত্নের সংসেবনে নিরত হইলেন।

কিঞ্চ, শাস্ত্র-বেদ-পুরাণ-প্রতিপাদিত সনাতন যে যে ধর্ম্ম ধার্ম্মিকগণ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকেন, দৈত্যেশ্বরগণ সর্ব্বথা অবহিত হইয়া, সেই সেই সার্ব্বকালিক-শুভ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সমাচরণে দৃঢ়-প্রযত্ন অবলম্বন করিলেন। অধিক কি বলিব ? এই ভূমণ্ডলে যে যে ধর্ম্ম ধার্ম্মিকগণ-কর্ত্তৃক সমাদরের সহিত সেবিত হইয়া থাকেন, সেই সেই ধর্ম্ম সেই ত্রিপুরালয়ে সদাকাল সাদরে সেবিত হইয়া, তত্র তত্র আত্ম-প্রভা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ত্রিপুরদুর্গে নিবসনশীল-দৈত্যেন্দ্রগণের ধর্ম্ম-প্রভা-প্রভাবে সর্ব্বথা দগ্ধ সেন্দ্রাদিদেবগণ নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে পরিতপ্তমানসে তৎকালে প্রজাপতিব্রহ্মাকে আশ্রয়দাতা, বা রক্ষিতৃ-স্বরূপে অবগত হইয়া, সত্বর-গতি তাঁহার সমীপে গমন করিলেন এবং ব্রহ্মদেবের নিকটে গমন করিয়া, ইন্দ্রাদি-দেবগণ শিশির-সম্পাতবশে ম্লান-ভাবাপন্ন-পঙ্কজ-সদৃশ দুঃখ-শোক-তাপ-কষ্টাশ্রু-শিশির-সম্পৃক্ত-মলিন-মুখ-কমলে স্ব-স্ব-দুঃখ নিবেদনে তৎপর হইলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—তৃতীয় অধ্যায়

পুনশ্চ, সুররাজ-প্রমুখ-দেবগণ কেবল যে দৈত্যেন্দ্র-মুখ্য-গণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-প্রভা-সাহায্যে দগ্ধান্তঃকরণে ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। পক্ষান্তরে তারক-তনয় তারকাক্ষ, বিদ্যুন্মালী ও কমলাক্ষ প্রত্যেকে কাঞ্চন, আয়স ও রাজত, এই পুরত্রয়ে পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং তাঁহারা সকলে স্ব-স্ব-রাজ্যে নিজ-নিজ-পরাক্রম-প্রভাবে রাজাধিরাজরূপে অবস্থিত হইয়া, একদিকে যেমন সুবিপুল-সর্ব্ববিধ-সনাতন-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অপর দিকে দৈত্য-দানব-স্বভাব-সুলভজগৎপ্রপীড়নেও মনোযোগী হইয়াছিলেন। এমন কি সেই দৈত্য-প্রবরগণ নিজ-নিজ-পুরপ্রদেশে ব্রহ্মাদেবের পূজা, বা জপ-যজ্ঞ-দান-ধর্ম্ম-পরায়ণ হইলেও, যে সময়ে তাঁহারা স্ব-স্ব-তেজো-বীর্য্য-পরাক্রম-প্রভাবে লোকত্রিতয়কে আক্রমণ করিয়া, তত্র তত্র অবস্থিতি সহকারে আত্ম-নাম বিশ্রাবিত করিতেছিলেন, আত্ম-মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিতা করিতেছিলেন, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, রসাতলে স্ব-স্ব-প্রভুত্ব, বা আধিপত্যের বিস্তার-সাধন করিতেছিলেন, তৎকালে দানব-রাজগণ "কশ্চ নাম প্রজাপতিঃ?" এরূপ কথা উচ্চারণ করিতে দ্বিধা, বা কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এই সময়ে তারক-তনয়-দানব-ত্রয়কে ত্রিপুরদুর্গাধিষ্ঠান সহ মহামহিমান্বিত, বা অতীব-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন অবলোকন করিয়া, অন্যত্রান্যত্র অবস্থিত প্রযুত, অর্ব্বুদ, বা কোটি কোটি-সংখ্যক সম্মুখ-সমরে অপ্রতিবীর-দানব-মুখ্যগণ ততস্ততঃ সমাগত হইলেন।

পুরাকালে সুরগণ-কর্ত্তৃক বিনিকৃত হইলেও, সুদৃপ্ত-মাংসাদ-দানব-মুখ্যগণ সুমহদৈশ্বর্য্য ইচ্ছা করিয়া, এইরূপে ত্রিপুর-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু, দিক্ বিদিক্ হইতে সমাগত-দানব-মুখ্য-সকলের সর্ব্ব-যোগ-বহ-দানব-প্রবর ময় একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ; সুতরাং দানব-মুখ্য-ময়কে আশ্রয় করিয়া, সমাগত-দানবেন্দ্রগণ অকুতোভয়ে নিঃশঙ্কে

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ত্রিপুরাশ্রিত-দৈত্য-দানব-গণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রকার কাম মনঃ-সাহায্যে চিন্তা করুন না কেন, মায়া-বিভূতি-সম্পন্ন-দানব-মুখ্য-ময় অবিলম্বে নিজ-মায়া-বিভূতি-সাহায্যে তাঁহাদিগের সেই সেই কাম্য-বস্তু-সমূহ-প্রদান-দ্বারা তাদৃশ কামের চরিতার্থতা-সম্পাদন করিলেন।

বীর-বরাগ্র-গণ্য মহাবল হরি-নামা তারকাক্ষ-তনয় উক্তরূপে ত্রিপুর-সংশ্রয়ে দানব-মুখ্য-গণকে সংশ্রিত হইতে দেখিয়া এবং দেব-দানব-গণের সুমহান্ সুদারুণ-সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া, সমরে পরাহত, বা মৃত-দানবগণকে পুনঃসঞ্জীবিত করিবার জন্য, মৃতসঞ্জীবনী-সুধা-বাপী-সংগ্রহণাভিলাষে বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ, বা জয়লক্ষণ দম, চিত্তের একাগ্রতালক্ষণা তপস্যা, শৌচাদিলক্ষণ নিয়ম এবং অব্যুত্থান-লক্ষণ-সমাধি-সাহায্যে তপো-নিরত হইয়া, অচিরকালমধ্যে পরিতপ্ত-পরমক-তপঃ-প্রভাবে পিতামহ-দেবকে পরিতুষ্ট করিলেন। অনন্তর পরিতুষ্ট অন্তঃকরণে পিতামহদেব বরদানার্থ সম্মুখাগত হইলে, সম্মুখ-সংগ্রামে অস্ত্র-শস্ত্র-বিনিহত-দানব-দৈত্যগণ যে বাপীজলে ক্ষিপ্ত হইয়া, বলবত্তর হইতে পারেন, তারকাক্ষ-তনয়-মহাবল-হরি ত্রিপুর-দুর্গে তাদৃশী বাপীর আবির্ভাব প্রার্থনা করিলেন এবং পিতামহদেবের নিকট হইতে অভিমত বরলাভ করিয়া, বীর-তারকাক্ষ-সুত-হরি অবিলম্বে ত্রিপুরবরে সর্ব্বজনলোভনীয়া সর্ব্বজনস্পৃহণীয়া সেই অমৃতময়ী মৃতসঞ্জীবনী বাপীর সৃষ্টি করিলেন।

এইরূপে লব্ধবর পুণ্যকর্ম্মা দানব-দৈত্যগণ যথাযোগ, যথাসুখ, ত্রিপুরালয়ে নিবাস-পূর্ব্বক সুমহান্ কাল অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু, ত্রিপুরবাসী দৈত্য-দানবেন্দ্রগণের মনে মনে এইরূপ সুদৃঢ়া ধারণা ছিল যে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা যখন স্বয়ং বরপ্রদান দ্বারা আমাদিগকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন এবং ময়দানবের প্রতি আদেশ-প্রদান-পূর্ব্বক পুরত্রয়ের নির্ম্মাণকার্য্য পরিসমাপ্ত করাইয়া, আমাদিগকে সেই পুরমধ্যে প্রবেশ-পুরঃসর অবস্থিতি করিতে অনুমতিদান করিয়াছেন, বিশেষতঃ নির্ব্বৈর-কৃত্তিবাস-দেব যখন নিত্যশঃ আমাদিগের বন্দ্য, পূজ্য এবং অভিবাঞ্ছ্য, তখন পিতামহ-ব্রহ্মা কোনরূপেই আমাদিগের অনিষ্টাচরণ করিতে

পারেন না, তথা শ্রীশঙ্করদেবও কখনই আমাদিগের পুর-দাহ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। এইরূপ ধারণার বলে ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলস্থ অন্যান্য-দেবগণ, বা বীরগণকে তৃণ-তুল্য-তুচ্ছ-বোধে উপেক্ষা করিয়া, ত্রিপুরবাসী দৈত্যেন্দ্রগণ সমস্ত-ত্রৈলোক্যের উৎসাদনে, তথা প্রতি নগরে, নগরোপবনে, গ্রামে প্রবেশ-পূর্ব্বক প্রজাপীড়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

অপিচ, যাদৃশ-রূপ-সৌন্দর্য্যে বিভূষিত, অথবা যাদৃশ-বেগে বেগবান্ দানবগণ মৃত হইবে, পূর্ব্বকথিতা অমৃতময়ী-মৃত-সঞ্জীবনী-বাপী-জলে নিক্ষিপ্ত হইলে, সেই মৃত-দানবগণ তাদৃশ-রূপ-সৌন্দর্য্য, বা বেগের সহিত অচিরাৎ পুনরুত্থিত হইবে, একদিকে এইরূপ অসামান্যা অলৌকিকী সদ্গুণ-শালিনী অমৃতময়ী-মৃতসঞ্জীবনী-বাপীর লাভ, অপরদিকে সুরগণেরও অভেদ্য-ত্রিপুর-দুর্গ-প্রাপ্তি ; সুতরাং মণি-কাঞ্চন-যোগ, বা অপরিসীম-সৌভাগ্য-সঞ্চার-বশতঃ অতিদর্পিতান্তঃকরণে লোভমোহাভিভূত-মানসে বিচেতন-দৈত্য-দানবগণ সুমহতী-তপঃ-সিদ্ধি অনুভব-সহকারে সুরগণেরও ভয়-বর্দ্ধন-স্বরূপে ত্রৈলোক্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মৃতসঞ্জীবনী-বাপী-প্রাপ্তি-নিবন্ধন যে কোন যুদ্ধে ত্রিপুরবাসী দানবগণের ক্ষয়-সম্ভাবনা একেবারে তিরোহিতা, একেবারে অন্তর্হিতা হওয়ায়, নির্ভীক-হৃদয়ে দানবগণ যত্র তত্র বিচরণ করিয়া, জগতীতলস্থ-লোক-সকলকে বাধিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে নির্ভীক-দানবগণ পিতামহ-সংস্থাপিত-সুসংস্থিত-লোক-সকলের সমুচ্ছেদে বিলোপ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তত্র তত্র স্থানে তত্তৎকালে সগণ-দেবতা-সকলকে বিদ্রাবিত করিয়া, বর-দান-বশে দর্পিত-দানবগণ নিজ-নিজ ইচ্ছা অনুসারে সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। ত্রিদিববাসী দেবগণের অত্যন্ত-প্রিয় দেবোদ্যান-সকল, ঋষিগণের পবিত্র-তর-পুণ্যপ্রদ আশ্রম-সকল তথা রমণীয়-জনপদ-নিচয় বিধ্বস্ত করিয়া, দুষ্টাচারী দানবদল লোক-সকলের মর্য্যাদা বিনষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পীড্যমান-লোক-সকলের ভীষণ-দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া, করুণারসার্দ্র-হৃদয়-দেবরাজ-শক্র মরুদ্গণে পরিবৃত হইয়া, সমন্ততঃ

বজ্রপাত-সাহায্যে দুর্দ্দমনীয়-বেগ অবলম্বনে ত্রিপুর-দুর্গের বিরুদ্ধে সমর-ঘোষণা-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন।

পরন্তু পরম-পরিতাপের বিষয় এই যে, পরম-প্রযত্ন অবলম্বন-সত্ত্বেও পুরন্দরদেব দানবগণের অভেদ্য-ত্রিপুর-দুর্গ কোনরূপেই ভিন্ন করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রত্যুত পিতামহ-ব্রহ্মদেব-কর্ত্তৃক সুতীব্র-তপঃ-ফল-স্বরূপে বর-দান-ছলে প্রদত্ত-পুর-ত্রয়ের বিভেদনে দেবরাজ-বাসব শত চেষ্টা করিয়াও, কোনরূপেই যখন কৃতকার্য্য, বা সমর্থ হইলেন না, তৎকালে মানসে ভয়-ভীত-সুরপতি সেই ত্রিপুর-দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া, অনন্তর পূর্ব্ব-কথিত-বিবুধগণেরই সহিত সুরেতর বা অসুরগণ-কৃত অতীব-সুদুঃসহ-বিপ্রকার-বার্ত্তা-কথন করিবার জন্য পিতামহ-সমীপে গমন করিলেন। কিঞ্চ, সর্ব্বদেবগণের সহিত মিলিত হইয়া, দেবরাজ-শতক্রতু পিতামহ-সন্নিধানে গমন করিয়া, সমস্ত-তত্ত্ব যাবতীয়-বৃত্তান্ত যথাযথ ত্রিপুর-চরিত কীর্ত্তন-পূর্ব্বক পাদ-পীঠ-প্রদেশতলে শিরোঽবলুণ্ঠন সহ প্রণামান্তে পিতামহদেবকে ত্রিপুর-দুর্গাশ্রিত দৈত্যেন্দ্র-দানবেন্দ্র-গণের বধোপায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে তৃতীয় অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—চতুর্থ অধ্যায়

ভগবান্ লোকপিতামহ-ব্রহ্মা সহস্র-লোচন-সমীরিত-ত্রিপুর-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, দেবগণকে এই কথা বলিলেন যে, হে সুররাজ-প্রমুখ-সুরগণ! ত্রিপুর-দুর্গাশ্রিত-দৈত্য-দানবেন্দ্রগণ কেবল মাত্র জগতের, বা তোমাদের অপকার সাধন করিয়া, সন্তুষ্ট নহে, কিন্তু যে দুষ্টাচারী দুষ্টাত্মা দানবদল তোমাদিগের অসৌম্যকৃৎ, সেই অশুভ অমঙ্গলকারী দুষ্টাত্মা দানবেন্দ্রগণ আমার নিকটেও বারংবার অপরাধ করিতেছে। অসুরগণ স্বভাবতঃই দুষ্টমতি এবং তাহারা সকলেই সুর-বিদ্বেষ্টা। হে সুরগণ! যে দানব-নিবহ তোমাদিগকে নিরন্তর পীড়া প্রদান করিতেছে, সেই দানবগণ আমার নিকটেও সতত শত শত অপরাধ করিতেছে। যদিচ আমি যে সর্ব্ব-লোক-পিতামহত্ব-নিবন্ধন ভূত-সকলের পক্ষে তুল্য, বা সমান, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই, তথাপি "অধার্ম্মিকাস্তু হন্তব্যা ইতি মে ব্রতমাহিতম্", এ কথা তোমরা সবিশেষ অবগত আছ।

পক্ষান্তরে এই একটী কথা হইতেছে যে, তোমাদিগের ত্রিপুর-সম্ভূত-দুঃখ-বিবরণ শ্রবণ করিয়া, আমি বিশেষরূপে দুঃখিত হইলাম বটে; কিন্তু ত্রিপুর আমারই আদেশ-বশতঃ ময়-দানব-কর্ত্তৃক সুরগণেরও অভেদ্যরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ত্রিপুর-দুর্গ-নিবাসী অসুরশ্রেষ্ঠগণ মৎপ্রদত্ত-বরবলে নিরতিশয় উচ্ছ্রিত, বা বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতএব আমারই প্রসাদবলে বর্দ্ধিত তারক-তনয়-ত্রয় কদাচ আমা হইতে বধ-প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ ত্রিপুর-নগরে অদ্যাপি পুণ্যার্থক-ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছেন। যাবৎ ত্রিপুর-নগরে ধর্ম্ম অপ্রতিহত থাকিবেন এবং শাস্ত্র-বেদ-পুরাণ-প্রতিপাদিত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অব্যাহত-প্রভাবে চলিতে থাকিবে, যাবৎ ত্রিপুর-দুর্গে অজ এবং শিব-পূজন যথা-শাস্ত্র যথারীতি অনুষ্ঠিত হইবে, তাবৎ ত্রিপুর-বিনাশ-সম্ভাবনা সুদূরপরাহতা জানিতে হইবে।

কিন্তু, হে সুরগণ! তোমরা শ্রীশঙ্করদেবের সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক তাঁহারই সর্ব্বদেব-বন্দিত-শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলে ত্রিপুর-দাহ-বিষয়ে সমবেত-কাতর-কণ্ঠে নিশ্চিতার্থা-প্রার্থনা-জ্ঞাপন কর, সেই সর্ব্বদেবেশ্বর-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবই তোমাদিগের সকল-বাধা-বিঘ্ন, সমস্ত আপদ্ বিপদ্ দূর করিবেন, সর্ব্ববিধ-কার্য্য নিঃশেষে সম্পাদন করিবেন। লোকপিতামহ-ব্রহ্মদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, বাসবপ্রমুখ-দেবগণ অবিলম্বে শ্রীশঙ্করদেব-সন্নিধানে উপস্থিতি-পুরঃসর ত্রিপুর-সঞ্জাত-দুঃখ নিবেদন করিয়া, তদীয়-পুরোভাগে অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীশঙ্করদেবও দেবগণের কাতর-প্রার্থনা-বচন শ্রবণান্তে এই বাক্য বলিলেন যে, এই পুণ্যবান্ ত্রিপুরাধ্যক্ষ অধুনা ধার্ম্মিক-চূড়ামণিরূপে অবস্থিতি করিতেছে; সুতরাং যেখানে পুণ্য-প্রবর্ত্তন অব্যাহত, সেই স্থানের, বা স্থানাধ্যক্ষের বিনাশ-সাধনে বুধজন কখনই প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, বা প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। অপিচ, তাবৎ ত্রিপুরাধ্যক্ষ হনন যোগ্য নহে, যাবৎ ত্রিপুরালয়ে উত্তরোত্তর ধর্ম্ম বিবর্দ্ধিত হইতেছেন।

শ্রীশঙ্করদেবের উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, দেবগণ শ্রীবিষ্ণুদেব-সকাশে গমন করিলেন এবং যথাযথ আগমন-কারণ নিবেদন করিয়া, তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শ্রীবিষ্ণুদেবও দেবগণ-মুখোদ্গত-বচন-শ্রবণে ত্রিপুরালয়বাসী তারক-তনয়গণের যথাবৎ বৃত্ত অবগত হইয়া, এই কথা বলিলেন যে, এ কথা অতি সত্য যে, যেখানে সনাতন-ধর্ম্ম অবিহত-প্রভাব-বশে আত্ম-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন, সেই স্থানে কদাচ দুঃখের উৎপত্তি সম্ভাবিতা হইতে পারে না। সূর্য্যদেব পরিদৃষ্ট হইলে কি কখনও অন্ধকারকল্পনা সমর্থনযোগ্যা হইতে পারে? কদাপি নহে। শ্রীবিষ্ণুদেবের উক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরিম্লান-মুখাম্বুজ-দেবগণ অত্যন্ত দুঃখ অনুভব-পূর্ব্বক পুনরপি এই কথা বলিলেন যে, হে চক্রিন্! হে বিষ্ণো! যদি ত্রিপুর-নগরে ধর্ম্মপ্রভাব অব্যাহত, বা অক্ষুণ্ণ থাকিতে, ত্রিপুরাধ্যক্ষগণের বিনাশ সম্ভবপর না হয়, তবে ত্রিপুর-জীবিত থাকিতে আমাদিগের মুনিমহর্ষিগণের, কিম্বা

জগতীতল-বাসী অন্যান্য প্রজাবর্গের ধর্ম্মাচরণ কেমন করিয়া, সম্ভবপর হইতে পারে? এবং আমরাই বা কেমন করিয়া, সুখ-স্বচ্ছন্দতার সহিত অবস্থিতি করিতে পারি? অতএব এক্ষণে কি করা উচিত? কি উপায়ে তারক-তনয়গণের বিনাশ সম্ভাবিত হইতে পারে? এই সকল বিষয়ে আপনি যদি কোনরূপ বিচার বিবেচনা না করেন, তবে আমাদিগের গতি কি হইবে?

কিঞ্চ, হে দেব! যদি আকালিকী না হয়, তবে আপনি ত্রিপুরাধ্যক্ষ-গণের নিশ্চিতরূপে সংহৃতি-সাধনে যত্ন অবলম্বন করুন, অথবা ত্রিপুরা-শ্রিত-দৈত্যগণের বধ-সাধনার্থ উপায় অবধারণ করুন, এই কথা বলিয়া, সেই ইন্দ্র-প্রমুখ-দেবগণ তৎকালে পুনঃ পুনঃ দুঃখ-প্রকাশ-পূর্ব্বক শ্রীমন্নারায়ণদেবসকাশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং দেববর-নারায়ণ-দেবের নিকট হইতে অন্যত্র কুত্রাপি গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন না। অনন্তর ভগবান্ শ্রীমন্নারায়ণদেব বিনয়-সংযুক্ত সেই সেই দেবগণকে তথাবিধরূপে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, মানসে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, দেব-কার্য্য-সাধনার্থ এক্ষণে আমার কি করা উচিত? অতঃপর দেবকার্য্য-সাধনার্থ ভগবান্ নারায়ণদেব মনে মনে বহুবিধ-চিন্তা করিয়া, অক্ষয়-যজ্ঞসকলকে স্মরণ করিলেন। শ্রীমন্নারায়ণদেব-কর্ত্তৃক স্মৃত হইবামাত্র শ্রীবিষ্ণুদেবসকাশে সমুপস্থিত হইয়া, যজ্ঞসকল সেই দিব্য-পুরুষ-প্রবরকে প্রণাম-পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। কিঞ্চ, তৎকালে সনাতন নারায়ণ-দেব পরিম্লান-মুখাম্বুজ-দেবগণকে অবলোকন করিয়া, সনাতন-যজ্ঞ-সকলকে সমাগত হইতে দেখিয়া, সেন্দ্র-দেবগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, "অনেনোপ-সদা দেবা যজধ্বং পরমেশ্বরম্। পুরত্রয়বিনাশায় জগত্রয়বিভূতয়ে ॥" ধীমান্ শ্রীমান্ নারায়ণ-দেবের উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবগণ আনন্দোৎফুল্ল-হৃদয়ে বারাংবার সুমহান্ সিংহনাদ করিতে করিতে, যজ্ঞেশ্বরদেবের সংস্তবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে চতুর্থ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চম অধ্যায়

অনন্তর দেবদেব শ্রীমান্ নারায়ণ-দেব সম্যক্ চিন্তা করিয়া, পুনরপি সম্মুখাবস্থিত সেই ত্রিদশগণকে এই কথা বলিলেন যে, "অপাপা নৈব হন্তব্যাঃ পাপা যে চ ন সংশয়ঃ। হন্তব্যাঃ সর্ব্বযত্নেন কথং বধ্যাঃ সুরোত্তমাঃ॥ অসুরা দুর্ম্মদাঃ পাপা অপি দেবৈর্ম্মহাবলৈঃ। অর্থাৎ অপাপা বা নিষ্পাপা যে কোন ব্যক্তি কখনই হননযোগ্যা হইতে পারেন না এবং পাপ-পরায়ণ অধার্ম্মিকজনগণও যে সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বনে সর্ব্বথা বধ্য, তদ্বিষয়েও কোন সংশয় নাই। হে সুরোত্তমগণ! যদি সর্ব্বযত্নাদি উপায়াবলম্বনে পাপাচার-পরায়ণ-দুষ্ট-দানবগণের দলনে বদ্ধপরিকর না হওয়া যায়, তবে তাহারা বধ্য হইবে কিরূপে? অতএব ত্রিপুর-বিনাশ, কিম্বা ত্রিপুরাধ্যক্ষগণের বধ-সাধন যদি দেবগণের সর্ব্বথা অভিপ্রেত হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগের ধর্ম্ম-বিলোপ, বা ধর্ম্মবুদ্ধির বিনাশ সাধন করিতে হইবে, অন্যথা তাহাদিগের বিনাশ কদাচন সম্ভবপর হইবে না। এইরূপে ত্রিদশেশ্বর ভগবান্ জনার্দ্দন-দেব পাপাচার-পরায়ণ দুর্ম্মদ-দানবগণের বধোপায় চিন্তা করিয়া, ত্রিদশগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক পুনরপি বলিলেন, হে সুরগণ! যদি কোন প্রকারে দুষ্টাত্মা দানব-নিবহের ধর্ম্ম-বিলোপ সাধিত হয়, তবেই পরমেষ্ঠী ভগবান্ শ্রীরুদ্রদেবের প্রভাব-বশে পাপ-দানবগণ নিহত হইতে পারে।

কিঞ্চ, ব্রহ্মাই বা কি, দৈত্যগণই বা কি, রিপুসূদন দেবগণই বা কি, অথবা মহাত্মা মুণিগণই বা কি, প্রভু পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের প্রসাদ বিনা কেহই জীবিত থাকিতে, অথবা বর্দ্ধিত হইতে পারেন না। একমাত্র শর্ব্ব সেই শ্রীশঙ্করদেবই সকলের পক্ষেই সর্ব্বদা সর্ব্বার্থপ্রদ, বা বাঞ্ছিতার্থপ্রদাতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীশঙ্করদেব যদি একবার মাত্র ইচ্ছা করেন, তবে অবিলম্বে লীলান্যায়ে তোমাদিগের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। কিঞ্চ, দেবদেব শ্রীশঙ্করদেবই

তোমাদিগের সর্ব্বকার্য্য সম্পাদন করিবেন। সেই শ্রীশঙ্করদেবের একাংশ অর্থাৎ লিঙ্গমাত্র পূজা করিয়া দেবগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, পিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেব অর্থাৎ আমি বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। কারণত্রয়কারণ সেই শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের পূজা না করিয়া, এই বিশ্ব সংসারে কোন্ পুরুষ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন? কেহই নহে। অতএব লিঙ্গার্চ্চনবিধানবলে সন্তোষিত শ্রীশঙ্করদেবের প্রসাদসাহায্যে আমাদিগকে দুর্ম্মদ দানবগণের নিধন-সাধন করিতে হইবে।

অপিচ, হে সুরসত্তমগণ! আমার দৃঢ়-স্থিরবিশ্বাস যে, যথান্যায়ে শ্রীশঙ্করদেবের পূজা করিয়া, আমরা দানব-সত্তমগণকে জয় করিতে সমর্থ হইব। এই কথা বলিয়া, সর্ব্ব-দুঃখাপহারক সংসার-দুঃখ-নিবারক-হরাপরনামা শ্রীশঙ্করদেবকে উপসদ্-যজ্ঞ-সাহায্যে সম্যক্ পূজা করিয়া, অনন্তর প্রভু-পরমেশ্বর-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের মৃন্ময়-পার্থিবলিঙ্গ-নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক লিঙ্গার্চ্চন-বিধি অনুসারে লক্ষ-সংখ্যা-বিধায়ক-পূজন অর্থাৎ উপবেশনার্থ রত্ন-কল্পিত আসন, স্নানার্থ মনোহর-গাঙ্গ-হিমজল, পরি-ধানার্থ কল্পপাদপ-প্রসূত-নানারত্নবিভূষিত-দিব্যাম্বর, বিলেপন, বা উদ্ধূল-নার্থ মৃগ-মদামোদাঙ্কিত-চন্দন, আঘ্রাণার্থ, বা শোভার্থ ধূপ ও জাতী-চম্পক-বিল্বপত্র-রচিত-পুষ্প, প্রকাশার্থ দীপ, ভোজনার্থ সৌবর্ণ-পাত্র, তথা মণি-খণ্ড-রত্ন-রচিত অপরবিধ-কনকময়-পাত্র এবং রাজতাদি-পাত্রে ঘৃত-পায়স-পয়ো-দধি-যুত পঞ্চবিধ-ভক্ষ্য, তথা রম্ভা, আম্র, পনসাদি ফল, বা বিবিধ-প্রকার শাক অর্থাৎ ব্যঞ্জন, পানার্থ কর্পূর-খণ্ডোজ্জ্বল-রুচিকর-জল, মুখশুদ্ধ্যর্থ সুবাসিত-তাম্বূল, আতপ-নিবারণার্থ আতপত্র, বা ছত্র, বায়ু-সেবনার্থ চামরযুগল, বা ব্যজনক, মুখাবলোকনার্থ নির্ম্মল আদর্শ, আনন্দবর্দ্ধনার্থ বীণা-ভেরি-মৃদঙ্গ-কাহল-কলা, গীত, নৃত্য, তথা গুণ-কথন, মহিম-কীর্ত্তনার্থ বহুবিধা স্তুতি, সম্মানন-সম্বর্দ্ধন-গৌরব-জ্ঞাপনাভিবাদনার্থ সাষ্টাঙ্গ-প্রণতি, তথা প্রদক্ষিণ-বিধি-প্রভৃতি-প্রবর্ত্তন-পুরঃসর সমর্চ্চনা করিয়া, বিষ্ণুদেব তথা ইন্দ্র-চন্দ্রাদি-দেবগণ বিশেষতঃ শ্রীশিব-সন্তোষণার্থ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে শ্রীশিব-সন্তোষণার্থ লক্ষ-সংখ্যাবিধায়ক-লিঙ্গ-সম্পূজনের অনন্তর শ্রীরুদ্র-যাগে প্রবৃত্ত হইয়া, অর্থাৎ বিষ্ণুদেব ও ইন্দ্রচন্দ্রাদি ইতর-সুর-সাধারণদেবগণ শ্রীশিব-যজনে প্রবৃত্ত হইয়া, সহসা অবলোকন করিলেন যে, শূল-শক্তি-গদা-শোভিত-হস্ত, দংষ্ট্রা-চাপশিলাদি-আয়ুধে ভূষিত, নানা-প্রহরোণোপেত, নানা-বেশধর, কালাগ্নিরুদ্র-সঙ্কাশ, কাল-সূর্য্যোপম সহস্রশঃ ভূতসঙ্ঘ কোথা হইতে আবির্ভূত হইলেন। কিঞ্চ, সহসা আবির্ভূত ঐ সকল-ভূতসঙ্ঘ লিঙ্গরূপী শ্রীশঙ্করদেবকে প্রণাম করিয়া, অবস্থিত হইলে, শ্রীবিষ্ণুদেব তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, হে ভূতগণ! তোমরা দৈত্য-পুর-ত্রয়ে গমন-পূর্ব্বক উক্ত দৈত্যপুর-ত্রয়কে দগ্ধ করিয়া, ভিন্ন করিয়া এবং ভগ্ন করিয়া, জগতের ভূত্যর্থে যে স্থান হইতে সমাগত হইয়াছ, পুনরপি সেই স্থানে প্রতিগমন কর। অনন্তর ভূতগণ সাক্ষাৎ পরমাত্মা, পরমেশ্বর, লিঙ্গরূপী, দেবদেবেশ্বর শ্রীশঙ্কর-দেবকে প্রণিপাত করিয়া, যথাগত প্রতিগমন করিলেন। অতর্কিতভাবে প্রাদুর্ভূত ঐ সকল ভূতসঙ্ঘকে অবলোকন করিয়া, পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণুদেব সন্তপ্ত-মানসে সন্তপ্ত-মহেন্দ্রাদি-দেব-গণের প্রতি ক্ষণ-কাল-মাত্র-ব্যাপী দৃষ্টি-পাত-পূর্ব্বক "কিং কৃত্যমিতি", চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পুনশ্চ, শ্রীবিষ্ণুদেব চিন্তা করিলেন যে, আমি কেমন করিয়া, প্রযত্না-বলম্বন-সহকারে সেই সুপ্রসিদ্ধ-দুরাত্মা-দুর্দ্দান্ত-দুর্ম্মদ-দুষ্ট-দৈত্য-দানবেন্দ্র-গণের সমর-কুশল-বল-সকলের বিনাশ-সাধন-পুরঃসর পরমেষ্ঠী শ্রীপর-মেশ্বরদেবের প্রসাদ-বশে দেবকার্য্য সম্পাদন করিব? অপিচ, অভি-চার-প্রক্রিয়াবলম্বনে ধর্ম্মিষ্ঠ-গণের নাশ সম্ভাবিত হইতে পারে না, একথা সুনিশ্চিতা। ত্রিপুরালয়বাসী ধর্ম্মিষ্ঠ দৈত্য-দানবেন্দ্র এবং তদীয় অনু-চরগণের মধ্যে সকলেই ধর্ম্মাচরণব্যাপারে সমধিক অনুরক্ত। ত্রিপুর-দুর্গাশ্রিত দৈত্য-দানবগণ কেবলমাত্র ধর্ম্মাচরণবলে অবধ্যতা প্রাপ্ত হই-য়াছে। সুমহৎ পাপের অনুষ্ঠান করিয়াও, যাহারা শ্রীরুদ্রদেবের অভিতঃ অর্চ্চনা করে, সেই সকল ব্যক্তি সর্ব্ববিধ-পাতক হইতে বিমুক্তা হইয়া থাকে। পদ্ম-পত্রের উপরিভাগে জল অবস্থিত হইলেও, বাস্ত-বিক পক্ষে সদা-নির্লিপ্ত-পদ্ম-পত্র যেমন জলের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে,

সেইরূপ দৈত্য-দানবেন্দ্রগণও শ্রীরুদ্রদেবের সমর্চ্চনাবলে সর্ব্বকাল পাতক-রাশি হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছে। শ্রীশঙ্করদেবের পূজা করিলে, অবশ্যই এই ভূমণ্ডলে প্রচুরতর-ভোগ-সম্পত্তির অধিকারী হওয়া যায়, সুতরাং লিঙ্গার্চ্চন-পরায়ণ-দৈত্য-দানবেন্দ্রগণ দেবগণেরও স্পৃহণীয়-বিপুল-ভোগ-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, নিত্য-নূতন-ভোগ-বিলাস-দ্বারা আত্ম-বাসনা চরিতার্থ করিতেছে। এই ত্রিপুর-দুর্গে ধর্ম্ম-বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া, যদি ত্রিপুরবাসী দৈত্য-দানবেন্দ্রগণের ধর্ম্মাচরণ প্রতিরুদ্ধ করা না হয়, তাহা হইলে, ত্রিপুর-দুর্গাশ্রিত তারক-তনয়গণের বিনাশ কদাপি সম্ভব-পর হইবে না। অতএব আমি ধর্ম্ম-বিঘ্ন-সমাচরণ-পূর্ব্বক আত্ম-মায়া-বিস্তার-সাহায্যে দৈত্যগণের দেহনাশার্থ ত্রিপুর-দুর্গের সংহার সাধন করিব।

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু উক্তরূপ বিচার করিয়া, পশ্চাৎ পূর্ব্বকথিত-সুরারিগণের ধর্ম্মাচরণে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। যাবৎ ত্রিপুর-দুর্গে ধর্ম্মাচরণ, বেদধর্ম্ম, তথা শিব-লিঙ্গার্চ্চন অব্যাহত থাকিবে, যাবৎ যথারীতি শুচিকৃত্যাদি যথাবৎ অনুষ্ঠিত হইবে, তাবৎ ত্রিপুর-দুর্গাশ্রিত-দানবগণের বিনাশ অত্যন্ত অসম্ভাবনাগ্রস্ত জানিতে হইবে। অতএব অবশ্যই এইরূপ ব্যবস্থাপ্রণয়ন করিতে হইবে যে, যাহার দ্বারা ত্রিপুর-দুর্গ হইতে ধর্ম্মাচার চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, দেবগণের হিত-সাধনার্থ ভগবান্ বিষ্ণু তৎকালে মনে মনে ধর্ম্মবিঘ্ন উৎপাদনার্থ উপায়াবধারণব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। কিঞ্চ, ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের প্রতি যথা স্থানে গমন করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিলে, দেবগণ বিষ্ণুর আজ্ঞা শিরোধারণযোগ্যা মনে করিয়া, অবিলম্বে স্ব-স্ব-বাসভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু দেবকার্য্যসাধনার্থ ত্রিপুরবিনাশ অভিপ্রায়ে যে উত্তম বিধির আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, সর্ব্ব-পাপ-প্রমোচন সেই বিধি-বিষয়ে আমি সর্ব্ব-পাপ-প্রণাশিনী কথা কীর্ত্তন করিতেছি, পাঠকমহোদয়গণ শ্রবণ করুন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে পঞ্চম অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—ষষ্ঠ অধ্যায়

পূর্ব্বপ্রতিপাদিত-বিচার-বিবেচনার অনন্তর মায়ী, চক্রী, মহাতেজাঃ বিষ্ণু দেব-হিতার্থে ত্রিপুরবাসী দৈত্যগণের আচরিত-ধর্ম্ম-কার্য্যে বিঘ্ন-সঞ্জননাভিপ্রায়ে স্বাত্ম-সম্ভব এক মায়াময়-পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। মুণ্ডিত-মস্তক, মলিন-বসনধারী, কুণ্ডী অর্থাৎ কমণ্ডলু-পাত্র-সমন্বিত, পদে পদে হস্তে ধৃত পুঞ্জিকা-চালনে তৎপর, সদাকাল মুখে বস্ত্রযুক্ত-হস্ত-ক্ষেপণ-পরায়ণ, "ধর্ম্ম", "ধর্ম্ম", এইরূপ ব্যাহরণশীল সেই পুরুষ বিষ্ণুদেব-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইবা মাত্র অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক বিষ্ণুদেবকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার পুরোভাগে অবস্থিতিসহকারে এই বাক্য বলিলেন যে, হে অরিহন্! পূজ্য! আমি কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, আপনার তুষ্টি-সম্পাদন করিব? তাহা বলুন, আমার কর্ত্তব্য কার্য্য কি? তাহা আদেশ করুন। মায়াময় পুরুষের উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ বিষ্ণু কহিলেন, তুমি যে কার্য্যসম্পাদনার্থ নির্ম্মিত হইয়াছ, তাহা কথন করিতেছি, অবধারণ-পূর্ব্বক অবগত হইতে চেষ্টা কর।

হে পুরুষ! তুমি আমার অঙ্গ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ, সুতরাং মদীয়-কার্য্য-সম্পাদনে তোমার বিশেষরূপে যত্ন করা উচিত। কিঞ্চ, আমার কার্য্যসাধনে যত্ন-পরায়ণ হইলে, মদীয়-পুরুষ-বোধে তুমি সকলের নিকটে পূজ্য ও সমাদরণীয় হইবে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। হে মায়িন্! ষোড়শ-সহস্র-শ্লোকে পরিপূর্ণ, শ্রৌত-স্মার্ত্ত-বিরুদ্ধ, বর্ণা-শ্রম-বিবর্জ্জিত, ইহৈব স্বর্গ-নরক-প্রতিপাদনপর, বেদভ্রংশময়, কর্ম্মবাদ-পর, মায়াময়, শুভ-শাস্ত্রগ্রন্থ আমি তোমাকে অধ্যয়ন করাইব। এই শাস্ত্র আমার নিকট হইতে তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং উক্ত-মায়াময়-শাস্ত্র তোমার দ্বারা ক্রমে বিস্তারলাভ করিবে। আমি তোমাকে তথাবিধ-মায়াময়-শাস্ত্রের বিস্তার-কল্পে তাদৃশ-সামর্থ্য দান করিতেছি,

যে সামর্থ্যের পরিচালন করিয়া, তুমি তৎসমান-জাতীয় অন্যান্য-শাস্ত্র-গ্রন্থ-নির্ম্মাণে সমর্থ হইবে। অপিচ, বশ্যাবশ্যকরী-বিবিধা-শুভা-মায়া, রোধনা-রোধনাত্মক, ইষ্টানিষ্টাত্মক ও প্রকৃষ্ট-দৃশ্যাত্মক-বিবিধ-বিচিত্র-কৃত্য এবং নানাবিধ-পিশুন-কল্পনা, এই সকলই তোমা হইতে আবির্ভূত হইবে।

শ্রীবিষ্ণুদেবের মুখারবিন্দ-নির্গতা উক্তরূপ-বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, সেই মায়াময়-পুরুষ শ্রীবিষ্ণুদেবকে নমস্কার-পূর্ব্বক "কর্ত্তব্যমাদিশাধুনা", এই কথা বলিয়া, সেই স্থানে অবস্থিত হইলে, স্বয়ং অচ্যুতদেব সেই মায়াময়-পুরুষকে স্বপ্রণীত-সূত্রভূত-মায়াময়-শাস্ত্র পাঠ করাইলেন। এইরূপে সেই মায়াময়-পুরুষকে মায়াময়-শাস্ত্রের উপদেশ করিয়া, স্বয়ং বিষ্ণু পুনরপি সেই পুরুষকে এই কথা বলিলেন যে, হে মায়াময়-পুরুষ! আমি যে তোমাকে এই মায়াময় শাস্ত্রের উপদেশ করিলাম, এই শাস্ত্র-দ্বারা তুমি আমার আজ্ঞানুসারে ত্রিপুরালয়বাসী দৈত্যেন্দ্রগণকে পরি-মোহিত করিবে এবং এই সকল দানবেন্দ্রকে তুমি এই মায়াময়-শাস্ত্র পাঠ করাইয়া, সেই স্থানে অসংশয়িতরূপে প্রকাশমান-শ্রৌত-স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম-সকল যাহাতে অপ্রকাশতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ত্রিপুরালয়বাসী দৈত্য-দানবগণের হৃদয়ে প্রকাশিত, বা প্রতিভাত-প্রকৃত-ধর্ম্ম-সকল সংশয়, অবিশ্বাস, বা বিপরীত-জ্ঞান-লক্ষণ অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া, যাহাতে একেবারে তিরোহিত, বা বিলুপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে সতত চেষ্টা করিবে।

ফল কথা এই যে, মৎকর্ত্তৃক-প্রদত্তা এই বিদ্যার-সাহায্যে তোমা-কর্ত্তৃক পাঠনীয় ও মোহনীয়-দৈত্য-দানবগণের যাবতীয়-ধর্ম্ম-কর্ম্ম যাহাতে স্ফুটিত হয়, পুরত্রয় ধর্ম্ম-বিলোপ-বশতঃ যাহাতে অতি শীঘ্র বিনাশের পথে অগ্রসর হয়, তদ্বিষয়ে স্বতঃ পরতঃ যত্নবান্ হওয়াই তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব আমি পুর-ত্রয়-বিনাশার্থ তোমার প্রতি আদেশ প্রদান করিতেছি যে, হে মায়াময়-পুরুষ! তুমি শীঘ্রগতি ত্রিপুরবাসী দৈত্য ও দানবগণের বিনাশার্থ তথায় গমন কর। কিন্তু, তুমি এই মায়াময়-শাস্ত্রোক্ত-নিজ-ধর্ম্ম-প্রকাশ করিয়া, সেই পুর ত্রয়ের

বিনাশ-সাধন-পূর্ব্বক যাবৎ কলিনামা পুরুষ, বা কলিকাল সমাগত না হয়, তাবৎকাল-পর্য্যন্ত মরুস্থলী-প্রদেশে গমন-পূর্ব্বক স্বধর্ম্মানুশীলন-সহকারে অবস্থিতি করিবে। পশ্চাৎ কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে, তুমি স্বীয়-ধর্ম্মের পুনঃ প্রচার, বা প্রকাশ-সাধন করিবে এবং শিষ্য, প্রশিষ্য ও তদীয়-শিষ্য-পরম্পরা-সাহায্যে মদুক্ত এই মায়াময়-ধর্ম্মের প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি-সাধন করিবে। হে মায়াময়-পুরুষ! আমি তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, আমার আজ্ঞাপ্রভাবে ভবদীয়-ধর্ম্ম নিশ্চিতই অতি বিস্তার লাভ করিবে। তথা তুমি এবং তোমার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ, তোমরা সকলে যদি নিত্যকাল আমার আজ্ঞা-প্রতিপালনপুরঃসর এই মায়াময়-শাস্ত্রোক্ত-ধর্ম্মের প্রচার-সাধন-দ্বারা ত্রিপুর-বিনাশে সহায়তা কর, তবে তোমরা সকলেই মামকী গতি প্রাপ্ত হইবে।

প্রভবিষ্ণু-বিষ্ণুদেব-কর্ত্তৃক তৎকালে এইরূপ আজ্ঞা প্রদত্তা হইলে, অনন্তর সেই মুণ্ডী মায়াময়-পুরুষ শ্রীবিষ্ণুদেবের আজ্ঞা-পরিপালন-পূর্ব্বক তৎকালেই চারিটী শিষ্য নির্ম্মাণ করিলেন এবং পূর্ব্ববর্ণিত নিজ-যথা-ভূতস্বরূপানুসারে নির্ম্মিত-শিষ্য-চতুষ্টয়কে মায়াময়-শাস্ত্রোক্ত-যথা স্বরূপ-ধর্ম্মোপদেশ-দানার্থ স্বয়ং মায়াময়-শাস্ত্র পাঠ করাইলেন। শ্রীবিষ্ণুদেব-নির্ম্মিত-মায়াময়-পুরুষ স্বয়ং যে স্বরূপে বিভূষিত, তদনুরূপ-স্বরূপে অর্থাৎ বেশ, ভূষা, আচার, ব্যবহারাদি-সর্ব্ববিধ-স্বভাব, বা চারিত্র্য-শোভিত, মুণ্ডী, শুভ-শিষ্য-চতুষ্টয়ের সহিত শ্রীবিষ্ণুদেবকে নমস্কার করিয়া, সেই স্থানে অবস্থিত হইলে, স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুও তৎকালে সুপ্রীত অন্তঃ-করণে পরম-প্রেম-পূর্ণ-মানসে নবজাত-শিষ্য-চতুষ্টয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, সংস্তবন-বাক্যে বলিলেন যে, তোমরা ধন্য হইয়াছ। অধিকন্তু আমি তোমাদিগকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তোমাদের গুরু যেমন সর্ব্ববিষয়ে উপযুক্ত, তোমরাও তেমনি মদীয়-আজ্ঞা-বচন-বলে গুরুর অনুরূপ সদ্‌গুণ-গণে গুম্ফিত হইয়া, পরম-শ্রদ্ধেয়তা প্রাপ্ত হইবে।

এইরূপে সেই মুণ্ডি-চতুষ্টয় পাষণ্ড-ধর্ম্ম-সমাশ্রয়ণ-পূর্ব্বক হস্তে কমণ্ডলু-পাত্র-ধারণ, তুণ্ডে বস্ত্র-খণ্ড ধারণ, কটি-দেশে মলিন-বসন-ধারণ,

তথা অপর হস্তে পুঞ্জিকা, অর্থাৎ বস্ত্র-খণ্ড-বিনির্ম্মিত-মার্জ্জনী-ধারণ, মুখে অল্পভাষণ, তথা "ধর্ম্মো লাভঃ পরং তত্ত্বং," এইরূপ কথন-পুরঃসর মুদান্বিত-হৃদয়ে হর্ষ-নির্ভর-মানসে ভগবান্ বিষ্ণুদেবকে নমস্কার করিয়া, অবস্থিত হইলে, শ্রীবিষ্ণুদেব তাঁহাদিগকে তৎকালে হস্তে ধারণ করিয়া, "যথা ত্বঞ্চ তথৈতে বৈ মদীয়া নৈব সংশয়ঃ।" এই কথা বলিয়া, গুরুর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে ষষ্ঠ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—সপ্তম অধ্যায়

অনন্তর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেব প্রথমোৎপন্ন সেই মায়াময়-পুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে, তোমার প্রথম নাম যেমন আদিরূপ, সেইরূপ পূজ্যত্ব-প্রযুক্ত পূজ্য, ঋষি, যতি, আচার্য্য, তথা উপাধ্যায়, এই সকল-নামেও তুমি প্রসিদ্ধিলাভ করিবে। কিঞ্চ, তোমরা সকলে আমারও শুভ-নাম গ্রহণ করিবে। "অহিরন্," আমার এই পাপ-প্রণাশন-নাম তোমাদিগের দ্বারা গ্রাহ্য এবং ধ্যেয় হইলে, অবশ্য তোমাদিগকে সদাকাল শুভফল প্রদান করিবে। অধিকন্তু আমার বক্তব্য এই যে, তোমরা সকলে লোক-সুখাবহ-কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপে যথোচিত উপদেশ-দান-পূর্ব্বক বিদায়-দান-কালে ভগবান্ বিষ্ণু শিষ্য-চতুষ্টয়ে পরিবৃত সেই মায়াময়-পুরুষের প্রতি যখন শুভ-জয়াশীর্ব্বাদ-প্রয়োগ করিলেন, তৎকালমাত্রেই সেই মায়ী পুরুষ শিষ্যগণের সহিত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেবকে প্রণাম করিয়া, অবিলম্বে ত্রিপুরদুর্গে প্রবেশ করিলেন এবং তূর্ণগতি ত্রিপুর-দুর্গান্তর্গত নিকটস্থ উপবনে গমন করিয়া, সেই মুণ্ডী মায়ী ঋষি শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া, অবস্থিতি-সহকারে মায়ি-গণের মোহকর্ত্রী মায়ার প্রবর্ত্তন করিলেন।

অপিচ, মায়াময়-পুরুষ-কর্ত্তৃক মোহিনী মায়ার প্রবর্ত্তন-ফলে তৎকালে সেই স্থানে যে যে ব্যক্তি গমন করিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই মায়াময়পুরুষের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। অধিক কি বলিব? যে যে ব্যক্তি সেই স্থানে গমন করিয়া, মায়ী পুরুষগণের দর্শনমাত্র করিলেন, তাঁহারা সকলেও অচিরকালমধ্যেই মায়ী পুরুষগণের দর্শন মাত্রেই মায়া-মোহ-পরায়ণ হইলেন। অপর অধিক কি বলিব? ত্রিপুরালয়বাসী দানবগণের চিত্ত-সমাকর্ষণার্থ প্রভবিষ্ণু, মায়ী, চক্রী, কৌশলী শ্রীবিষ্ণুদেবের বৈষ্ণবী-মায়া-শক্তি-কৃত-নিয়োগ-বশে ভক্ত-প্রবর নারদও দৈত্যপুরে প্রবেশ-পূর্ব্বক অন্যান্য-মায়িগণের সহিত মিলিত

হইয়া, শ্রীবিষ্ণুদেব-কর্ত্তৃক-সৃষ্ট-মায়াময় সেই পুরুষের নিকটে দীক্ষিত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ নারদ রাজান্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া, পুর-ত্রয়াধ্যক্ষ-তারক-তনয়-ত্রয়ের নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

নারদ কহিলেন, মহারাজ! আপনার এই ত্রিপুরান্তর্গত উপবনে কোন একজন ধর্ম্মপরায়ণ যতী সমাগত হইয়াছেন। আমি অনেক সময়ে অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছি, এবং বহুবিধ ধর্ম্মাচার অব-লোকন করিয়াছি, কিন্তু আপনার ত্রিপুর-সংলগ্ন উদ্যানে যে ধর্ম্ম-পরায়ণ যতিপ্রবর সমাগত হইয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মাচারের অনুরূপ ধর্ম্মাচার আমি অপরত্র কুত্রাপি অবলোকন করি নাই। হে মহারাজ! আমি আপনাকে আর বেশী কি বলিব? এই যতি-প্রবরের সনাতন-ধর্ম্মাচারের সমুজ্জ্বল আলোকে, বা সুদৃঢ় আকর্ষণ-বলে আলোকিত অন্তঃকরণে, আকৃষ্ট-হৃদয়ে, আমরাও তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হইয়াছি। হে মহারাজ! আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, আপনিও সেই ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ যতিপ্রবরের নিকটে দীক্ষিত হইতে পারেন। ছলবিস্তারে সুচতুর-সুনিপুণ-কৌশলজ্ঞ-নারদের উক্তরূপ-বাক্য-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া, দীক্ষা-গ্রহণ-তৎপর-মানসে পুরত্রয়াধ্যক্ষ তারক-তনয়-ত্রয় সেই যতি-বর-সমীপে গমন করিলেন।

শ্রীবিষ্ণুদেব-কর্ত্তৃক সৃষ্ট-মায়াময়-পুরুষের মোহিনী-মায়া-প্রভাবে মোহিত-জনগণকে অবলোকন করিয়া, তথা ভগবান্ নারদ যাঁহার নিকটে দীক্ষিত হইয়াছেন, ইচ্ছা করিলে আমরাও তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব, এইরূপ বিদিত হইয়া, ত্রিপুরাধ্যক্ষত্রয় মনে মনে তৎকালে বিপুল আটোপ, অর্থাৎ গর্ব্ব, বা সম্ভ্রম অনুভব-পূর্ব্বক আত্মীয়গণ সহ কার্য্য-সাধন অর্থাৎ দীক্ষা-গ্রহণ-কার্য্য-সম্পাদনার্থ মায়াময়-পুরুষের সন্নিধানে গমন করিলেন। আত্মীয়-পরিজন, তথা প্রকৃতি-বর্গে পরিবেষ্টিত-ত্রিপুরাধ্যক্ষত্রয় মায়াময়-পুরুষ-সমীপে গমন-পূর্ব্বক ও মায়াময় মহাত্মা সেই পুরুষের উদ্দেশে প্রণাম-পূর্ব্বক করজোড়ে কহিলেন, হে নির্ম্মলাশয়! মহাত্মন্! আপনি অনুগ্রহ-পরবশতা-প্রযুক্ত আমাদিগকে দীক্ষা দান করুন। আপনারা সকলেই

বিমলাশয় ও মহর্ষি-সমান-প্রভাবশালী, সুতরাং আপনাদের নিকটে আমরা বিমল-জ্ঞান ও উদার-ধর্ম্মোপদেশ-লাভ করিবার জন্য সমাগত হইয়াছি।

হে নতলোকবন্ধো! স্বামিন্! আপনাকে নমস্কার, হে কারুণ্য-সিন্ধো! আমরা ভবাব্ধিমধ্যে অর্থাৎ অপার-সংসার-সমুদ্র-মধ্যে সম্যক্-রূপে নিমজ্জিত হইয়াছি। হে সদ্‌গুরো! আপনি আমাদিগকে ঋজু অথচ অতিকারুণ্য-সুধাভিবর্ষিণী অমোঘ-কটাক্ষ-দৃষ্টি-সাহায্যে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক ভববারিধি হইতে উদ্ধৃত করুন। আমরা দুর্ব্বার-সংসার-দাবাগ্নিতাপে নিতান্ত-পরিতপ্ত, তথা প্রবল-দুরদৃষ্টপবন-প্রবাহ-পাতে নিরন্তর দোধূয়মান হইতেছি। অতএব হে স্বামিন্! আমরা ভীত হইয়া, আপনার অভয়চরণে শরণ লইতে ইচ্ছা করিয়াছি, আপনি দয়ার্দ্র-হৃদয়ে আমাদিগকে আশ্রয়-দান-পূর্ব্বক বৈবস্বত-দেবের করাল-কবল হইতে পরিপালন করুন। কারণ, আমরা অদ্য পর্য্যন্ত শরণ্যান্তর অবগত নহি। কুসুমাকর-বসন্তঋতু যেমন লোকহিত আচরণার্থ ধরণী-তলে অবতীর্ণ হইয়া থাকে, সেইরূপ শান্ত অর্থাৎ শম-গুণ-যুক্ত, মহান্ অর্থাৎ সদয়োদার-বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানাঞ্চিত-হৃদয়বান্, “সন্” সাধু অর্থাৎ শোভনাচরণ-পরায়ণ মহাপ্রাণ মহাজনগণ লোকহিতার্থে পৃথিবীতলে নিবাস করিতেছেন। হে মহাত্মন্! যদিচ আপনারা স্বয়ং পরমেশ্বর-সেবা-সমধিগত-সারবৎ-হৃদয়ে বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান লাভ করিয়া, বিজ্ঞান-নৌকা-সাহায্যে ভীম-ভবার্ণবের পরপারে সমুত্তীর্ণ, বা অবতীর্ণ হইয়াছেন, তথাপি নিষ্কারণ-করুণা-বশে আপনাদের কি আমাদের ন্যায় অধম-জনগণের ভব-সাগর-তারণে অর্থাৎ অপারাসার--সংসার-পারাবার-পর-পার-প্রাপণে পর-পার-প্রাপণ-সাধনীভূতা তরণি-প্রেরণ-পূর্ব্বক সহায়তাদান করা সমুচিত নহে?

মহাত্মগণের এইরূপই স্বভাব হইতেছে যে, তাঁহারা স্বতঃই পরকীয়-পরিশ্রমাপনোদনপ্রবণতা-প্রযুক্ত শিরোদেশে বিধৃত-পরকীয়-গুরুতর-ভার-ভরাপহরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। হে দেব! নিদাঘকালীনাবসান-রমণীয়-দিবসাপগমে নিশীথিনী-সমাগমে পূর্ব্ব-গগন গাত্রে প্রান্তাধোভাগে

সমুদিতমাধব-মাসীয়, বা জ্যৈষ্ঠীয়-সুধাংশুদেব স্বয়ং দিবাকর-খরতর-কর্কশ-কর-নিকর-প্রভাবে পরম-পরিতপ্ত হইয়াও কি অর্ক-কর্কশ-প্রভাভিতপ্তা ভূতধাত্রী ধরিত্রীদেবীর তাপোপশমনে অর্থাৎ অবনে স্বীয়-সুধা-শীতল-কর-নিকরবিকীরণে অলসতা, অথবা ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন? কখনই নহে। হে বিশুদ্ধবিজ্ঞানবিরোচনাঞ্চিত! গুরো! ব্রহ্মানন্দ-রসানুভূতি-কলিত-পবিত্রতম-সুশীতল-পরম-গম্ভীরোদার-গুণ-গণ-গরীয়ান্, পরম-রমণীয়-পর-তত্ত্ব-প্রকাশক, উপদেশ-সহস্র-যুক্ত-ভবদীয়-বাক্য-কলস হইতে সহস্রধারে উচ্ছিত-শ্রুতি-সুখ-কর-বাক্যামৃত-সিঞ্চনে কি আপনি আমাদিগকে পরিসিঞ্চিত করিবেন না? অবশ্যই করিতে হইবে। ভব-তাপ-দাব-দহন-জ্বালা শতে সন্তপ্ত, বা সমাকুল হইয়া, এই যাবতীয় আত্মীয়-পরিজনগণে পরিবৃত এই ত্রিপুরাধিপতিত্রয় সংসারানলসন্তাপোপশমন প্রার্থনা করিতেছে, হে প্রভো! আপনি দীন অনাথগণের প্রতি দয়া-প্রকাশ-পূর্ব্বক যুষ্মদ্-বাক্য-কলস-নির্গলিত-সুধা-ধারা-সহস্র-সাহায্যে অজস্র আমাদিগকে পরিপ্লাবিত করুন।

হে যতিবর! যাঁহারা ক্ষণকালের জন্যও আপনার ক্ষপিত-কলঙ্ক-কশ্মললিত-লোচন-যুগলের সদয়োদার-দৃষ্টিপাত-পথে অবস্থিতি করেন, যুষ্মদীয় অনুগ্রহবশে পাত্রীকৃত-স্বীকৃত সেই জনগণই এই জগতীতলে ধন্য-ধন্যতর-ধন্যতমরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। হে প্রভো! আমরা কেমন করিয়া, এই ভীষণ-ভবসিন্ধুর পরপারে গমন করিব? কল্লোলকোলাহল-পরিপূর্ণ, উত্তাল-তরঙ্গ-মালা-মালিত-দুস্তরসংসার-সাগর-তরণে কিরূপে সমর্থ হইব? আমাদিগের কীদৃশী গতি নির্দ্ধারিতা হইবে? হে দীনদয়াময়! আমরা ত কিছুই অবগত নহি। সংসার-সাগর-সন্তরণে "কতমোঽস্ত্যপায়ঃ?" হে নিষ্কারণ-করুণাকর! গুরো! আপনি কৃপা-পূর্ব্বক উক্ত-জটিল প্রশ্নটীর যথাযথ-সদুত্তর প্রদান করিয়া, আমাদিগের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করুন। হে ব্রহ্মন্! জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা-সাহায্যে আপনি আমাদিগের অজ্ঞানতিমিরান্ধ, মোহনিদ্রা-নিমীলিত, বিষয়াভিলাষানুরাগ-রোষকষায়িত, রক্তোৎপল-দল-সদৃশ-লোহিত-লোচন-যুগল উন্মীলিত করিয়া, গুরুকৃত্য-সম্পাদন-পূর্ব্বক আমাদিগকে

এই অপার-সংসার-কান্তার হইতে রক্ষা করুন, আমাদিগের সংসার-দুঃখের ক্ষতি-ক্ষয়-সাধন-পুরঃসর মোক্ষানন্দের বিস্তার-সম্পাদন করুন, অজ্ঞান-পঙ্ক-পরিমগ্ন, অপেত-সার, দুঃখালয়, মরণ-জন্ম-জরা-প্রভৃতি-সাহায্যে অবসক্ত আমাদিগের এই অনিত্য-সংসার-বন্ধন ছেদন করুন।

অপিচ, "অহং প্রপন্নোঽস্মি পদাম্বুজং প্রভো, ভবাপবর্গং তব যোগি-ভাবিতম্। যথাঞ্জসাজ্ঞানমপারবারিধিং, সুখং তরিষ্যামি তথানুশাধি মাম্॥" এই কথা বলিয়া, যখন স্বজন-সমভিব্যাহারে করজোড়ে ত্রিপুরাধ্যক্ষত্রয় মায়াময়-যতিবরের পুরোভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তৎকালে মায়াময়-যতিবর মুণ্ডী মহারাজ-ত্রিপুরাধ্যক্ষ-ত্রয়-কর্ত্তৃক অভিহিত উক্তরূপ-পরম-বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমার পরমবচন শ্রবণ করুন। হে রাজন্! আপনি যদি অগ্রে আমাকে এইরূপ বর-বচন-প্রদান করেন যে, আমি যাহা বলিব, তাহার অন্যথাচরণ, বা বিলোপ-সাধন করিবেন না, তবে আমি আপনাকে আপনার প্রার্থনানুসারে মহোপদেশ প্রদান করিব, অন্যথা নহে। সেই মায়াময়-পুরুষের "বরং ত্বং বচনং দেহি ন লোপ্যং বচনং মম।" এইরূপ প্রতিশ্রুতি-প্রার্থনাপর-পরম-বচন-শ্রবণ করিয়া, মায়াময়-পুরুষের মোহিনী-শক্তি-প্রভাবে মুগ্ধ, মোহময়, বা মায়াময়-প্রায় হইয়া, পর-পরিচালিত-যন্ত্র-সাহায্যে প্রেরিত-পুত্তলিকার ন্যায় ত্রিপুরাধ্যক্ষ-ত্রয় করজোড়ে কহিলেন, আপনি যদি দয়া করিয়া, আমাদিগকে দীক্ষা-দান করেন, তবে কদাপি আমরা আপনার বচনের অন্যথাচরণ, বা বিলোপ-সাধন করিব না।

"যদা চ দাস্যসি ত্বঞ্চ তৎ তথৈব ন চান্যথা", এই প্রতিশ্রুতি-মূলক উত্তরবচন শ্রবণ করিয়া, ঋষিসত্তম সেই মায়াময়-যতিবর পরমানন্দের সহিত নিজ-মুখ-গহ্বর, বা আনন-মণ্ডল হইতে বস্ত্র-খণ্ড দূরীকৃত করিয়া কহিলেন, হে রাজশার্দ্দূল! আপনি আসুন মৎপ্রদত্ত এই মন্ত্র গ্রহণ করুন। এই কথা বলিয়া, "যতির্মায়াময়ঃ" সেই মহারাজ-তারকাক্ষ, বিদ্যুন্মালী ও কমলাক্ষ-প্রভৃতির কর্ণে যদ্দ্বারা ধর্ম্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, তথাবিধ স্বীয়-তত্ত্ব কথন করিলেন। দীক্ষাগ্রহণকারী সেই জনগণের পর-মোৎসাহব্যঞ্জক-বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া, ত্রিপুরালয়বাসী যে কোন

দৈত্য-দানব-পুঙ্গব, অথবা তদীয় অনুচরানুচরগণ, সকলেই তৎক্ষণাৎ সেই মায়াময়-যতিবরের নিকটে দীক্ষিত হইলেন। অধিক কি বলিব? মুনিবরের শিষ্য-প্রশিষ্যগণে তৎক্ষণমাত্রেই সেই সুমহৎ-ত্রিপুর পরিব্যাপ্ত, বা পরিপূর্ণ হইয়া, বিনাশোন্মুখ-প্রদীপের ন্যায় এক হীনপ্রভ, অথচ অত্যুজ্জ্বল অভিনব-সৌন্দর্য্যাধারে পরিণত হইল।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে সপ্তম অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—অষ্টম অধ্যায়

অনন্তর শ্রীবিষ্ণুদেব-প্রেরিত-মায়াময়-যতি-প্রবর মুণ্ডী উক্ত-প্রণালী অনুসরণে ত্রিপুর-নগর-নিবাসী দৈত্য-দানবেন্দ্রগণ ও তদীয় অনুজীবিগণের দীক্ষা-দান-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া, ক্রমে নিজ-ধর্ম্মমতের প্রভাববিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন। ষোড়শ-সহস্র-গ্রন্থাত্মক ইহৈব স্বর্গ-নরকপ্রত্যয়াবেদক, অন্যথা স্বর্গ ও নরকের অনস্তিত্ব-জ্ঞাপক, শ্রৌত ও স্মার্ত্তবাদ-বিরুদ্ধ, বর্ণাশ্রমাচার-বিবর্জ্জিত, কর্ম্ম-বাদ-পর, বেদ-ভ্রংশময়, মায়াময়-স্বীয়-শাস্ত্রমত, অর্থাৎ চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, ও আর্হত-প্রভৃতি-নাস্তিক-দর্শনষট্‌কের মূল-সূত্রভূত-নাস্তিক-বাদ-প্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই মায়াময়যতিবর প্রথমতঃ স্ত্রী-ধর্ম্ম খণ্ডন করিলেন। পশ্চাৎ শ্রাদ্ধ-ধর্ম্ম, শিব-পূজা, অনেকশঃ যজ্ঞস্থলে বিষ্ণুর যজ্ঞভাগ, স্নান, দান, সর্ব্বকাল-সুশোভনতীর্থ-জলে শুভ আরোগ্যাবগাহন, যে কোনরূপ বেদধর্ম্ম, বা শ্রৌতাচার, স্মৃত্যুক্ত-ধর্ম্মানুষ্ঠান, পুরাণ-প্রসূত-ধর্ম্মকর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা, পাতিব্রত্যানুপালন, মাতা-পিতৃ-সেবা, বা আজ্ঞানুপালন, এই সকল ও অন্যান্যবিধ যে কোন শ্রৌত-স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম-কর্ম্ম, বা উপাসনাবাদ, এক কথায় সর্ব্ববিধ-আস্তিক-মত-খণ্ডন-পূর্ব্বক সকল-প্রকার-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-যাগ-যজ্ঞ দূরতঃ উৎসারিত করিলেন।

শ্রীবিষ্ণুদেব-নির্ম্মিত সেই মায়াময়-যতিবর আস্তিক-ধর্ম্ম-মত-নিরসনপুরঃসর নাস্তিক্য-প্রচারে প্রবৃত্ত হইলে, তদীয়-কার্য্য-সম্পাদনে সাহায্যদানার্থ দেবদেব-প্রভু-শ্রীবিষ্ণুদেবের আজ্ঞানুসারে তদীয়া বৈষ্ণবী মায়া এবং স্বয়ং অলক্ষ্মী ত্রিপুরভবনে গমন করিলেন। শ্রীবিষ্ণুদেবের নিয়োগবশে অলক্ষ্মী যে সময়ে ত্রিপুরনগরে প্রবেশ করিলেন, তৎসমকালেই অত্যুগ্র-তপঃ-প্রভাব-বশে দেবেশ্বর-পিতামহ-ব্রহ্মার বরাজ্ঞা-বলে দৈত্য-দানবেন্দ্র-গণ-কর্ত্তৃক ইন্দ্রেরও অলভ্যা, বা স্পৃহণীয়া যে স্বর্গ-লক্ষ্মী স্বাধিকারে অবস্থাপিতা হইয়াছিলেন, সেই স্বর্গ-লক্ষ্মীদেবী লোকপিতা-

মহ-ব্রহ্মার নিয়োগ-বশতঃ ত্রিপুর-দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া, বহির্গতা হইলেন। কিন্তু, ভগবদ্-বিষ্ণু-প্রেরিত-যতি-প্রবর মায়ী মুণ্ডীর সমান-বেশ-ধর্ম্মবান্ ভক্ত-প্রবর-নারদ ত্রিপুরবাসী দৈত্য-দানবেন্দ্রদিগকে কৌশল-জাল-বিস্তার-পূর্ব্বক বিষ্ণুদেবের মায়া-বিনির্ম্মিত-তথাভূত-বুদ্ধিমোহ দান করিয়া, লক্ষ্মীদেবীর নির্গমের অনন্তর ত্রিপুর-নগর-পরিত্যাগ-পুরঃসর ক্ষণকালমধ্যেই বহির্গত হইলেন।

এইরূপে ত্রিপুরালয়ে তৎকালে সুশোভন-শ্রৌত-স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে, উক্তরূপে বিষ্ণু-কর্ত্তৃক পাষণ্ডমত স্থাপিত হইলে, তথা শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের আরাধনা, বা শ্রীলিঙ্গার্চ্চন দৈত্যেন্দ্রগণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, অথবা নিখিল-স্ত্রীধর্ম্ম নষ্ট, বা খণ্ডিত হইলে এবং দুরাচার সুব্যবস্থিত হইলে, দেবেশ্বর-বিষ্ণু কৃতার্থপ্রায় হইয়া, দেবগণের সহিত শীঘ্রগতি বিশ্বযোনি-পুরুষোত্তম-সর্ব্বজ্ঞ-উমাপতি শ্রীশঙ্করদেবকে প্রণাম-পূর্ব্বক স্তুতি করিতে লাগিলেন। "মহেশ্বরায় দেবায় নমস্তে পরমাত্মনে। নারায়ণায় রুদ্রায় ব্রহ্মণে ব্রহ্মরূপিণে ॥" এইরূপে স্তব করিয়া, শ্রীবিষ্ণুদেব দণ্ডবদ্ ভূমিতলে নিপতিত হইয়া, শ্রীমন্মহাদেবকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক দক্ষিণামূর্ত্তি-সম্ভব রুদ্র-মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। শ্রীবিষ্ণুদেব জলে অবস্থিত হইয়া, তৎকালে সার্দ্ধ-কোটি-ত্রয়-পরিমিত-রুদ্র-মন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাবৎকাল দেবগণ একত্র সমবেত হইয়া, শ্রীপরমেশ্বরদেবকে প্রণাম করিয়া, স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। হে দেব! আপনি সর্ব্বাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনি শঙ্কর, আপনাকে নমস্কার। আপনি আর্ত্তিহারী, আপনাকে নমস্কার। আপনি রুদ্রনীল, রুদ্রবিরূপ এবং প্রচেতাঃ, আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্বদা আমাদিগের গতিস্বরূপ ও আপনি দেবারিসূদন, অতএব আপনি সদাকাল আমাদিগকর্ত্তৃক বন্দনীয়। আপনি আদি, অনাদি, আনন্দ, অক্ষয় এবং আমাদিগের প্রভু, আপনাকে নমস্কার। আপনি জগদ্গুরু এবং প্রকৃতি ও পুরুষেরও সাক্ষাৎ স্রষ্টা, আপনাকে নমস্কার।

আপনিই এই জগন্মণ্ডলে একমাত্র কর্ত্তা হর্ত্তা এবং সকলের

পরিপালক, আপনাকে নমস্কার। আপনি বরদ, বাঙ্ময়, বাচ্য, অথচ বাচ্য-বাচক-বর্জ্জিত, আপনাকে নমস্কার। আপনি যোগবিত্তম, ঈশান এবং মুক্ত্যর্থে যোগি-গণ-কর্ত্তৃক প্রণব-পদ-বাচ্য-রূপে পরিকল্পিত, আপনাকে নমস্কার। আপনি সদাকাল যোগিজননিচয়ের হৃদয়-পুণ্ডরীক-শিখরে সংস্থিত রহিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। বেদ-চতুষ্টয় আপনাকে সদ্-ভূত-পরম-ব্রহ্ম-স্বরূপে কীর্ত্তন করিতেছেন, আপনাকে নমস্কার। কিঞ্চ, বেদচতুষ্টয়ে আপনি পরাৎপর-তেজোরাশি এবং পর-তত্ত্ব-স্বরূপে অভি-হিত হইয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি পরমাত্মরূপে এই জগতী-তলে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো! জগদ্গুরো! আপনি দৃষ্ট, শ্রুত, স্তুত, সর্ব্ব এবং জায়মান-স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। ব্রহ্মবিৎ-শ্রেষ্ঠ-পুরুষগণ আপনাকে অণু হইতেও অল্পতর এবং সর্ব্বতঃ কাঞ্চনময়-সুমেরু-পর্ব্বত, অথবা আকাশ হইতেও মহত্তমরূপে অভিহিত করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্বতঃ-পাণি-পাদান্ত এবং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ, আপনাকে নমস্কার। আপনি মহাদেব, অনির্দ্দেশ্য, সর্ব্বজ্ঞ ও অনাবৃত-স্বাভাবিক-জ্ঞান-বল-ক্রিয়া-শক্তি-সম্পন্ন, আপনাকে নমস্কার।

আপনি বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, সদাশিব এবং অনুত্তম, আপনাকে নমস্কার। আপনি কোটি-ভাস্কর-সঙ্কাশ, ষড়্‌বিংশক এবং অনীশ্বর, আপ-নাকে নমস্কার। আপনি ব্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাক ও শ্যামাক-তণ্ডুল হইতেও অণীয়ান্, তথা আপনি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ দ্যৌঃ এবং এই সকল-লোক হইতেও জ্যায়ান্, অতএব আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্ব-কর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, আপনাকে নমস্কার। আপনি এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে সর্ব্বলোকপিতামহ এবং প্রকৃতিরও প্রবর্ত্তক, আপনাকে নমস্কার। আপনাকে শ্রুতিসকল বরদগণেরও বরপ্রদ, দেবদেব, সর্ব্ব-বাস, স্বয়ং প্রভু, শ্রুতসার এবং শ্রুতি-সারজ্ঞ বলিয়া, কথন করিতেছেন, আপনাকে নমস্কার। হে অনেকমূর্ত্তে! ভব! নাথ! আপনি অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে সংখ্যা-বিহীন কত যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আমরা অবলোকন করি নাই এবং আপনা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত

অসংখ্য-কর্ম্মের ইয়ত্তা করিবার সামর্থ্যও আমাদের নাই। হে সর্ব্ব-গণাধ্যক্ষ! মহেশ্বর! আমরা কেবল আপনাকেই জানি, আমাদিগের অন্য কোন গতি নাই। আপনি ত্রৈলোক্য-সৌখ্য-বিনাশক ত্রিপুর-দুর্গ-নিবাসী দৈত্য-দানবেন্দ্র-গণের বিনাশ-সাধন-পূর্ব্বক আমাদিগের রক্ষা-বিধান করুন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে অষ্টম অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—নবম অধ্যায়

পুনশ্চ, অপরদিকে ত্রিপুরাসুর-গণ-কর্ত্তৃক-উৎপীড়িত অন্যান্য-দেবগণ পুত্র-বর্গের সহিত সমন্বিত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের প্রিয়-নিবাস কৈলাসা-বাসে আগমন-পূর্ব্বক "জয় শঙ্কর পার্ব্বতীপতে!" ইত্যাদিরূপে বারম্বার শুভলক্ষণ-জয়-শব্দ উচ্চারণ করিয়া, দ্বার-দেশে অবস্থিতি অবসরে দেখিলেন, সুরাসুরমুনি-পূজ্য শ্রীমান্ নন্দী গিরিরাজ-পুত্রী দেবী পার্ব্বতী ও ষন্মুখ কার্ত্তিকেয়দেবের সহিত দেবদেবের ভব্যতরভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ধীমান্ দেবদেবের দ্বার-পার্শ্বে অবস্থিত দেবগণ "কিং কর্ত্তব্যং? ক্ব গন্তব্যং? হা হতাঃস্ম", এই সকল কথা বলিতে বলিতে, তথা অত্যন্ত-সমাকুল-হৃদয়ে কিন্তু, কিন্তু, এই কথা বলিয়া, পরস্পরকে অবলোকন করিতে করিতে, কেহ বা "পাপা বয়ং", কেহ বা "অভাগ্যা বয়ং" কেহ বা "তে ভাগ্যবন্তো দৈত্যেন্দ্রাঃ", এই সকল কথা বলিয়া, বিপুল-কোলাহল করিতে করিতে, যাবৎ শ্রীশিবালয়ের দ্বারাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এমন সময়ে সেই দেবগণের ঘোর-গম্ভীর তরঙ্গ, বা মেঘগর্জ্জন-সদৃশ অনেকশঃ শব্দ শ্রবণ করিয়া, মহাতেজাঃ কুম্ভোদরনামা শ্রীশঙ্করদেবের কোন একজন গণাধ্যক্ষ দণ্ড-সাহায্যে তাঁহাদিগকে অর্থাৎ সুরগণকে ভীষণ-ভাবে তাড়না করিলেন। দেব-গণের মধ্যে ভয়াবিষ্ট-হৃদয়ে কেহ কেহ "হা হা," এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে, পলায়ন করিলেন, কেহ কেহ বা ভূমিতলে পতিত হইলেন, সুররাজ ইন্দ্রও দণ্ডাঘাতে ব্যথিতকলেবরে ধরণীতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, তথা মুনিগণের মধ্যেও অনেকেই ধূলি-ধূসরিত-কলে-বরে ভূতলশয্যাতলে শয়ন করিতে বাধ্য হইলেন।

এইরূপ অবসরে কশ্যপাদি-মুনিগণ ও অপরাপর-দ্বিজবৃন্দ লোক-সুখাবহ শ্রীবিষ্ণুদেবকে কহিলেন, অভাগ্য-প্রযুক্ত আমাদিগের সমারব্ধ-কার্য্য সমাপ্ত হইল না। দেব ও মুনিগণের উক্তরূপ বাক্য শ্রবণ

করিয়া, শ্রীবিষ্ণুদেব এই বাক্য বলিলেন যে, হে দেব ও মুনিগণ! আপনারা কি জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন ? পক্ষান্তরে প্রাপ্ত-দুঃখের পরিহার করাই আপনাদের ন্যায় মহাজনগণের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। হে দেব-মুনিগণ! মহদারাধন সর্ব্বজাতীয়-জীবগণের পক্ষেই নিতান্ত অসাধ্য। বিশেষতঃ শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্বদেবগণাধ্যক্ষ ও ত্রিভুবনমহারাজ, তিনি কি আপনাদের বা আমাদের ইচ্ছামাত্রেই বশীভূত হইবেন ? হে দেবমুনিগণ! আপনারা যদি শ্রীশিব-সাক্ষাৎকার, অথবা শ্রীশঙ্কর-প্রসাদ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে অবিলম্বে "প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য, নমঃ পশ্চাদুদাহরেৎ। শিবায়েতি ততশ্চৈব, শুভদ্বয়মতঃ পরম্॥ কুরুদ্বয়ং পুনঃ প্রোক্তং, শিবায় চ ততঃ পুনঃ। নমশ্চ প্রণবশ্চৈব মন্ত্রমেতং সদা বুধাঃ। আবর্ত্তধ্বং পুনর্যূয়ং যদা শিবকৃপা তদা। কোটিমেকাং তথা জপ্ত্বা শিবঃ কার্য্যং করিষ্যতি॥" প্রভবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণুদেবের বদনারবিন্দ-বিনির্গত উক্তরূপ-সুধাস্বাদ-সহোদর উপদেশবচন শ্রবণ করিয়া, দেবগণ ও মুনিগণ সর্ব্বান্তঃকরণে অনবধানতা-পরিহার-পূর্ব্বক "শিবশিবেতি," ভাষণ করিতে করিতে, ধৈর্য্য-সমন্বিত-হৃদয়ে রহঃ-প্রদেশে অবস্থিতি-পুরঃসর শ্রীশঙ্করদেবের সুমহদারাধনে প্রবৃত্ত হইয়া, শ্রীবিষ্ণুদেব-প্রতিপাদিত উক্ত-মন্ত্রের কোটি-সংখ্যক-জপ-বিষয়ক দৃঢ়-সঙ্কল্প করিলেন।

অনন্তর দেবগণ জপকার্য্য-সমাপনপূর্ব্বক পুনরপি স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, হে দেব! আপনি চরাচর-সুর-নরাদি-পরিপূর্ণ-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্ত্তাধিষ্ঠানভূত-পরমাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনি শূলপাণি এবং পরাবর-স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্বগণাধি-দক্ষ, আপনাকে নমস্কার। আপনি কপর্দ্দী, আপনাকে নমস্কার। আপনি ত্রিনেত্র, অর্থাৎ চন্দ্রার্কবৈশ্বানরলোচন, আপনাকে নমস্কার। আপনি বেদ-চতুষ্টয়ের পতি, আপনাকে নমস্কার। আপনি কার্য্য-কারণ-স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি মূলপ্রকৃতির হেতু-স্থানীয়, আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্যাপ্য, আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্যাপক, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। আপনি জগদীশ্বর, আপনাকে নমস্কার। আপনি ত্রিলোকেশ্বরবন্দিত, আপনাকে নমস্কার। আপনি

অমরপ্রিয়, আপনাকে নমস্কার। আপনি অমিতবিক্রম, আপনাকে নমস্কার। আপনি অমিতপ্রজ্ঞ, আপনাকে নমস্কার। আপনি চন্দ্রার্দ্ধ-জটা-কলাপ-কান্তিপ্রভা-দ্যোতিত-শেখর, আপনাকে নমস্কার। আপনি ত্রৈলোক্যাধিদেব, আপনাকে নিত্যই নমস্কার।

আপনি পিনাকহস্ত, আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রদীপ্তাগ্র-পরশ্বধ-ধারী, আপনাকে নমস্কার। আপনি ত্রিশূলহস্ত, আপনাকে নিত্যই নমস্কার। আপনি নন্দি-বর-প্রদ, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। আপনি জগচ্ছরণ্য-সুরেশ্বরেশ্বর এবং হর্ষ-বর-প্রদ, আপনাকে সর্ব্বদা নমস্কার। আপনি যজ্ঞেশবরপ্রদ, আপনাকে নমস্কার। আপনি হিম-বদ্‌গিরীন্দ্রে নিত্যকাল অবস্থিত, আপনাকে নমস্কার। আপনি কৈলাসবাস, আপনাকে নমস্কার। আপনি মুক্তাশয়-কেতন, আপনাকে নমস্কার। আপনি বৃষভবরে অবস্থিত, আপনাকে নিত্যই নমস্কার। আপনি দিগ্বাসাঃ, আপনাকে নমস্কার। আপনি শ্বেতবরপ্রদ, আপনাকে নমস্কার। আপনি সম্পদ্‌-বিমুক্ত, অপনাকে নমস্কার। আপনি জগদ্‌-বিধাতা, আপনাকে নমস্কার। আপনি চন্দ্রার্কশক্রাগ্নি-পিতামহ এবং বিষ্ণু-প্রভৃতির স্রষ্টা, আপনাকে নমস্কার। আপনি দেববরেশ্বর, আপনাকে নমস্কার। আপনি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মসূক্ষ্মতম, আপনাকে নমস্কার। আপনি পরমেশ্বর, আপনাকে নমস্কার। হে গাত্র! আপনি সর্ব্বগত, আপনাকে নমস্কার। আপনি পরাৎপর এবং সর্ব্বাতীত-পরমাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনি শঙ্কর-সংজ্ঞিত, আপনাকে "পরঃশতং" নমস্কার।

আপনি শর্ব্ব এবং ধরাধ্বর, আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্ব-জগৎপ্রভব, আপনাকে নিত্যই নমস্কার! আপনি সোমানিলার্ক-জ্বলনাম্বু-ভূমি-ব্যোমাত্মক-নিখিল-বিশ্বপ্রপঞ্চের বিনির্ম্মাতা, আপনাকে নমস্কার। আপনি পূষা, অর্থাৎ দিবাকরদেবের দন্তবিনাশন, আপনাকে নমস্কার। আপনি কামাঙ্গবিনাশন, আপনাকে নিত্যই নমস্কার। আপনি প্রধান, আপনাকে নমস্কার নমস্কার নমস্কার। আপনি পুরুষোত্তম, আপনাকে নিত্যই নমস্কার। আপনি রুদ্র, সৌম্য এবং বপুষ্মান্, আপনাকে

নমস্কার। আপনি সর্ব্বজগৎস্রষ্টা, আপনাকে নমস্কার। আপনি যক্ষ ও সুরাসুরগণের স্রষ্টা, আপনাকে নমস্কার। আপনি তৃতীয়েক্ষণ-ধারী, আপনাকে নমস্কার। আপনি নীল-শিখণ্ডী, আপনাকে নমস্কার। আপনি শ্মশানবাসী, আপনাকে নমস্কার। আপনি দৈত্যাঙ্গ-বিনাশন, আপনাকে সদাকাল নমস্কার। আপনি মোহ-বিনাশন আপনাকে সর্ব্বদা নমস্কার। আপনি অজ্ঞান-বিনাশন, আপনাকে নমস্কার। আপনি মোক্ষ-বর-প্রদ, আপনাকে সদাকাল নমস্কার। আপনি অমৃত-সংস্থিত, আপনাকে নমস্কার। আপনি ভূমি-ধরেন্দ্রপুত্রীদেবীপার্ব্বতীর ভর্ত্তা, আপনাকে নমস্কার। আপনি কুমারকার্ত্তিকেয়ের পিতা, আপনাকে নিত্যকাল নমস্কার। হে বিশ্বেশ! আপনি ভক্তজনের অভিলষিত-বরপ্রদ, আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মাত্মা ও বিশ্ব-স্রষ্টা, আপনাকে নমস্কার। আপনি অষ্টবিধ-দেবগণের সর্জ্জনকর্ত্তা, আপনাকে নমস্কার নমস্কার। আপনি ত্রিজগদ্-বিধাতা, আপনাকে নমস্কার।

আপনি দক্ষ-প্রজাপতির যজ্ঞ-বিনাশ-কর্ত্তা, আপনাকে নমস্কার। আপনি চণ্ডেশ-বর-প্রদাতা, আপনাকে নমস্কার। আপনি যোগেশ্বর-গণের অভিমত-বর-প্রদ, আপনাকে পুনশ্চ নমস্কার। আপনি শর্ব্ব, দিগম্বর, রুদ্র এবং বিধাতা, অতএব আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্ব-সংসার-দুঃখাপহারক হর, আপনাকে নমস্কার। আপনি ভীম-নামধেয়, আপনাকে নমস্কার। হে শম্ভো! নমস্কারমাত্রসাহায্যে এই আমরা যথাসাধ্য আপনাকে প্রসাদিত করিতে চেষ্টা করিলাম। আপনি যথাশক্তি আমাদিগকর্ত্তৃক-প্রসাদ্যমান হইয়াও, যদি আমাদিগের প্রতি সদাকাল প্রসাদ-বিতীর্ণ না করেন, তবে আর আমাদিগের গত্যন্তর নাই। অতএব আমরা সমবেত-কাতর-কণ্ঠে করযোড়ে এইমাত্র প্রার্থনা করিতেছি যে, "প্রসাদ্যমানঃ কুরু নঃ প্রসাদম্।" হে সুরাসুরগুরো! আপনি পরকীয়-তপো-যোগ-প্রভাবে পরিতুষ্ট অন্তঃকরণে অপর-জন-গণের প্রতি বর-প্রদান করিয়া থাকেন; পরন্তু আমরা তপস্যা, যোগ, বা জ্ঞান-বিজ্ঞানবিহীন-নিষ্কিঞ্চন, হে দেববর! কেবলমাত্র

পরানুগ্রহ-পরবশতা-প্রযুক্ত আমাদিগের প্রতি আপনাকে দয়া-প্রকাশ করিতে হইবে। অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব "এবঞ্চ তেষাং স্তুবতাং সুরাণাং, ব্রহ্মেন্দ্র-বিষ্ণ্বর্ক-পুরঃসরাণাম্। প্রীতস্তথা স্তোত্র-বিশেষ-ভক্ত্যা, জগাদ বাক্যং পরমেপ্সিতার্থম্॥" "তুষ্টোঽস্মি দেবা বৃণুতাম্ভ শীঘ্রং, সমাহিতশ্চাপদি কিঞ্চিদস্তি। দাতাস্মি সর্ব্বং তদশেষতোঽস্তু, কিঞ্চিন্ন যুষ্মাকমদেয়মস্তি॥"

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে নবম অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—দশম অধ্যায়

অতঃপর কমলাসন-ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্! বিষ্ণু-পুরোগম-দেবগণের প্রার্থিত বিষয় ইতঃপূর্ব্বেই আমি ভবদীয়-শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলে বিজ্ঞাপিত করিয়াছি। হে ভগবন্! তারকাসুরের জ্যেষ্ঠ-পুত্র দানব-প্রবর তারকাক্ষ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া, সবাসব-দেবগণকে বশ্যতা-স্বীকারে বাধ্য করিয়াছে। এই ত্রৈলোক্যমণ্ডলকে স্ববশে স্থাপিত করিয়াছে, মুনি-সত্তমগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়াছে, সিদ্ধগণকে সর্ব্বথা বিধ্বস্ত করিয়াছে, সমস্ত-জগন্মণ্ডলকে বিপর্য্যস্ত, বা উৎপীড়িত করিয়াছে, সমগ্র-যজ্ঞ-কর্ম্ম উৎসাদিত করিয়াছে, ঋষিগণকে ধর্ম্ম-কার্য্য হইতে নিবর্ত্তিত করিয়াছে, সর্ব্বশঃ অধর্ম্মের প্রবর্ত্তন-সাধন করিয়াছে। সর্ব্বভূতের অবধ্য ত্রিপুরবাসী ঘোর-দানবগণ-কর্ত্তৃক যাবৎ দেবগণ অধিকতর-নিপীড়িত, অকথনীয়-দুর্দ্দশাগ্রস্ত না হয় এবং এই জগন্মণ্ডল সংরক্ষিত হয়, হে দেব! আপনি তদ্বিষয়ে গুণশালিনী-নীতি প্রণয়ন করুন। কিঞ্চ, দেবগণ কহিলেন, হে দেবেশ! আপনি যদি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে অবিলম্বে পুরত্রয়ের বিনাশ সাধন করুন। লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ করিয়া, তারকাক্ষাদি-দানবেন্দ্রত্রয় দেববিলাসিনী বা উত্তমোত্তম অপ্সরোগণকে হরণ করিয়াছে, দেবোদ্যানসকল বিধ্বস্ত করিয়াছে এবং অদ্যই হউক, বা কল্যই হউক, অথবা পরশ্বঃই হউক, সমস্তদেবগণকে বধ করিব, এই কথা বলিয়া, দৈত্যগণ সর্ব্বক্ষণ তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে।

অপিচ, এই পিতামহ ব্রহ্মা সেই দানবগণের নিগ্রহে সমর্থ নহেন এবং বিষ্ণুও তাহাদিগের বিনাশ-সাধন করিতে সর্ব্বথা অসমর্থ। অতএব হে দেবদেব! মহাদেব! সেই ত্রিপুরবাসী দৈত্যগণ হইতে আমাদিগের যে সুমহদ্ ভয় সমুপস্থিত হইয়াছে, আপনি আমাদিগকে সেই ভয় হইতে রক্ষা করুন এবং যাহাতে ত্রিপুর শীঘ্রগতি বিনষ্ট হয়, তথা দেবগণ দানবগণের

সহিত যুদ্ধে বিজয়লাভে সমর্থ হন, হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি তদ্বিষয়ে উপায় অবধারণ করুন এবং আমাদিগকে যদি বরদান করা আপনার অভিপ্রেত হয়, অথবা আমরা যদি বরলাভের উপযুক্ত পাত্র হই, তবে "তদ্‌যথা ত্রিপুরং নশ্যেৎ দেবাঃ স্যুর্জয়িনস্তথা। তথা করু সুরশ্রেষ্ঠ বরোঽয়ং নঃ প্রদীয়তাম্॥" তথা "পাহি নান্যাগতিঃ শম্ভো! বিনিহত্যাসুরান্ ক্ষণাৎ। মায়য়া মোহিতাঃ সর্ব্বে ভবতঃ পরমাত্মনঃ॥" এইরূপ বর কৃপা-পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রদান করুন। সুরেন্দ্রাদি-দেবগণ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে স্তুত, তথা ভগবান্ বিষ্ণু ও ব্রহ্মাদি-ত্রিদশগণ-কৃত-জাপ্য ও শ্রীশিবলিঙ্গার্চ্চন-প্রভৃতি-সাহায্যে পরিতুষ্ট-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব দেবগণ-কর্ত্তৃক তথাকথিতরূপে বিজ্ঞাপিত, বা বর-প্রার্থনা-বচনে প্রার্থিত হইয়া, প্রসাদ-সুধাভিবর্ষিণী-দৃষ্টি-সঞ্চালন-পূর্ব্বক সব্রহ্মক-সেন্দ্রোপেন্দ্র-সমাগত-দেববৃন্দকে অবলোকন করিয়া, মেঘগম্ভীর-বাক্য উচ্চারণ-পুরঃসর দেবগণকে সমাশ্বস্ত করিয়াই যেন কহিলেন, হে ব্রহ্মার্কশক্রানিলপাবকাদি-দেবগণ! আমি সমুপস্থিত-দেবকার্য্য বিস্পষ্টরূপে অবগত আছি।

কিঞ্চ, বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু ও ধীমান্ শ্রীমান্ নারদের মায়াবল সম্যক্-রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছি। হে দেবসত্তমগণ! অধুনা আর আমার অধর্ম্মনিষ্ঠ-ত্রিপুরদুর্গ-নিবাসী দৈত্য-দানবেন্দ্রগণকে ত্রিপুর-দুর্গের বিনাশ-সাধন-পূর্ব্বক বধ করিতে আপত্তি নাই। ত্রিপুরনগরালয়ে যে সময়ে স্ত্রীধর্ম্ম, শ্রাদ্ধধর্ম্ম, বিষ্ণুর যজ্ঞভাগ, মদীয়-লিঙ্গার্চ্চন, বেদধর্ম্ম, শ্রৌত-স্মার্ত্ত-ক্রিয়াকাণ্ড, স্নান, দান, সর্ব্বকালে সুশোভন-তীর্থ-সেবন-প্রভৃতি অবজ্ঞানভরে দূরোৎসারিত না হইয়া, সমাদরের সহিত সেবিত হইত, তৎকালে আমি ত্রিপুরালয়-নিবাসী দৈত্য-দানবেন্দ্রগণকে আত্মীয়, বা মিত্র-বর্গ-মধ্যে পরিগণিত করিতাম। কিঞ্চ, জানিয়া শুনিয়া রণকর্কশ-অন্তঃকরণে মিত্রদ্রোহে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা পূর্ব্ব-কালে স্বয়ংই এইরূপ ধর্ম্মনিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন যে, সুহৃদ্-দ্রোহে প্রবৃত্ত হইলে, সুমহৎ পাপ সমুপার্জ্জিত হইয়া থাকে এবং ব্রহ্মহনন, সুরাপান, গুর্ব্বঙ্গনাগমন, চৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্যাদি-ব্রতভঙ্গ-ইত্যাদি-সুমহৎ-পাপ-জনক-কার্য্য করিয়াও, অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান, গঙ্গাস্নান, মদীয়-

লিঙ্গ-পূজন-প্রভৃতি-সাহায্যে তথাবিধ পাপকর্ত্তা কোনদিন নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে। পরন্তু উক্তরূপ পাপাচরণে সাধু-গণ-কর্ত্তৃক নিষ্কৃতি বিহিতা হইলেও, কৃতঘ্নতাচরণ-জনিত-সুমহৎ-পাপের করাল-কবল হইতে তথাবিধ পাপকর্ত্তার নিষ্কৃতিলাভ কুত্রাপি বিহিত হয় নাই।

এই কারণবশতঃ আমি ইতঃপূর্ব্বে কমলাসন-ব্রহ্মা ও অন্যান্য-সুর-গণ-কর্ত্তৃক বারম্বার অনুরুদ্ধ হইয়াও, ত্রিপুরবধে সম্মত হই নাই। পক্ষান্তরে এক্ষণে যখন দেখিতেছি যে, ত্রিপুরনগর হইতে পূর্ব্বোক্ত-স্ত্রীধর্ম্মাদি-নিখিল-শ্রৌত-স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম, বা যজ্ঞ-কর্ম্ম নিতান্ত অনাদরের সহিত দূরে পরিত্যক্ত, বা সমুৎসারিত হইয়াছে, ত্রিপুরালয়বাসী দানব-দৈত্য-গণের প্রবল উৎপীড়নে সমগ্র ত্রৈলোক্য "যৎপরোনাস্তি" উৎপীড়িত হইতেছে, সর্ব্বশঃ সিদ্ধ ও মুনি-সত্তমগণ বিধ্বস্ত হইতেছেন, নিখিল জগৎ উৎসাদিত হইতেছে, অত্যন্ত বেগের সহিত আক্রমণ-পূর্ব্বক ঋষি-মহর্ষিগণ ধর্ম্মানু-ষ্ঠান হইতে ঘোর-দৈত্য-গণ-কর্ত্তৃক নিবর্ত্তিত হইতেছেন এবং অধর্ম্ম সর্ব্বথা ত্রিপুরালয়ে আত্ম-প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ হইতেছে, তখন আর উহাদিগের অর্থাৎ ত্রিপুর-নগর-নিবাসী দৈত্য-দানবেন্দ্রগণের বধ-সাধন অন্যায়, বা পাপজনকরূপে বিবেচিত হইতে পারে না। অতএব আমি অবিলম্বে এরূপ নীতির প্রবর্ত্তন করিব, যাহার দ্বারা সুরাসুরগণের অবধ্য-ত্রিপুর-দুর্গবাসী দৈত্য-দানবেন্দ্রগণ-কর্ত্তৃক জগৎ উৎপীড়িত না হয়, বিবুধবৃন্দ তাহাদের করালকবলে নিপতিত না হয় এবং মুনি-মহর্ষিগণ স্বচ্ছন্দে ধর্ম্মাচরণে সমর্থ হন।

কিঞ্চ, আমি তথাবিধ-নীতির প্রবর্ত্তন করিব, যদ্দ্বারা জগৎ স্বস্থীভূত হয়, পূর্ব্বোল্লিখিত স্ত্রীধর্ম্ম-শ্রাদ্ধধর্ম্মাদি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, দেবগণ স্বচ্ছন্দে স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-যাগ-যজ্ঞ সুব্যবস্থিত হয়, মহাত্মা মুনি-মহর্ষিগণ নির্ব্বিঘ্নে যোগ-জপ-তপঃ-সমাশ্রয়ণে আত্মদেবের আরাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিতে সমর্থ হন এবং সর্ব্ববিধ-বিঘ্ন-বাধা-বিনির্ম্মুক্ত, অতল-বিতলাদি-সত্যান্ত-লোকচতুর্দ্দশক-বিমণ্ডিত, সূর্য্য-সোম-শোভিত, গ্রহ-নক্ষত্র-নিকরে বিচিত্রিত, হারাকারা-তারা-ধারা রাজিত, অন্যজনের পক্ষে মনঃসাহায্যেও কল্পনা-পথের অতীত,

বিচিত্র-বিপুল-বিরাট্-বিশ্ব-প্রপঞ্চের কার্য্য সুপরিচালিত হয়। শোভনাচার-পরায়ণ-সাধু-মহাত্মগণের সংরক্ষণার্থ, তথা ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ দুষ্কৃত-কর্ম্মা দৈত্য-দানব-নিবহের দুর্দ্দমনীয়-দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ-নিবারণ, বা সুরাসুর-স্থির-চর-নর-নিকরের সর্ব্বথা অসহনীয়-বীর্য্য-পরাক্রমানল-প্রতাপোপশম অবশ্য অপেক্ষিত হইয়াছে। অতএব আমি অধুনা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের সুন্দররূপে পরিচালনার্থ কণ্টক-বিশোধন-কল্পে ও দুষ্কৃত-কারিগণের নিধন-সাধন-কল্পে প্রকৃষ্টরূপ যত্নপরায়ণ হইব। হে সব্রহ্মসেন্দ্রোপেন্দ্র দেবগণ! তোমরা দুর্ভাবনা দূরীকৃতা কর এবং সমাশ্বস্ত-হৃদয়ে বিপুল-বল-ধারণ-পূর্ব্বক ত্রিপুর-বিনাশার্থ ত্রিপুর-দুর্গ-দাহার্থ ত্রিপুরনগর-নির্ম্মূলনার্থ পুর-বাসী দুষ্ট-ধৃষ্ট-নিকৃষ্ট-ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট দৈত্য-দানবগণের দুঃসাধ্য-বধ-সাধনে যথাবিহিত উপযুক্ত উৎকৃষ্ট উপকরণ সংগ্রহে প্রকৃষ্ট যত্ন অবলম্বন-পূর্ব্বক উৎসাহভরে জ্ঞাতি-বান্ধবগণের সহিত ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে কার্য্য-ক্ষেত্রে মার্জ্জিত-নিশিত অস্ত্র-শস্ত্রের বিমলোজ্জ্বল-কর-নিকর-বিকীরণে দশদিক্ উদ্ভাসিতা করিয়া, শীঘ্রগতি অবতীর্ণ হও।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে দশম অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—একাদশ অধ্যায়

অনন্তর চতুরানন ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেববরেশ্বর! জ্ঞাতি-বান্ধব-গণের সহিত দেবগণ ধর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্যক্ষেত্রে মার্জ্জিত-নিশিত অস্ত্র-শস্ত্রের বিমলোজ্জ্বল-কর-নিকর-বিকীরণে দশদিক্ উদ্ভাসিতা করিয়া, শীঘ্রগতি অবতীর্ণ হইয়া, কি করিবেন? তারক-তনয়-ত্রয়ের পুর-দুর্গ-সকল ত সুরাসুর-গণের বিভেদ্য নহে। আর একটীমাত্র ইষু-সাহায্যে ত্রিপুর-দুর্গের বিভেদনে যিনি সমর্থ নহেন, তিনি ত অসুরত্রয়ের বিনাশ-সাধনেও সমর্থ হইবেন না। অথচ একেষু-সাহায্যে পুর-ত্রয়ের বিভেদনকর্ত্তাই তারক-তনয়-ত্রয়ের মৃত্যু-স্বরূপে নিরূপিত হইয়াছেন। সনাতন স্থাণু-দেব অর্থাৎ একমাত্র আপনি ভিন্ন অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে এমন কোন অপরিসীম-সামর্থ্যবান্ অনন্তৈশ্বর্য্যশালী পুরুষোত্তম বিদ্যমান নাই, যিনি ত্রিপুরাধ্যক্ষ-ত্রয়ের বিনাশ-সাধন করিতে পারেন। হে শশি-খণ্ড-মণ্ডন! এই কারণ-বশতঃ দেবগণ মদীয় উপদেশ অনুসারে আপনাকে জিষ্ণু, প্রভবিষ্ণু, অক্লিষ্টকারী, ভূতভব্যেশান এবং পরাৎপর-পরমেশ্বর-স্বরূপে অবগত হইয়া, সুরেতর-দানব-ত্রয়ের হননকর্ত্তা যোদ্ধার পদে বরণ করিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন। হে মদনাঙ্গনাশন! "একেষুণা বিভেদ্যানি তানি দুর্গাণি নান্যথা। ন চ স্থাণুমৃতে শক্তো ভেত্তুমেকেষুণা পরঃ। তে যূয়ং স্থাণুমীশানং জিষ্ণুমক্লিষ্টকারিণম্। যোদ্ধারং বৃণুতাদিত্যাঃ স তান্ হন্তা সুরেতরান্॥" আমার এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া এবং শক্র-পুরোগম-দেবগণ আমাকেই অগ্রণী করিয়া, হে বৃষাঙ্কদেব! আপনার শ্রীচরণে শরণ-গ্রহণ করিয়াছেন।

কিঞ্চ, পরমতপঃ-সমাশ্রয়ণে মহাত্মা মুনি-মহর্ষিগণের সহিত ধর্ম্মজ্ঞ-শক্র-পুরোগম-দেবগণ সর্ব্বাত্ম-সাহায্যে ভবদেবকে অর্থাৎ আপনাকে আশ্রয়স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া, তথা আপনাকে শাশ্বত-ব্রহ্ম-স্বরূপে স্ব-স্ব-হৃদয়-সরসিজ-সিংহাসনে অবস্থাপিত করিয়া, আপনিই একমাত্র মহাভয়-

কালে অভয়-প্রদাতা, এইরূপ-বিনিশ্চয়ের অনন্তর উগ্র অর্থাৎ রক্ষোঘ্ন-বাক্য-সকল স্তবনাভিপ্রায়ে অশেষ-ভক্তি-পূর্ব্বক উচ্চারণ করিতে করিতে সুমহান্ কাল অতিবাহিত করিয়াছেন। সর্ব্বাত্মা মহাত্মা যে দেববর স্বীয় অনৌপাধিক আত্মস্বরূপ-সাহায্যে এই পরিদৃশ্যমান-সমগ্র-বিশ্বমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন, বহু-বহু-সুবহু-তপো-বিশেষ-দ্বারা যিনি আত্মা, বা মনের যোগ, বা সর্ব্ব-বৃত্তি-নিরোধ সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছেন, যিনি জড়বর্গ হইতে সাংখ্য সম্যক্ খ্যাপন আত্মাকে পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ, আত্মা, বা মনঃ সদাকাল যাঁহার বশবর্ত্তী, অথবা আজ্ঞা-প্রতিপালনে সতত উদ্‌যুক্ত, যিনি সর্ব্বলোকে অনন্য সদৃশ-প্রভাবশালী ও অকল্মষ, বা নিত্য-নির্ম্মল-স্বভাব, যিনি পশুপতি, উমাপতি, দ্যুপতি, ধরণীপতি, সতীপতি, বা জগৎপতিরূপে সুপ্রসিদ্ধ, যিনি তমসঃ পরস্তাৎ অপার-তেজো-রাশিরূপে নিত্যকাল সমবস্থিত, যিনি ভগবান্ বা ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যবান্, ভূতভব্যেশান ও নিত্যই "একমেব" অদ্বয়, অব্যয়, অক্ষয়, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, চিন্ময়-শিবস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহার সকৃদ্-বিভাত অজ এক অদ্বিতীয়স্বরূপে দেবগণ নানা রূপ কল্পনা করিয়াছেন।

কিঞ্চ, দেবগণ যাঁহার অদ্বিতীয়-স্বরূপে আত্মা, বা মনের প্রতিরূপ, বা সঙ্কল্প অনুসারে নানারূপ যথা-ভাবনা শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বা রুদ্রাদি-বেশে বহুরূপা-কল্পনা করিয়াও, পুনরপি দেবগণ যে মহাত্মার ঈশ্বরস্বরূপে নিজ নিজ রূপ, প্রতিরূপ, বা প্রতিবিম্ব-সকল অবলোকন করিয়া, পরম বিস্মিত হইয়াছেন, সর্ব্বভূতময় জগৎপতি যে দেব-প্রবরকে অবলোকন করিয়াই, সব্রহ্মসেন্দ্রোপেন্দ্র-দেবগণ এবং ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও মহর্ষিবৃন্দ সহসা শিরঃসমূহসাহায্যে ধরণীতলে পরিগত, বা বিলুণ্ঠিত হইয়া, "পরঃশতং" দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াও, পরিতোষলাভ করিতে পারেন না, ভক্তানুকম্পী যে দেব-শিরোমণি ভক্তবৎসলতা-প্রযুক্ত প্রণামার্থ ভূমিতলে পতিত ব্রহ্মার্কশক্রানিলপাবকাদিদেবগণকে স্বস্তিবাদ-দ্বারা অভ্যর্চ্চনা-পুরঃসর সমুত্থাপিত করিয়া, স্ময়মান-মানসে বল, বল, তোমরা কীদৃশ অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য অত্রস্থলে সমাগত হইয়াছ?

এইরূপ স্নেহ-সৌজন্য-ব্যঞ্জক-সুমধুর-বচন-সকল কথন করিয়া থাকেন, সেই অজ-নিত্য-শাশ্বত-পুরাণ-পুরুষ ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের প্রসাদবশে ধনুর্ব্বাণধারণ ভিন্ন ত্রিপুরালয়বাসী দৈত্য-দানবেন্দ্রগণের বিনাশ কদাপি সম্ভবপর নহে ; সুতরাং জ্ঞাতি-বান্ধবগণের সহিত স্বতন্ত্রভাবে দেবগণের ধর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্যক্ষেত্রে অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, অবতীর্ণ হওয়া নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।

কমলাসনদেবের বচনাবসানে পুনরপি শ্রীত্র্যম্বকদেবের অভ্যনুজ্ঞা-লাভার্থ দেব ও সিদ্ধ-মহর্ষিগণ বিশেষ-যত্নের সহিত চিত্ত-স্বাস্থ্য-সমাহরণ পূর্ব্বক প্রণামার্থ ভূতলে শিরোঽবলুণ্ঠন-পুরঃসর স্তবনাভিপ্রায়ে শ্রীসর্ব্ব-দেবেশ্বরদেবকে এই বাক্য বলিলেন যে, হে প্রভো! আমরা আপনাকে নমস্কার, নমস্কার পুনরপি নমস্কার করিতেছি। হে দেব! হে দয়া-সুধাম্বুধে! আপনি দেবাধিদেব, আপনাকে নমস্কার। আপনি ধন্বিবর, অথচ সমর-সময়ে অতি ক্রোধশীল, আপনাকে নমস্কার। আপনি অতি মন্যুভরে প্রজাপতিদক্ষের মখধ্বংস করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রজাপতিগণকর্ত্তৃক সতত ঈড্যমান, আপনাকে নমস্কার। আপনি স্তুত, স্তুত্য, স্তূয়মান এবং মৃত্যুস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি বিলোহিত, উগ্র, নীলগ্রীব এবং শূলী, আপনাকে নমস্কার। আপনি অমোঘ, মৃগাক্ষ ও প্রবরায়ুধযোধী, আপনাকে নমস্কার। আপনি অর্হ, শুদ্ধ, সর্ব্বভূতক্ষয় ও ক্রথন, অর্থাৎ মহাপ্রলয়সময়ে জগতের অন্ত, বা বিনাশ-সাধন করেন বলিয়া, হিংস্ররূপে পরিচিত, আপনাকে নমস্কার। আপনি যে কোন সময়ে, বিশেষতঃ সংগ্রামাবসরে যে কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রকারে দুর্ব্বারণ, তথা শুক্র, অপাপবিদ্ধ, পরমব্রহ্ম, অথবা অপর-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভরূপী এবং ব্রহ্মচারী, আপনাকে নমস্কার।

আপনি ঈশানদেব, অপ্রমেয়, ত্রিজগন্নিয়ন্তা এবং চর্ম্মবাসাঃ, আপনাকে নমস্কার। আপনি তপোনিত্য, পিঙ্গব্রতী এবং কৃত্তিবাসাঃ, আপনাকে নমস্কার। আপনি কুমারপিতা, ত্রিনেত্র এবং প্রবরায়ুধধারী, আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রপন্নার্ত্তি-বিনাশন এবং ব্রহ্ম-দ্বিট্সঙ্ঘ-ঘাতী, আপনাকে নমস্কার। আপনি বনস্পতি-সকলের পতি এবং

নরসকলেরও পতিরূপে অভিহিত হইয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি গো-সকলের পতি এবং যজ্ঞসকলেরও পতি, আপনাকে নিত্য নমস্কার। হে দেব! আপনি সসৈন্য অর্থাৎ সৈন্যগণের সহিত বর্ত্তমান, আপনাকে নমস্কার। আপনি ত্র্যম্বক, আপনাকে নমস্কার। আপনি উগ্রতেজাঃ, আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আমরা মনোবাক্য ও কর্ম্ম-সাহায্যে সর্ব্বাত্মভাবে আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম-পূর্ব্বক আপনার ত্রিভুবন-বন্দিত-শ্রীচরণপ্রান্তে আশ্রয়গ্রহণ করিতেছি, আপনি অভীষ্ট-কামপ্রদান-দ্বারা প্রপন্ন-দীন-ভক্তজনের অর্থাৎ আমাদের মনোঽভিপ্রায় পূর্ণ করুন। অনন্তর ভুজগ-লোকপতি, সতীপতি, গিরিজাপতি, প্রণত-ভক্তজনার্ত্তিহর, ভুবনত্রিতয়াধিপ, ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব নিতান্ত-প্রেম-পূর্ণ-চিত্তে অত্যন্ত-প্রসন্ন অন্তঃকরণে স্বাগত-সম্ভাষণ-দ্বারা প্রণত-হরি-বিরিঞ্চি-সুরাধিপতি-যম-জলেশ-ধনেশ-প্রভৃতিসুরগণকে অভিনন্দিত করিয়া, তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন যে, হে ত্রিদশগণ! তোমাদিগের ত্রাস ব্যপগত হউক, বল আমি তোমাদিগের হিতার্থে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? তোমাদিগকে আমার অদেয় কিছুই নাই।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে একাদশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ দ্বাদশ অধ্যায়

করুণাবরুণালয়, প্রপন্নার্ত্তিহর, অভয়প্রদ, ভক্তবৎসল, ভগবান্, ভূতপতি-শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে পিতৃ-দেবর্ষি-সঙ্ঘের প্রতি অনুজ্ঞা ও অভয় প্রদত্ত হইলে, মহাত্মা ব্রহ্মা শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে অতীব-সৎকার-প্রদর্শন-পূর্ব্বক লোকহিতকর এই সকল বাক্য বলিলেন যে, হে কৈলাস-শৈল-বিনিবাস! সর্ব্বেশ্বরেশ্বর! আপনার অতিসর্গ-প্রযুক্ত আমি এই প্রাজাপত্য-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া, দানবগণকে সুমহান্ বর প্রদান করিয়াছি। অধুনা অতিক্রান্তমর্য্যাদ সেই দানবগণকে একমাত্র আপনি ভিন্ন অপর কেহই সংহার করিতে সমর্থ নহেন। হে ভূতভব্যেশ! একমাত্র আপনিই এই ত্রিপুরালয়বাসী, লোকমর্য্যাদা অতিক্রমকারী, দুষ্টদানব-দলের বধ-নিমিত্ত-মাত্রে প্রত্যরি অর্থাৎ প্রতিকূল-শত্রুস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অতএব হে দেবদেবেশ্বর! হে শূলধৃক্! আপনি অনুকম্পা-পর-বশতা-প্রযুক্ত ত্রিদশালয়বাসী, যাচনা-পরায়ণ-প্রপন্ন দেবগণের প্রতি প্রসাদ-বিতরণ-পূর্ব্বক দানবগণের বধ-সাধন করুন। হে মানদ! দেববরেশ্বর! আপনার প্রসাদবশে সমগ্র এই জগন্মণ্ডল সুখে বর্দ্ধিত হউক, এতাবন্মাত্রই আমার প্রার্থনা। হে লোকেশ্বর! আপনি সর্ব্বভূতের একমাত্র শরণ্য, অতএব আমরা সকলে একত্র সমবেত হইয়া, আপনার অভয়প্রদ-পাদারবিন্দ-যুগলে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছি।

শ্রীশঙ্করদেব কমলাসন ব্রহ্মার উক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমাদের যাবতীয়-শত্রুই যে সর্ব্বোপায়া-বলম্বনে সর্ব্বথা হননযোগ্য, এ বিষয়ে আমার কোনরূপ মতদ্বৈধ, বা মতিভেদ নাই। পক্ষান্তরে তোমাদের শত্রুগণের বধ-বিষয়ে আমার মতি সুদৃঢ়া, বা সুনিশ্চিতা জানিবে। কিন্তু এইমাত্র একটী কথা হইতেছে যে, আমি একাকী ঐ সকল-দানবের বধ-সাধনে উৎসাহান্বিত হইতে পারি না। কারণ, সুরশত্রুগণের মধ্যে সকলেই সমধিক

বলসম্পন্ন। অতএব হে সুরগণ! তোমরা সকলে সুপ্রসিদ্ধ-দেববলে বলীয়ান্ হইয়া, সংহত অর্থাৎ একীভূত অবস্থায় মদীয় অর্দ্ধ-তেজঃসংগ্রহণ-পুরঃসর তোমাদের পূর্ব্ব-শত্রু-সকলকে সম্মুখসমরে জয় কর। হে সুরগণ! তোমরা সকলে একীভূত হইয়া, আমার অর্দ্ধতেজঃ-সংগ্রহণ-পূর্ব্বক যদি যুদ্ধযাত্রা কর, তবে আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, দানব-বল হইতে তোমাদের বল সমধিক হইবে। কারণ, "সঙ্ঘাতো হি মহাবলঃ।" দেবগণ কহিলেন, আমাদিগের যাবৎ তেজোবল, দানবগণের তোজোবল তদপেক্ষা দ্বিগুণ, ইহা আমাদিগের ধারণা অনুসারে সুনিশ্চিত। কারণ, "দৃষ্টতেজোবলা হি তে।" শ্রীভগবান্ কহিলেন, যাহারা তোমাদিগের প্রতি অপরাধী, সেই সকল-পাপবুদ্ধি-পরায়ণ দানব যে সর্ব্বতঃ বধ্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা মদীয়-তেজোবলার্দ্ধ-গ্রহণ-পূর্ব্বক তৎ-সাহায্যে শাত্রব-সকলকে নিঃশেষে নিহত কর। দেবগণ কহিলেন, হে মহেশ্বর! আমরা সকলে একত্র মিলিত হইয়াও, সমবেতভাবে আপনার তেজোবলের অর্দ্ধাংশ ভাগশঃ অর্থাৎ পৃথক পৃথক্ ভাগেও গ্রহণ, বা ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। কারণ, আপনার তেজো-বলের অত্যল্পমাত্র অংশও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্রাদি-দেবগণেরও পক্ষে পরম-দুর্দ্ধর। অতএব হে কুসুমেষু-বিনাশন! বিপর্য্যয়ে আপনিই আমা-দের মধ্যে প্রত্যেক-দানবারি-দেবতার তেজোবলের অর্দ্ধাংশ-গ্রহণ-পূর্ব্বক শাত্রবগণকে জয় করুন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, মামক-পূর্ণ-তেজোবলের অর্দ্ধাংশমাত্র-তেজো-বলকে শত-সহস্রধা বা ত্রিংশৎ-কোটি-ভাগে, অথবা অসংখ্য-ভাগে বিভক্ত করিয়া, উহার একটী একটী মাত্র অল্পায়তন ভাগকেও তোমরা যদি ধারণ করিতে সমর্থ না হও, তবে আমি একাকীই তোমাদিগের মধ্যে অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবের, যম, হুতাশন, বায়ু ও বরুণ-প্রভৃতি তেত্রিশ-কোটি-দেবতার মধ্যে প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ তেজো-বলের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ ও ধারণ-পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে এই দানব-সকলকে নিহত করিব। অনন্তর দেবগণ "তথা তথা," এই

শব্দোচ্চারণ-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকৃত উপরিতন-গ্রন্থে-বিবৃত-প্রস্তাবে সম্মতি-জ্ঞাপন করিলে, সর্ব্বদেবেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব দেববৃন্দ-কর্ত্তৃক উক্ত-রূপে অভিহিত ও পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া, সর্ব্বজাতীয়-দেবগণের প্রচণ্ড-তেজোবলের প্রত্যেক অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বকাল হইতেই সর্ব্ব-দেবগণ অপেক্ষা তোজো-বল--বীর্য্য-পরাক্রমে সমধিক শ্রেষ্ঠ, বা তেজো-বল-বীর্য্য-পরাক্রমবান্ হইলেও অধুনা পুনরপি সর্ব্ব-দেব-সম্বন্ধি-তেজো-বল-বীর্য্য-পরাক্রমে সমধিকতেজো-বল-বীর্য্য-পরাক্রমবান্ তেজো-বল-বীর্য্য-পরাক্রমবত্তর, বা তেজো-বল-বীর্য্য-পরাক্রমবত্তমরূপে প্রতীয়মান হইলেন। শ্রীশঙ্করদেব শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাস-গ্রন্থে সর্ব্ব-দেবগণ হইতে বলবত্তররূপে সুপ্রসিদ্ধ হইলেও, তৎকালে সেই দেববর সর্ব্বদেবগণ অপেক্ষা যে বলবত্তররূপে প্রতীয়মান হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কাহারও কোনরূপ সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র অবসর নাই। প্রত্যুত ততঃ প্রভৃতি শ্রীশঙ্করদেব "মহতা সর্ব্বাতিশায়িনা বলেন দীব্যতি প্রকাশতে", এইরূপে কৃতনির্ব্বচন "মহাদেব-নাম-ধারণ-পূর্ব্বক আপামর-সাধারণের সংশয় দূর করিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীমন্মহাদেব কহিলেন, হে ত্রিদশালয়বাসিন্! দেবগণ! আমি ধনুর্ব্বাণ-ধারণ-পূর্ব্বক দিব্য-রথে আরোহণ করিয়া, সম্মুখ-সমরে তোমাদিগের সেই সুপ্রসিদ্ধ-রিপুসকলকে নিহত করিব। অতএব হে সুরগণ! তোমরা সকলে আমার জন্য তাদৃশ-রথ ও ধনুর্ব্বাণ বিশেষ-বিচারাবলোকন-পুরঃসর অনুসন্ধান কর, যাদৃশ-রথ ও ধনুর্ব্বাণসাহায্যে অদ্যই যাবৎ আমি "সংগ্রাম-শিরসি" এই ত্রিপুরনগর-নিবাসী দানবেন্দ্র-গণকে মহীতলে বিনিপাতিত করিতে পারি। দেবগণ কহিলেন, হে দেবেশ্বর! এ ত্রৈলোক্যস্থ ততস্ততঃ বস্তু-সমুদায় হইতে মূর্ত্তি, বা তেজোমাত্রার সমাধান বা একীকরণপূর্ব্বক আমরা আপনার জন্য মহান্ ওজঃ-সম্পন্ন দিব্যাতিদিব্য-রথকল্পনা করিব। কিন্তু, ভবদীয়-রথের অপূর্ব্বতা-সম্পাদনের জন্য আমরা যে যে প্রকারে রথের নির্ম্মাণ-কৌশল দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে বিজ্ঞাপিত করিব, তথৈব-বিহিত-বিচার-বিবেচনা ও বুদ্ধি-পরিচালন-পুরঃসর বিশ্বকর্ম্মকৃত

অভাবনীয় সুমহান্ সুসজ্জিত-রথ অচিরকালমধ্যে আপনার শ্রীচরণ-প্রান্তে সমুপস্থাপিত হইবে। অনন্তর বিবুধ-শার্দ্দূল-গণ সমবেত-ভাবে পরামর্শান্তে শ্রীশঙ্করদেবের জন্য তাদৃশ অসম্ভাব্য-রথ সম্যক্‌রূপে উপকল্পিত করিলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—ত্রয়োদশ অধ্যায়

সর্ব্বজাতীয়-দেবগণ হইতে বলবত্তরত্ব-প্রযুক্ত যিনি "মহাদেব", এই নামে বিখ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সেই শ্রীশঙ্করদেবের নিকট হইতে সুর-গণ "ধনুর্ব্বাণধরস্ত্বহং হনিষ্যামি রথেনাজৌ তান্ রিপূন্ বো দিবৌকসঃ। তে যূয়ং মে রথঞ্চৈব ধনুর্ব্বাণং তথৈব চ। পশ্যধ্বং যাবদদ্যৈত্যান্ পাত-য়ামি মহীতলে॥" এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, অবিলম্বে যাবতীয়-যুদ্ধোপকরণ-সংগ্রহব্যাপারে প্রথমতঃ "সোমঃ শল্যো বিষ্ণুস্তেজনং", এই শ্রুতিপ্রমাণানুসারে বিষ্ণু সোম ও হুতাশনদেবকে শ্রীশঙ্করদেবের ইষুরূপে কল্পনা করিলেন। কিঞ্চ, তৎকালে সেই ইষুবরে স্বয়ং অগ্নিদেব শৃঙ্গ অর্থাৎ শৃঙ্গাকারঘটিকাযুক্তকাণ্ডে পরিণত হইলেন, সোমদেব ভল্ল অর্থাৎ শল্যে পরিণত হইলেন, এবং বিষ্ণুদেব সেই বাণবরের অগ্রভাগ, বা তীক্ষ্ণভাগলক্ষণ কুট্মলে পরিণত হইলেন। এইরূপে বাণ-নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া, দেবগণ রথকল্পনাবসরে সপর্ব্বত-বন-দ্বীপা, সশৈল-বন-কাননা, পর্ব্বত-স্তন-মণ্ডলা, সাগরাম্বরা, সমুদ্রমেখলা, বিশাল-পুর-মালিনী, ভূতধরা দেবী বসুন্ধরাকে রথরূপে কল্পনা করিলেন। অপিচ, সেই রথবরের অক্ষ অর্থাৎ চক্রাধার-দণ্ড-স্থানে নাগেন্দ্র অনন্ত সন্নিবিষ্ট হইলেন এবং স্বয়ং মহানদী গঙ্গা সেই রথবরের জঙ্ঘা অর্থাৎ অক্ষাধার কাষ্ঠস্বরূপে পরিণতা হইলেন। দিগ্ ও বিদিগ্-সকল সেই রথবরের পরিবার অর্থাৎ পরিজন, খড়্গ, কোষ, অথবা পরিচ্ছদে উপকল্পিত হইল। তথা নক্ষত্র-বংশ সেই রথবরের ঈষা অর্থাৎ যুগসন্ধানত্রিবেণুময়-কাষ্ঠবিশেষে পরিণত হইলেন।

এইরূপ স্বয়ং কৃতযুগ সেই রথবরের যুগ অর্থাৎ ধূর্য্যযোজনদণ্ডে পরি-ণত হইলেন এবং নাগরাজ-বাসুকি সেই রথের কূবর অর্থাৎ যুগন্ধরস্বরূপে পরিণত হইলেন। অপিচ, ভুজগোত্তম-শেষরাজ অপস্কর অর্থাৎ পশ্চাৎ কাষ্ঠে পরিণত হইলেন এবং সেই রথবরের অধিষ্ঠান অর্থাৎ চক্রস্থানে

বিন্ধ্য ও দেবতাত্মা হিমবান্ পর্ব্বত সন্নিবিষ্ট হইলেন। তথা উদয়-গিরি ও অস্ত-গিরি-নামে-প্রসিদ্ধ পর্ব্বতদ্বয়কে সুরোত্তমগণ সেই রথ-বরের অধিষ্ঠান অর্থাৎ চক্রদ্বয়ের আধারস্বরূপে পরিকল্পিত করিলেন। দানবোত্তমগণের আলয়ভূত-সমুদ্রকে জলময়ত্ব-নিবন্ধন অথবা চিক্বণত্ব-প্রযুক্ত দেবগণ সেই রথবরের অক্ষ অর্থাৎ বন্ধন-পাশ-সমুদায়ে পরিণত করিলেন। সপ্তর্ষি-মণ্ডল সেই রথবরের পরিষ্কর অর্থাৎ চক্র-রক্ষাদিরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহানদী গঙ্গা, তথা সরস্বতী ও সিন্ধু অর্থাৎ যমুনাখ্যা নদী ত্রিবেণুস্থানীয় এই নদীত্রয় সহ গিলিত আকাশ সেই রথ-বরের ধূর অর্থাৎ ধূর্ভাগে পরিণত হইল। এইরূপ যাবতীয় জল, বা নিম্নগা-সকল সেই রথবরের উপস্কর অর্থাৎ বন্ধাদিসামগ্রীরূপে পরিণত হইল। তথা অহোরাত্র, কলা, কাষ্ঠা ও ষড়্বিধ ঋতু সেই রথবরে অনুকর্ষ অর্থাৎ রথাধঃস্থিত দারুবিশেষে পরিণত হইল।

এইরূপ সুরোত্তমগণ-কর্ত্তৃক প্রদীপ্ত-গ্রহ ও তারকা-সকল সেই রথ-বরের বরূথ অর্থাৎ রথগুপ্তিস্বরূপে উপকল্পিত হইলেন। ত্রিবেণু-সদৃশ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, ইঁহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া, সেই রথবরে দারু-বন্ধুর অর্থাৎ রথতল্পে পরিণত হইলেন। পুষ্পফলোপগা ওষধী ও বীরুধ্-সকল সেই রথবরে ঘণ্টাসমূহস্বরূপে পরিকল্পিত হইল। রথবরোত্তম সেই দিব্যাতিদিব্য রথে সূর্য্য ও শশধরকে চক্রদ্বয়-স্বরূপে পরিকল্পিত করিয়া, অনন্তর দেবগণ সেই রথবরের পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ পূর্ব্বাঙ্গস্থানে শুভ-রাত্রিকে এবং অপরপক্ষ অর্থাৎ অপরাঙ্গস্থানে শুভ-দিবসকে স্থাপিত করিলেন। এ স্থলে এ কথা বলা আবশ্যক যে, পূর্ব্ব-গ্রন্থে হিমবান্ ও বিন্ধ্যপর্ব্বতকে চক্ররূপে কথন করিয়া, পুনরপি অত্র-স্থলে যখন চন্দ্র ও সূর্য্যদেবকে রথচক্ররূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তখন অবশ্যই ত্রিপুর-দাহের জন্য শ্রীশঙ্করদেবার্থে দেবগণ-কর্ত্তৃক উপকল্পিত-রথের চতুশ্চক্রত্ব অবগত হইতে হইবে। অতএব রথের চতুশ্চক্রত্ব-নিবন্ধন "ততস্ত্বনন্তোনাগেন্দ্রোমামক্ষং কুরু সাম্প্রতম্॥" এই কথা বলিয়া, পুনরপি "সমুদ্রমক্ষমস্থজন্ দানবালয়মুত্তমম্।" এ কথা বলা অন্যায়-সঙ্গত হইবে না।

কিঞ্চ, রথের চতুশ্চক্রাত্বাভিপ্রায়ে পুনরপি দেবগণ তৎকালে ধৃত-রাষ্ট্র-প্রমুখ দশ-নাগপতিকে ঈষা ও নিশ্বসন-পরায়ণ, মহাক্রুদ্ধ, মহোরগ-নাগসকলকে যোক্ত্র অর্থাৎ যুগাদিবন্ধন-রজ্জুস্বরূপে পরিকল্পিত করিলেন। তথা পুনরপি রথবরের চতুশ্চক্রত্ব-প্রযুক্ত দ্যৌঃ-প্রদেশকে যুগরূপে পরিকল্পিত করিয়া, দেবগণ সম্বর্ত্তক-বলাহক-প্রভৃতি-মেঘগণকে যুগ-চর্ম্ম অর্থাৎ ধূর্য্য-স্কন্ধ-যুগ-দ্বয়ের অন্তরস্থ-কশিপু, বা আচ্ছাদনরূপে কল্পিত করিলেন। এইরূপ দেবগণ সন্ধ্যা, ধৃতি, মেধা, স্থিতি ও সন্নতি অর্থাৎ হ্রী এবং শ্রীদেবীর সহচারিণীভূতা প্রণতি, তথা গ্রহ, নক্ষত্র ও তারা-নিচয়ে চিত্রিত-নভস্তলকে চর্ম্ম অর্থাৎ রথবরের বাহ্য আবরণে পরিণত করিলেন। পুনশ্চ, দেবগণ সুর, অম্বু, প্রেত ও বিত্তপতি অর্থাৎ ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবেররূপ-লোকেশ্বর-সকলকে হয়রূপে পরিকল্পিত করিলেন। তথা কালপৃষ্ঠ, নহুষ, কর্কোটক, ধনঞ্জয় এবং ইতরেতর-নাগগণকে দেবগণ সেই রথবরে নিযোজিত-হয়-সকলের বালবন্ধনা অর্থাৎ অশ্বকেসরবন্ধনাস্বরূপে পরিকল্পিত করিলেন। তথা দিক্ ও প্রদিক্-সকলকে দেবগণ রথ-বাজি-সকলের রশ্মি-স্বরূপে কল্পনা করিলেন। বষট্কার রথ-বাজি-সকলের তাড়নদণ্ড-প্রতোদে পরিণত হইল। তথা স্বয়ং দেবী গায়ত্রী অশ্বসকলের শীর্ষবন্ধনী হইলেন। তথা দেবগণ সিনীবালী অর্থাৎ পূর্ব্বা অমাবাস্যা, অনুমতি অর্থাৎ পূর্ব্বপৌর্ণমাসী, কুহূ অর্থাৎ উত্তরা অমাবাস্যা, তথা সুব্রতা, রাকা অর্থাৎ উত্তরা পৌর্ণমাসীকে রথবরে নিযোজিত-বাহ-সকলের যোক্ত্রনিচয়ে পরিণতা করিলেন এবং রোহক অর্থাৎ সিনীবাল্যাদির অধিষ্ঠাতা পিত্রাদিকে তত্র রথবরে নিযোজিতবাহ-সকলের যোজনার্থ কণ্টক অর্থাৎ যোক্ত্রবন্ধনোপযোগী প্রকীলকে পরিণত করিলেন। তথা ধর্ম্ম, সত্য, তপঃ এবং অর্থ, ইঁহারা সকলে রশ্মি অর্থাৎ প্রগ্রহ, অথবা পূর্ব্বকথিত-কণ্টক-সকলে সংলগ্ন অশ্ববন্ধন-রজ্জুস্বরূপে পরিণত হইলেন।

তথাবিধরথের অধিষ্ঠান অর্থাৎ আধারভূ-স্বরূপে দেবগণ-কর্ত্তৃক মনঃ বিনিযুক্ত হওয়ায়, তাৎপর্য্যতঃ রথবর মনোময় স্বরূপে পরিণত হইল। এইরূপ শব্দ-মাত্র-শরীররূপে কল্পিত মনোময়-রথের পরিরথ্যা অর্থাৎ

প্রচার-মার্গস্বরূপে দেবী বাগ্‌বাদিনী সরস্বতী পরিকল্পিতা হইলেন। নানা-বর্ণে বিভূষিত, নানা-চিত্রে চিত্রিত, তড়িৎসমূহে সমলঙ্কৃত মেঘ-সকল পবন-প্রবাহে পত পত শব্দে শব্দায়মান পতাকা-সকলের স্থানে সমুপস্থিত হইল। উক্তরূপ পতাকাসকল, তথা বিদ্যুৎপুঞ্জ এবং নানা-বর্ণ-বিচিত্রবহুবিস্তৃত ইন্দ্রধনুঃ-সাহায্যে নদ্ধ অর্থাৎ বদ্ধ সেই প্রদীপ্ত রথবর সাতিশয় বিদীপিত হইতে লাগিল। তথা পূর্ব্বকালে মহাত্মা শ্রীঈশানদেবের যজ্ঞমহোৎসবে যিনি দেবগণকর্তৃক বিহিত, কল্পিত, বা বিনিযুক্ত হইয়াছিলেন, মহাভারতীয়মতানুবর্ত্তনে সেই সম্বৎসর কল্পান্তরাভিপ্রায়ে ত্রিপুরবধার্থ শ্রীশঙ্করদেবের ধনুঃস্বরূপে পরিকল্পিত হইলেও, "রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রোধনুরথো", ইত্যাদি-পুষ্পদন্ত-বিরচিত-ব্যাখ্যাতব্যশ্লোকাভিপ্রায়ানুসরণে, তথা শ্রীশিবপুরাণ-নির্দ্দেশানুসারে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সর্ব্বদেবময় সুমহান্ রথের পরিকল্পনার অনন্তর ধনুরন্বেষণাবসরে অগশ্রেষ্ঠ-পর্ব্বতরাজ-মন্দর শ্রীমন্মহাদেবের করস্থ-কোদণ্ডস্বরূপে পরিণত হইল। কার্ম্মুক-কল্পনার অনন্তর স্বয়ং সাবিত্রীদেবী মন্দরাচল-লক্ষণ-চাপ-প্রবরে মহাস্বনা জ্যাস্বরূপে অবস্থিতা হইলেন।

অনন্তর কালচক্র হইতে বহিষ্কৃত-মহার্হরত্ন-ভূষিত সুরাসুর-নরগণের অভেদ্য-বিরজস্ক-দিব্য-বর্ম্ম বিহিত হইলে, কনক-পর্ব্বত শ্রীমান্ সুমেরু-কর্তৃক উক্ত-রথবরের ধ্বজযষ্টিস্থান অধিকৃত হইল। সৌদামিনী-সমূহে সমলঙ্কৃত-মেঘমালারূপ-পতাকামালা-বিরাজিত সেই রথবর অধ্বর্য্যু-মধ্যস্থ-জ্বলিত-পাবক অর্থাৎ ধিষ্ণ্যগ অনল-কল্পাকারে অনন্ত-শোভার আধার-স্বরূপে বিমলোজ্জ্বল-প্রভা-বিস্তার-পূর্ব্বক বিরাজমান হইয়া, যখন অপূর্ব্বরূপে প্রকাশ-প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তৎকালে অধ্বর্য্যুমধ্যস্থ-প্রজ্বলিত-পাবকপ্রায় তড়িৎ-সমলঙ্কৃত-মেঘমালা-লক্ষণ-পতাকা-পংক্তি-পরিশোভিত সর্ব্বথা কপ্ত সেই রথবরকে অবলোকন করিয়া, দেবগণ পরম-বিস্মিত-মানসে শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্বদেবারাধ্য-শ্রীচরণপ্রান্তে সমুপস্থিত হইয়া, কহিলেন, হে দেববর! মহাত্মন্! সর্ব্বলোকের তেজঃ-সংগ্রহ-পূর্ব্বক বিশ্ব-কর্ম্ম-দ্বারা বিনির্ম্মিত-সর্ব্বোপকরণযুক্ত-সুসজ্জিত

রথ আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অনন্তর ত্রিভুবনমহারাজ শ্রীশঙ্করদেব উক্তরূপে সুররাজ-প্রমুখ-দেবগণ-কর্ত্তৃক কল্পিত এবং নিবেদিত শাত্রবগণের অভিমর্দ্দনকারী সেই রথসত্তমে সর্ব্বলোক-সম্ভূত-বিপুল-তেজঃ একত্রাবস্থিত অবলোকন করিয়া, আনন্দিত অন্তঃকরণে নিজ-দিব্যাতিদিব্য আয়ুধসকল অবস্থাপিত করিলেন।

অপিচ, কল্পান্তরীয়-ধ্বজযষ্টি-স্থানীয় অনাবরণ-স্বভাব-বিয়ৎ-প্রদেশ ভেদ করিয়া, উন্নত-মস্তকে অবস্থিত অর্থাৎ সর্ব্বদেবময়-রথের চূড়াভাগ-সংলগ্ন-ধ্বজযষ্টিভূত শ্রীমান্ সর্ব্বতঃ কনকময়-সুমেরু-পর্ব্বতোপরি গোবৃষ-ধ্বজ অবস্থাপিত করিয়া, পশ্চাৎ শ্রীশঙ্করদেব ব্রহ্মদণ্ড, কালদণ্ড, রুদ্র-দণ্ড, তথা শ্রীমান্ রুদ্রজ্বরকে রথনীড়ে আরোপিত করিলেন। ব্রহ্মদণ্ড, কালদণ্ড, রুদ্রদণ্ড ও শ্রীমান্ রুদ্রজ্বর রথবরে অবস্থিত হইয়া, উক্ত রথবরের পরিস্কন্দ অর্থাৎ পার্শ্বগোপের কার্য্য করিতে লাগিলেন। এইরূপ অথর্ব্বা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, অথবা মুনিবিশেষ এবং আঙ্গিরস, অর্থাৎ দেব-গুরু বৃহস্পতিকে মহাত্মা শ্রীশঙ্করদেবের জন্য নির্ম্মিত-রথবরে চক্ররক্ষক-স্থানে অবস্থাপিত করিয়া, স্বয়ং ঋগ্বেদ, সামবেদ এবং অষ্টাদশ উপপুরাণ সহিত অষ্টাদশমহাপুরাণ সেই রথবরে পুরঃসর-স্বরূপে অবস্থিত হই-লেন। তথা ইতিহাস ও যজুর্ব্বেদকে পৃষ্ঠ-রক্ষক-পদে নিযুক্ত করিয়া, দিব্য-বাক্য-সকল, তথা দিব্যা-ব্রহ্মবিদ্-বেদ্যা, পরাপরবিদ্যাভেদে বিভিন্ন-বিষয়িণীবিদ্যা-সকল উক্ত-রথবরে পরিপার্শ্বচররূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিঞ্চ, বেদ ও পুরাণাদি-প্রতিপাদিত-যাবতীয়-স্তোত্র এবং ওঁকার সেই রথবরের মুখ-প্রদেশে অবস্থিতি-পুরঃসর অতিশয়-শোভাকর রূপে প্রতীয়মান হইলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—চতুর্দ্দশ অধ্যায়

অনন্তর নীললোহিত, ধূম্র, কৃত্তিবাসাঃ, শক্রভয়ঙ্কর, আদিত্যাযুত-সঙ্কাশ, তেজো-জ্বালাবৃত, ব্রহ্ম-বিদ্বেষ্টৃগণের জেতা এবং হন্তা, ধর্ম্মা-ধর্ম্মাশ্রিত-নরগণের নিত্যকাল ত্রাতা, তথা হন্তা, প্রমথনশীল-ভীমবল-ভীমরূপ-মনো-মারুত-সদৃশ-জবসম্পন্ন-প্রমথগণে, তথা অনন্যসুলভ আত্মীয়-গুণগণে পরিবৃত, শ্রীভগবান্ স্থাণুদেব বিমল-প্রভাপুঞ্জ-প্রাচুর্য্যে নিতান্ত বিভাত হইতে লাগিলেন। কিঞ্চ, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ-সমুদয়-সমাশ্রয়ণে জঙ্গমাজঙ্গমাত্মক অদ্ভুত-দর্শন এই নিখিল-বিশ্বপ্রপঞ্চ বিপুল-শোভাসম্পদের আধার-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছে, সেই শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্বতঃ সুশোভিত-সজ্জিত-সর্ব্ববিধ উপকরণে পরিপূর্ণ, অশ্ব-চতুষ্টয়ে যুক্ত-রথবরকে অবলোকন করিয়া, প্রহৃষ্টান্তঃকরণে কবচ ও শরাসন-ধারণ-পূর্ব্বক সোম, বিষ্ণু এবং অগ্নিসম্ভব-বাণ গ্রহণ করিয়া, রথসত্তমে আরোহণার্থ প্রস্তুত হইলেন। এইরূপে শ্রীশঙ্করদেব তথাবিধরূপে উপকল্পিত-রথবরে আরোহণোন্মুখ হইলে, প্রভু শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের মানস-সন্তোষ, বা চিত্ত-প্রসাদন-সম্পাদনার্থ দেবগণ তৎকালে পুণ্য-গন্ধবহ-দেব-সত্তম-সদাগতিদেবকে বহমান হইতে আদেশ-প্রদান-পূর্ব্বক বিপুল-শোভাযাত্রার আয়োজনে মনোনিবেশ করিলেন।

কিঞ্চ, শুভ-পুণ্য-গন্ধ-বিস্তার-পুরঃসর মাতরিশ্বা শ্বসনদেব সুররাজ ইন্দ্রের আদেশে প্রবাহিত হইলে, তথা সর্ব্বতঃ চিত্ত-প্রহর্ষ-জননী-শোভা-যাত্রার প্রবর্ত্তন সাধিত হইলে, দেবগণ-কল্পিত-বিপুলানন্দপ্রদ-মহামহোৎ-সবোল্লাসে যোগদান-তৎপর-মানসে পূর্ব্বোপকল্পিত সেই রথবরে আরো-হণাবসরে মেদিনীমণ্ডল ও দেবগণকে এককালে কম্পিত করিয়াই যেন, যতনশীল শ্রীশঙ্করদেব রথসমীপে অগ্রসর হইলেন। পরমর্ষিগণ শ্রীমন্ম-হেশ্বরদেবকে রথোপরি আরুরুক্ষু অবলোকন করিয়া, পরমপ্রেম-প্রহৃষ্ট-চিত্তে স্তুতি করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিলেন।

নৃত্য-কোবিদ অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মেঘগণ মৃদুমন্দবারিবর্ষণ সাহায্যে রথ-গমন-মার্গ-গত-ধরণী-ধূলি উপশান্ত করিল। দিক্‌সকল প্রসন্নভাব ধারণ করিল। পবনদেব বহমান হইয়া, শুষ্ক-তৃণ-পত্র-কঙ্করাদি অপসারিত করিলেন। সুরবালাগণ লাজবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দিগঙ্গনাগণ শঙ্খাদি-সমুত্থ-মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ব্রহ্মর্ষিগণ-কর্ত্তৃক-স্তূয়মান, বন্দিগণ-কর্ত্তৃক বন্দ্যমান, তথা সর্ব্বতঃ শোভমান-বরদ-শ্রীশঙ্করদেব হাস্য করিতে করিতেই যেন, দেবগণকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "সারথিঃ কো ভবিষ্যতি ?" কবচী, কুণ্ডলী, মুকুটী, বাণী, শরাসনী শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীমুখ নির্গত-উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবগণ কহিলেন, হে দেবদেবেশ্বর! আপনি যাঁহাকে সারথির পদে নিযুক্ত করিবেন, তিনিই বিনা বাক্যব্যয়ে অবনত-মস্তকে আপনার আজ্ঞাবচন শিরোদেশে ধারণ-পূর্ব্বক আপনার সারথ্য-কার্য্যে ব্রতী হইবেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন, যিনি সর্ব্বগুণে গুণবান্ তাঁহাকেই তোমরা স্বয়ং বিচার ও সম্যক্ চিন্তা করিয়া, অবিলম্বে সারথির পদে নিযুক্ত কর। শ্রীমন্মহাদেবের উক্তরূপ আদেশবচন-শ্রবণ করিয়া, দেবগণ-সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া, স্তুতিগর্ভ-বিনীত-বচনে তাঁহার চিত্ত-প্রসন্নতা-সম্পাদন-পূর্ব্বক এই বাক্য বলিলেন যে, হে দেব! ত্রিদশারিগণের বিনিগ্রহ-বিষয়ে আপনি যেরূপ উপদেশবচন-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমরা তদনুরূপ কার্য্য করিয়া, শ্রীবৃষভধ্বজদেবকে প্রসন্ন করিয়াছি। শ্রীশঙ্করদেব আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, ত্রিপুরালয়নিবাসী দানবেন্দ্র-গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে স্বীকার করিয়াছেন। তথা শ্রীশঙ্করদেবের অভিপ্রায় অনুসারে আমরা বিচিত্রায়ুধ-সংবৃত-রথ-কল্পনা-কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছি, পরন্তু হে দেব! সেই রথোবরোত্তমে অবস্থিত হইয়া, প্রগ্রহ-গ্রহণ-পূর্ব্বক যিনি অশ্ব-সকলকে সংযত ও পরিচালিত করিবেন, তাদৃশ সারথি যে কে ? তাহা অদ্যাপি আমরা জানিতে পারি নাই। অতএব হে দেবসত্তম! আপনি তাদৃশ কোন

সুনিপুণ-সারথির নির্ব্বাচন করিয়া, আপনার পূর্ব্বোক্ত সেই বাক্য সফল করুন।

হে ভগবন্! ইতঃপূর্ব্বে আমাদিগকে সমাশ্বস্ত করিবার জন্য আপনি বলিয়াছিলেন যে, আমি অবশ্যই তোমাদিগের হিতাচরণ করিব। হে দেব! অধুনা সময় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি পূর্ব্ববাক্যানুসারে আমাদিগের হিত-সাধনার্থ ত্বরিতগতি প্রযত্ন অবলম্বন করুন। কিঞ্চ, হে বিভো! আমরা সুরপতি, জলপতি, প্রেতপতি এবং বিত্তপতি-লক্ষণ অশ্ব-চতুষ্টয়ে যুক্ত শাত্রবগণের বিদ্রাবণ তথা দুর্দ্ধর-রথসত্তম প্রস্তুত করিয়াছি। তথা সেই রথবরে সর্ব্ব-সুরেশ্বরেশ্বর, দেবদেব, সকল-ভুবন-বন্দিত ভগবান্ শ্রীপিনাকপাণি যোদ্ধরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। অপিচ, শ্রীভগবান্ পিনাকপাণিদেব কেবলমাত্রই যে রথোপরিস্থ-সর্ব্ববিধ-মণি-রত্ন-জড়িত-পাদ-পীঠপরিশোভিতহেমময়-মহার্হ-সিংহাসনতল্পে যোদ্ধবেশে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা নহে; পরন্তু তিনি ত্রিপুর-দুর্গ-নিবাসী দানবেন্দ্রগণকে বিস্পষ্টরূপে ভীতি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাহাদিগের নিধন-সাধনে সমুদ্যত হইয়াছেন। যদিচ আমাদিগের অবলম্বিত-প্রযত্ন এইরূপে সফলতালাভ করিয়াছে, তথাপি হে পিতামহ! পরম-পরিতাপের বিষয় এই যে, অদ্যাপি "সারথির্নাভি-লক্ষ্যঃ", অর্থাৎ যিনি যন্তার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, রশ্মি-ধারণ-পূর্ব্বক অশ্ব-সকলের সংযমন, বা পরিচালন-বিষয়ে স্বীয়-দক্ষতা প্রকাশ করি-বেন, তাদৃশ সারথি পরিলক্ষিত হইতেছেন না।

বিশেষতঃ সারথিজনোচিত-সর্ব্ববিধ-সদ্‌গুণ-গ্রামে সমলঙ্কৃত যন্তা আমাদিগের সর্ব্বথা এষ্টব্য। কারণ, হে পিতামহ! সর্ব্ববিধ-বিশেষ-গুণে গুণবান্, বা বিশেষবান্ সারথি যদি সারথ্য-কর্ম্মে কুশলী বা সুনিপুণ হন, তবেই তৎপ্রতিষ্ঠ-রথ, অশ্ব-সকল, যোদ্ধা, শস্ত্র-সমূহের সহিত কবচ-নিচয় এবং কার্ম্মুক নিজ-নিজ-কর্ত্তব্য কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ হইয়া থাকে। হে দেব! স্পষ্টভাষায় বলিতে কি? সেই রথবরে এক-মাত্র আপনি ভিন্ন অপর কাহাকেও আমরা উপযুক্ত-সারথিরূপে অবলোকন করিতেছি না। হে প্রভো! একমাত্র আপনিই

সর্ব্ববিধ-সদ্‌গুণ-সমূহে বিভূষিত এবং অন্যান্য-দৈবতগণ হইতে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সদ্‌গুণ-গ্রামে, ধৈর্য্যে, বীর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে, শৌর্য্যে, বা পরাক্রমে সমধিক, বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব "হে ব্রহ্মন্! ত্বমেব" আমাদিগের হিত, বা বিজয়াভিপ্রায়ে, তথা ত্রিপুর-নগর-নিবাসী দানবেন্দ্রগণের পরাজয়-সাধনার্থ শীঘ্রগতি রথোপরি আরোহণ করিয়া, "সংযচ্ছ পরমান্ হয়ান্"। এইরূপে সুরগণ ত্রিদশেশ্বরগণের বিজয় এবং ত্রিদশ-দ্বেষ্টা অসুরগণের বধার্থ শিরঃ-সাহায্যে প্রণাম করিয়া, ত্রিলোকেশ্বর-পিতামহদেবকে প্রসাদিত করিতে অগ্রসর হইয়া, সারথ্য-কর্ম্মগ্রহণের জন্য তাঁহার প্রতি বারংবার অনুরোধ, উপরোধ, অনুনয়-বিনয়-প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চদশ অধ্যায়

মহেন্দ্র-প্রমুখ-দেবগণের উক্তরূপ-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, লোক-পিতামহ ব্রহ্মা কহিলেন, হে সুরগণ! সারথ্য-কর্ম্ম-গ্রহণার্থ তোমরা যে সকলবাক্য কথন করিয়াছ, তৎ সমস্তই সত্য; সুতরাং কপর্দ্দী ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব ত্রিপুরদুর্গনিবাসী দানবগণের সহিত যখন যুদ্ধ করিবেন, তৎকালে আমি তাঁহার অশ্বসকলকে সংযত, বা নিয়মিত করিব। অনন্তর সেই ভগবান্ লোকস্রষ্টা পিতামহদেব মহেন্দ্র ও উপেন্দ্র-প্রমুখ-দেবগণকর্ত্তৃক মহাত্মা শ্রীঈশানদেবের সারথ্য-কার্য্যে কল্পিত হইয়া, যেমন সর্ব্বলোক-পূজিত সেই স্যন্দনবরে ত্বরিতগতি আরোহণাভিপ্রায়ে পাদসঞ্চান করিলেন, তৎক্ষণাৎ অশ্ব-সকল শিরঃ-শ্রেণী-সাহায্যে ভূমিতলে পরিগত হইয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিল। অতঃপর স্বীয়-তেজঃ-পুঞ্জপ্রভাবে দীপ্যমান-কলেবরে ভগবান্ পিতামহ-দেব সর্ব্ব-দেবময়-রথে আরোহণ করিয়াই, অভীষু অর্থাৎ রশ্মি, বা প্রগ্রহ এবং প্রতোদ-পরিগ্রহণ করিলেন। কিঞ্চ, প্রগ্রহ এবং প্রতোদ-গ্রহণ-পূর্ব্বক মানস, বা অনিলোপম, অর্থাৎ মনঃ-সদৃশ, বা পবন-সমান-বেগ-সম্পন্ন প্রণামব্যাজে ভূতলে অবনতমস্তকে অবস্থিত-হয়োত্তম-সকলকে সহসা উত্থাপিত করিয়া, ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্ব-দেব-শিরোমণি সুরোত্তম শ্রীস্থাণুদেবকে কহিলেন, হে দেবদেব! মহাদেব! আপনি রথবরে আরোহণ করুন। অনন্তর শ্রীস্থাণুদেব বিষ্ণু-সোমাগ্নি-সম্ভব সেই ইষুবরকে দক্ষিণ-হস্তে গ্রহণ করিয়া এবং বাম-হস্ত-ধৃতধনুঃ-সাহায্যে শাত্রবগণকে কম্পিত করিয়া, তৎকাল-মাত্রেই সেই সর্ব্বদেবময় অসম্ভাব্য-রথোপরি আরোহণ করিলেন।

এইরূপে শ্রীস্থাণুদেব রথবরে আরূঢ় হইলে, সেই সর্ব্বদেবেশ্বর-মহামহাতিমহিম শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে পরমর্ষিগণ স্তব করিতে লাগিলেন। তথা গন্ধর্ব্বগণ, দেবসঙ্ঘ এবং অপ্সরোগণও স্তুতি-সাহায্যে

শ্রীমন্মহাদেবের মানস-সন্তোষ-সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে পরমর্ষি-প্রভৃতি-কর্ত্তৃক স্তুত, তথা সর্ব্বতঃ শোভমান শ্রীশঙ্করদেব স্বীয় অসীম, অনন্ত, অপূর্ব্বতরানন্দপ্রদ, সকল-জগদুদ্ভাসন-বিকাশনকুশল মহাত্ম-মানসমোহন, মুনি-মণ্ডল-রমণ, শুভ-সাধু-জন-চিত্ত-হরণ, যুগপদুদিত-শত-কোটি-সূর্য্য, বা চন্দ্র-সদৃশ খরতর, অথচ সুশীতল, অপার-সৌন্দর্য্য-পারাবার, বা রূপসাগরের শত-শত-সহস্র-সহস্র-স্বপ্রকাশতেজস্তরঙ্গোল্লাস-মাধুর্য্যে এই লোকত্রিতয়কে প্রদীপিত করিয়া, শত-শত-সহস্র-সহস্র-মণি-মাণিক্য-রত্নরাজিরাজিত-ত্রিভুবন-মহারাজ-জনোচিত শত-শত আতত-চন্দ্রাতপ-শোভিত, সহস্রাদিত্য-সঙ্কাশ-রথবরের গর্ভ-গত-সুধা-ধবলামল-বিমল-শীতল-মৃদুল-মঞ্জুল-মণি-মাণিক্য-রত্ন-রাজি-বিরাজিত, মুক্তা-মালা-মালিত, বিবিধ-রত্ন-রচিত, বিচিত্র-বিতত-প্রিয়কৈলাসালয়-গত-পর্য্যঙ্ক-বিন্যস্তানল্প-তল্প-কল্প-বিশুদ্ধ-বিশাল-শয্যাতলে শয়নাসনে ধনুর্ব্বাণ-ধারণ-পূর্ব্বক প্রত্যালীঢ়পদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর খড়্গী বাণী শরাসনী শ্রীপিনাকপাণিদেব পুনরপি ইন্দ্র-পুরোগম-দেবগণকে কহিলেন যে, "ন হন্যাদিতি কর্ত্তব্যো ন শোকো বঃ কথঞ্চন। হতানীত্যেব জানীত বাণেনানেন চাসুরান্॥" অর্থাৎ হে সুরগণ! তোমরা এরূপ মনে করিও না যে, আমি অসুরদিগকে হনন করিব, অথবা নিহত করিতে চেষ্টা করিব মাত্র। অপিচ, যদি কদাচিৎ আমি অসুরগণের বধ-সাধনে সমর্থ না হই, এরূপ বিবেচনা করিয়াও, হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদিগের শোকের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত নহে। পক্ষান্তরে হে ত্রিদশগণ! তোমরা নিঃসংশয়ে বিশ্বস্ত-হৃদয়ে এরূপ ধারণা করিতে, অথবা অবগত হইতে পার যে, আমার হস্ত-স্থিত-বিষ্ণু-সোমাগ্নি-সম্ভব এই বাণ-দ্বারা নিশ্চিন্তই দানবগণ নিহত হইয়াছে। সুরপতি-প্রমুখদেবগণ শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীমুখ-নির্গত-সুধাসম-সুমিষ্ট-শ্রোত্র-সুখকর-হৃদয়ানন্দ-দায়ক উক্তরূপ অমৃতাস্বাদবচন শ্রবণ করিয়া, এইরূপ বিচার করিলেন যে, প্রভু ভগবান্ শ্রীপিনাকপাণিদেব যে বচন কথন করিয়াছেন, তাহা কদাচন কথঞ্চন মিথ্যা হইবার নহে। এইরূপ চিন্তা-সহকৃত-বিচারের অনন্তর দেবগণ মনে মনে পরা পরিতুষ্টি,

পরম আনন্দ অনুভব-পূর্ব্বক প্রীতি-বিকসিত-নয়নে হাস্য-শোভন আননে প্রেম-মধুরস্বরে এই বাক্য বলিলেন যে, হে ভগবন্! আপনার শ্রীমুখ-পদ্ম-বিনির্গত-বচন কি কখনও মিথ্যা হইতে পারে? কখনই নহে। হে বিধু-খণ্ড-বিমণ্ডিত-ভালতট! আমরা আপনার অভ্রান্ত-বেদসম-বচন-প্রমাণানুসারে নিশ্চিতরূপে অবগত, অবিতথরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছি যে, ত্রিপুর-দুর্গবাসী দানবেন্দ্রগণ সত্য সত্যই নিহত হইয়াছে।

তদনন্তর সর্ব্বদেবেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব অদ্য পর্য্যন্ত বহু অনুসন্ধানেও যে রথবরের উপমা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাদৃশ উপমা-বিহীন-স্যন্দনে সম্বৎসরবেগে বেগবান্ বহুবিধরত্নরাজিরাজিত সুমহান্ রথবরে আরূঢ় ও সর্ব্বদেবগণে পরিবৃত হইয়া, ত্রিপুরদাহার্থ শুভলগ্নে, শুভমুহূর্ত্তে, শুভযোগে যাত্রা করিলেন। এইরূপে সর্ব্বসুরাসুরারাধিত-পাদপদ্ম শ্রীশঙ্করদেব লোক-সকলের অভয়ঙ্কর শ্রীমন্মহেশ্বরদেব ত্রিপুরাভিমুখে প্রয়াত হইলে, দেবগণ আনন্দিত হইলেন, সমগ্র জগৎ পরিতুষ্ট হইল, এবং তপোধনগণ প্রসাদ-সুমুখ হইলেন। কিঞ্চ, নিজ-পারিষদগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান মহাযশাঃ দেববর শ্রীশঙ্কর ত্রিপুরাভিমুখে প্রস্থিত হইলে, প্রমথগণের মধ্যে কেহ কেহ নৃত্য করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ সমন্তাৎ ধাবমান হইলেন, মাংসভক্ষ দুরাসদ প্রমথগণের মধ্যে কেহ কেহ পরস্পরের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তর্জ্জমান-প্রথমগণের মধ্যে কেহ কেহ পরস্পরের প্রতি প্রহার-প্রয়োগে অর্থাৎ আক্রীড়নে প্রবৃত্ত হইলেন, মহাসদ্গুণ-সম্পন্ন তপো-যুক্ত মহাভাগ মহাপ্রাণ মহাত্মা মুনি ও ঋষিগণ, তথা দেবগণ পুরুষসূক্ত-রুদ্রাধ্যায়-প্রভৃতি-পাঠ-পূর্ব্বক বহুবিধ-স্তববাক্যে স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং সকলে একমনে, একপ্রাণে, এক-ধ্যানে, এক-জ্ঞানে, সমস্বরে বহুশঃ স্তুতি-পাঠ-পুরঃসর মহামহিম শ্রীমন্মহাদেবের পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশঃ বিজয়প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

অপিচ, দেবগণ, ঋষিগণ ও মুনিগণ পুনঃ পুনঃ স্তুতি-পাঠ-সহকারে শ্রীশঙ্করদেবের তেজো-বিবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সহস্র-সহস্র প্রযুত-প্রযুত অর্ব্বুদার্ব্বুদসংখ্যাতীতগন্ধর্ব্বগণ শ্রীশঙ্করদেবের প্রয়াণকালে

বিবিধ-জাতীয়-বাদ্য-সকল বাদিত করিতে লাগিলেন। অপরঞ্চ, বরদ শ্রীবিশ্বেশ্বরদেব পূর্ব্বোপকল্পিত-রথবরে অধিরূঢ় হইয়া, অসুরগণের বধার্থ ত্রিপুরের প্রতি ধাবিত, বা প্রয়াত হইলে, বিস্ময়-পূর্ণ মানসে সকলেই "সাধু," "সাধু", এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। স্বয়ং শ্রীবিশ্বনাথদেবও সর্ব্ব-জন-কৃত-নিরন্তরসাধুবাদ এবং জয়-জয়-নাদ শ্রবণ করিয়া, স্ময়মানাবস্থায় নিজসারথি-পিতামহদেবকে এই বাক্য বলিলেন যে, হে দেব! তুমি সর্ব্বথা অতন্দ্রিতহৃদয়ে যেখানে দৈত্য-গণ বাস করিতেছে, সেই ত্রিপুরের প্রতি অবিলম্বে ত্বরিত-গতি অশ্ব-সকলকে প্রেরিত, বা পরিচালিত কর এবং ত্রিপুর প্রাপ্ত হইয়া, সম্মুখ-সমরে আমি যখন শাত্রব-গণের নিধন-সাধন করিব, তৎকালে অর্থাৎ অদ্যই আমার বাহুযুগলের বল সম্যক্‌রূপে অবলোকন কর। অনন্তর যন্তা-শতধৃতি ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে আদিষ্ট হইয়া, মনো-মারুত-সমানবেগশালী অশ্বসকলকে যে প্রদেশে দৈত্য-দানবেন্দ্র-পরিরক্ষিত ত্রিপুরদুর্গ অবস্থিত ছিল, তদভিমুখে পরিচালিত করিলেন এবং শ্রীভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবও যেন আকাশপানে সমুদ্ধত-সর্ব্বলোক-পূজিত সেই অশ্ব-সকলের বল্গিত অর্থাৎ গতি-বিশেষ-সাহায্যে ক্ষিপ্রগতি ত্রিদশালয়নিবাসী নির্জ্জরগণের বিজয়ার্থ যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে পঞ্চদশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—ষোড়শ অধ্যায়

এদিকে শ্রীভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবাপরপর্য্যায় শ্রীভবদেব সর্ব্বদেবময় অসম্ভাব্যরথবরে আরোহণপূর্ব্বক ত্রিপুরাভিমুখে অভিধাবিত হইলে, রথবরে আরোপিত ধ্বজ-যষ্টিরূপে পরিণত শ্রীমান্ কনকময়সুমেরু-পর্ব্বতের উপরিভাগে ধ্বজস্বরূপে অবস্থিত ঋষভবর সুমহানাদে দশদিক্ পরিপূরিতা করিয়া, সাগর-গর্জ্জন, ঘোর-গভীর-জলধর-গর্জ্জন, অথবা কুলিশ-সকলের পরস্পর-সংঘর্ষণ-জাত-শব্দানুকরণে ঘোরতর-নিনাদ করিতে লাগিলেন। শ্রীশঙ্করদেবের ধ্বজভূত এই ঋষভবরের ভয়ঙ্কর সুমহান্ নিনদন শ্রবণ করিয়া, ত্রিপুর-নগরস্থ-তারকাক্ষাদির আশ্রিত-সুরশত্রুদীন-সত্ত্বদুর্ব্বলচিত্তদানবগণের মধ্যে অনেকেই বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন এবং অদীন-সত্ত্বদুর্দ্দান্ত অসীম-দোর্দ্দণ্ড-প্রভাবশালী রণ-কর্কশ দুষ্ট-দানবগণ নন্দি-বৃষভবরের ঘোর-নিনাদশ্রবণে প্রতিবীর-সমাগম অবগত হইয়া, তৎকালে যুদ্ধার্থ অভিমুখীনভাবে ত্রিপুরদুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অপরদিকে ত্রিপুরদুর্গবাসী দানবগণের সুসজ্জিত-সমরোদ্যম অবলোকন করিয়া, অনন্তর ত্রিভুবন-মহারাজ শূলধৃক্ শ্রীস্থাণু-দেব নিতান্ত-ক্রোধ-মূর্চ্ছিতাবস্থায় যখন সেই শরধারণ করিলেন, তৎকালে তাঁহাকে শরধারণ করিতে দেখিয়া, ভূতসকল ত্রস্ত ও সম্ভ্রান্ত হইল, ত্রৈলোক্যমণ্ডল প্রকম্পিত হইল এবং পৃথিবী মুহুর্ম্মুহুঃ চঞ্চলভাব-ধারণ করিলেন, তথা এক কথায় বলিতে হইলে, এইরূপ বলিতে হইবে যে, ত্রিভুবন-বিনাশসূচকযাবতীয়ভয়ঙ্করদুর্নিমিত্ত যেন এককালে প্রাদুর্ভূত হইল।

অপরঞ্চ, বিষ্ণু, অগ্নি ও সোম-সম্ভব সেই ত্রিদেবময়-শর শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক-বিধৃত হইলে, তাদৃশ-শরবরে সোম, অগ্নি ও বিষ্ণুদেবের ক্ষোভ, তথা ব্রহ্মা এবং শ্রীভগবান্ শ্রীরুদ্রদেবের ও তদীয়-করস্থ-কার্ম্মুকের ক্ষোভ-বশতঃ সেই সর্ব্বদেবময় রথ সহসা অতীব অবসন্ন

অর্থাৎ ভূ-গর্ভ-গত হইল দেখিয়া, শ্রীমন্নারায়ণদেব তৎক্ষণমাত্রেই সেই শরাগ্রভাগ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া, বৃষভেন্দ্ররূপ-ধারণ-পূর্ব্বক বল-প্রয়োগ-সহকারে সেই মহারথকে ভূগর্ভ হইতে উদ্ধৃত, বা উত্থাপিত করিলেন। সোম, অগ্নি ও বিষ্ণুদেবের, ব্রহ্মা এবং ভগবান্ শ্রীরুদ্র-দেবের, তথা শ্রীশঙ্করদেবের বাম-কর-ধৃত-কার্ম্মুকবরের সংক্ষোভবশতঃ সেই সর্ব্বদেবময়রথ যখন ভূগর্ভ-গত হইতেছিল, তৎকালে সীদমান-রথবরকে অবলোকন করিয়া, আনন্দোৎফুল্লহৃদয়ে নর্দ্দমান অসুরগণের ঘনগর্জ্জন-সদৃশ ঘোরতরসিংহনাদশ্রবণে শ্রীভগবান্ মহাবল শ্রীরুদ্র-দেব সম্ভ্রম-বশতঃ সুমহান্ সিংহনাদপরিত্যাগ করিলেন। অপিচ, উক্তরূপে সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর-সিংহনাদমোচন-পূর্ব্বক শ্রীভগবান্ শ্রীরুদ্র-দেব সহসা রথস্থ অনল্পমহার্হরত্নকল্পতল্পপ্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া, মূলে নারায়ণরূপী গোবৃষভেন্দ্রবরের শিরঃপ্রদেশে একপদ এবং হয়-পৃষ্ঠে অপরপদ অবস্থাপিত করিয়া, উন্নত-মস্তকে দানবেন্দ্র-পরিপালিত-ত্রিপুর-দুর্গ বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

"কল্পদ্রুমৈশ্চ সঙ্কীর্ণং গজ-বাজি-সমাকুলম্। নানা-প্রাসাদ-সঙ্কীর্ণং মণি-জাল-সমাবৃতম্। সূর্য্য-মণ্ডল-সঙ্কাশৈর্বিমানৈর্বিশ্বতোমুখৈঃ। পদ্ম-রাগময়ৈশ্চৈব শোভিতঞ্চেন্দুসন্নিভৈঃ। প্রাসাদৈর্গোপুরৈর্দিব্যৈঃ কৈলাস-শিখরোপমৈঃ। দিব্য-স্ত্রীভিশ্চ সঙ্কীর্ণং গন্ধর্ব্বৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ। রুদ্রা-লয়ৈঃ প্রতিগৃহং হ্যগ্নিহোত্রৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ। বাপী-কূপ-তড়াগৈশ্চ দীর্ঘি-কাভিঃ সুশোভিতম্। মত্ত-মাতঙ্গ-যূথৈশ্চ তুরঙ্গৈশ্চ সুশোভনৈঃ। রথৈশ্চ বিবিধাকারৈঃ শিবিকাভিরলঙ্কৃতম্। সভা-প্রপাদিভিশ্চৈব ক্রীড়া-স্থানৈঃ পৃথক্ পৃথক্। বেদাধ্যয়ন-শালাভির্বিবিধাভিঃ পৃথক্ পৃথক্।" তথা "দ্বারৈর্মনোজ্ঞৈর্বলভীগবাক্ষৈর্বীথ্যঙ্গনৈর্হেমময়ৈঃ সুযুক্তম্। চন্দ্রাং-শুসংমৃষ্টতমৈশ্চ হর্ম্ম্যৈঃ শীতানিলাহ্লাদসুখপ্রবেশৈঃ। মুক্তাপ্রবালৈ-র্মণিখণ্ডচিত্রৈরালম্বিতৈশ্চিত্রতড়িৎপ্রকাশৈঃ। বজ্রৈর্বিচিত্রৈঃ পবনা-বধূতৈশ্চলৎপতাকাভিরতীব দীপ্তম্। প্রাসাদপংক্তিস্থিতরত্নখণ্ডৈর্মহা-মহীধ্রদ্যুতিসন্নিকাশৈঃ। সতোরণাভ্যুচ্ছ্রিতহর্ম্ম্যযূথৈরলঙ্কৃতং তৎ ত্রিপুরং মনোজ্ঞম্। সর্ব্বর্ত্তুপুষ্পৈঃ ফলিভির্মনোজ্ঞৈর্বৃতং সমন্তাৎ

তরুভির্মনোজ্ঞৈঃ। রত্নৈস্তথোদ্যানশতৈরুপেতং বন্যৈরুপেতং তরুভিঃ ফলাঢ্যৈঃ। বাপীভিরাক্রান্ত-বিশুদ্ধভাভিঃ প্রফুল্লনীলোৎপলসংবৃতাভিঃ। দৈত্যালয়ং তৎ ত্রিপুরং তথৈব প্রবৃত্তকেকাবিহগৈর্মহদ্ভিঃ। তৎ পুংনখাভিন্নপয়োধরাভিরাকীর্ণরক্তান্তবিলোচনাভিঃ। সব্রীড়মীষচ্চপ-লেক্ষণাভির্যোষিদ্ভিরাকীর্ণমতীব যুক্তম্।" ইত্যাদিরূপে পূর্ব্ববর্ণিত দৈত্যালয় অর্থাৎ স্বীয়দিব্যসৌন্দর্য্যপ্রাচুর্য্যে ত্রিদশালয়সৌন্দর্য্যাপহারী অয়োময়প্রথমপুর, অগ্নিকল্পরাজতদ্বিতীয়পুর এবং সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায় অত্যুন্নতহৈমতৃতীয়পুর, এই দিব্যপুরত্রয়কে অবলোকন করিয়া, সকলভুবনেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব পুরত্রয়ের রচনাচাতুর্য্য, বা নির্ম্মাণ-কৌশলের এবং তজ্জনিত অলৌকিক অপূর্ব্বস্বর্গীয়সর্ব্ববিধসুষমা বা শোভাসৌন্দর্য্যের বারংবার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

এ স্থলে ইহাও অবগত হওয়া আবশ্যক যে, শ্রীশঙ্করদেব বৃষভের শিরঃ-প্রদেশে এবং হয়-পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া, যে সময়ে ত্রিপুর-দুর্গ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তৎকালে তিনি উক্ত বৃষভবরের খুর দ্বিধা বিভক্ত এবং অশ্বসকলের স্তন শাতিত করিয়াছিলেন। এই জন্যই ততঃ প্রভৃতি গো-জাতির খুর দ্বৈধীকৃত হইয়াছে এবং অশ্ব-নিচয়ের স্তন উৎপন্ন হয় নাই। অনন্তর সকল-ভুবনেশ শ্রীশঙ্করদেব গোবৃষভেন্দ্ররূপী শ্রীনারায়ণদেবের শিরোদেশে এবং মূলে সুরাম্বুপ্রেতবিত্তেশলক্ষণ-লোকেশ্বররূপী হয়-চতুষ্টয়ের পৃষ্ঠ-প্রদেশস্থপাদাধার হইতে পাদদ্বয় সঞ্চালিত করিয়া, সর্ব্বদেবময়-রথে যথাযথস্থানে সুদৃঢ়ভাবে উপবিষ্ট হইলে, "নানাবিধানাং পুষ্পাণাং উপরিষ্টাৎ সহস্রশঃ। নিপেতুর্বৃষ্টয়ো-মূর্দ্ধ্নি দেবদেবস্য শূলিনঃ।" তথা "রুদ্রস্য পার্ষদা যে চ নন্দীশ্বর-পুরোগমাঃ। শঙ্কুকর্ণপুরোগাশ্চ যে চ চণ্ডেশ্বরাদয়ঃ। গণেশ্বরা মহা-যোগাস্ত্র্যক্ষাঃ পট্টিশপাণয়ঃ। নানাশস্ত্রপ্রহরণা নানাযুদ্ধবিশরদাঃ। বাদয়ন্তস্তথা বাদ্যং ভেরীশঙ্খস্বরান্ বহূন্। আজগ্মুর্গণমুখ্যাস্তে সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।" কিন্তু, একেষুসাহায্যে দগ্ধব্য, অথবা ভেত্তব্য-পুর-ত্রয়ের অবলোকন-কার্য্য-পরিসমাপ্ত করিয়া, পিনাকপাণি শ্রীশঙ্করদেব যখন পুনরপি রথবরে নিজ-রত্ন-কল্পিতবরাসনে সুপবিষ্ট হইলেন, তৎকালে

তাঁহার বিরাট্-কলেবরের সুবিপুল-ভারোদ্বহনে নিতান্ত অশক্ত দেবতাগণ ভৃশং নিপীড়িত হইয়া, মুহুর্ম্মুহুঃ মোহপ্রাপ্ত হইতেছেন, অবগত হইয়া, দেবদেবেশশ্রীশঙ্করদেব স্বীয়শরীরভারের লাঘব-সাধন-পূর্ব্বক সেই রথবরে নিযুক্তদেবগণের সহনীয়রূপ-শরীর-ধারণ করিলেন। পরম-করুণাবরুণালয় শ্রীভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব স্বীয়-শরীরভার নিরতিশয় লঘ্বীভূত করিলে, ভারাপনোদন-প্রযুক্ত রথবরে যুক্তদেবগণ যখন প্রহৃষ্ট-অন্তঃকরণে কথঞ্চন বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতেছিলেন, তাদৃশ অব-সরে দেবমুনি শ্রীমান্ নারদ বীণাযন্ত্র-সাহায্যে শ্রীশ্রীশিব-গুণ-গাথা-গান করিতে করিতে, তথায় উপস্থিত হইয়া, দণ্ডবৎ ভূমিতলে নিপতন-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবকে প্রণাম-পুরঃসর তদীয়-সর্ব্বারাধ্যশ্রীচরণ-কমল-যুগল-সন্দর্শনে আত্মচরিতার্থতা অনুভব করিতে লাগিলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে ষোড়শ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—সপ্তদশ অধ্যায়

অতঃপর শ্রীশঙ্করদেব দেবর্ষিনারদকে সমাগত হইতে দেখিয়া, স্বস্তিবাদ ও কুশল-প্রশ্ন-পূর্ব্বক মহামুনিনারদকে কহিলেন, হে দেব-মুনে! সম্প্রতি তুমি আমার আদেশ অনুসারে ত্রিপুরনগরে গমন-পূর্ব্বক ত্রিপুর-দুর্গাধ্যক্ষ-দানবেন্দ্রত্রয়কে আমার আগমন-বার্ত্তা-বিজ্ঞাপন-পুরঃসর এইকথা বল যে, হে দানবেন্দ্রগণ! তোমরা আসুরী-প্রবৃত্তি, বা দানবী-প্রকৃতি-পরিহার করিয়া, শান্তভাব অবলম্বনসহকারে অব-স্থিতি করিতে বাধ্য থাকিয়া, বিনা বিরোধে যদি দেবগণের ন্যায়তঃ প্রাপ্যরাজ্য দেবগণকে দান কর, তবেই তোমাদের মঙ্গল, অন্যথা তোমাদিগের সর্ব্বনাশ অতিনিকটবর্ত্তী জানিয়া, অবিলম্বে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। অথবা বল, আমি তোমাদিগের নিকট হইতে বিদায়ের অনন্তর দুষ্ট-দানব-দলের দলনকারী ত্রিভুবনেশ্বর শ্রীশঙ্করমহারাজের নিকটে গমন করিয়া, কি বলিব ?

রাজরাজেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে সমাদিষ্ট হইয়া, দেবমুনি-নারদ ক্ষিপ্রগতি শ্রীপরমেশ্বরদেবের আজ্ঞা-প্রতিপালনার্থ মহেন্দ্রনগর হই-তেও উৎকৃষ্ট, কুবেরভবন হইতেও অধিকতর রমণীয়, অতীব দুর্গম, পরিখা-সহস্রে-সমন্বিত, জ্বলদগ্নিনিভ, রত্ন-কোটি-সাহায্যে শশ্বজ্জ্বলিত, বীথিকা-শতকে যুক্ত, মণি-বেদি-সহস্রে সুশোভিত, পরিতঃ বণিক-সকলের সহস্র-সহস্র-সঙ্ঘ-কর্ত্তৃক বিপণিগর্ভে স্থাপিতবিরাজিত-নানাবিধ-পণ্য-বস্তু-সমূহে সমলঙ্কৃত, বিপণিগর্ভস্থ-সিন্দূরাকার-মণি-নির্ম্মিত-বিচিত্রিত-সর্ব্ববিধবিলাসো-পকরণে উপকৃত, আশ্রমোচিত আভূষণে আভূষিত, শত-কোটি-সংখ্যক-মনো-নয়ন-বিমোহন-দিব্যাতিদিব্য আশ্রমরত্নে ভূষিত, দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে একৈকশতযোজন, বা চতুঃ-শত-ক্রোশ-পরিমিতত্রিপুরনগরবরে গমন করিয়া, তন্মধ্যে ত্রিপুরাধ্যক্ষ-দানবেন্দ্রত্রয়ের পূর্ণেন্দুমণ্ডলের ন্যায় অতীব-বলয়াকার, জ্বলদগ্নি-শিখাক্ত-পরিখা-চতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত হওয়ায়, শত্রুগণের

পক্ষে সুদুর্গম, তথা অন্যান্যস্নিগ্ধ-মিত্র-বান্ধব-জনের পক্ষে সুগম এবং সুখকর, অত্যুচ্চ অর্থাৎ গগন-গাত্র-স্পর্শিমণি-প্রাচীর-নিকরে পরিবেষ্টিত, দ্বারপাল-সমন্বিত, দ্বাদশ-দ্বার-প্রদেশ-সাহায্যে রাজিত, মণি-কৃত্রিম-পদ্মাঢ্য, রত্ন-দর্পণ-ভূষিত, সুপ্রদীপ্ত-রত্নেন্দ্র-সার-নির্ম্মিত-বিচিত্র-চিত্র-রাজী-সাহায্যে বিরাজিত, অপরাপর-দ্বার-সহস্রে সুশোভিত, দিব্যাস্ত্রধারী, সুন্দর, সুবেশ, নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, মহাবল-পরাক্রম-সম্পন্নশত-কোটি-সংখ্যক-দানব-প্রবরগণে শশ্বৎ পরিতঃ পরিরক্ষিত মহার্হ আলয়-রত্ন অবলোকন করিলেন।

ত্রিপুরাধ্যক্ষত্রয়ের যথোপবর্ণিত আলয়রত্নাবলোকনের অনন্তর শ্রীমান্ দেবমুনি-নারদ উক্ত আলয়-রত্নের বর-দ্বারে বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান-বিকসিত-বিলোচন সঞ্চালিত করিয়া দেখিলেন, বর্ণে তাম্রনিভ, দৃশ্যে ভয়ঙ্কর, আননে পিঙ্গলাস্য এবং সস্মিত, দ্বারে নিযুক্ত শূলধারী এক পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দেবর্ষিনারদ সেই দ্বারে নিযুক্তপুরুষকে বৃত্তান্ত কথন করিয়া, তাঁহার অনুজ্ঞা অনুসারে ক্রমে ক্রমে নয়টী দ্বার অতিক্রম করিয়া, একেবারে অভ্যন্তর প্রদেশে গমন করিলেন। শ্রীমান্ নারদ যে একেবারে অপ্রতিহত-গতি অবলম্বনে অভ্যন্তর-দ্বারে উপস্থিত হইলেন, তাহার কারণ এই যে, দেবমুনিনারদকে শ্রীমন্মহারাজাধিরাজশ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক-প্রস্থাপিতরণবার্ত্তাবহশ্রীশ্রীশিবদূতস্বরূপে শ্রবণ করিয়া, বা অবগত হইয়া, কেহই তাঁহার গতিরোধার্থ সমুদ্যত, বা অগ্রসর হন নাই। অতএব দেবর্ষি-নারদ অভ্যন্তর-দ্বারে গমন করিয়া, দ্বারপালকে কহিলেন, ভোঃ দ্বারপাল! তুমি তোমার ঈশ্বর অর্থাৎ ত্রিপুরাধ্যক্ষ-ত্রয়ের নিকটে রণসম্বন্ধী সর্ব্ব-বৃত্তান্ত সত্বর বিজ্ঞাপিত কর। অনন্তর দ্বারপাল প্রভুর আজ্ঞা-গ্রহণ-পূর্ব্বক দূত-প্রবর-নারদকে অভ্যন্তরে গমন করিতে বলিলেন।

শ্রীমান্ নারদদেবও দ্বারপালবচনানুসারে সর্ব্বাভ্যন্তরপ্রদেশে গমন করিয়া, সভা-মণ্ডল-মধ্য-প্রদেশে অবস্থিত-স্বর্ণ-সিংহাসনোপরি সমাসীন, মস্তকোপরি বিধৃত-রত্ন-দণ্ড-সমন্বিত-মণীন্দ্র-খণ্ড-খচিত-ছত্রে উপশোভিত, তথা রত্ন-কৃত্রিম-পুষ্প-সহস্রে প্রশস্ত এবং সুশোভিত, ভৃত্য-কর্ত্তৃক

মস্তক-প্রদেশোপরি বিধৃত, বা ন্যস্তস্বর্ণছত্রে সুমনোহর, ব্যজন ও শ্বেত-চামর-সাহায্যে পার্ষদগণ-কর্ত্তৃক সততসেবিত, পরিচ্ছদে সুবেশ, দেহ-সৌষ্ঠবে সুন্দর, দৃশ্য-সম্পদে রমণীয়, ঐশ্বর্য্যে রত্নভূষণ-ভূষিত, বিলাসরচনায় মাল্যানুলেপন-শোভী, বসন-পারিপাট্যে সুরঞ্জিতসূক্ষ্ম-কৌষেয়বসনধারী সুবেশ-শোভিত-ত্রিকোটি-সংখ্যক-দানবেন্দ্রগণে সদাকাল পরিবৃত, তথা সূক্ষ্ম-সুশুভ্র-সুন্দর-বসনধারী, সতত-ভ্রমণ-পরায়ণমহাবল-পরাক্রান্ত অন্যান্য-শতকোটি-দানববীরগণে সতত পরিরক্ষিতত্রিপুরনগরাধ্যক্ষত্রয়কে দর্শন করিয়া, বিস্মিতপ্রায় অন্তঃকরণে শ্রীশঙ্করদেবকর্ত্তৃক যে রণবৃত্তান্ত অভি-হিত হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করিলেন।

নারদ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি নারদনামা শিবদূত। ত্রিভুবন-মহারাজাধিরাজ শ্রীশঙ্করদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র ও মুনি-মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক সুদীর্ঘকালব্যাপিনীদুশ্চরতপস্যা, যোগ, যাগ, জপ, ব্রত, নিয়ম, স্তুতি, দান, ধ্যান ও সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম-সাহায্যে বারম্বার আরাধিত, সন্তোষিত, উপাসিত, তথা অনুরুদ্ধ হইয়া, স্বয়ং সদাকাল সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈর হইলেও, জগতের হিতের জন্য সাধু-সজ্জনগণের পরিত্রাণের জন্য এবং বেদশাস্ত্রাদি-প্রতিপাদিত-ধর্ম্ম-ব্যবস্থা-সংরক্ষণার্থ দুষ্কৃত-কারী দুষ্ট-দুরাত্মগণের বিনাশার্থ অগ্রসর হইয়াছেন। কিঞ্চ, শ্রীমন্মহেশ্বরদেব দুষ্ট-দলনে অগ্রসর হইয়া, আমাকে দূত-স্বরূপে প্রেরণ-পূর্ব্বক যাহা বলিতে বলিয়াছেন, তাহা আমি নিঃসঙ্কোচে কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। সকল-ভুবনেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব বলিয়াছেন যে, "রাজ্যং দেহি চ দেবানাং অধিকারঞ্চ সাম্প্রতম্। দেবাশ্চ শরণাপন্না সর্ব্বেশে শ্রীহরে ময়ি। বিষয়ং দেহি তেষাং চ যুদ্ধং বা কুরু নিশ্চিতম্। গত্বা বক্ষ্যামি কিং শম্ভু-মথবা বদ মামপি॥" দূত-রূপী নারদের উক্তরূপবচনশ্রবণ করিয়া, কিঞ্চিৎ হাস্য-পূর্ব্বক তারকাক্ষাদি-ত্রিপুরাধ্যক্ষত্রয় কহিলেন, আমরা আগামী কল্য প্রাতঃকালে যুদ্ধার্থ গমন করিব। হে দূতবর! আপনি শীঘ্র-গতি-গমন-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্কদেবের শ্রীচরণে এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত করুন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে সপ্তদশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—অষ্টাদশ অধ্যায়

"প্রসাদিতঃ স সর্ব্বৈস্ত্ত স দেবো বৃষভধ্বজঃ। আয়াতি ত্রিপুরং দগ্ধু মত্র যৎ সাধু তৎ কুরু। রথে দেবময়ে দিব্যে সমারুহ্য জগৎপতিঃ। ব্রহ্মাণং সারথিং কৃত্বা স্বয়মায়াতি শঙ্করঃ॥" দেবমুনিদূতবরশ্রীমান্ নারদের মুখোদ্গত উক্তরূপবচনশ্রবণ করিয়া, শ্রীমান্ তারকাক্ষ, কমলাক্ষ, বিদ্যুন্মালী, ময়, তথা অন্যান্য অনুজন, ভৃত্য ও দানবাধিপগণকে আহ্বান করিয়া, নারদ-দেব-কর্ত্তৃক যথাখ্যাত-সমস্ত-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া, বিমনস্কভাবে গাঢ়-চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। দানবেন্দ্র-তারকাক্ষ-কথিত-রণ-বৃত্তান্তশ্রবণ করিয়া, দানবাধিপগণ কহিলেন, রাজন্! আপনি অকারণচিন্তা করিতেছেন কেন? যথার্থতঃ সমস্তবিষয় অবগত হইয়াও, আপনার এরূপে অন্যায়তঃ চিন্তাপরায়ণ হওয়া কখনও সমুচিত নহে। হে দানবাধিপতে! আপনি বলুন, এই ত্রিজগতীতলে ত্রিপুরকে দগ্ধ করিবার উপযুক্ত-শক্তি কাহার আছে? দৈবতগণ অন্যান্য দেবগণের সহিত সঙ্গত হইয়া, দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এই স্থানে সমাগত হইতেছেন সত্য; কিন্তু সেজন্য আপনার চিন্তার কারণ কি আছে? দুর্ব্বলগণই জয়পরাজয়-চিন্তাক্রান্ত-হৃদয়ে ভেদ, দান, অথবা সান্ত্ব অবলম্বন করিয়া থাকে। সাধুগণ স্বীয়যশঃপ্রমাণানুরূপ আচরণ করিয়া থাকেন এবং বলস্থবীরগণ সদাকাল নিজভুজবীর্য্য আশ্রয় করিয়া থাকেন। বলবান্ ব্যক্তি-বর্গ-কর্ত্তৃক বিজিগীষাবশে দুর্ব্বল-রিপুর প্রতি নিত্যকাল দণ্ডই বিহিত হইয়া থাকে। স্বয়ং শুক্রাচার্য্য এবং দেবপুরোহিতবৃহস্পতিও স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে, দুর্ব্বলস্য রিপোর্দণ্ডো বলিনা বিজিগীষয়া। কর্ত্তব্যো বিক্রমেণৈব" ইতি। বিশেষতঃ এই দৈত্যদানবপতিগণ যাদৃশবলবান্, দেবরাজ-প্রমুখ ত্রিদশালয়বাসী দেবগণ তাদৃশবলবান্ নহেন। অতএব আমরা দণ্ডসাহায্যে এই সমস্তসুরগণকে সমরে পরাজিত করিয়া, নির্বৃত

অন্তঃকরণে সুখস্বচ্ছন্দতার সহিত এই ত্রিপুর-নগরে অবস্থিতি করিব।

দানবাধিপতিগণের উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, মহাবল-তারকাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী তাঁহাদিগের বচনে অতীব অভীষ্টজ্ঞানে বিশিষ্ট-সম্মান-প্রদর্শন-পূর্ব্বক এই শুভ-বচন কহিলেন যে, আমাদিগের সহিত বল-বর্জ্জিত-দেবগণ কোন প্রকারেই যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন না। কিঞ্চ, যদি দেবগণ নির্ব্বুদ্ধিতা-বশতঃ আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, তবে অবশ্যই তাঁহাদিগকে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইবে। অপিচ, আমরা পরস্পরের সহিত পরামর্শান্তে অতীব-নিগূঢ়-কৌশল-জাল-বিস্তারপুরঃসর দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিব। কারণ, যুদ্ধ-সাহায্যেই দৈত্য-দানবেন্দ্রগণ এযাবৎকাল পরমোৎকৃষ্টা জয়শ্রী লাভ করিয়াছেন। অতএব আমরা সমস্ত-সুরগণের পরাক্রম প্রতিহত করিয়া এবং ত্রিবিষ্টপে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া, স্বয়ং ত্রৈলোক্য-রাজ্য-নির্ব্বৃত-হৃদয়ে অধুনা যদিচ অভীষ্টতম-ত্রিপুর-নগরে অবস্থিতি করিতেছি, তথাপি অতঃপর দেবগণকে সমুচিত-শিক্ষা-প্রদানার্থ আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। কিঞ্চ, এখন হইতে আমি এইরূপ ইচ্ছা করিতেছি যে, স্বয়ং ইন্দ্রাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, অদ্যই সপ্তলোকেশ্বরত্বলাভ-পূর্ব্বক পশ্চাৎ চতুর্দ্দশ-ভুবনাধিপত্য-লাভে যত্নবান্ হইব। অধিক কি বলিব? হিরণ্যকশিপু-হিরণ্যাক্ষ-প্রভৃতি-মদীয়-পূর্ব্বপুরুষগণের ছলে, বলে, কৌশলে, অথবা রূপান্তরে বিষ্ণুর হস্তে নিধন, বা পরাজয়-প্রাপ্তি-লক্ষণ অপযশঃ, বা অপকীর্ত্তির মোচন করিয়া, জগতে রাজা হইব, নতুবা আমরা সকলে তাঁহাদিগের গতিলাভ করিব। এই কথা বলিয়া, তারকাক্ষ বিনিবৃত্ত হইলে এবং কমলাক্ষবিদ্যুন্মালিপ্রভৃতি-দানবেন্দ্রগণ তারকাক্ষকৃত-সমর-প্রস্তাবে সম্মতি-জ্ঞাপন করিলেও, দানবাধিপতি ময় তারকাক্ষকৃত-সমর-প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন না, প্রত্যুত তারকাক্ষের সমর-সূচকবাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, তারকাক্ষ-বিভাষিতের বিরুদ্ধে তৎকৃত-প্রস্তাবের প্রতিবাদকল্পে অসকৃৎ শিরঃকম্পন-পুরঃসর কহিলেন, নৈতদেবমিতি"।

কিঞ্চ, যে শত্রু স্ববলের সহিত তুল্য, অথবা হীন, তাদৃশ-দেবশত্রুগণের

সহিত আমাদিগের সামাদিযোজনই যুক্তিসঙ্গত। হে দৈত্যপুঙ্গবগণ! এই যে সর্ব্বভূতেশ্বরপ্রভুভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব, ইনিই আমাদিগের ও দেবতাগণের স্রষ্টা, পাতা, হর্ত্তা ও প্রভু। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া, দেখা উচিত যে, যিনি আমাদিগের ও দেবতাগণের স্রষ্টা, পাতা, হর্ত্তা ও প্রভু, তিনি যদি আমাদিগের বধ-সাধনার্থ স্বয়ং আগমন করেন, তবে আমাদিগের কীদৃশ উপায়াবলম্বন বিধিসঙ্গত হইতে পারে? এরূপস্থলে আমার অভিপ্রায় এই যে, গুণোপায় অন্বেষণ অবসরে শ্রীকপর্দ্দীদেব অত্রস্থলে সমাগত হইলে, তাঁহার চিত্ত-প্রসন্নতা-সম্পাদন-কল্পে তদীয়দেবাসুরারাধ্য-শ্রীচরণ-সরসিজযুগলে শিরোঽবনমন-লক্ষণ-প্রণাম ও সংশ্রয়, এই দুই উপায় ব্যতীত তৎসম্বন্ধে তৃতীয়-সাধন প্রযোজ্য নহে। পক্ষান্তরে যদি কার্কশ্য অবলম্বন-পূর্ব্বক আমরা শ্রীপিনাকপাণিদেবের সহিত যুদ্ধ করি, তবে হে অসুরগণ! আমরা তাঁহার কুটিল, বা বক্রদৃষ্টিপাতমাত্রেই নিহত, বা ভস্মীভূত হইয়া যাইব। ব্রহ্মাদিদেবগণ অপরকর্ত্তৃক অর্দ্দিত হইয়া, সদ্ভূত যে মহামহিম শ্রীমন্মহাদেবের শ্রীচরণে শান্তিলাভার্থ আশ্রয়গ্রহণ করিয়া থাকেন, সর্ব্বজনের আশ্রয়দাতা স্বয়ং সেই শ্রীশঙ্করদেবকর্ত্তৃক যে ব্যক্তি অভিযুক্তা, তাহার রক্ষক, বা আশ্রয়স্বরূপে অপরা কোন্ ব্যক্তি অবস্থিতা হইতে পারেন?

হে দানবেন্দ্রগণ! ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্তপ্রথিত এই সমগ্রজগৎ যাঁহার বশে অবস্থিত, যাঁহার অভিধ্যান-মাত্রেই ক্ষণকালমধ্যেই এই জগৎ বিনষ্ট, বা সমুৎপন্ন হইতে পারে, যিনি এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারণ-স্বরূপে বেদ, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণাদি-শাস্ত্র-প্রবন্ধে পরিগীত হইয়াছেন, এই সমগ্রজগন্মণ্ডল সদাকাল ভৃত্যবৎ যাঁহার আদেশপ্রতিপালন করিতেছে, যিনি নিজ-পদাম্ভোজ-সাহায্যে মুমুক্ষুজনগণকে মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকেন, অথবা যিনি অপবর্গের হেতুভূত-পরমেশ্বরস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, "কীদৃশং তেন যুদ্ধং নো দেবদেবেন শম্ভুনা?" অহো! আমাদিগের তপস্যা কি বিশুদ্ধতরা নহে? অথবা আমাদিগের তপঃফল কি কিয়ৎকালের অনন্তরই বিনষ্ট হইল!

অপিচ, অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, "ভবন্তো লোষ্টবো ভূত্বা গিরিকল্পসমাশিনঃ। ইচ্ছন্তি সহিতা যোদ্ধুং কালপাশেন চোদিতাঃ॥" হে দানবেন্দ্রগণ! আমি শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের ভক্ত এবং আমি স্বীয় আত্মস্বরূপ হইতে সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীমন্মহাদেবের অন্তর, বা ভেদ কিছু-মাত্র অবগত নহি। অতএব আমি স্বয়ং সর্ব্বেশ্বর সেই শ্রীশঙ্করদেবের অগ্রে সপ্রণাম অবস্থায় অবস্থিতি করিব এবং আমি কদাচ সেই শ্রীশম্ভু-দেবের সহিত যুদ্ধ করিব না। অপিচ, হে দানবাধিপগণ! তোমরাও যদি প্রাজ্ঞজন-সম্মত কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, যদি তোমরা সকলে আমার কথাশ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর, তবে কখনও শ্রীশম্ভুদেবের সহিত যুদ্ধ করিও না এবং যুদ্ধের পরিবর্ত্তে শ্রীশঙ্করদেবের শিবময়-চরণ-কমলে সর্ব্বান্তঃকরণে শরণাগত হও।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে অষ্টাদশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—একোনবিংশ অধ্যায়

দেবমুনি শ্রীমান্ নারদ শ্রীশঙ্করদেবের দূতরূপে সমাগত হইয়া, দৌত্য-কার্য্য সমাধা করিয়া, শ্রীমন্মহাদেবের শ্রীচরণান্তিকে গমনার্থ যদিচ পূর্ব্ব হইতেই অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি একগুরু অর্থাৎ বিষ্ণুদেব-প্রেরিত-যতিবর মুণ্ডী, বা মায়াময়-পুরুষের নিকটে দীক্ষা-গ্রহণ-নিবন্ধন সঞ্জাত-সৌহৃদ্যবশে স্নেহাকৃষ্ট-হৃদয়ে কিছুকাল যাবৎ তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। শ্রীমান্ দেবর্ষিনারদ তথায় অবস্থিতিকালে দেখিলেন, ভক্তপ্রবরদানবাধিপতি ময় যে ভাবে আত্ম-মত প্রকাশিত করিলেন, তারকাক্ষ, বিদ্যুন্মালী ও কমলাক্ষ-প্রভৃতি-দানবেন্দ্রগণ যদি সেই ভাবে ভাবুক হইয়া, যুদ্ধ--বাসনা-পরিত্যাগপূর্ব্বক ময়দানবের উপদেশ অনুসারে করুণাময়-ভক্তবৎসল শ্রীশঙ্করদেবের অভয়-প্রদ শ্রীচরণে আশ্রয়গ্রহণ করেন, তবে ত আশু দানবগণের নিধন-সাধন সম্ভবপর হইবে না এবং দেবগণের প্রাণান্তকর-কণ্টক উদ্ধরণে সমধিক বিলম্ব ঘটিবে। এইরূপ বিচার করিয়া, শ্রীমান্ নারদ পূর্ব্বকথিতানুরূপ-ভাষণ-পরায়ণ-ময়দানবের ঊর্জ্জিত, বা সঙ্কোচশূন্য-তেজো-ব্যঞ্জক-বচন শ্রবণ করিয়া, ঊর্জ্জিত-বিশ্ব-কর্ম্মার মতের প্রতিবাদকল্পে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশনে অগ্রসর হইলেন।

ভগবান্ নারদ তৎকালে দানবান্তকর এই বাক্য বলিলেন যে, হে বিশ্বকর্ম্মন্! তুমি এপর্য্যন্ত যেসকল বাক্য কথন করিয়াছ, সেই সকলবচন বিস্তরতঃ অর্থবৎ নহে। কিঞ্চ, যদি বা তোমার এই বচন-সকল প্রকারান্তরাভিপ্রায়ে যুক্তিযুক্তরূপে বিবেচিত হইতে পারে, তথাপি তোমার উক্তরূপবচন-সকল কথন করিবার উপযুক্ত অবসর সম্প্রতি অস্তিত্বসম্পন্ন নহে। কারণ, তোমাদের সকলেরই তপস্যা পরিক্ষীণা হইয়াছে, তপঃ-ফল-স্বরূপে তোমরা যে সুমহৎ ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছিলে, তাহাও পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা যদি ক্লীবতা, বা দৈন্য-সমাশ্রয়ণে শ্রীশঙ্করদেবের শরণাগত হও, তাহা হইলেও,

তোমাদিগের নিস্তার নাই। পক্ষান্তরে কাল-পরিপাক-বশে অবশ্যই তোমরা বিনষ্ট হইবে। আমি যে এই সকলবাক্য কথন করিতেছি, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও ইন্দ্র-চন্দ্রাদি অমরগণ একত্র সমবেত হইয়া, পরস্পর-পরামর্শান্তে তোমাদিগের বধার্থে শ্রীশঙ্কর-দেবকে সর্ব্বদেবময় অসম্ভাব্যরথে সর্ব্বপ্রধানযোদ্ধার পদে আরোপিত করিয়াছেন। অতএব তোমরা প্রণত হইলেও, দেবগণের প্রিয়কার্য্য-সম্পাদন অভিপ্রায়ে শ্রীশঙ্করদেব অবশ্যই তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন।

কিঞ্চ, তোমরা সকলে মহামান্যা দনুর জঠর-প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, নিজ-যত্ন-চেষ্টা, বা পুরুষকারের ফলস্বরূপে রাজপদবী লাভ করিয়াছ, মহাযশস্বিনী দনুর গর্ভে তদীয়-পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া, বল-গর্ব্বিত-হৃদয়ে রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া, রাজাধিরাজরূপে জগতীতলে পরিচিত হইয়া, তপো-বল-তেজঃ-প্রভাবে ত্রিভুবন কম্পিত করিয়া, ইন্দ্র-চন্দ্রাদি-দেবগণকে নিজ-বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য করিয়া, এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের আসন পর্য্যন্ত বিচালিত করিয়া, এক্ষণে যদি তোমরা ভীত-প্রভীতান্তঃকরণে কৃপণ-দীন-দীনাতিদীন-ক্লৈব্য-পরায়ণ অনাথ-দানব-গণের ন্যায় প্রণাম-পূর্ব্বক আত্মসমর্পণ-সাহায্যে মৃত্যুকে জয় করিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহা কি তোমাদের ন্যায় বল-গর্ব্বিত-রাজগণের পক্ষে শোভাপ্রাপ্ত হইবে? অথবা সম্মানজনক, বা যশঃ-সুখকর হইবে? কখনই নহে।

অপিচ, এতবড় অত্যুচ্চ সাধারণ-জীবগণের মনঃ-কল্পনাসাহায্যেও প্রাপ্তির অযোগ্য, ইন্দ্রোপেন্দ্র-চন্দ্রাদিদেবগণেরও ভীতিপ্রদ, যাহা হইতে আর অধিক হইতে পারে না, এরূপ নিরতিশয়, বা সর্ব্বাতিশায়ী সমধিক ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও, যদি তোমরা যুদ্ধবিনা নিজ-নিজ-যশঃ-কীর্ত্তি-স্তম্ভ-সমুন্মূলনে অগ্রসর হও, অর্থাৎ যুদ্ধমহোৎসবানন্দানুভবে পরাঙ্মুখ হইয়া, বৈমাত্রেয়-সহজ-প্রবল-শত্রুগণের হস্তে আত্মসমর্পণ কর, তবে হে দানবেন্দ্র-গণ! অবশ্যই তোমাদের অর্থাৎ শত্রু-চরণে শরণাপন্ন-প্রপন্ন-বিপন্ন-দানব-বীরগণের কষ্টা অধোগতি, নিতান্ত অশুভাবস্থা সমাগতা হইবে। আর

যদি তোমরা নিজ-নিজ-শৌর্য্য-বীর্য্য-রণগাম্ভীর্য্যভুজবলপরাক্রম-প্রভৃতির অনুশীলন-পূর্ব্বক রণনৈপুণ্য, বা সমরচাতুর্য্যপ্রদর্শনে অগ্রসর হইয়া, শূলী দেবদেব শ্রীশঙ্করদেবের বাণ-প্রহারে বিধ্বংসপ্রাপ্ত হও, তাহা হইলেও, হে দানবেন্দ্রগণ! তোমরা পশ্চাৎ দেবদেব মহাদেব শ্রীশঙ্করদেবের অনুগ্রহে অবশ্যই প্রমথেন্দ্রপদবীলাভে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

বিশেষতঃ সমরসজ্জা ও তৎপরিহার, এই উভয়-পক্ষে বিচার করিয়া, দেখিতে ইচ্ছা করিলে, দেখা যাইবে যে, দ্বিতীয়পক্ষে অর্থাৎ ময়দানবাভি-প্রায়ানুসরণে লাভ কিছুই নাই; অধিকন্তু বিশিষ্টরূপ অলাভ এবং অশুভা গতিপ্রাপ্তি, এই উভয়বিধ অনিষ্টাপাত অনিবার্য্য। প্রথম পক্ষে অর্থাৎ সমরসজ্জা, বা সংগ্রামাভিনয়-পক্ষসমর্থনকল্পে বীরধর্ম্মানু-পালন ও তজ্জনিতফল-সমাগম-লক্ষণপরমলাভ এবং যদি বা বিজয়, তবে অবৈরব্যতিকর-ত্রিভুবন-সাম্রাজ্য-সম্ভোগ, বা চতুর্দ্দশভুবনাধিপত্য-প্রাপ্তি, তথা যদি বা বিধ্বংস, তবে ইন্দ্রলোকাদিপ্রাপ্তি, অথবা গণাধিপত্যলাভ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং ইহা বিস্পষ্টতঃ প্রতীত হইতেছে যে, দ্বিতীয়-পক্ষে দেবগণের সহিত দানবদিগের গুণসিদ্ধি সুদূরপরাহতা এবং প্রথম-পক্ষে দৈবতগণের সহিত দানবেন্দ্রনিবহের গুণসিদ্ধি অতীব-নিকটবর্ত্তিনী। এতদ্দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রথমপক্ষা-বলম্বনই দানবগণের পক্ষে শ্রেয়ান্, বা অতিশয়প্রশস্ততম। এই কারণবশতঃ বিচার-বুদ্ধি-সাহায্যে আমি বলিতেছিলাম যে, হে দানবগণ! "বিগ্রহে বো মতির্যুক্তা সামত্যক্ত্বা ভবেন চ।"

অপিচ, ভয়-প্রযুক্ত সামালম্বন অপেক্ষা নির্ভীক অন্তঃকরণে সামা-শ্রয়-পরিহার-পূর্ব্বক ভবাখ্য-শ্রীশঙ্করমহারাজের সহিত বিগ্রহ-বিষয়িণী মতির আশ্রয়গ্রহণ করাই যে তোমাদের অর্থাৎ দানবগণের পক্ষে যুক্তিযুক্ত, তদ্বিষয়ে অপর কারণ এই যে, যদি কদাচিৎ তোমাদের শৌর্য্য-বীর্য্য-প্রভাবে ভগবান্ বৃষভধ্বজদেব প্রীতিলাভ করেন, তবে হে দানবেন্দ্রগণ! দেবদেব শ্রীশঙ্করদেব অবশ্যই তোমাদিগকে বরপ্রদান করিবেন। অতএব হে দৈত্যেন্দ্রগণ! বরপ্রদ শ্রীশঙ্করদেবের সহিত

বিক্রম-প্রকাশ-পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াই, তোমাদের পক্ষে সর্ব্বতো-ভাবে শ্রেয়ঃ। আর এক কথা এই যে, মৃত-সঞ্জীবনী-সুধা-বাপীপ্রতিষ্ঠা করিয়া, তোমরা যে অপরিসীমবুদ্ধিমত্তার, বা দূরদর্শিতার পরিচয়প্রদান করিয়াছ, এ জগতে তাহার তুলনা নাই। শ্রীশঙ্করদেবের সহিত সমর-সংরম্ভ-প্রদর্শনাবসর সমুপস্থিত হইলে, সেই মৃত-সঞ্জীবনী-সুধাবাপী যে তোমাদের আশাতিরিক্ত উপকার সাধন করিবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ আমিও আমার সাধ্যানুসারে তোমাদের সাহায্য অর্থাৎ শস্ত্রাঘাতনিবারিণীরক্ষাবিধান করিব। অতএব হে দনু-পুত্র-সিংহগণ। তোমরা যুযুৎসা-বশবর্ত্তী হইয়া, উৎসাহপূর্ণ-হৃদয়ে বিজয়ার্থে সত্বর সমুত্থিত হও।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে একোনবিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—বিংশ অধ্যায়

দেবমুনি-নারদের উক্তরূপ-বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, মহাবল-তারকাক্ষ, বিদ্যুন্মালী, কমলাক্ষ ও মহাসুর-বাণাদি-দৈত্যেন্দ্রগণ বিমূঢ়-হৃদয়ে কাল-পুরুষ-কর্ত্তৃক-প্রণোদিত হইয়াই যেন ক্ষীণপুণ্যত্বনিবন্ধন এই কথা বলিলেন যে, মহামুনি-দেবর্ষি-নারদ যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্তই সত্য এবং অতীব শোভন। দেবর্ষি-নারদ-কথিতপ্রতিবাদ-বাক্যের সমর্থন-কল্পে ক্ষীণপুণ্য গতায়ুঃ দানবেন্দ্রগণ যখন "সর্ব্বং তচ্ছোভনং প্রোক্তং নারদেন", এই কথা বলিয়া, সাদরে সাগ্রহে মহামুনি-নারদের মতানুসারে শ্রীশঙ্কর-দেবের সহিত সংগ্রাম করিতে সম্মত হইলেন, তৎকালে দানবেন্দ্র ময়ও মহামুনি-নারদ-প্রোক্ত-বাক্যের অন্তর্নিহিতমর্ম্মার্থ অবগত হইয়া এবং তারকাক্ষাদিদানবেন্দ্রগণের পাপবাহুল্যবশতঃ বিনাশকাল যে অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তাহা বিস্পষ্টরূপে বিজ্ঞাত হইয়া, অন্তর্হৃদয়ে কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া, বহিঃ মনোভাব-গোপন-পূর্ব্বক "শোভনং নারদেনোক্তং", এই কথা বলিয়া, নারদীয়মতের সমর্থন করিলেন। অনন্তর মহামুনি-নারদ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে মায়া-সাহায্যে দানবদিগের রক্ষা-বন্ধন-কার্য্যাবসানে অসুরগণকে যুযুৎসু অবলোকন করিয়া, শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ শ্রীশর্ব্বদেবের সর্ব্বদেবময় অসম্ভাব্যরথের প্রতি প্রস্থিত হইলে, যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয়, নানা-প্রহরণোপেত তারকাক্ষ, বিদ্যুন্মালী ও কমলাক্ষ-প্রভৃতি-দানবেন্দ্রগণ ঐশ্বর্য্য-বিলাস-লোভোপহত-চিত্তে কামসম্ভোগেচ্ছাপহৃত-মানসে স্ব-স্ব অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া কাদম্বরী-মদ-বিঘূর্ণিত-লোচনে উন্মত্ত-হৃদয়ে কান্তা-নিবহের মৃণালকমনীয়-বাহুপাশবেষ্টনে কণ্ঠে হৃদয়ে আবেষ্টিত হইয়া, কামসুখসম্ভোগে রত হইলেন।

দানবেন্দ্রগণ মনোহর-বামগৃহবরে রামাগণের সহিত রমণক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে, ললনাকুলললামায়মানা সেই সকল দানবেন্দ্রললনা সর্ব্বভূষৈকভূষ অতিরম্য অমল-ধবল-নির্জ্জন-গৃহ-গহ্বরে সম্ভোগ-সুখ-সাগরে

নিমগ্নপ্রায় হইয়া, নব-সঙ্গম-সঙ্গতা নববধূর ন্যায় যেন ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা সম্প্রাপ্তা হইতে লাগিলেন। রসিকগণের যথেপ্সিত-চতুঃষষ্টিকলা-মান-মিত যে চতুঃষষ্টিবিধ-কামসুখ কামশাস্ত্রে নিরুক্ত হইয়াছে, রাস-রস-রসিকেশ্বরদানবগণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সংশ্লেষ-পূর্ব্বক স্ত্রীমনোহর সেই সমস্ত-সুখ-শৃঙ্গার-রস-সেবনে অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। কখনও বা সর্ব্বজন্তু-বিবর্জ্জিত অতীব-রম্য নির্জ্জন-প্রদেশে পুষ্প-চন্দন-বায়ু-বীজিত-পুষ্প-চন্দন-তল্পে, কখনও বা পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিতপুষ্পোদ্যানে, কখনও বা পুণ্য-গন্ধ-নিষেবিত-নদীতীরে এবং কখনও বা রত্ন-ভূষণ-ভূষিত-নিকুঞ্জ-কাননে রত্ন-ভূষণ-ভূষিতা পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিতা রাসে নব-নব-রস-রসিকা রামাকে মুখ-চুম্বন, আলিঙ্গন, আকর্ষণ ও বিকর্ষণাদি-পরিতুষ্টা নিজ-নিজ-কান্তাকে দানবগণ সাদরে কমল-কোরক-কোমল-কর-কমলে গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের হেমময়-কুম্ভসম উন্নতশ্যাম-চুচুক-শোভিতকনক-কলস-কঠোরগিরিকল্প-কুচ-যুগল-মণ্ডল-মণ্ডিত-রমণীয়-বক্ষঃস্থল স্ব-স্ব-শিলা-তল-বিশাল-বক্ষঃস্থলে আবদ্ধ করিয়া, হৃদয়-সন্তাপ দূরীভূত করি-লেন। এইরূপে একটীমাত্র দিব্য-দিবসের অন্তর্গত মানবীয়-দিন-সকল-সাহায্যে বহুস্থানে বহুবিধরূপে দিব্য-দানব-বিলাসিনীগণের সহিত ক্রীড়া-বিহার করিয়াও, মহাবল মহাবীর্য্য দানবেন্দ্রগণের সৌরতী পরিতৃপ্তি উপজাতা না হওয়ায়, সৌরত-বিজ্ঞদানবেন্দ্র-দানবেন্দ্রাণীগণ পুনঃ পুন-রপি সৌরত-সমর-মহামহোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া সুরত-ক্রিয়ার বিরতি না হইলেও, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সংশ্লেষ-পূর্ব্বক স্ত্রী-মনোহরবিবিধ-রতি-বন্ধ-সাহায্যে পরস্পরে পরস্পরের মনোহরণে সমর্থ হইলেন।

রত্ন-ভূষণ-ভূষিতা পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিতা রাস-রস-রসিকা মুনি-জন-মানস-মোহিনী সেই সকল দিব্য-দেব-দানব-বিলাসিনী বিবিধ-প্রকার-হাব-ভাব-কামক্রীড়া-কেলি-কৌতুক-সাহায্যে "মোক্ষাদপি" অধিকতরসৌরত-সুখ-রস-সঞ্জননদ্বারা অবলীলাক্রমে ভর্ত্তৃগণের মানস-মোহন করিলেন। তথা রসভাববিৎ দানবেন্দ্রগণও কামশাস্ত্রোক্তরতিবন্ধ অর্থাৎ "পদ্মা-সনো নাগপদো লতাবেষ্টোর্দ্ধসম্পুটঃ। কুলিশং সুন্দরশ্চৈব তথা কেশর এব চ। হিল্লোলো নরসিংহোঽপি বিপরীতস্তথাপরঃ। ক্ষুব্ধোবৈ ধেনুকশ্চৈব

সমুৎকণ্ঠস্ততঃ পরম্। সিংহাসনো রতিনাগো বিদ্যাধরস্তু ষোড়শঃ।” অথবা “কামপ্রদো বিপরীতো নাগরো রতিপাশকঃ। কেয়ূরঃ প্রিয়-তোষশ্চ ততঃ সমপদস্তথা। ততশ্চৈকপদো জ্ঞেয়ঃ সম্পুটশ্চোর্দ্ধসম্পুটঃ। ততঃ স্তনভবশ্চৈব ততো নু রতিসুন্দরঃ। উরুপীড়স্মরচক্রৌ ততশ্চোরু-ক্রমঃ স্মৃতঃ। বেষ্টকো হংসকীলস্তু ততো লীলাসনস্তথা। অষ্টাদশ-ক্রমাদ্বন্ধাঃ স্ত্রীণাং বহুসুখপ্রদাঃ। পুংসাং সুখকরাশ্চৈব কথিতাস্তু ক্রমাৎ ততঃ।” উক্তরূপে রতিমঞ্জরী-গ্রন্থে নামতঃ নির্দ্দিষ্ট ষোড়শ-প্রকার, কিম্বা স্মরদীপিকা-নির্দ্দিষ্ট অষ্টাদশ-প্রকার উভয়তঃ সুবহুসুখ-প্রদ রমণ-বন্ধন-সাহায্যে রসিকা নাগরীগণের চেতনাহরণ করিলেন।

কিন্তু মহার্হ-বসন-ভূষণ-ভূষিতা রমণী-মণিভূতা সেই সকল দানব-বিলাসিনী সেইসকল কান্ত-জনের বক্ষঃস্থলার্পিত-কুঙ্কুম-চন্দনাদি-বিলেপন ও বাহুযুগলের তিলকরেখা হরণ করিলেন। এইরূপ কান্তজনও কান্তাজনের অলকাকুলিত-ললাট-ফলকে, তথা দাড়িম্ব-কুসুম-সমান-রক্তিম-কপোল-তলে অঙ্কিত-চিত্রপত্রক, অথবা সিন্দূরবিন্দুপত্রকসকল গ্রহণ করিলেন। দানবেন্দ্রগণ কদাচিৎ সেইসকল কামিনীজনের অন্যোঽন্য উৎপীড়নকারী সুবর্ণ-কলসোপম-স্তনদ্বয়, তথা মণি-মুক্তা-হার, কিম্বা হেম-হার-লতা-বিলাস-ললিতবক্ষঃস্থলে বিল্বস্থূল-পয়োধরযুগলে আনন্দভরে নখরেখা সমর্পণ করিলেন। এবং দানবনন্দিনীগণও নিরতিশয়-পুলকাঞ্চিত-বিগ্রহে বলয়-কঙ্কণ-কেয়ূরাদিভূষণ-সমূহে ভূষিত-প্রসারিত-হস্তদ্বয়ে প্রগাঢ়ভাবে কণ্ঠ-সমাশ্লেষ-পূর্ব্বক সেইসকল কান্তজনের বাম-স্কন্ধে, বাম-পার্শ্বে, করভূষণ-লক্ষ্মণ অঙ্কন-পুরঃসর আকর্ণ-বিস্তৃত-রক্তপদ্মদলাকার-ললিত-লোচন-যুগলে বিশোভিতসুধা-সুগন্ধি-বদনারবিন্দে, গণ্ডে, বারম্বার চুম্বন করিলেন।

রাজাও প্রণয়িণী-জন-কৃতচুম্বন ও কর-ভূষণ-লক্ষ্ম-সমর্পণের প্রতি-দান-কল্পে বনিতাজনের আরক্তিমোন্নত-গণ্ড-যুগলে পুনঃ পুনঃ চুম্বন, তথা দন্তৌষ্ঠ-পুটকে দশন-দংশন দান করিলেন। প্রিয়তমা পত্নী প্রিয়-জন-কর্ত্তৃক গণ্ড-যুগলে বারম্বার চুম্বিতা এবং দন্তৌষ্ঠ-পুটকে দশন-দংশনে পরিদষ্টা হইয়া, প্রণয়-কোপ ও হাস্য-মধুর-বদনে প্রেম-বিকসিত-

লোহিত-লোচন-যুগলের কটাক্ষ-লক্ষণবাণ-বিক্ষেপণ-পূর্ব্বক প্রিয়জনকে হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া, কান্ত-জনের গণ্ড-যুগলে প্রিয়-জন-কৃত-চুম্বন ও দশন-দংশনের চতুর্গুণ চুম্বন ও দশন-দংশন দান করিলেন। এইরূপে কাম-ক্রীড়া-বিহারে প্রিয়জন প্রিয়াজনকে, তথা প্রিয়া-জন প্রিয়জনকে পরিতুষ্ট করিয়া, প্রিয় ও প্রণয়িণীজন সুরত-ক্রিয়া-বিরতি অভিপ্রায়ে পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিত-সুকোমল-রতিকরী-সুখশয্যা হইতে পরস্পরে উত্থিত হইয়া, যাঁহার মনে যাদৃশী বাসনা, তিনি তাদৃশ অর্থাৎ বাঞ্ছিতানুরূপ-সুন্দর-সুবেশ-রচনা-চাতুর্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে বিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—একবিংশ অধ্যায়

অনন্তর বেশ-রচনা-চাতুর্য্য-প্রকাশন-কালে রাণী রাজার শিলাতল-বিশাল-ললাট-চত্বরে পুষ্প-পরাগ-মিশ্রিত, পুষ্প-রস-সমন্বিত, দিব্য-গন্ধ-গন্ধিত, কুঙ্কুম-পঙ্ক-পঙ্কিল, মনো-হৃদয়-রঞ্জনচন্দনোপাদান-সাহায্যে কুঙ্কুমাক্ত তিলক দান করিলেন। কিঞ্চ, একান্তাত্যন্ত-কমনীয়-কান্ত-বরের কঠোর-নিস্তল-বিপুল-কপোলতলে তথা ললাট-ফলক-পৃষ্ঠে চিত্র-পত্রক ও তিলক-রচনান্তে রম্য-সুন্দর-সর্ব্বাঙ্গে কুঙ্কুম-কলিত-সুগন্ধ-গন্ধিত-চন্দনসাহায্যে অনুলেপনকার্য্য সমাপ্ত করিয়া, অনন্তর অনন্তকৃত্যানুষ্ঠান মনঃ-কল্পনা-প্রচারমাত্র-সাহায্যে অপেক্ষিত হইলেও, সুবাসিত-স্বর্গীয়-তাম্বুল, বহ্নি-শুদ্ধ-বাসোযুগল, নানাদুঃখ-বিনাশন-পারিজাত-পুষ্প, অমূল্য-রত্ন-নির্ম্মিত উত্তম অঙ্গুরীয়ক, লোক-ত্রিতয়ে দুর্ল্লভ সুন্দর মণিবর এবং পরিশেষে নিজ-মনঃ-প্রাণ-সমর্পণ-পূর্ব্বক পূর্ব্ব-বর্ণিতানুরূপা-পত্নী জানুদ্বয়-সাহায্যে ভূমিতলপরিগতা হইয়া, মণি-মুক্তাহার-বিলসিত-স্তন-মণ্ডলোন্নত-হৃদয়-দেশে অঞ্জলি-বন্ধন-সহকারে প্রেমাশ্রুসিক্ত আননে প্রণয়-মধুর-মধু-পান-রক্ত-কর্ণান্তাকৃষ্ট-বিস্ফারিত-ললিত-লোল-লোচন-যুগলে প্রিয়জনের সুন্দর-মধুর-বদনারবিন্দে দৃষ্টিপাত-পুরঃসর "দাসী তবাহমিত্যেবং সমুচ্চার্য্য পুনঃ পুনঃ। নমাম পরয়া ভক্ত্যা স্বামিনং গুণশালিনম্। সস্মিতা তন্মুখাম্ভোজং লোচনাভ্যাং পপৌ পুনঃ। নিমেষরহিতাভ্যাঞ্চ সকটাক্ষঞ্চ সুন্দরম্।"

এইরূপে কর-কমল-যুগলে হৃদয়-সরসিজ-সন্নিধানে অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক পাদ-পীঠ-প্রান্তদেশে উন্নত আননে প্রিয়াননে দৃষ্টি-স্থাপন-সহকারে কৃতাবস্থানা, প্রিয়াননা, প্রণয়নিধানা, হাস্যশোভনা, বরবর্ণিনী প্রিয়া-দেবীকে অবলোকন করিয়া, পর্য্যঙ্কাঙ্কারূঢ়-প্রিয়জন প্রেমভরে সরল-শাল-সমাকার-হস্ত-দ্বয় প্রসারিত করিয়া, সাদরে সমাকর্ষণ-সাহায্যে নিজ-হৃদয়োপরি পরিস্থাপন ও প্রগাঢ় আলিঙ্গনদানান্তে রঞ্জিত-সূক্ষ্ম-চিক্কণ-কৌশেয়-বসনাবরণে আবৃত-সমাচ্ছন্ন-তদীয়শ্রীমুখ-পঙ্কজ বসনাবরণাপসারণ-লক্ষণ-

সহায়তাবলম্বনে অবলোকন করিলেন। অনন্তর নিজনিজ-প্রিয়তমাজনের মেঘাবরণোন্মুক্ত-শারদ-সম্পূর্ণ-মণ্ডল-শশধর-সদৃশ-নেত্রোৎসব-মানসাহ্লাদ-জনকমধুর-হাস্য-বিকসিত-সুগঠিত- বিশুদ্ধ-বিমল- বদনারবিন্দ-বিম্ব-বিনির্গতা কান্তি-শোভা-সুধা-ধারা সাদরে সাগ্রহে প্রগাঢ়ানুরাগভরে চকোরবৎ সকটাক্ষ-সুন্দর-নিমেষশূন্য অপরিতৃপ্ত-লোচন-যুগল-সাহায্যে পান করিয়া, প্রেম-নির্ভর-মানসে মধুর-মুখাম্ভোজ-মণ্ডলে কঠিন-নিস্তল-প্রোন্নত-রক্তিম-চিত্রপত্রকাবলী-বিরাজিত-গণ্ডতলে, মুক্তাবিন্দুসৌন্দর্য্যানুকারি-ঘর্ম্ম-বিন্দু-বিশোভিত-ললাটফলকে, নয়নদ্বয়ে, বিম্বোষ্ঠে, স্তনদ্বন্দ্বে, কণ্ঠে, কর্ণদ্বয়ে, তথা কাম-শাস্ত্র-প্রতিপাদিত অন্যান্যবিধ-চুম্বন-যোগ্য-স্থান-সমূহে গাঢ়তম-হৃদয়ানন্দানুভব-সহকারে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়াও, দানবেন্দ্রগণ যেন প্রাণের অসীম-পিপাসার নিবৃত্তি-সাধনে সমর্থ হইলেন না।

অপিচ, দানবেন্দ্রগণ নিজ-নিজ-প্রিয়াজনের পরিপাটীরূপে সুন্দর-সুবেশ-রচনা-চাতুর্য্য-প্রদর্শনাবসরে তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক বরুণদেবের নিকট হইতে সমাহৃত বসনযুগল, স্বাহাদেবীর নিকট হইতে আনীত মঞ্জীর-যুগ্ম, ছায়াদেবীর নিকট হইতে আহৃত কেয়ূরযুগ্ম, রোহিণীদেবীর নিকট হইতে সমানীত কুণ্ডলদ্বয়, তথা অঙ্গুরীয়করত্নসকল, রতিদেবীর বরভূষণ-নিচয়, বিশ্ব-কর্ম্ম-বিনির্ম্মিত-সুরুচির চিত্র-শঙ্খ, বিচিত্র-পাশক-শ্রেণী, সুদুর্লভা রতিসুখকরী শয্যা এবং অন্যান্য অপেক্ষিত আবশ্যকানুরূপ বরভূষণসকল দান করিয়া, ত্রুটি-বিচ্যুতি-জনিত অপরাধ-পরম্পরার পরিহার প্রার্থনা করিলেন। করজোড়ে পরিহার-প্রার্থনাবসানে প্রেম, আদর, আগ্রহ, অনুরাগ, বা স্নেহ-প্রীতিভরে সস্মিতাননে হৃদয়ানন্দের সহিত দানবেন্দ্রগণ দয়িতাজনগণের কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-চারু-চিক্কণ-ঘন-কেশ-কলাপ-গ্রহণ করিয়া স্বর্ণকঙ্কতিকাকৃতসংস্কার ও বেণীনির্ম্মাণকার্য্যা-বসানে কবরীভার-নির্ম্মাণ-পুরঃসর তদুপরি সুগন্ধ-সম্পন্নসুন্দর-সদ্যোজাত-পুষ্পমাল্য সংযুক্ত করিলেন, কপোলতলে জয়-লেখা-সম-বিচিত্র-চিত্র-পত্রকাবলী রচনা করিলেন, ভাল-পট্টকে সুগন্ধি-চন্দন-সাহায্যে চন্দ্র-লেখা-ত্রয় নির্ম্মাণ করিয়া, পরিতঃ পরিতঃ বিচিত্র-চিত্র-রচনান্তে তৎসহ কুঙ্কুম-বিন্দু-বিন্যাস-দ্বারা পূর্ব্বকৃত-জয়লেখার অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য

বর্দ্ধন করিলেন, সীমন্তপ্রদেশে জ্বলৎপ্রদীপকলিকা-সমানাকারসিন্দুর-তিলক দান করিলেন এবং স্থলপদ্ম-বিনিন্দিতপাদপদ্মযুগলে চিত্রালক্তকরসরাগ-সমর্পণান্তে আনন্দভরে রক্তালক্তক-রস-রাগে নখরসকল রঞ্জিত করিলেন।

অনন্তর পাদ-পীঠতলে উপবিষ্ট নতজানু দানবেন্দ্রগণ স্ব স্ব-প্রিয়তমার স্বভাবতঃ রক্তাভ, সুগঠিত, শোভন, উন্নত অঙ্গুষ্ঠাদি-অঙ্গুলি-নিচয়ে বিরাজিত, গাঢ় অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত, সন্দর্শনমাত্রেই আনন্দোল্লাসপ্রদ, নখর-চন্দ্র-কিরণে বিভাসিত, পাদভূষণে ভূষিত, পাদালঙ্কার-ধ্বনি-মুখরিত, স্থলপদ্ম-বিনিন্দিত, অতিমনোহর, সুদৃশ্য, রক্তোৎপল-শোভী, সরাগ-চরণাম্বুজ-যুগল লোহিত-শতদলসমশোভিস্বীয়-কর-কমল-যুগলে গ্রহণ করিয়া এবং নিজ-নিজ-শিলাতল-বিশাল-পীনোন্নতহৃদয়ে, মণি-মুক্তামালা-বিশোভিত-বক্ষঃস্থলে অত্যন্তানুরাগভরে মুহুর্ম্মুহুঃ বিন্যস্ত করিয়া, শতদল-দল-সমানাকাররক্তান্ত-ললিতোন্নতপ্রেম-বিস্ফারিত-লোচন-যুগল-সাহায্যে প্রিয়তমার মুখচন্দ্র-সুধা পান করিতে করিতে, পুনঃ পুনঃ "হে দেবি! তব দাসোঽহং", এই কথা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

অপিচ, রাজন্যগণ হৃদয়ানন্দাতিশয়বশে হৃদয়েশ্বরী, প্রতিমাপ্রতিমা, প্রাণবল্লভা-প্রিয়তমাগণকে বিপুল-বক্ষঃ-প্রদেশে ধারণ-পূর্ব্বক রত্ন-নিকর-নির্ম্মিত-যান-সাহায্যে ক্রীড়ালয় পরিত্যাগ করিয়া, কদাচিৎ তপোবনে, কদাচিৎ স্থানান্তরে, কদাচিৎ মলয়াচলে, কদাচিৎ দেবনিলয়ে, কদাচিৎ শৈলে শৈলে, কদাচিৎ বনে বনে, কদাচিৎ নীরবাত-মনোহর-পুষ্পভদ্রা-নদীতীর-প্রদেশে, কদাচিৎ দিব্যপুলিনে পুলিনে, কদাচিৎ নদী-নদীতটে, কদাচিৎ নদ-নদতটে, কদাচিৎ মধুমাস-সুলভমধুকর-সকলের মধুর-ধ্বনি-নাদিত বিষ্যন্দন, সুবসন ও চন্দনবনে, কদাচিৎ অতিরম্যপুষ্পোদ্যানে, কদাচিৎ স্থানে স্থানে একান্ত-নির্জ্জন-প্রদেশে, কদাচিৎ কন্দরে কন্দরে, কদাচিৎ সিন্ধুতীরে, কদাচিৎ সুন্দর-সুন্দর-বনে বনে, কদাচিৎ গন্ধমাদন-পর্ব্বতে, কদাচিৎ মাধবমাসসুলভমাধবীলতাবনে, কেতকীবনে, চম্পকবনে কদাচিৎ দেবোদ্যানে, কদাচিৎ দেববনে, কদাচিৎ চিত্রবনে, কদাচিৎ চন্দনকাননে, কদাচিৎ কুন্দ-মালতী-কুমুদাম্ভোজ-কাননে, কদাচিৎ কল্পবৃক্ষে

কল্পবৃক্ষে, কদাচিৎ পারিজাতবনে বনে, কদাচিৎ নির্জ্জন-কাঞ্চীস্থানে, কদাচিৎ ধন্যতমকাঞ্চন-পর্ব্বতে, কদাচিৎ পুংস্কোকিল-রুতশ্রুত-কাঞ্চী-বনে, কিঞ্চনক বনে, কঞ্চুকবনে, অথবা কাঞ্চনাকরে গমনপুরঃসর নানা-স্থানে পরিভ্রমণান্তে পুষ্প-চন্দন-তল্পে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন।

এইরূপে পুষ্প-চন্দনবায়ু-সেবিতপুষ্প-চন্দন-সংযুক্তপুষ্প-মাল্য-বিভূ-ষিতকামুককুল-শিরোমণি-রাজরাজেশ্বর-দানবেন্দ্রগণ প্রবল-কামপ্রযুক্ত স্ব-স্ব-কামুকীপ্রিয়তমারাণীর সহিত পরস্পরে রসালাপ ও হাস্যপরি-হাসান্তে পুনরপি রাগ-রক্ত-মানসে পুষ্পচন্দনতল্পে রম্যতররামাগণের সহিত রমণে, বা সৌরতরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যদি চ দানবেন্দ্রগণ পুনঃ পুনঃ সুরতক্রিয়ায় সমাসক্ত হইলেন সত্য, তথাপি দানবেন্দ্রগণের সম্ভোগ-বাসনা কিছুতেই বিনিবৃত্তা হইল না। পক্ষান্তরে প্রজ্বলিত-হুতা-শনে হবিঃপুঞ্জ পুনঃ পুনঃ প্রক্ষিপ্ত হইলে, কৃষ্ণবর্ত্মা যেমন ক্রমশঃ বর্দ্ধিতা-কার ধারণ করেন, সেইরূপ দানবদম্পতিগণের মদনানলবেগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর প্রতাপবান্ দানবেন্দ্রগণ নিজ নিজ প্রিয়তমাজনগণের সহিত ত্রিপুর-নগরস্থ-রম্যতর-ক্রীড়ালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, "বিজহার-পুনস্ততঃ।" কিঞ্চ "যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ। যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ। যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখং।" এইরূপ পরমোৎকৃষ্ট-ত্যাগতত্ত্ব আসুরী-প্রকৃতি-সম্পন্ন দৈত্যদানবেন্দ্রগণের হৃদয়-কন্দরে অধিরূঢ় না হওয়ায়, ভোগ-রাগ-প্রসক্ত-মানসে দিব্য-বিভাবরী অপবাহিতা করিয়া, মায়াময় মুণ্ডী যতিবরের মন্ত্রে দীক্ষিত, মুণ্ডী মন্ত্রদাতা যতিবরে ভক্তি-পরায়ণ-দানবেন্দ্রগণ পূর্ব্বকৃত-সমর-প্রতিজ্ঞা-স্মরণ-বশতঃ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে মনোহর-পুষ্পতল্প হইতে সমুত্থিত হইয়া, মল-মূত্রাপনয়নানন্তর রাত্রিবাস-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সুগন্ধ-পূর্ণ সুশী-তল-মঙ্গল-সলিলে স্নানাদিক্রিয়া সুসম্পন্না করিলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে একবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—দ্বাবিংশ অধ্যায়

শ্রীশিব-শঙ্করদেব-পরিচালিত-কালচক্রের কি বিষম বিপরিবর্ত্তন! অদৃষ্টের কি ভীষণভয়াবহ-পরিপাক! নিয়তির প্রেরণাবশে, কালের কুটিল-গতিবশে, চক্রনেমিবৎ আবর্ত্তন-শীল-ধর্ম্মাধর্ম্মের ও সুখদুঃখের নিয়তকালই পরিণাম বিপরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, ইহা আমদিগের সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং সর্ব্বথা অনপলপনীয়। গতকল্য অর্থাৎ দিব্য-দিবসাবসানে রাত্রিসমাগমে যে দানব-দানবীগণ পরস্পরের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ; সুতরাং মিথুনভাবাপন্ন হইয়া, নিরতিশয়-প্রেম, অনুরাগ, সখ্য, সৌহৃদ্য, স্নেহ, আত্মীয়তা, একত্র বাস, উপবেশন, শয়ন, পান, ভোজন, কথোপকথন ও আলিঙ্গন-সম্ভাষণাদি-নিতান্ত-ঘনিষ্ঠ-ব্যবহার-পরম্পরাবশে সমুপজাত-দাম্পত্য-প্রণয়সৌভাগ্য-বিশেষ-প্রযুক্ত "তৌ দম্পতী চ ক্রীড়ার্ত্তৌ নিমগ্নৌ সুখসাগরে। পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গৌ মূর্চ্ছিতৌ নির্জ্জনে মুনে! অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসংযুক্তৌ সুপ্রীতৌ সুরতোৎসুকৌ। একাঙ্গৌ চ তথা তৌ দ্বৌ চার্দ্ধনারীশ্বরৌ যথা। প্রাণেশ্বরঞ্চ দয়িতা মেনে প্রাণাধিকং পরম্। প্রাণাধিকাঞ্চ তাং মেনে রাজা প্রাণাধিকেশ্বরীম্। তৌ স্থিতৌ সুখসুপ্তৌ চ তন্দ্রিতৌ সুন্দরৌ সমৌ। সুবেশৌ সুখসম্ভোগাদচেষ্টৌ সুমনোহরৌ। ক্ষণং সচেতনৌ তৌ চ কথয়ন্তৌ রসাশ্রয়াম্। কথাং মনোহরাং দিব্যাং হসন্তৌ চ ক্ষণং পুনঃ। ভুক্তবন্তৌ চ তাম্বূলং প্রদত্তঞ্চ পরস্পরম্। পরস্পরং সেবিতৌ চ সুপ্রীত্যা শ্বেতচামরৈঃ। ক্ষণং শয়ানৌ সানন্দৌ বসন্তৌ চ ক্ষণং পুনঃ। ক্ষণং কেলিনিযুক্তৌ চ রসভাবসমন্বিতৌ। সুরতেবিরতির্নাস্তি তৌ তদ্বিষয়পণ্ডিতৌ। সততং জয়যুক্তৌ দ্বৌ ক্ষণং নৈব পরাজিতৌ।" ইত্যাদিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, অদ্য প্রাতঃকালে বিধি-নির্ব্বন্ধবশে সেই দানব-দানবীগণ পরস্পরের সহিত বিযুক্ত হইয়া, বিয়োগ-বিধুরব্যথিত-প্রাণে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন।

একদিকে দানব-মহিষীগণ নিজ-নিজ-প্রিয়তমের সহিত যেন চিরতরে

বিচ্ছিন্ন হইয়া, অর্থাৎ ত্রিভুবন-মহারাজ শ্রীশঙ্করদেব-দূত-মুখে সমরবার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব অদ্য আমাদিগের প্রাণকান্ত প্রাণাধিনাথ হৃদয়দেবতা প্রিয়তমগণ শ্রীশঙ্করদেবের সমর আহ্বানে আমন্ত্রিত হইয়া, যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন, কুপিত অন্তকদেবেরও অন্তক-স্বরূপ, কালকাল, যমযম, মৃত্যুমৃত্যু, ক্রুদ্ধ শ্রীশঙ্করদেবের সহিত সমরে এজগতে কাহারও পরিত্রাণ, বা নিস্তার নাই, সুতরাং অদ্য আমাদিগকে অবশ্যই বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, ইহা স্থির, বা নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়া, হিম-ভার-ক্লিষ্ট-নলিনী-নিচয়ের ন্যায় অশ্রুকণাসিক্ত-ম্লান-মুখ-পঙ্কজে অধোবদনে দুঃখের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিতেছেন, অপরদিকে যেন দানবেন্দ্রগণ সাক্ষাৎ কৃতান্তদেবের আহ্বানে আহূত হইয়া, ক্ষণে উৎকণ্ঠিত অন্তঃকরণে, ক্ষণে আহবাহ্বানপ্রাপ্তিবশতঃ রণোল্লসিতহৃদয়ে, ক্ষণে বিরহ-বিধুর-ব্যথিতপ্রাণে, ক্ষণে প্রফুল্লমানসে, ক্ষণে দীননয়নে, ক্ষণে সমর-সংরম্ভ-রক্ত-লোচনে, ফলে প্রিয়তমাজনের নিতান্ত-দুঃসহ-দুঃখ-প্রদ-সম্ভাবিত-চির-বিচ্ছেদ-বেদনা-বশে ব্যথিত-হৃদয় হইলেও, শ্রীশঙ্করদেবকৃত অভাবনীয়-সমরাহ্বানের অপরিহরণীয়তাপ্রযুক্ত সর্ব্বোৎসাহে সমরসজ্জায় প্রবৃত্ত হইতেছেন।

মুণ্ডী মায়াময় যতিবরের উপদেশ অনুসারে ত্রিপুর-নগরে যে স্ত্রীধর্ম্ম, শ্রাদ্ধধর্ম্ম, শিবপূজা, বিষ্ণুর যজ্ঞভাগ, সর্ব্বকাল-সুশোভন-তীর্থ-স্নানাদি, তথা দানধর্ম্ম, বা বেদধর্ম্ম নিষিদ্ধ, কিম্বা খণ্ডিত হইয়াছে, তাহা বোধ করি, পাঠক-মহোদয়গণ এত অল্প-সময়ের মধ্যে বিস্মৃত হন নাই; সুতরাং সমরায়োজনে প্রবৃত্ত হইয়া, দানবেন্দ্রগণ "যুদ্ধ-যাত্রা-মঙ্গল-হেতবে" কোনরূপ দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন না। পক্ষান্তরে দানবেন্দ্রগণ মায়াময়-যতিবর-প্রদর্শিত-মার্গানুসরণে স্বশাস্ত্র-সিদ্ধ-তত্ত্বের অনুস্মরণ ও ধ্যান করিয়া, প্রাতঃ প্রাতঃ সুকোমল-কুসুমশয্যা ও প্রিয়াসঙ্গ-বাসনা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মনোহর-পুষ্পতল্প হইতে উত্থিত হইয়া, মল-মূত্রোৎসর্গের অনন্তর স্বাস্থ্য-রক্ষা-বিধান অবলম্বনে শরীরের মলাপনয়ন ও স্নিগ্ধতা-সম্পাদন-তৎপর-মানসে সুবাসিত মাঙ্গল্য-বারি-সাহায্যে স্নান-কার্য্য সমাধা করিলেন বটে; সূক্ষ্ম-কৌষেয়-বাসো-যুগল পরিধান

করিলেন বটে, কিন্তু প্রশস্ত-ললাট-প্রদেশে উজ্জ্বল-তিলক-রেখা অঙ্কিতা করিলেন না।

কিঞ্চ, দানবেন্দ্রগণ মুণ্ডিমতসিদ্ধ আহ্নিক-কৃত্য, তথা অবশ্য অবশ্য অভীষ্টদেবতার অভিবন্দন করিলেন বটে; কিন্তু শিব, বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য্য, অথবা অনন্তদুঃখ-দুর্দ্দশা-হারিণী-দেবী-ভগবতী দুর্গার শ্রীচরণস্মরণ করিলেন না, বা সুমাঙ্গল্য দধি, আজ্য মধু ও লাজদর্শন করিলেন না, তথা রত্ন-শ্রেষ্ঠ, মণি-শ্রেষ্ঠ, বস্ত্র-শ্রেষ্ঠ, বা প্রতপ্তবর-কাঞ্চন, এসকলের কিছুই ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন না, অথবা যুদ্ধ-যাত্রা-মঙ্গল-সম্পাদনার্থ মুক্তা, মাণিক্য, হীরকাদি যে কিছু অমূল্য-রত্ন, তাহাও গুরু, বা ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন না, কিম্বা যাত্রা-মঙ্গল-বিধানার্থ মনোহর-গজরত্ন, অশ্বরত্ন, ধেনুরত্ন, এসকলেরও কিছুই দরিদ্রগণকে, অথবা বেদপাঠী বিপ্রগণকে দান করিলেন না, তথা লক্ষ-ত্রয়-পরিমিত-নগর ও শত-কোটি-গ্রাম দান, অথবা সহস্র সহস্র ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন না। কিঞ্চ, ত্রৈপুরদানবসত্তমগণ হরি-প্রভৃতিনামা নিজনিজ-পুত্রগণকে রাজেন্দ্র-স্বরূপে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহাদিগের কর-কমলে ভার্য্যা, রাজ্য, সর্ব্ব-সম্পৎ, প্রজা ও অনুচর-সঙ্ঘ, কিম্বা ভাণ্ডার-বাহনাদিক-সম্পৎ, এসকলেরও কিছুই সমর্পণ করিলেন না; পরন্তু "স্বয়ং সন্নাহযুক্তশ্চ ধনুষ্পাণির্ব্বভূবহ।"

এইরূপে দানবেন্দ্রগণ সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, ভৃত্যদ্বারা ক্রমে ক্রমে সৈন্যসঞ্চয় করিতে লাগিলেন এবং তিনলক্ষ অশ্ব, একলক্ষ বর-হস্তী, দশসহস্র রথ, তিনকোটি ধানুষ্ক, তিনকোটি চর্ম্মী ও তিন কোটিশূলিসৈন্যসংগ্রহ করিয়া, তাবৎ পরিমিত-সেনার শিরোভাগে যুদ্ধশাস্ত্র-বিশারদ, রণে রথিগণের প্রবর, মহাবল মহারথ একটীমাত্র সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। সেনা-সঞ্চয়-ব্যাপারে উক্তরূপনিয়মানু-সারে একটী একটী করিয়া, মহাবল-পরাক্রমশালী সেনাপতির নিয়োগ করিয়া, ক্রমে ক্রমে দানবেন্দ্রগণ ত্রিলক্ষ অক্ষৌহিণীসংখ্যক-সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর ত্রিংশৎ অক্ষৌহিণী বাদ্যভাণ্ডৌঘ সংগ্রহ করিয়া, তারকাক্ষ, বিদ্যুন্মালী ও কমলাক্ষ-প্রভৃতি দানবেন্দ্রগণ রত্নেন্দ্র-সার-নির্ম্মাণ-

বিমানবরে আরোহণ করিয়া, শিবির-প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের সহিত যুদ্ধ-বাসনায় ত্রিপুর-নগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিঞ্চ, রাজ-রাজেশ্বর, বলী, তথা "দেবানামসুরাণাঞ্চ দানবানাঞ্চ সত্তমম্। গন্ধর্ব্বাণাং কিন্নরাণাং রাক্ষসানাঞ্চ শাস্তিদঃ" দানবেন্দ্রগণ অত্যুচ্চ-দিব্য-বিমানবরে অধিরূঢ় হইয়া, বস্ত্র, বিভূষণ, আশ্রয়, অধিকার, শস্ত্র, অস্ত্র, পূজা, হোমাদিক-বিষয়, তথা তত্তল্লোকাধিকার-বিহীন দেবগণকে ভিক্ষুক-প্রায় মহীতলে বিচরণ করিতে দেখিয়া, মানসে পরম-প্রমুদিত হইলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

এদিকে দেবর্ষি মহামুনি শ্রীমান্ নারদ ত্রিপুর-নগর-নিবাসী দানবেন্দ্র-গণকে যুদ্ধ-পরামর্শ-দান-পূর্ব্বক সমরায়োজনে অবতারিত করিয়া, "প্রভাতেঽহং গমিষ্যামি, ত্বঞ্চ গচ্ছ", এইরূপ ত্রিপুরাসুরকৃত উত্তর-বচন-বহন-পুরঃসর শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর দেবমুনি শ্রীমান্ নারদদেব একটীমাত্র ইষু-সাহায্যে ত্রিপুর-দাহার্থ শ্রীশঙ্কর-দেবের জন্য নির্ম্মিত, সর্ব্বদেবময়, হিরণ্ময়, মনোময়, সুমহান্ যে রথ দেবগণের বুদ্ধি-কৌশল এবং বিশ্বকর্ম্মার রচনা-নৈপুণ্য-বশে সর্ব্বজনের অসম্ভাব্যরূপে সম্প্রতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, যে রথ স্ব-গাত্র-গত অনেক-বিধ-দিব্য-রত্ন-নিচয়ের বিমলোজ্জ্বল অংশু-প্রাচুর্য্য-সাহায্যে দিগ্-দিগন্তর কিৰ্ম্মীরিত, বা চিত্রবর্ণে পরিণত করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে, যে রথের মহাচক্র-চতুষ্টয় নদী-নিচয়ের উপান্তিক উপান্তভব-পঙ্কে আঢ্য, বা লিপ্ত, যে রথ মুক্তাময়-তোরণ-সহস্রে যুক্ত এবং শ্বেত-ছত্র-শতে সমাবৃত, যে রথ শুদ্ধহেম, বা কনকময়-খুর-ভূষণে ভূষিত-তুরঙ্গমগণে সংযুত, যে রথ মুক্তা-বিতান, বা মুক্তা-ফল-নির্ম্মিত-চন্দ্রাতপ-সাহায্যে বিলসিত, ঊর্দ্ধস্থ-দিব্য-বৃষভ-ধ্বজে অলঙ্কৃত, যে রথ মত্ত-বারণিকা, বা করিণীগণে যুক্ত, যে রথ পঞ্চতত্ত্ব, বা পঞ্চতত্ত্বাধিষ্ঠাতৃ-দেবগণে উপশোভিত, যে রথ পারিজাত-তরুসমুদ্ভূত-পুষ্প-প্রকর-রচিত-মালা-সহস্রে অভিরঞ্জিত, বা ভূষিত, যে রথ মৃগনাভি-সমুদ্ভূত-কস্তুরী-মদ-পঙ্কে সতত পঙ্কিল, যে রথ কর্পূর, অগুরু এবং ধূপ-ধূমোত্থ-গন্ধে সমাকৃষ্ট-মধুব্রতগণে নিরন্তর ঝঙ্কৃত, সম্বর্ত্ত-ঘনঘোষাঢ্য যে রথ নিয়তকাল নানাবিধ-দিব্য-নৃত্য-গীত-বাদ্য-মহোৎসবে সমন্বিত, যে রথ বীণা-বেণু-স্বনে সমাসক্তকিন্নরীগণে সততকাল পরিব্যাপ্ত, যে রথবরের অন্তর্গত অন্তর্গৃহে রত্নময়-সিংহাসনে মণি-মাণিক্য-হীরক-খণ্ড-খচিত-পট্টতল্পে শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্বদেব-গণেশ্বর ত্রিভুবন-মহারাজ শ্রীমন্মহে-শ্বরদেব অবস্থিতি করিতেছেন।

যে রথবরে অবস্থিত শ্রীসর্ব্বদেববরেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব সুর-নীরজ-নেত্রী-গণ-কৃত-শ্বেতচামর-সঞ্চালন, তথা দিব্য-ব্যজন-পাত-সাহায্যে সততকাল বীজিত হইয়া, সংপ্রহৃষ্ট হইতেছেন, যে রথবরে অনুষ্ঠীয়মান-সমর-মহামহোৎসবে নীল-লোহিত শ্রীশঙ্করদেবের মানসোল্লাস-সম্পাদন অবসরে বীণা-বেণু-স্বনাসক্ত-নৃত্য-গীত-পরায়ণ-কিন্নরী-গণের, তথা ব্যজন-চামর-সঞ্চালনে সমাসক্ত-সুর-নীরজ-নেত্রী-গণের কর-চরণ-বিক্ষেপণ-বশে সঞ্জাতক্বণৎকঙ্কণ-নিধ্বান, মঞ্জু-মঞ্জীর-সিঞ্জিত, বীণা-বেণু-নাদ, তথা সঙ্গীত-ধ্বনি-নিচয়-সাহায্যে জগৎ-ত্রিতয় পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে, যে রথবর শুকবাক্য-কলারাবে, তথা শ্বেত-পারাবত-নিস্বনে মুখরভাব ধারণ করিয়াছে, যে রথবরের স্তম্ভে স্তম্ভে আবেষ্টিত, শোভার্থ বলয়বেষ্টনাকারে অবস্থাপিত উন্নিদ্র অর্থাৎ হর্ষপ্রযুক্ত উল্লসিত-ফণি-নিচয়ের, তথা শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীঅঙ্গে অবস্থিত উল্লসিতভূষাফণি-নিচয়ের দর্শনমাত্রেই উৎফুল্ল-নীলকণ্ঠগণ নৃত্য-পুরঃসর কোটি-কোটি সংখ্যক-স্ব-স্ব-চন্দ্রক-সকল দর্শন করাইয়া, জগতীতলস্থ-জীবের-লোল-লোচন-মহোৎসব সম্পাদন করিতেছে, "তত্রাসীনং মহাদেবং শুদ্ধস্ফটিকবিগ্রহম্। কোটিসূর্য্য-প্রতীকাশং কোটিশীতাংশুশীতলম্। ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্। সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তং বিদ্যুৎপিঙ্গজটাধরম্। নীলকণ্ঠং ব্যাঘ্র-চর্ম্মোত্তরীয়ং চন্দ্রশেখরম্। নানাবিধায়ুধোদ্ভাসি দশবাহুং ত্রিলোচনম্। যুবানং পুরুষশ্রেষ্ঠং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বিলোক্য", অর্থাৎ তাদৃশ দিব্যদিব্য-রথবরে শ্রীশঙ্করদেবকে অবলোকন করিয়া, সাগ্রহে সসম্ভ্রমে প্রেমানুরাগ-পূর্ণমানসে "শিবঞ্চ দণ্ডবদ্ ভূমৌ প্রণনাম পুনঃ পুনঃ।"

সমাগত শ্রীমান্ দেবমুনি-নারদকে প্রণাম করিতে দেখিয়া, শ্রীশঙ্কর-দেব যখন আগ্রহের সহিত সমর-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎকালে দেবর্ষি-নারদ কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, ভগবন্! মৎকথিত-সমরবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তারকাক্ষ, কমলাক্ষ, তথা বিদ্যুন্মালী, এই দানবেন্দ্র-ত্রয় এবং অন্যান্য ত্রিপুর-দুর্গ-নিবাসী দানবগণ সকলেই যেন একবাক্যে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া কহিলেন, আমরা আগত-প্রভাত-কালে সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, সংগ্রামক্ষেত্রে গমন করিব, হে দেবমুনে!

আপনি শ্রীশঙ্করদেব-সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত করুন। হে শরচ্চন্দ্রগাত্র! অনন্তর আমি নানাপ্রহরণোপেত-দানবগণকে যুদ্ধার্থে কৃত-নিশ্চয় হইয়া, প্রবল-যুদ্ধলালসাপ্রকাশ করিতে দেখিয়া, এই সংবাদ আপনার সর্ব্বদেবারাধ্য-শ্রীচরণে বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য শীঘ্রগতি ভবদন্তিকে সমাগত হইয়াছি। হে চিদানন্দপাত্র! তার-কাক্ষাদি-ত্রিপুরাধ্যক্ষত্রয়, তথা বলাদিদানব-নিবহ সন্নাহ-যুক্ত, তথা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া, শঙ্খ-তূর্য্য আদি সহস্রশঃ রণবাদ্যবাদনে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। কাতরজনগণের ভীতিপ্রদ-ঘোর-দানব-বলে সমবেতবীরগণের মধ্যে কেহ বলিতেছেন, শ্রীশঙ্করদেবের শতধৃতি-পরিচালিত সেই সর্ব্বদেবময়, হিরণ্ময়, মনোময়, অসম্ভাব্য-রথ সহসা আগমন করিতেছে, কেহ বলিতেছেন, "অয়ং কেতুশ্চ দৃশ্যতে", এবং কেহ বলিতেছেন, "কথমাগতঃ" ? এইরূপে বীর-প্রবর-দানবগণকে পর-স্পরের সহিত কথোপকথন করিতে দেখিয়া, আমি ত্বরিত-গতি আপ-নাকে সংবাদপ্রদান করিবার জন্য শ্রীচরণ-সরোজপ্রান্তে সমাগত হইয়াছি। কিন্তু, হে পিনাকপাণে! আমি ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, আপনার সহিত সমরাভিপ্রায়ে আপনার রথোপান্ত-প্রদেশে উপ-স্থিত হইতে ইচ্ছা করিয়া, "বিগতভয়বিষাদাস্ত্রৈপুরা দৈত্যসঙ্ঘাঃ, প্রকুপিত বদনাস্তে যুদ্ধসজ্জা বভূবুঃ। প্রহরণবরহস্তাস্ত্বদ্রথং বীক্ষমাণাঃ, পশব ইব যথাগ্নেরন্বগচ্ছন্ সমীপম্ ॥"

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

ত্রিভুবন-মহারাজ শ্রীশিব-শঙ্করদেব-সমীপে রত্নময়-সিংহাসনের পাদ-পীঠ-নিম্নতলে উপবিষ্ট দেবমুনি-নারদ উক্তরূপে ত্রৈপুর-দানব-দৈত্যেন্দ্র-গণের সমরায়োজন ও যুদ্ধ-যাত্রাবিষয়িণী-বার্ত্তা বিজ্ঞাপিতা করিতেছেন, ইত্যবসরে পূর্ণ-চন্দ্র-নিভাননা, নীলেন্দীবরদামাভা, উজ্জ্বমরকত-প্রভা-সদৃশী প্রভাশালিনী, মুক্তাভরণনিচয়ে সংযুক্তা, অতএব তারাগণে অঞ্চিতারাত্রির ন্যায় শোভমানা, ক্ষিতিধর-বিন্ধ্যের ন্যায় উত্তুঙ্গ-কুচ-দ্বন্দ্ব-ভার-ভরে অলসাঙ্গী, সদসৎ-সংশয়াবিষ্ট-মধ্য-দেশান্তরা, অর্থাৎ আছে, কিম্বা নাই, এইরূপ সংশয়ে আবিষ্ট, বা তাদৃশ-সন্দেহের বিষয়ীভূত-মধ্য-দেশান্তর, বা মুষ্টিগ্রাহ্য-কটি-প্রদেশাবকাশে শোভনা, বরবর্ণিনী, দিব্যা-ভরণ-ভূষিতা, দিব্যগন্ধানুলেপনা, দিব্যমাল্যাম্বরধরা, নীলেন্দীবরলোচনা, অলকোদ্ভাসিবদনা, তাম্বূলগ্রাসশোভনা, শিবালিঙ্গন-সঞ্জাত-পুলক-বশে উদ্ভাসিত-শরীরাবয়বা, সচ্চিদানন্দরূপাঢ্যা, সচ্চিদানন্দবিগ্রহা, জগন্মাতা, দেবী, অম্বিকা, সৌন্দর্য্য-সার-সন্দোহা, সর্ব্বোত্তমা, স্বয়ং "সর্ব্বেষাং" সুখদায়িনী শ্রীমতী শিবাদেবী সর্ব্বদেবময়-রথের গর্ভ-গৃহ-গত-রত্নসিংহাসনোপরি বিন্যস্ত-পট্টতল্পাসনে সুখাসনে সমাসীন শ্রীশঙ্কর-দেবের বামার্দ্ধদেহে সঙ্গতা হইলেন।

কিঞ্চ, এই সময়ে শ্রীশিব-শঙ্কর-ভবানী-সম্মিলন-সন্দর্শনে স্বর্ণ-বর্ণ-জটা-ভার রচিত-মুকুটালঙ্কারে অলঙ্কৃত-মস্তকে শোভমান, দণ্ড-হস্ত-মুনি-গণ আনন্দভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। খেচর-সিদ্ধ-চারণগণ আকাশ-তলদেশ হইতে পারিজাতাদি-বিবিধ-স্বর্গীয়-পুষ্প-সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং দেবগণ ত্রিভুবনমহারাজ-মহারাজ্ঞীর বিবিধ-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-পুরঃসর স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অপিচ, উক্ত অবসরে শ্রীশিব-শঙ্করদেব ও শ্রীমতী ভবানীদেবীর যুদ্ধযাত্রাসংবাদ অবগত হইয়া, দেব-সেনাপতি-ষড়ানন-দেবের সহিত প্রক্রন্দু, কুন্দদন্ত, কম্পন,

প্রকম্পন, ইন্দ্র, ইন্দ্রযব, যন্তা, হিমকর, শতাক্ষ, পঞ্চাক্ষ, সহস্রাক্ষ, মহোদর, শতজিহ্ব, শতাস্য, কঙ্কট, কটপূতন, দ্বিশিরাঃ, ত্রিশিরাঃ, একানন, অজবক্ত্র, হয়বক্ত্র, গজবক্ত্র, অর্দ্ধবক্ত্র-ইত্যাদিনামধেয়সমাগত-গণাধ্যক্ষ-সমূহ পরমেশ্বর শ্রীমন্মহাদেবকে চতুর্দ্দিকে পরিবৃত করিয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে এই কথা বলিলেন যে, হে দেববর! মহেশ্বর! আপনি ইচ্ছা করিলে, মনঃসাহায্যে ক্ষণকালমধ্যেই চরাচর-সুর-নরাত্মক এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিতে সমর্থ, অতএব হে দেব! আপনি কি জন্য গণ-সকলের সহিত পিনাক-ধারণ-পূর্ব্বক অত্রস্থলে স্বয়ং সমাগত হইয়াছেন? আপনার রথের প্রয়োজন কি? শরনির্ম্মাণেরই বা আবশ্যক কি? প্রমথ-গণ-সকল, তথা দেবগণই বা আপনার কীদৃশ উপকারসাধন করিবেন? যিনি ইচ্ছামাত্রে অচিন্ত্যরচনারূপ, অনেক-কর্ত্তৃ-ভোক্তৃ-সংযুক্ত, প্রতিনিয়ত-দেশ-কাল-ক্রিয়া-কলাপ ও তৎফলসকলের আশ্রয় এই স্থাবরজঙ্গমাত্মককোটিশঃ-জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিতে সমর্থ, তথা কটাক্ষপাতমাত্রে অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডের বিলয়, বা সংহারসাধনে অত্যন্ত কুশল, এই ত্রিপুরতৃণমাত্রের দাহার্থে তাঁহার কি এই সমরাড়ম্বর, এবংবিধ রণোপকরণ-সংগ্রহ শোভাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে? কখনই নহে।

পক্ষান্তরে হে সর্ব্বামরেশ্বর, আপনার এই সমরায়োজনের এতাবৎ মাত্র কারণ উপলক্ষিত হইতে পারে যে, দুষ্ট-জন-গণের প্রত্যয়ার্থ, জগতীতলে লোকসমাজে মনোমলাপহ-কলি-মল-প্রধ্বংসি-যশঃ-প্রখ্যাপনার্থ, অথবা বিধেয়-স্বাধীন--স্বাধিকারস্থ-পদার্থ-সকলের সহিত ক্রীড়ার্থ আপনি এখানে স্বয়ং সমাগত হইয়াছেন, কিম্বা এই বিপুল-সমর-সম্ভার-সংগ্রহ করিয়াছেন। অপর এইরূপ কারণও উদ্ভাবিত হইতে পারে যে, সমস্ত দেবগণের মধ্যে আপনার সমান মন্তা, বোদ্ধা, জ্ঞাতা, অপর-বিশিষ্ট-কর্ত্তা অন্য কেহ নাই, অতএব আপনার উপস্থিতি অবসরে সমস্ত-কার্য্যই সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে, এই কারণ-বশতঃই আপনি এই সমরস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন।

অনন্তর রথি-শ্রেষ্ঠ শ্রীশঙ্করদেবের আদেশক্রমে সেই সর্ব্বদেবময়-রথ

যন্তা-শতধৃতি-ব্রহ্মা কর্তৃক পরিচালিত হইয়া, ত্রিপুরাভিমুখে ধাবিত হইল। ত্রিপুর-হননার্থ সর্ব্বদেবময়-রথ পরিচালিত হইলে, সমস্ত-দেবসেনা, বা ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ-কুবের-যম-হুতাশন-পদ্মোদ্ভব-বিষ্ণু-মুখ্য-দেবশ্রেষ্ঠ-নির্জ্জররাজগণ কেহ হয়ে, কেহ হস্তি-পৃষ্ঠে, কেহ সিংহবরে, কেহ রথোত্তমে, কেহ বৃষ-শ্রেষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক হল-শালশূল-মুষল-ভুশুণ্ডি--গিরি-সন্নিভ-গিরীন্দ্র-কূট-প্রভৃতি-ধারণ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের রথের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে কাঞ্চনময়-কলেবর-পর্ব্বতাধিরাজ-মেরুকল্প সর্ব্বদেবময়-রথ নানাপতাকোজ্জ্বল-চিত্র-মৌলি সমুন্নত করিয়া, পশ্চিম-সাগরের মূর্দ্ধ-প্রদেশে বিযুক্তভাবে অবস্থিত-ত্রিপুর-দুর্গসমীপে উপস্থিত হইলে, ত্রিপুর-দুর্গ-দর্শন করিয়া, দানবেন্দ্র-গণের সপত্নস্থলাভিষিক্ত, প্রকৃষ্ট-বীরভাবাপন্ন-নন্দীশ্বরাদি-প্রমথেন্দ্রগণ সকলে একত্র মিলিত হইয়া, এককালে উচ্চকণ্ঠে ভীষণতর-সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু, প্রমথেন্দ্রগণ-কর্ত্তৃক-পরিত্যক্ত-ঘোর-গভীর-সাগর, কিম্বা মেঘ-গর্জ্জন-সদৃশ সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া, দানব-সিংহ-মুখ্য-বীরগণ যুযুৎসা-পরবশতা-প্রযুক্ত স্ব-স্বপ্রহরণ-নিচয়ে হস্তার্পণ করিলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চবিংশ অধ্যায়

অনন্তর শ্রীশম্ভুদেবের গণমুখ্য-প্রমথেন্দ্র-বীর প্রচণ্ড-কলেবর মহাত্মা চণ্ডেশ্বর জ্বলৎ-প্রদীপোগ্রকুঠার হস্তে ধারণ করিয়া, বিকট-বদন-ব্যাদান-পূর্ব্বক দেবসেনা-সমুদায়ের পুরোভাগে অবস্থিত হইলেন। তথা হরতুল্য-ধর্ম্মা শ্রীনন্দীশ্বর বিশাল-নয়ন-ত্রয়শোভিত-ভ্রূকুটি-কুটিল আনন অধিকতর বিকৃত করিয়া, প্রদীপ্তত্রিশূল-পরিগ্রহণ-পূর্ব্বক সমরার্থে বেগে প্রস্থিত হইলেন এবং প্রসিদ্ধ-বীর গণেন্দ্র-মুখ্যশঙ্কুকর্ণ উজ্জ্বল-মুষল গ্রহণ করিয়া, শ্রীশাঙ্করী-সেনা-সমূহের পার্শ্বদেশে অবস্থিত হইলেন। এইরূপ গণেন্দ্রপ্রবীরমহাত্মা ভৃঙ্গী, বীরবর-বীরভদ্র, তথা অন্যান্যগণ-মুখ্য শতশঃ প্রবীরগণ বজ্র, ত্রিশূল, অসি, গদা, ঋষ্টি, অর্থাৎ উভয়তো-ধারখড়্গপ্রভৃতি হস্তে ধারণ-পুরঃসর শঙ্কুকর্ণের অনুগমন করিলেন। অপরদিকে উপেতমোহ-তারকাক্ষপ্রমুখ-বীর-প্রধান-দৈত্যগণ সন্নাহবদ্ধ হইয়া, বীরভাবোন্মত্ত-হৃদয়ে শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্বদেবময়-রথবরকে সহসা সমাগত হইতে দেখিয়া, নানাবিধ আয়ুধদীপ্তহস্তসকলসঞ্চালন-পূর্ব্বক গণেন্দ্র-মুখ্য-বীর-নিবহের সহিত যুদ্ধাভিলাষে বিপুল-বেগ অবলম্বনে প্রধাবিত হইলেন। অপিচ, বিজয়াত্ত-হস্ত, কোপ-বশবর্ত্তী, দনু-পুত্র-দানবেন্দ্রগণ গণেন্দ্রসকলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে, চন্দ্রার্দ্ধনিকেত-মৌলিদেববর শ্রীশঙ্কর নিজগণ ও দৈত্যপ-সকলের অদ্ভুত-সমর-কৌশল অবলোকন করিয়া, ত্রিপুরদাহার্থে অন্যের অভাবনীয় পরম উৎসাহ, বা অপূর্ব্ব-সাহস অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা নন্দী শ্রীশঙ্করদেবকে সহাস আননে সমর-প্রাঙ্গণে রণনাদ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, উৎসাহ-পূর্ণ-হৃদয়ে অদীন-সত্ত্ব-দৈত্যগণপ-প্রবীর-গণের সহিত ঘোর-পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোপসংরক্তনেত্র ভৃঙ্গী নিজসহচর নন্দীকে দৈত্য-সেনাপতিসকলের সহিত বিপুল-বিক্রম-প্রকাশ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে

দেখিয়া, স্বয়ং উৎসাহভরে দশটীমাত্র পৃষৎক-সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রভনামে প্রসিদ্ধ দানব-প্রবরকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে গণপ-প্রবর ভৃঙ্গি-কর্ত্তৃক দানব-শ্রেষ্ঠ বিদ্যুৎপ্রভ দশটী বাণদ্বারা বিদ্ধ হইলে, বীরেন্দ্র-বিদ্যুৎপ্রভকে নিতান্ত-কাতরভাবাপন্ন অবলোকন করিয়া, ব্যথিত-হৃদয়ে শিলায়ুধধারী বীরপ্রধান-দানবগণ একযোগে বীরবর ভৃঙ্গীকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু দানববীরগণ সর্ব্ব-প্রযত্নে পরাক্রম-প্রকাশ করিয়াও, কোন প্রকারেই শ্রীশঙ্করদেবের বীরপ্রধান-পার্শ্ব-চর-ভৃঙ্গীকে কিছুমাত্র ব্যথিত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর বিপুল-বল-পরাক্রমশালী ভৃঙ্গিরিটি নামা শ্রীশঙ্করদেবের গণ-প্রধান বীর-বিদ্যুৎপ্রভের সমীপে গমন-পূর্ব্বক প্রদীপ্ত-শূলদ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠ-প্রদেশে প্রহার করিলেন। এই সময়ে গণেন্দ্র-মুখ্য ভৃঙ্গী অতিবেগে এমন একটী পূর্ণ-ফুৎকার পরি-ত্যাগ করিয়াছিলেন যে, সেই ফুৎকার-বেগে ভয়ার্ত্ত-দিতিজাধিপেশ্বর বিদ্যুৎপ্রভ তৎকালে রণে ভঙ্গ-প্রদান-পুরঃসর শিত-শূল-সমাহত-পৃষ্ঠে ভৃঙ্গীকে পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে গমন করিতে বাধ্য হইলেন এবং বিশাল-রণক্ষেত্রের অপর-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া, দানব-বীর বিদ্যুৎপ্রভ গজরাজবক্ত্র বিনায়ক-দেবকে প্রথমতঃ সপ্তশরে, অনন্তর তীক্ষ্মী-কৃত নিশিত-ত্রিষষ্টিবাণে, তৎপশ্চাৎ পুনরপি দশটীমাত্র পৃষৎক সাহায্যে অংসদেশে বিদ্ধ করিলেন।

মর্ম্মপ্রদেশে বিভিন্ন-সময়ে ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ উপর্য্যুপরি বহুসংখ্যক বাণে বিদ্ধ হইয়াও, অবিলক্ষরূপে অবিলক্ষণ অপরিবর্ত্তিত পূর্ব্ববৎ আকারে, ইঙ্গিতে, পরেঙ্গিতজ্ঞানলক্ষণ-বুদ্ধিফলে, স্বাস্থ্যে, অবিকৃত-শরীরে অবস্থিত-বিনায়কেন্দ্র অতঃপর পরমকোপ আহরণ-পূর্ব্বক তাম্রনয়নে বিদ্যুৎপ্রভের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং গজেন্দ্রসিংহ বিনায়কদেব অবিলম্বে অতর্কিতভাবে দৈত্যপতির গ্রীবাদেশ বিনিষ্পিষ্ট, বা নিতান্ত নির্দ্দয়ভাবে নিপীড়িত করিয়া, তৎকালমাত্রেই দ্বীপেন্দ্র নাগ যেমন অবলীলাক্রমে প্রফুল্ল-পদ্ম উৎপাটিত করিয়া থাকে, সেইরূপ হস্তস্থ-পুষ্করাগ্র-সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রভের শরীর-সরোবর-প্রদেশ হইতে বিকচ-শিরঃ-পদ্ম উৎপাটিত করিলেন। বিবিধ-সদ্‌গন্ধে পরিব্যাপ্ত-

মহামহোৎসবক্ষেত্রে হ্রদ-প্রদেশ হইতে আনীত পদ্মনালাগ্রভাগ হইতে আশু উৎখাত, ভৃঙ্গবরোপগীত, বা অস্ফুটমধুর-কলনাদ-পরায়ণ-রোলম্বাবলী-সেবিত-পরিবৃত-পদ্মের ন্যায় দৈত্যবর-বিদ্যুৎপ্রভের দন্তাবলেন্দ্র-প্রতিম-শরীর-দেশ হইতে সমুদ্ধৃত, উৎকৃত্ত, রোলম্বাবলী-স্থানীয়-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশ-কলাপ-পরিবৃত-শিরোমণ্ডল পরমশোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অতঃপর অন্ধকাসুরতুল্য-বিপুল-বল-বীর্য্য-পরাক্রম-শালী দেব-শত্রু অপর-দৈত্য-পতি-দ্বয়, বা নেমি ও বলনামে প্রসিদ্ধ অপর দুইজন দানবপতি বিপুল-ক্রোধের সহিত উপাগত হইয়া, গণেন্দ্র-শঙ্কুকর্ণকে অসংখ্য শিলীমুখ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

দানব-পতি-দ্বয়-কর্ত্তৃক-পরিমুক্ত-বহুসংখ্যক-বাণ-সাহায্যে এককালে বিদ্ধ হইয়া, গণেন্দ্রপ্রধান-শঙ্কুকর্ণ অতিভয়ঙ্কর-ক্রোধ আহরণ-পূর্ব্বক বল-প্রয়োগ-সহকারে নেমি ও বল দানবকে সহসা রথনীড় হইতে নিপাতিত করিয়া, তাঁহাদের রথের ধ্বজপতাকা ও অশ্বসমূহ ছিন্ন করিলেন। এইরূপে শঙ্কুকর্ণ-কর্ত্তৃক বিরথীকৃত-দানব-সেনাপতি-দ্বয় পুনরপি অন্য রথদ্বয়ে আরোহণ করিয়া, গণেন্দ্র-প্রবর-শঙ্কুকর্ণের সমীপে আগমন-পূর্ব্বক বজ্রাভিঘাত-প্রতিম সুতীক্ষ্ণ অনেকবিধপৃষৎকদ্বারা তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রহৃত-গণেন্দ্র-মুখ্য-শঙ্কুকর্ণ তৎ-কালে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, সুচিরকাল যাবৎ দৈত্যরাজদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া এবং পশ্চাৎ প্রদীপ্ত-মুষল-দ্বারা বল-পূর্ব্বক নিহত করিয়া, বীর-দ্বয়কে প্রেতরাজ-যমের অতিথিরূপে প্রেতপুরে প্রেরণ করিলেন। নেমি ও বলদানব গণেন্দ্র-শঙ্কুকর্ণ-কর্ত্তৃক মুষলাঘাতে যমপুরে প্রেরিত হইলে, ত্রিপুরাধিবাস-পরায়ণ অপরাপর-দৈত্যেন্দ্রগণ ত্রিপুরদুর্গ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া, অত্যন্ত ক্রোধভরে নারাচ, বজ্র, অসি ও কুঠার-প্রভৃতি হস্তে-ধারণ-পূর্ব্বক গণেন্দ্র-মুখ্য-গণের সহিত অতীব-ঘোর-মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অনন্তর দৈত্যেশ্বরগণ প্রাপ্ত-শিবপ্রসাদ হরতুল্যবীর্য্য-গণে-শ্বর-সমূহ-কর্ত্তৃক বনান্ত-প্রদেশে কেশরিগণ-কর্ত্তৃক মৃগ-সকল যেমন অনায়াসে নিহত হইয়া থাকে, সেইরূপে গতাসু হইয়া, নিহত হইলেন।

কিন্তু, উক্তরূপে নিহত দানবেশ্বরগণ নানাবিধ আয়ুধশ্রেণী, তথা বিকসিতারবিন্দ-সমানাকার-বক্ত্র-নিবহে বিভ্রষ্ট হইয়া, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন-ক্ষত-বিক্ষত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এবং প্রত্যন্ত-পর্ব্বত, শৈল-স্তম্ভ, বা সুদৃঢ়-সুবৃত্ত-পরিঘ-সমানাকার-বাহুনিচয়ে রক্তধারা বমন করিতে করিতে, বাত্যাহত-পয়োধর-সকলের ন্যায় বিশাল-গিরি-শৃঙ্গ-কল্প-কলেবরে সমুদ্র-গর্ভে নিপতিত হইলেন। বল ও নেমি-সংজ্ঞক-দানব-সেনাপতিদ্বয়, তথা তদীয় অনুচরগণ বল-পূর্ব্বক গণেন্দ্র-মুখ্য-শঙ্কুকর্ণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, তারক-তনয়-জ্যেষ্ঠ-তারকাক্ষ ত্রিপুর-দুর্গ হইতে বিনির্গত হইয়া, স্বয়ং অত্যন্ত ক্রোধভরে গণেন্দ্রমুখ্য শঙ্কুকর্ণের প্রতি অভিধাবিত হইলেন। এদিকে গণেন্দ্রমুখ্য-শঙ্কুকর্ণ দিতিজাধিনাথ-তারকাক্ষকে অতীব-বেগের সহিত আগমন করিতে দেখিয়া, স্বয়ং সন্নিপতন-পূর্ব্বক বল-প্রয়োগ-সহকারে মহনীয়-বীর্য্য-তারকাক্ষের মস্তক-প্রদেশে প্রহার করিয়া, তদীয়-পরাক্রমের কিঞ্চিৎ পরিমাণে খর্ব্বতা-সম্পাদনের অনন্তর বিপুল-ভল্লাস্ত্র-সাহায্যে দৈত্যাধিপতিকে নিহত করিবার জন্য উক্ত ভল্লাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। গণেন্দ্রকর্ত্তৃক-পরিত্যক্ত-ভল্লাস্ত্র-প্রহারে ভূতলে পতিত তারকাক্ষ সত্বর প্রোত্থিত হইয়া, গণেন্দ্র শঙ্কুকর্ণের প্রতি তীক্ষ্ণধার এক চক্র পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর গণপ-শঙ্কুকর্ণ চক্রাঘাত-বশতঃ অত্যন্ত আহত, তথা ক্রুদ্ধ হইয়া, সহসা সন্নিপতন-পুরঃসর তারকাক্ষের মস্তক-প্রদেশে দৃঢ়তর-ভাবে এক মুষ্টি-প্রহার করিলেন এবং তারকাক্ষও গণপ-শঙ্কুকর্ণ-কৃত-ভীষণতর-মুষ্ট্যা-ঘাতে সমাহত, নিতান্ত কৃচ্ছ্র দশাগ্রস্ত, ভ্রান্ত, মুগ্ধ, তথা অচেতন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইয়া, বরায়ুধ-সকল-পরিহার-পূর্ব্বক তীব্ররোষ-পরিত্যাগান্তে মধুর-মূর্ত্তিধারণে ভূতল-শয়নে বিরাজিত হইলেন বটে; কিন্তু অচিরকালমধ্যেই সেই অসুররাজ-তারকাক্ষ প্রসক্ত অর্থাৎ সমররাগ-রঞ্জিত-মানসে পশ্চাৎ প্রাণ-পঞ্চক-সম্বন্ধশূন্য-শরীরে মৃতমধ্যে পরিগণিত হইলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

এইরূপে তারকাক্ষ নিহত হইলে, অন্যান্য দানবেন্দ্রগণ দিতিজাধিপেন্দ্র-তারকাক্ষকে বিপন্ন দেখিয়া, পরমাদরসহকারে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার কাঞ্চনময়-পুরবরের অন্তর্গত ময়দানব-ভবনে গমন করিলেন এবং অসুররাজভর্ত্তা ময়দানবের সমক্ষে তারকাক্ষের নিধনবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া, বিবিধ-বিলাপ-বচনে ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দানবরাজ ময় অসুরেশ্বরগণকে রোদন-পরায়ণ অবলোকন করিয়া, সমাশ্বাসন-বচনে এই কথা বলিলেন যে, হে দানবেশ্বরগণ! তোমরা সমাশ্বস্ত হও, তোমাদিগের কোন চিন্তা নাই। তারকাক্ষ-তনয় হরি-দানব-কর্ত্তৃক সমাহৃতা যে মৃত-সঞ্জীবনী-সুধা-বাপী কাঞ্চনপুরে প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছে, সেই বাপী-সলিল-সিঞ্চন-মাত্রেই এই তারকাক্ষ সঞ্জীবিত এবং পূর্ব্ববৎ বলবত্তর হইবেন, সন্দেহ নাই। অতএব হে অসুরগণ! তোমরা অবিলম্বে মৃত-সঞ্জীবনী-সুধা-সলিলে এই তারকাক্ষকে পরিসিক্ত কর, হে দৈত্যেন্দ্রগণ! তোমরা যদি দানবাধিরাজ-তারকাক্ষকে অচিরে উত্থাপিত করিতে চাও, যদি তারকাক্ষের পুনর্জ্জীবনলাভ তোমাদিগের একান্ত বাঞ্ছনীয় হয়, তবে সেই অমৃত-গ্রহণ-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তারকাক্ষকে পরিসিঞ্চিত কর, মহারাজ তারকাক্ষ এই মুহূর্ত্তেই সমুত্থিত হইবেন।

অনন্তর দানবেন্দ্রগণ অসুররাজ-ভর্ত্তা ময়-দানবের উক্তরূপ উপদেশ-বচন শ্রবণ করিয়া, উত্তম অমৃত-গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রহৃষ্টান্তঃকরণে দৈত্যাধিপতি-তারকাক্ষকে অমৃত-সিঞ্চনে পরিষিক্ত করিয়া, সজীব বা পুনর্জীবিত করিলেন। কিঞ্চ, দানবাধিনাথ-তারকাক্ষও পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া, যুদ্ধ-ভাব-ভাবিত-মানসে পুনরপি অবিলম্বে পুরাতন-শরীর অপেক্ষাও অধিকতর-রমণীয় ও বলিষ্ঠ-শরীরে যুযুৎসা-প্রবৃত্তির দুর্দ্দমনীয়তা-নিবন্ধন যুদ্ধ-পথে যাত্রা করিলেন। এদিকে দৈত্যবৃষ-দানবগণ

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে হর্ষভরে দৈত্যাধিপ-ময়দানবের চরণতলে নিজ-নিজ-কুঞ্চিত-কৃষ্ণ-কেশ, কুণ্ডল, বা স্থূল-স্থূল-সুশুভ্র-মুক্তা-ফল-বিলসিত কর্ণাভরণ, মুকুট, কিরীট, উষ্ণীষ-প্রভৃতি-দ্বারা-বিশোভিত-বিনত-শিরঃ-কমল সাহায্যে মুহুর্ম্মুহুঃ প্রণাম করিয়া, সেই অমৃত-সলিল-সিঞ্চনে অন্যান্য যে সকল দানব-দৈত্যগণ দেব-সমরে বিনষ্ট হইয়াছিল, সেই সকল-দানব-শ্রেষ্ঠকেও পুনর্জ্জীবিত করিলেন এবং পুনরপি লব্ধজীবন-দানব-দৈত্য-গণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া, আশু সমরাঙ্গণে যাত্রা করিলেন।

এইরূপে নব-বলে বলীয়ান্ দানবেন্দ্রগণ পুনরপি সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া, দেবগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। প্রতাপবান্ দানবেন্দ্র তারকাক্ষ, বিদ্যুন্মালী ও কমলাক্ষ, ইঁহারা সকলে স্ব-স্ব-অমাত্যগণের সহিত সত্বর দিব্য-যানে সমারোহণ-পূর্ব্বক দেবসৈন্যগণের প্রতি নিজ-নিজ-সৈন্য-সমূহ-প্রেরণ করিলেন এবং দেবগণও শ্রীশর্ব্বদেবের সর্ব্বদেবময় রথের তত্তৎ অবয়বরূপে অবস্থিত হইয়াও, বিভূতি-যোগ-বশতঃ নিজ-নিজ-পূর্ব্ব-স্বরূপে সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের আজ্ঞানুসারে দানব-সৈন্যগণের প্রতি ধাবিত হইলেন। কিন্তু, উক্ত-রূপে দেব-দানব-সমর সমারব্ধ হইলে, স্বয়ং মহেন্দ্র বৃষপর্ব্বার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, ভাস্করদেব শীঘ্রগতি বিপ্রচিত্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, চন্দ্রদেব দম্ভাসুরের সহিত রণার্থে ধাবিত হইলেন, কালেশ্বরদানবের সহিত স্বয়ং কালদেব সংগ্রামার্থ অগ্রসর হইলেন, গোকর্ণের সহিত হুতাশনদেব পরম-সমর করিতে লাগিলেন, কালকেয়-দানবের সহিত কুবের সমরার্থ যাত্রা করিলেন. বিশ্বকর্ম্মা ময়দানবের সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু পরম-শিবভক্ত-ময়দানব শ্রীশঙ্কর-দেবের সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা অন্যত্র যুদ্ধার্থ গমন করিলেন, স্বয়ং মৃত্যু, ভয়ঙ্করাখ্য-দানবের সহিত সংগ্রামে রত হইলেন, ধর্ম্মরাজ যমদেব সংহারাখ্য-দানবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কলবিঙ্কনামা দানববরের সহিত বরুণদেব সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, চঞ্চল-দানবের সহিত সমীরণদেব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, ঘৃত-পৃষ্ঠদানবের সহিত বুধদেব সমরে অগ্রসর হইলেন, রক্তাক্ষের সহিত

শনৈশ্চরদেব রণনৈপুণ্যপ্রদর্শনে ব্রতী হইলেন, রত্নসার-দানবের সহিত মহেন্দ্র-পুত্র জয়ন্তদেব সমর-ক্রীড়ার্থ আগ্রহ-পরায়ণ হইলেন, বর্চ্চো-দানবগণের সহিত বসুসংজ্ঞক দেবগণ সমরানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন, দীপ্তিমান্ দানবের সহিত অশ্বিনীকুমারদ্বয় রণ-ক্রীড়া-রসানুভবে প্রবৃত্ত হইলেন, ধূম্র-নামক দানবের সহিত কুবের-তনয় নল-কূবর সংগ্রামার্থ প্রধাবিত হইলেন, ধনুর্দ্ধর-দানবের সহিত স্বয়ং ধর্ম্মদেব সমরার্থ উদ্‌যুক্ত হইলেন।

এইরূপ মণ্ডুকাক্ষ-দানবের সহিত মঙ্গলগ্রহদেব রণশ্লাঘা প্রকাশে উদ্যত হইলেন, শোভাকর-দানবের সহিত শ্রীঈশানদেব সমরক্রীড়াকৌশল-প্রদর্শনে উৎসাহপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, পীঠর-দানবের সহিত মন্মথ-দেব সমরলালসা-প্রদর্শনে ব্যগ্র হইলেন, উল্কামুখ, ধূম্র, খড়্‌গধ্বজ, কাঞ্চীমুখ, পিণ্ড ও অপর-ধূম্রাখ্য-প্রভৃতি-দানবগণের সহিত সমরার্থ প্রমথেন্দ্র বীর "দীপ্তং ত্রিশূলং পরিগৃহ্য নন্দী, ত্র্যক্ষঃ প্রতস্থে হরতুল্য-ধর্ম্মা।" কিঞ্চ, উল্কামুখ-প্রভৃতি অপরধূম্রান্ত-দানবগণের সহিত, তথা নন্দী, বিশ্ব ও পলাশপ্রভৃতিদানবগণের সহিত আদিত্যদেবগণ সংগ্রামার্থ যোগ-দান করিলে, নন্দীশ্বর-প্রভৃতি-প্রমথেন্দ্রগণ অপরদিকে যুদ্ধার্থ উপস্থিত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দানবগণের সহিত সমরে অবতীর্ণ হইলেন, ভয়ঙ্করাহ্ব একাদশ-সংখ্যক-দানবগণের সহিত একাদশ-সংখ্যক মহারুদ্রাখ্য-দেবগণ সমরোৎসাহ-প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, স্বয়ং মহামারী উগ্রচণ্ডাদি-দানবগণের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং অপরাপরদেবগণ অপরা-পর-দানবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে মহাপ্রলয়কালীন-সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর-মহাযুদ্ধে দেবদানবগণ পরস্পরের সহিত সমরার্থে অবতীর্ণ হইলে, অশেষ-ভুবনেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্বদেবময়-দিব্য-রথবরে রত্ন-সিংহাসনে অনন্তবিধ-রত্ন-ভূষণ-ভূষিত-কলেবরে কোটি-কোটি-প্রমথ-গণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া, নিজ-দয়িতা শ্রীমতী দেবী কালী, পুত্র দ্বিবিগ্রহ-গজানন ও ষড়াননদেবসহ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—সপ্তবিংশ অধ্যায়

সসৈন্য-শ্রীশঙ্করদেব এবং সসৈন্য-তারকাক্ষাদি-ত্রিপুরাধ্যক্ষ-ত্রয়ের উক্তরূপে সর্ব্ব-লোক-বিনাশকর-ঘোর-যুদ্ধ সমারব্ধ হইলে, অল্পকাল-মধ্যেই দানব-সৈন্যগণ-কর্ত্তৃক দেবসৈন্য-সমূহ কালের কুটিল-গতিবশে পরাজিত হইয়া, পলায়ন-পরায়ণ হইল। সমকালে ক্ষত-বিক্ষত-কলেবরে প্রভীত অন্তঃকরণে দেব-সৈন্য-সকলকে পলায়ন-পরায়ণ অবলোকন করিয়া, স্বয়ং দেব-সেনাপতি কুমারদেব পরম-কোপ আহরণ-পূর্ব্বক দেব-সৈন্য-গণকে অভয়দান করিয়া, সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু, সেনাপতি-কার্ত্তিকেয়দেব নিজ অপরিসীম-বিভূতি-যোগ-বশে নিজ-সৈন্যগণের বল ও তেজো-বর্দ্ধন-পুরঃসর স্বয়ং একাকী অসংখ্য-দানব-গণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দানব-সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, দেব-সেনাপতি-কুমারদেব অচিরকাল-মধ্যেই অপরিসীম-বিক্রম-প্রকাশ-পূর্ব্বক শত অক্ষৌহিণী-পরিমিত-দানব-সেনার প্রাণ বিনষ্ট করিলেন। এই সময়ে কমললোচনা-দেবী-কালী নিজ-খর্পর পাতিত করিলেন এবং অত্যন্তক্রোধের সহিত ছিন্ন-শিরস্ক-দানবগণের ধারাকারে সমুদ্‌গত-কবোষ্ণ-রুধির শত-খর্পর-পরিমাণে পান করিলেন। অপিচ, শত-খর্পর-শোণিত-পানের অনন্তর শতদল-সমানাননা-দেবী কালী একটীমাত্রহস্তসাহায্যে অবলীলাক্রমে এককালে দশলক্ষ গজেন্দ্র এবং শতলক্ষ ঘোটক গ্রহণ করিয়া, পাতাল-গহ্বরতুল্য নিজ-বিপুল-বিশালমুখ-গহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন।

এই দেব-দানব-সমরে তৎকালে শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কবন্ধ নৃত্য করিতে লাগিল। দেব-সেনাপতি স্কন্দের সুতীক্ষ্ণ-শরজালে সমাচ্ছন্ন ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ-দানবগণ মহাবল-পরাক্রমশালী হইয়াও, ভীত প্রভীত অন্তঃকরণে সমরস্থল হইতে পলায়ন করিতে

লাগিলেন। এইরূপে দানব-সেনা-সকলকে পলায়ন-পরায়ণ অবলোকন করিয়া, সেনাপতি-মুখ্যদানব-প্রবীর-বৃষপর্ব্বা, বিপ্রচিত্তি, দম্ভ ও বিকঙ্কণ-প্রভৃতি-যোদ্ধ-পুরুষগণ সেনাপতির কর্ত্তব্য-পালনে তৎপর হইয়া, অভয়-দান-সহকারে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক পলায়ন-পরা সেই দানবী-সেনা-সকলকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, স্বয়ং সেনাসমূহের উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ প্রত্যবস্থিত-সেনামুখে অবস্থিতি-পুরঃসর ঘোরতরযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিঞ্চ, এই সকল সেনাপতি-মুখ্য-বীরগণ ক্রমে ক্রমে দেব-সেনাপতি শ্রীস্কন্দ-দেবের সহিত সমর-চাতুর্য্য-প্রদর্শনে ব্রতী হইয়া, সাধ্যেরও অতিরিক্ত-রণ-নৈপুণ্য-প্রদর্শনে অগ্রসর হইলেন বটে; কিন্তু কোন প্রকারেই দেবসেনাপতি শ্রীমান্ স্কন্দের বীর্য্য-বেগ, বা পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না।

এই সময়ে স্বয়ং মহামারীও স্বীয়-সুবিপুল-পরাক্রম-প্রকাশে অগ্রসরা হইলেন এবং কোন প্রকারে পরাঙ্মুখী হইলেন না। স্বয়ং মহামারীর সুতীব্র আক্রমণে এবং স্কন্দদেবের সুবিপুল-বাণ-বর্ষণ-বেগে তথা শক্তি-পীড়া-নিবন্ধন বাত্যাহত-মেঘ-সকলের ন্যায় দানবী-সেনা-সমূহ সংক্ষোভ-প্রযুক্ত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া, অন্তর্হিতপ্রায় হইল। দেব-সেনাপতি শ্রীমান্ স্কন্দদেবের সমুত্থান-বশতঃ দানবী-সেনার অভাবনীয়-ভীষণতর-পরাজয় অবলোকন করিয়া, দেবগণ স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং সেই ঘোরতর-সমর-ক্ষেত্রেই স্কন্দদেবের শিরো-দেশে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি পতিতা হইতে লাগিল। স্কন্দদেব-কৃত দানব-নিবহের ক্ষয়কর মহদদ্ভুত উল্বণপ্রাকৃতিক-প্রলয়োপম-সমর অবলোকন করিয়া, রাজা অর্থাৎ তার-কাক্ষ, বিদ্যুন্মালী ও কমলাক্ষ, এই ত্রিপুরাধ্যক্ষত্রয় দিব্য-বিমানবরে আরোহণপূর্ব্বক অপূর্ব্ব-সংগ্রাম-কৌশল-প্রদর্শন-পুরঃসর বারিধারাকারে নিরন্তর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চ, উক্ত রাজগণ-কৃত--শর-বৃষ্টি দেবগণ-সমক্ষে যেন "ঘনস্য বর্ষণং যথা" প্রতীয়মানা হইতে লাগিল। তথা নৃপগণ-কৃত-ঘন-বর্ষণোপম-শর-বৃষ্টি-বশে তৎকালে সমর-ক্ষেত্রে মহাঘোর-গভীর অন্ধকার যেন সহসা কোথা হইতে আসিয়া, উপস্থিত হইল এবং সেই ঘোর

অন্ধকাররাশিবিদূরিত করিয়া, বিচ্ছিন্ন করিয়া, বিপাটিত করিয়া, মধ্যে মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে লেলিহান-শিখা-বিস্তার করিয়া, প্রচণ্ড-শর-পাবক সমুত্থিত হইয়া, প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ত্রিপুরাধ্যক্ষত্রয়-কৃত অবিচ্ছিন্ন-শরবর্ষণ-প্রভাবে মহেন্দ্র-প্রমুখ-দেবগণ ও নন্দীশ্বরাদি-প্রথমগণ ক্ষত-বিক্ষতশরীরে সমরাঙ্গণ হইতে ক্রমে পলায়ন আরম্ভ করিলেন। অপিচ, তৎকালে কেবলমাত্র শ্রীশিববীর্য্য-সমুদ্ভূত দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়দেব সমরাঙ্গণে একাকী অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে "একএব কার্ত্তিকেয়ঃ সমরমূর্দ্ধনি" অবস্থিত হইলে হইবে কি ? প্রবল-পরাক্রান্ত পরম-দুর্দ্ধর-বেগ-সম্পন্ন দানবেন্দ্রগণ বন-বৃক্ষাদি-বিশোভিত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড-পর্ব্বত-সকল সবলে উৎপাটিত করিয়া, বিশাল-কলেবর একশীর্ষ, দ্বিশীর্ষ, ত্রিশীর্ষ, বিষ-পূর্ণফণা-শোভিত-ফণি-সকল সংগ্রহ করিয়া, অতি স্থূল-প্রস্তর-খণ্ড-সকল একত্রিত করিয়া, বৃহৎকায়-শাখি-সকল সংগ্রহ করিয়া, তৎ-সাহায্যে শশ্বৎ দুর্ব্বাহ্য-ভয়ঙ্কর-বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

একে ত দানবেন্দ্রগণ "পর্ব্বতানাঞ্চ সর্পাণাং শিলানাং শাখিনাং তথা। শশ্বচ্চকার বৃষ্টিঞ্চ দুর্ব্বাহ্যাঞ্চ ভয়ঙ্করীম্।" তদুপরি আবার নৃপেন্দ্রগণ-কৃত শশ্বৎশরবৃষ্টি-প্রযুক্ত শ্রীশিবনন্দন দেবসেনাপতি কুমারকার্ত্তিকেয়দেব একেবারে প্রচ্ছন্নপ্রায় প্রতিভাত হইলেন। কিঞ্চ, "নৃপস্য শর-বৃষ্ট্যা চ প্রচ্ছন্নঃ শিবনন্দনঃ।" তৎকালে এইরূপ প্রতীত হইলেন যে, "নীরদেন চ সান্দ্রেন সংচ্ছন্নো ভাস্করো যথা।" এইরূপ অবসরে রাজা অর্থাৎ কাঞ্চন-পুরাধ্যক্ষ তারকাক্ষ দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়দেবের প্রতি পরম-কোপ-প্রয়োগ-পুরঃসর শ্রীস্কন্দদেবের করকমলস্থ অন্যের দুর্ব্বাহ্য এবং দর্শনমাত্রেই ভীতি-প্রদ-কার্ম্মুক ছেদন করিলেন, দুর্ব্বহধনুশ্ছেদনের অনন্তর রাজা ক্রমে ক্রমে দেবসেনাপতির দিব্যরথ, রথঘোটক ও অন্যান্য বাহনকে দিব্যাস্ত্র-সাহায্যে ছিন্ন-ভিন্ন এবং জর্জ্জরীভূত করিলেন। অতঃ-পর রাজা তারকাক্ষ কার্ত্তিকদেবের জীবন-বিঘাতার্থ শত্রু-ঘাতিনী মেঘ-নির্ম্মুক্ত-সূর্য্য-সম-প্রভাশালিনী এক শক্তি-গ্রহণপূর্ব্বক দেবসেনাপতির বক্ষঃ-স্থল লক্ষ্য করিয়া, সেই শক্তি বেগে পরিত্যাগ করিলেন।

দানবেন্দ্র-পরিত্যক্তশক্তি-প্রহারে অত্যন্ত-ব্যথিত-হৃদয়ে ক্ষণকালের

জন্য যেন মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত অবস্থায় দেবসেনাপতি-কার্ত্তিকেয়দেব চেতনা-শূন্য-প্রায় পরিলক্ষিত হইলেন। মূর্চ্ছিত-চেতনাশূন্য অবস্থায় ক্ষণকাল অতিবাহিত করিয়া, পুনরপি চেতনা-সমাহরণ-পূর্ব্বক কার্ত্তিকেয়দেব পূর্ব্বকালে তারকাময়-সমর-সমাপ্তি-সময়ে শ্রীবিষ্ণুদেব তারকাসুর-নিধন-জনিত-প্রীতি-মধুর-হৃদয়ে তাঁহাকে যে দিব্য-ধনুঃ-প্রদান করিয়াছিলেন, সেই দিব্যাতিদিব্য অপর ধনুর্গ্রহণ-পুরঃসর রত্নেন্দ্র-সার-নির্ম্মাণ-যানবরে আরোহণান্তে দিব্যাতি-দিব্য-শস্ত্রাস্ত্রগ্রহণাবসানে দানবান্তকরদুর্ব্বল-জন-ভীতি-প্রদ-তীব্রাতিতীব্র-বেগাবলম্বনে উল্বণ-রণ-কার্য্য-সম্পাদনে মনো-নিবেশ করিলেন। অপিচ, শ্রীশঙ্করদেবের আত্মজ শ্রীকার্ত্তিকেয়দেব দানবেন্দ্রগণ-প্রযুক্ত-পূর্ব্বতন সর্প, পর্ব্বত, বৃক্ষ ও প্রস্তর-সকল কোপ-বশতঃ দিব্যাস্ত্রদ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া,শরবর্ষণ-সঞ্জাত-বাণানল নির্ব্বাপিত করিলেন। উক্তরূপে শ্রীশিবনন্দন প্রতাপবান্ দেবসেনাপতি কার্ত্তিক পার্জ্জন্যাস্ত্র-সাহায্যে শরানলনির্ব্বাপিত করিয়া, অবলীলাক্রমে দানবেন্দ্রের দিব্যরথ ও ধনুঃ ছেদন করিলেন। তথা দিব্য-বাণ-বর্ষণ-দ্বারা রাজেন্দ্র-তারকাক্ষের সন্নাহ, রত্নকিরীট-মুকুটোজ্জ্বল-সারথি এবং অশ্বসকল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং "চিক্ষেপ শক্তিমুল্কাভাং দানবেন্দ্রস্য বক্ষসি।"

অনন্তর রাজা তারকাক্ষ দেবসেনাপতি-প্রেরিত-শক্তি-প্রহারে জর্জ্জরীভূত ও মূর্চ্ছিত হইয়া, কিছুকাল অবস্থিতি-পূর্ব্বক পুনঃ চেতনা প্রাপ্ত হইলেন। চেতনা প্রাপ্ত হইয়া, রাজা তারকাক্ষ বিষম-বেগ অবলম্বনে ভৃত্যোপনীত অপরদিব্য-রথে আরোহণ-পুরঃসর সত্বর অপর-ভারসহ উৎকৃষ্টকার্ম্মুক গ্রহণ করিলেন। দিব্যধনুর্ধারণানন্তর "মায়িনাং বরঃ" তারকাক্ষ স্বীয় অদ্ভুতদানবী-মায়া-সমাশ্রয়ণে "চকার শরজালঞ্চ" এবং শরজালবিস্তার করিয়া, তাদৃশ-দুস্তর-শরজাল-বিস্তার-সাহায্যে গুহদেবকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। কিঞ্চ, তৎকালমাত্রেই শতসূর্য্য-সম-প্রভা-শালিনী এক অপূর্ব্বা মনোহরা অব্যর্থা প্রলয়াগ্নি-শিখারূপা বৈষ্ণব-তেজঃ-পুঞ্জে সমাবৃতা শক্তি-গ্রহণ-পূর্ব্বক তারকাক্ষ মহাকোপ-মহাবেগ-সহকারে শ্রীকার্ত্তিকেয়দেবের শরীর লক্ষ্য

করিয়া, পরিত্যাগ করিলেন এবং "পপাত শক্তিস্তদ্‌গাত্রে বহ্নিরাশি-রিবোজ্জ্বলা।" অচিরকালমধ্যে বহ্নিরাশি-সমান-সমুজ্জ্বলা সেই শক্তি দেব-সেনাপতি শ্রীমান্ কার্ত্তিকেয়ের স্বর্গীয়-শরীরে নিপতিত হওয়ায়, মহাবল কার্ত্তিকেয় তৎক্ষণাৎ শক্তি-প্রহারে জর্জ্জরিত-কলেবরে মূর্চ্ছা সম্প্রাপ্ত হইলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—অষ্টাবিংশ অধ্যায়

পুনশ্চ, তারকাক্ষ-সমরে মহাবল-কার্ত্তিকেয় শক্তি-প্রহার-বশে মূর্চ্ছা সম্প্রাপ্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ দেবী কালী তাঁহাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া, শ্রীশিব-সন্নিধানে গমন করিলেন। দেবী-কালী-কর্ত্তৃক দেব-সেনাপতি কার্ত্তিক সমরাঙ্গণ হইতে শ্রীশঙ্করদেবসমীপে সমানীত হইলে, শ্রীশিব-শঙ্করদেব তৎক্ষণমাত্রেই অবলীলাক্রমে জ্ঞান-শক্তি-সঞ্চারণদ্বারা তাঁহাকে জীবিত করিলেন এবং শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক উত্তমোত্তম অনন্ত-বল প্রদত্ত হইলে, পরক্ষণেই প্রতাপবান্ কার্ত্তিক সমুত্থিত হইয়া, পিতৃ-চরণে প্রণাম করিলেন। এদিকে দেবী কালী দানবদিগের বিকট-সমরাহ্বান-শব্দ-শ্রবণে আর স্থিরভাবে থাকিতে না পারিয়া, স্বয়ং সমরাঙ্গণে অবতীর্ণা হইলেন এবং স্বয়ং শ্রীশঙ্করদেব আত্মজ-কার্ত্তিকেয়দেবকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীমতীকালীদেবীকে সমরপথে যাত্রা করিতে দেখিয়া, নন্দীশ্বরাদি-প্রমথেন্দ্র-বীরগণ অনতিবিলম্বে তাঁহার অনুগমন করিলেন।

এইসময়ে মুণ্ডী যতিবরের মতাবলম্বী তারকাক্ষ দিব্য-বিমানারোহণে গর্ব্বিত অন্তঃকরণে শ্রীশঙ্করদেব-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দেববর! এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জীবগণের ক্রীড়াভাণ্ড মাত্র। কাল-গতি অনুসারে নিজ-নিজ-কর্ম্মবশে জীবগণ অল্পাধিক ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকে। দেব ও দানব পরস্পরে জ্ঞাতি, দায়াদ, বা বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃ-স্থলাভিষিক্ত। দেব-দানবগণের মধ্যে বাদ-বিবাদ সদাকাল চলিয়া আসিতেছে; সুতরাং দেব-দানবগণের বিবাদ শশ্বন্নৈমিত্তিক বলিতে হইবে। আপনি চিরদিনই সংসারবিরাগী, শ্মশানবাসী, বা নিতান্ত-বৈরাগ্য-ধর্ম্ম-পরায়ণ। বিশেষতঃ দেবদানবগণের বিবাদ যখন শশ্বন্নৈমিত্তিক, কখনও কালবশে দেবগণ জয়লাভ করিতেছেন, আমরা পরাজিত হই-তেছি, আবার কখনও বা কালক্রমে আমরা জয়লাভ করিতেছি, দেবগণ

পরাজিত হইতেছেন, এইরূপে ক্রমিক-জয়-পরাজয়-লাভ যখন আমাদিগের অবশ্যম্ভাবী, তখন আপনি স্বয়ং বৈরাগ্য-ধর্ম্ম-পরায়ণ, অথবা সর্ব্ব-পরিগ্রহ-ভোগ-ত্যাগী উদাসীন হইয়া, আমাদিগের এই স্বাভাবিক-বিবাদাবসরে শুভাগমন করিয়াছেন কেন? হে দেব! আপনার এই আগমন কি সম্পূর্ণ নিষ্ফল নহে?

হে দেব! জ্ঞাতি-দ্রোহে যে সুমহৎ পাপ উপার্জ্জিত হয়, তাহা আমি অবগত আছি। পরন্তু আমরা অগ্রে জ্ঞাতি-দ্রোহে প্রবৃত্ত হই নাই। হে দেব! দেবগণই কি অগ্রে জ্ঞাতি-দ্রোহে প্রবৃত্ত হন নাই? দেবগণ কি বলিরাজকে তাঁহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া, সুতল-তলে প্রস্থাপিত করেন নাই? সভ্রাতৃকহিরণ্যাক্ষ দেবগণ-কর্ত্তৃক কি হিংসিত হন নাই? শুম্ভাদি অসুরগণকে দেবগণ কি জন্য বিনিপাতিত করিয়াছেন? পূর্ব্বকালে সমুদ্র-মন্থনাবসরে দেবাসুরে একত্র মিলিত হইয়া, আমরা সকলে সমুদ্র-মন্থন-কার্য্য সম্পন্ন করিলাম; কিন্তু সেই সময়ে আমরা কেবলমাত্রই ক্লেশ ভোগ করিয়াছি। পক্ষান্তরে, সমুদ্র-মন্থনে সর্ব্ব-ফল-ভাজনসুরগণকর্ত্তৃকই পীযূষ ভক্ষিত হইয়াছিল। এই সকল কারণ-বশতঃ আমরা ভাই ভাই হইয়াও, যদি পূর্ব্বাপকারের প্রতিশোধ-কল্পে কালক্রমানুসারে যথোপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া, আত্মীয়-সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য্য-সমুদায়ের সমুদ্ধারে যত্নশীল হই, তবে তজ্জন্য কি আমরা অপরাধী বলিয়া, বিবেচিত হইবার উপযুক্ত? হে দেব! এইরূপ বিচার করিয়াই বলিতেছিলাম যে, "তত্রাবয়োর্বিরোধে চাগননং নিষ্ফলং তব।" কিঞ্চ, আমরা পুরাকালে ত্রিপুর-নগরে প্রতিগৃহে শিবালয়প্রতিষ্ঠা করিয়া, অভীষ্ট-দেব-জ্ঞানে প্রতিদিন আপনার পূজা করিয়াছি। অতএব পূর্ব্বসম্বন্ধ অনুসরণে আপনি আমাদিগের অভীষ্ট-দেব, বা গুরু-স্থলাভিষিক্ত।

হে দেব! আমরা আপনাকে এককালে অতীবপ্রীতি-ভক্তির সহিত ঈশ্বর-বোধে সর্ব্বোপচারে পূজিত করিয়া, বিপুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছি এবং অধুনা আপনাকে মহাত্মা মহাপ্রাণ উদারচরিতমিত্র, বা স্নিগ্ধ-বান্ধব বলিয়া মনে করি। আপনি আমাদিগ-কর্ত্তৃক সর্ব্বথা

পূজিত ও বান্ধবমধ্যে পরিগণিত হইয়াও, দূতমুখে যেরূপ স্পর্দ্ধা-প্রকাশ করিয়াছেন, হে দেব! আমাদিগের সহিত আপনার তাদৃশ-স্পর্দ্ধা-প্রদর্শন কি আপনারই পক্ষে মহতী লজ্জার কারণ-স্বরূপ নহে? আর এক কথা এই যে, আমাদিগের দ্বারা যদি কোনরূপে সর্ব্বদেব-শিরো-মণিভূত-মহনীয়-চরিত ভবাদৃশ-মহাত্মার পরাজয় সংঘটিত হয়, তবে কি পূর্ব্ব আশঙ্কিতা মহতী লজ্জা অপেক্ষাও কীর্ত্তিহানি, অথবা অপকীর্ত্তি অধিকতর-দুঃখের কারণ হইবে না? হে দেব! আমরা ত অত্যল্প-মাত্র-জ্ঞান-সাহায্যে এইরূপ পরিজ্ঞাত আছি যে, "সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তি-র্মরণাদতিরিচ্যতে"। অপিচ, হে দেব! আমরা আপনাকে সর্ব্বভূতে সদাকাল নির্ব্বৈর এবং আমাদিগের পরম-হিতৈষী সর্ব্বাপদ্-বিনিবারক স্নিগ্ধ-বান্ধব মনে করিয়া, তথা আপনার দ্বারা আমাদিগের কোনরূপ অপকার সাধিত হইবে না, স্থির জানিয়া, বিশ্বস্ত-হৃদয়ে এতদিন আমরা নিশ্চিন্ত ও ভয়-শূন্য অন্তঃকরণে ত্রিপুর-দুর্গে সুখে নিবাস করিতেছি। পরম-পরিতাপের বিষয় এই যে, অদ্য আপনাকে আমাদের বিরুদ্ধে যথৌচিত্য অপেক্ষাও অধিকতর উদ্‌যোগ-আয়োজন-সহকারে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ দেখিয়া, বীরধর্ম্মানুসারে সমরাহ্বান সর্ব্বথা অপ্রত্যাখ্যেয় বিবেচনা করিয়া, "সমর-শিরসি" অবতরণ-পূর্ব্বক অভিমানানুরাগভরে ভবদীয়-শ্রীচরণে আমাদিগকে এই আত্মীয়-দুঃখগাথা-কীর্ত্তন, বা নিবেদন করিতে হইল।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—একোনত্রিংশ অধ্যায়

ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব রাজেন্দ্র-তারকাক্ষের উক্তরূপ-বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, কিঞ্চিৎ হাস্য-পূর্ব্বক যথোচিত-সুমধুর-বাক্যে দানবেশ্বরকে—দানবেন্দ্র-তারকাক্ষকে এই কথা বলিলেন যে, সর্ব্বভূতে সদাকাল নির্ব্বৈর-ভাবাপন্ন হইয়াও, কেন যে আমি সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি, হে দনুজেশ্বর! তাহা তুমি মৎ-প্রেরিত-দূত-মুখে পূর্ব্বেই-সংক্ষেপতঃ অবগত হইয়াছ; সুতরাং তদ্বিষয়ে অধিক কিছু বলা, আমি অনাবশ্যক মনে করিতেছি। কিন্তু, "যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ। জ্ঞাতি-দ্রোহস্য পাপস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥" একথাও তুমি স্বয়ং অবগত আছ। এই বিষয়ে আমার বক্তব্য এইমাত্র যে, হে দানবেশ্বর! যদি আমার প্রীতি-সম্পাদন করিতে চাও, তবে তুমি আমার উপদেশ অনুসারে অবিলম্বে দেবতাদিগের রাজ্য দেবগণকে সমর্পণ কর এবং "সুখং স্বরাজ্যে তিষ্ঠ ত্বং দেবাস্তিষ্ঠন্তু স্বে পদে। অলং ভ্রাতৃ-বিরোধেন সর্ব্বে কশ্যপবংশজাঃ"॥ হে রাজন্! বল-পূর্ব্বক সমাহৃত-দেবরাজ্য দেবগণকে সমর্পণ করিতে হইলে, যদি তুমি মনে কর যে, তোমাদিগের সম্পদের হানি অবশ্যম্ভাবিনী, তবে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, "সর্ব্বাবস্থা চ সমতাং কেষাং যাতি চ সর্ব্বদা"? অর্থাৎ চিরদিনই কি কখনও কাহারও অবস্থা সমানা থাকে? কখনই নহে। প্রাকৃতিক-প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মারও তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। পুনশ্চ, পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশে সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে, সেই ব্রহ্মার পুনরাবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। উক্তরূপে সৃষ্ট্যবসরে আবির্ভূত ব্রহ্মা ক্রমে তপস্যা-প্রভাবে জ্ঞান-বৃদ্ধি লাভ করিয়া, লোক-সর্জ্জন-বিষয়িণী-স্মৃতি নিশ্চিতই লাভ করিয়া থাকেন। তথা স্মৃতিলাভের অনন্তর জগৎস্রষ্টা ক্রমে ক্রমে জ্ঞান-সাহায্যে জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

কিঞ্চ, সত্যযুগে সত্যাশ্রয়-ধর্ম্ম সদাকাল পরিপূর্ণতমরূপে অবস্থিতি করেন। সত্যাশ্রিত-পরিপূর্ণতম সেই চতুষ্পাদ ধর্ম্ম পাদমাত্রে ক্ষীণ হইয়া, ত্রেতাযুগে ত্রিভাগ, পাদ-দ্বয়ে পরিহীন হইয়া, দ্বাপর-যুগে দ্বিভাগ, পাদত্রয়ে পরিক্ষীণ হইয়া, কলিযুগের প্রথমভাগে পাদমাত্র, তথা ক্রমে কলি-যুগের বৃদ্ধি অনুসারে হ্রস্বতা-প্রাপ্ত হইয়া, কলি-যুগের পরিশেষে "কুহ্বাং চন্দ্রকলা যথা", তথা কলামাত্র অবশিষ্ট থাকেন। গ্রীষ্ম-সময়ে দিবা-কর-দেবের কর-নিকর যাদৃশ খরতর অনুভূত হয়, শিশির-সমাগমে রবি-দেবের তাদৃশ তেজঃ অনুভূত হয় না। কিম্বা দিনাদিকালে, মধ্যাহ্নে, অথবা সায়ংকালে তপন-তাপ সমানভাবে অনুভূত হইতে পারে না। অরুণোদয়ের অনন্তর যথাকালে উদয়প্রাপ্ত ক্রমে বালভাব তথা প্রকাশুতা, অর্থাৎ যৌবন-প্রাখর্য্য প্রাপ্ত হইয়া, তৎপশ্চাৎ যথাকালে পুনরপি দিবসনাথ-দিবাকরদেব অস্তমিত হইয়া, পৃথিবীর অর্দ্ধভাগস্থ-লোক-সকলের লোচনান্তরালে অবস্থিতি করেন। ঘোর-জলদজালে গগন-গাত্র সমাচ্ছন্ন হইলে, দুর্দ্দিনে ঘন-সমাচ্ছন্ন সূর্য্যদেব কালবশে প্রচ্ছন্নতা প্রাপ্ত হন। রাহুগ্রস্ত হইলে, কম্পিত হন এবং রাহুগ্রাস, বা মেঘাবরণ-মুক্ত হইলে, আদিত্যদেব অতিশয় প্রসন্নভাব ধারণ করেন।

নির্ম্মল-গগন-তলে সমুদিত-শারদ-পূর্ণ-শশধর পূর্ণিমা-তিথিযোগে যাদৃশী শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, প্রতিদিন কি আমরা তাদৃশ-পরিপূর্ণতম-চন্দ্রমণ্ডল-সৌন্দর্য্য অনুভবে সমর্থ হই? কখনই নহে। পক্ষান্তরে, আমরা দিনে দিনে চন্দ্রদেবকে ক্ষীণভাবাপন্ন অবলোকন করিয়া থাকি। অপিচ, পূর্ণিমার পরে যে শশাঙ্কদেবকে আমরা দিনে দিনে ক্ষীণ-ভাবা-পন্ন অবলোকন করি, অমাবাস্যা-বিগমে দিনে দিনে আমরা সেই মৃগ-লাঞ্ছন-দেবকে কি পুষ্টতাপ্রাপ্ত হইতে দেখি না? পরন্তু অবশ্যই আমরা শুক্ল-পক্ষে চন্দ্রমাকে সম্পদ্-যুক্ত এবং কৃষ্ণ-পক্ষে দক্ষ-প্রজাপতি-প্রদত্ত-শাপবশে যক্ষ্মরোগাক্রমণ-প্রযুক্ত রোহিণী-পতিকে ম্লানভাবাপন্ন অবলোকন করিয়া থাকি। তথা কৃষ্ণ-পক্ষে উড়ু-পতি যেমন দিনে দিনে মলিনভাব ধারণ করেন, সেইরূপ রাহু-গ্রস্ত, বা মেঘাচ্ছন্ন-তারারাজ নিবিড়-ঘনসমাগমবশতঃ দুর্দ্দিন-যোগে অথবা গ্রহণকালে

ম্লান-ভাবাপন্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন। কালযোগবশতঃ ত্রিলোক-পালক দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হইয়া, আবার কাল-ভেদ-যোগে শুদ্ধ-শরীরে ত্রৈলোকৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এইরূপ দানব-সাম্রাজ্য-চূড়া হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, অধুনা যে বলিরাজ সুতলে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই বলি কাল-বিশেষ-বশে ত্রৈলোক্য-সাম্রাজ্যে দেবেন্দ্র-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবেন। কালে দ্রোণ-পুত্র দ্রৌণি স্বকৃত-ঘৃণিত-কার্য্যের ফলভোগ অবসরে শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রভৃতি-কর্ত্তৃক প্রকাশ্যভাবে যৎপরোনাস্তি তিরস্কৃত হইয়া, নিজ-প্রাণ-পঞ্চকের মূল্যস্বরূপে অর্জ্জুন-প্রভৃতি-বীর-শ্রেষ্ঠগণের সন্তোষ-সম্পাদনার্থ "পাণ্ডবৈর্যানি রত্নানি যচ্চান্যৎ কৌরবৈর্ধনম্। অবাপ্তমিহ তেভ্যোঽহয়ং মণির্মম বিশিষ্যতে। যমাবধ্য ভয়ং নাস্তি শস্ত্রব্যাধিক্ষুধাশ্রয়ম্। দেবেভ্যো দানবেভ্যো বা নাগেভ্যো বা কথঞ্চন। ন চ রক্ষোগণ-ভয়ং ন তস্কর-ভয়ং তথা। এবংবীর্য্যো মণিরয়ং ন মে ত্যাজ্যঃ কথঞ্চন।" এইরূপ বাক্য-কথন-পূর্ব্বক মণি-ত্যাগে অসম্মতি-জ্ঞাপন করিয়াও, পশ্চাৎ বাধ্য হইয়া, স্বীয়-মস্তকস্থ-তথাবিধ মণি মহাত্মা পাণ্ডবগণের হস্তে প্রদান-পূর্ব্বক নিতান্তদূয়মান-মানসে মণিহারা ফণীর ন্যায় ব্যাকুল-হৃদয়ে বনে বনে পরিভ্রমণ করিবেন, সেই দ্রৌণিই আবার একদিন জগদ্গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, অপরিসীম-সৌভাগ্য-সমুদয়ে বেদ-বিভাগ-কর্ত্তা ব্রহ্ম-সূত্র-প্রণেতা অষ্টাদশ-পুরাণ-নির্ম্মাতা বেদব্যাস-কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পদে উন্নীত হইবেন।

কালবশেই পৃথিবী শস্যাঢ্যা হইয়া থাকেন, আবার কালবশেই বসুন্ধরা সর্ব্বাধারা হইয়াও, পুনরপি কালবশে জলে নিমগ্না, বিপদ্গতা এবং তিরোভূতা হইয়া থাকেন। মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, বিশ্ব-সমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং অহরাগমে পুনরপি উৎপন্ন, বা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। তথা "চরাচরাশ্চ কালেন নশ্যন্তি প্রভবন্তি চ।" হে দানববর! একমাত্র-সত্য-সনাতন-মদীয়-তুরীয়-চিন্ময়-চতুর্থ-শিব-শান্ত-স্বভাব অক্ষয় অব্যয় আত্মস্বরূপভিন্ন অন্য কাহারও সার্ব্বদিকী সমতা সম্ভাবিতা নহে। হে দানবেন্দ্র! যেহেতু আমি মৃত্যুঞ্জয় নামে জগতীতলে চিরপরিচিত,

অতএব আমি যে অসংখ্য-প্রাকৃত-প্রলয় বারম্বার পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়াছি এবং করিব, তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ, বা অনুপপত্তির অবসর নাই। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, চিরদিনই কখনও কাহারও অবস্থা সমানা যায় না। প্রতিকল্পেই শ্রীরামচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, নল, বিশ্বামিত্র ও যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতিরাজেন্দ্র-শ্রেষ্ঠগণের অভাবনীয়-দশা-বিপর্য্যয় সর্ব্বলোক-প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিঞ্চ, ঋতুসকলের সহসা আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং স্বর্গ-প্রদেশ হইতে পতিত "শ্রীশিব-শঙ্কর-শিরসি" অর্থাৎ মদীয়-জটা-মণ্ডল-গহ্বরে বিহরণশীল পশ্চাৎ পৃথিবীতলে পরিগত এই গঙ্গাজলপ্রবাহের দৈনন্দিন-হ্রাস-বৃদ্ধি নিরন্তর অবস্থা-পরিবর্ত্তনের অপর একটী উজ্জ্বল নিদর্শনস্বরূপা। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, দেবরাজ্য-প্রদানে স্বসম্পদের হানিবিবেচনা করিয়া, মানসে শোকপোষণ করা তোমাদের কোনক্রমেই সমুচিত নহে।

অপিচ, তোমার কথিত-বাক্য-সমূহের মধ্যে "ইয়ং তে মহতী লজ্জা স্পর্দ্ধাস্মাভিঃ সহাধুনা। ততোঽধিকাচ সমরে কীর্ত্তিহানিঃ পরাজয়ে।" এই বাক্যের উত্তরে যথোচিত-সুমধুরভাবে আমি এইমাত্র বলিতে, বা প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি যে, তোমরা যখন ব্রহ্ম-বংশ-সমুদ্ভব, তখন তোমা-দের সহিত যদি আমার যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তবে তজ্জন্য আমার মহতী লজ্জার কারণ কি আছে? আর পরাজয়ে অকীর্ত্তিরই বা কারণ কি আছে? হে রাজন্! মৎসৃষ্ট এই জগন্মণ্ডলের দশাবতারাদি-রূপ-ধারণ-পুরঃসর পালন-কার্য্যে মৎকর্ত্তৃক অবস্থাপিত-বিষ্ণুদেবের সহিত প্রথমতঃ তোমাদের অর্থাৎ তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ মধু ও কৈটভের, দ্বিতীয়তঃ হিরণ্যকশিপুর এবং তৃতীয়তঃ হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। তথা "ত্রিপুরৈঃ সহ যুদ্ধঞ্চ ময়া চাপি পুরা কৃতম্।" অর্থাৎ আমিও পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কল্পে তোমাদের অর্থাৎ ত্রিপুর-নগর-নিবাসী পূর্ব্বকল্পীয়-দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি। তথা "সর্ব্বেশ্বর্য্যাঃ সর্ব্বমাতুঃ প্রকৃতেশ্চ বভূব হ। সহ শুম্ভাদিভিঃ পূর্ব্বং সমরং পরমাদ্ভুতম্।" এরূপ অবস্থায় আমি যদি প্রতিকল্পীয়-নিয়মানুসারে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করি, তবে আমার "কা লজ্জা মহতী রাজন্নকীর্ত্তির্ব্বা পরাজয়ে?"

আর এক কথা এই যে, আমি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কল্পে যতবারই তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি, কোনবারেই ত আমি পরাজিত হই নাই। প্রত্যুত তোমাদিগকেই আমি প্রতিবারেই পরাজিত এবং ত্রিপুরসহ নিঃশেষে নির্দ্দগ্ধ করিয়াছি; সুতরাং তোমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, মদীয়-পরাজয়-সম্ভাবনাই বা লব্ধাবসরা হইতে পারে কিরূপে? অপরবক্তব্য এই যে, দেব-দেবীগণ-কর্ত্তৃক অদ্যপর্য্যন্ত যে সমস্তদৈত্যদানব নিহত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে তপস্যায়, বলে, বীর্য্যে, শৌর্য্যে, বা ঐশ্বর্য্যে কেহই তোমার সমান নহে। এই কারণ-বশতঃও তোমার সহিত সমরে অবতীর্ণ হওয়া, আমার পক্ষে লজ্জাজনক, অথবা পরাজয়ে অকীর্ত্তিকর হইতে পারে না।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র-প্রভৃতিদেবগণ, তথা বশিষ্ঠাদি-দেবর্ষি-মহর্ষিগণ যখন আমার একান্তাত্যন্তভাবে শরণাগত হইয়াছেন এবং তোমরাও যখন সর্ব্বতোভাবে জগতের নিরতিশয়-পীড়াপ্রদ হইয়াছ, তখন শরণাগত-সন্ত্রাণ এবং জগতে শান্তি-স্থাপনার্থ তোমাদিগের সহিত আমার সমর-সঙ্ঘর্ষ, বা রণাভিনয় সর্ব্বথা অনিবার্য্য। এপর্য্যন্ত তোমার সহিত মদীয় আত্মজ কার্ত্তিকেয়ের, তথা তদীয়সৈন্যগণের সহিত মদীয়-গণসকলের যে সমরাভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহাতে যদি তুমি পরিতৃপ্ত হইয়া থাক, তবে সংগ্রাম-লালসাপরিত্যাগ-পূর্ব্বক "সুখং স্বরাজ্যে তিষ্ঠ ত্বং দেবাস্তিষ্ঠন্তু স্বে পদে। অলং ভ্রাতৃবিরোধেন সর্ব্বে কশ্যপবংশজাঃ॥" মদভিহিত এই বাক্যানুসারে কার্য্য কর। অথবা তোমার চিত্ত-প্রবোধার্থ আমি অধিক আর কি বলিব? তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, "দেহি রাজ্যঞ্চ দেবানাং বাগ্‌ব্যয়ে কিং প্রয়োজনম্। যুদ্ধং বা কুরু মৎসার্দ্ধং ইতি মে নিশ্চিতং বচঃ।" এই কথা বলিয়া, সর্ব্ব-দেববরেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব সমরাঙ্গণে বাগ্‌ব্যাপার হইতে বিরত হইলেন। এদিকে দানবপতি তারকাক্ষও বিনা বাক্যব্যয়ে নিজ অমাত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া, শীঘ্রগতি ত্রিপুর-দুর্গে গমন করিলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে একোনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—ত্রিংশ অধ্যায়

এদিকে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণে অনুগম্যমানা, তথা বহুশঃ বাদ্যভাণ্ডে পরিবৃতা, বাদ্যকর-শতকোটি-বলাহকে পরিবেষ্টিতা, নন্দীশ্বর-প্রভৃতিপ্রমথেন্দ্রগণে পরিসেবিতা, রণাঙ্গণ-গতা রণ-রঙ্গিণী সেই দেবী কালী পুনরপি সমরাঙ্গণে অবতীর্ণা হইয়া, অত্যুচ্চ-সিংহনাদ-বিসর্জ্জন করিলেন এবং দেবীকৃত সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া, দুর্ব্বল-চিত্ত-দানবগণ অচিরকালমধ্যেই মূর্চ্ছা সম্প্রাপ্ত হইলেন। রণোল্লাসমত্তা দেবী কিন্তু পুনঃ পুনঃ অশিব অট্টাট্টহাস-পূর্ব্বক সমর-শিরো-দেশে অবস্থিতা হইয়াই, হৃষ্টান্তঃকরণে মাধ্বীক-পানের অনন্তর রণনৃত্য আরম্ভ করিলেন। দেবীর নৃত্য দর্শন করিয়া, সমরোল্লাসশালিনী দেবী কালিকার সহচারিণী উগ্রদংষ্ট্রা, উগ্রচণ্ডা, তথা কোট্টবীদেবীও পরমোৎকৃষ্ট-মধু-পান-পুরঃসর প্রচণ্ড-রণ-নর্ত্তনে প্রবৃত্তা হইলেন। এইরূপে সহস্র-সহস্র-যোগিনী-ডাকিনীগণ, তথা দেবগণকে সানন্দে সমরাঙ্গণে নৃত্য করিতে দেখিয়া, তথা সমরক্রীড়াকাঙ্ক্ষিণী কালীদেবীকে সমরস্থলে অবস্থিতি করিতে অবলোকন করিয়া, মহারাজ-তারকাক্ষ, বিদ্যুন্মালী ও কমলাক্ষ-প্রভৃতি-দানবাধিপতিগণ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। দানবেন্দ্রগণ সীমাশূন্য-সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া, সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলে হইবে কি? মহতী-দানবী-সেনা দেবীগণের তাদৃশ অধীর-রণ-নৃত্য-দর্শনে ভীত অন্তঃকরণে রণস্থলপরিত্যাগে উৎসাহপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। দানবী-সেনার ভয়-সমাগম দর্শন করিয়া, তারকাক্ষাদি-দানবেন্দ্রগণ নিজ-নিজ-সেনা-সকলকে অভয়দান-পূর্ব্বক স্বয়ং সমরশিরোদেশে প্রত্যবস্থিত হইলেন।

রাজাকে সমর-শিরোদেশে প্রত্যবস্থান করিতে দেখিয়া, দেবী কালী তাঁহার প্রতি প্রলয়াগ্নি-শিখোপম অনলরাশি নিক্ষেপ করিলেন। দেবী-কালীকর্ত্তৃকপ্রেরিত অনলরাশির উপশম-কল্পে রাজা অবলীলাক্রমে পার্জ্জন্যাস্ত্র-প্রয়োগ-সহকারে সেই প্রচণ্ড-পাবকের নির্ব্বাপণে প্রবৃত্ত

হইলেন। অনন্তর দেবী মহদদ্ভুত-সুতীব্র-বারুণাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। দানবেশ্বর লীলাবশে অবিলম্বে গান্ধর্ব্বাস্ত্র-প্রয়োগ-দ্বারা অর্দ্ধপথে দেবী-প্রযুক্ত বারুণাস্ত্র ছিন্ন করিলেন। অতঃপর দেবী কালী বারুণাস্ত্র বিফল হইল দেখিয়া, রোষভরে প্রচণ্ড-পাবক-শিখা-প্রতিম-মাহেশ্বর অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। রাজা শ্রীকালীদেবী-প্রক্ষিপ্ত মাহেশ্বর অস্ত্রকে দশদিক্ উদ্ভাসিতা করিয়া, বেগে সমাগত হইতে দেখিয়া, বৈষ্ণবাস্ত্র-সাহায্যে অবলীলাক্রমে প্রতিহত করিলেন। অনন্তর দেবী কালী মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক নারায়ণাস্ত্র-পরিত্যাগ করিলেন। রাজা তদ্দর্শনে নারায়ণাস্ত্রের প্রতিষেধকল্পে সত্বর রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। বল-প্রয়োগ না করিয়া, রাজা নারায়ণাস্ত্রের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিলেন দেখিয়া, সেই অস্ত্ররূপী নারায়ণ ঊর্দ্ধে আকাশপথে গমন করিলেন। নারায়ণাস্ত্র ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইলে, পুনরপি রাজা সেই অস্ত্র উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অনন্তর দেবী কালী মন্ত্র-পূর্ব্বক যত্ন-সহকারে ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। রাজাও মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক যত্ন-সহকারে ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগ-দ্বারা কালীদেবী-প্রেরিত-ব্রহ্মাস্ত্র নিবারিত করিলেন। দেবী কালী বিশেষ-যত্ন অবলম্বনে মন্ত্রপাঠ-পুরঃসর অতীব-দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। পরম-পরাক্রমবান্ রাজাও দিব্যাস্ত্র-জাল রচনা করিয়া, সেই দেবী-প্রযুক্ত দিব্যাস্ত্রের পরিহার করিলেন। কমললোচনা দেবী কালী যত্নতঃ যোজনায়তা এক শক্তি পরিত্যাগ করিলেন। রাজা তীক্ষ্ণাস্ত্র-জাল-দ্বারা সেই শক্তিকে নিমেষ-মাত্রেই শতখণ্ড করিলেন।

অনন্তর জগন্ময়ী দেবী কালীকে অত্যন্ত রোষ-ভরে পাশুপত অস্ত্র-প্রয়োগে সমুদ্যতা দেখিয়া, অশরীরিণী বাণী আত্ম-প্রকাশ-সাহায্যে পাশুপত অস্ত্রপরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া, কমলাননা দেবী কালীকে এই কথা বলিলেন যে, এই মহাত্মা রাজার পাশুপতাস্ত্র-সাহায্যে মৃত্যু হইবে না। পক্ষান্তরে সৌবর্ণ, রাজত ও আয়স, এই পুরত্রয়-নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক পুর-ত্রয়ে অবস্থিত হইয়া, দানবেন্দ্রত্রয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরিভ্রমণ করিয়া, সম্বৎসর-সহস্রান্তে যখন একত্র মিলিত হইবেন, তৎকালে এই দানবেন্দ্র-ত্রয়ের

পুরত্রয় পরস্পরের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হইলে, হে দেবি! ভগবতি! যে দেববর একটীমাত্র ইষু-সাহায্যে উক্তপুরত্রয়কে দগ্ধ, বা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই এই দানবেন্দ্র-ত্রয়ের মৃত্যু-স্বরূপে বিহিত হইয়াছেন। আকাশসম্ভবা অশরীরিণী উক্তরূপা বাণী শ্রবণ করিয়া, সতী দেবী ভদ্রকালী পরিগৃহীত পাশুপত অস্ত্র দানবেন্দ্রের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন না সত্য; পরন্তু প্রসারিত-কর-চতুষ্টয়-সাহায্যে বিপুল-ক্রোধ-ভরে অবলীলাক্রমে এক-কালে শত-লক্ষ-দানবকে গ্রহণ করিয়া, স্বীয়-বিশাল-মুখ-বিবরে নিক্ষেপ করিলেন এবং অতিবেগের সহিত সর্ব্বভূতভয়ঙ্করী কালীদেবী তারকাক্ষ, বিদ্যুন্মালী ও কমলাক্ষ-প্রভৃতিদানবেন্দ্রগণকে গ্রাস করিতে উদ্যতা হইলেন।

কাল-কামিনী কালী-দেবীকে গ্রসনার্থ বেগে আগমন করিতে দেখিয়া, দানবেন্দ্রগণ-সুতীক্ষ্ণ-দিব্যাস্ত্র-সাহায্যে তাঁহাকে বাধা-দানে প্রবৃত্ত হইলে, সেই দেবী কালী গগনাঙ্গনগাত্রগত-মধ্যভাগারূঢ়-গ্রীষ্ম-কালীন-প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-মণ্ডল-সদৃশ তেজস্বী পরমোৎকৃষ্ট এক অতিবিশাল খড়্গ পরিত্যাগ করিলেন। দানবেন্দ্রগণ শত-সূর্য্যোপম-খড়্গকে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া, শত-শত-দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগ-সহকারে সেই খড়্গকে শত-সহস্র-খণ্ডে বিভক্ত করিলেন। খড়্গ-বরকে খণ্ডিত হইতে দেখিয়া, মহাদেবী কালী অত্যন্ত-বেগাবলম্বনে পুনরপি দানবেন্দ্রগণকে গ্রসনার্থ ধাবিতা হইলেন। পাতাল-গহ্বরোপম-মুখ-গহ্বর বিবৃত করিয়া, বেগে কালীদেবীকে আগমন করিতে দেখিয়া, সর্ব্ব-সিদ্ধেশ্বর শ্রীমান্ দানবেশ্বরগণ :নিজ-নিজ-বিপুল-শরীরের বিশালতা অধিকতররূপে বর্দ্ধিতা করিলেন। দানবেশ্বরগণকে অতিবিপুলকায়, তথা বৃদ্ধিশীল অবলোকন করিয়া, কোপযুক্তা ভয়ঙ্করী মহাদেবী কালী মহাবেগের সহিত সুদৃঢ়-মুষ্টি-প্রহারে তারকাক্ষকে জর্জ্জরিত করিয়া, তাঁহার সারথিকে নিহত করিলেন। পশ্চাৎ বিদ্যুন্মালী ও কমলাক্ষকে পদাঘাতে বিপন্ন করিয়া, প্রলয়াগ্নিশিখোপম এক শূল পরিত্যাগ করিলেন এবং দানবেন্দ্র তারকাক্ষও অতিসতর্কতার সহিত সেই শূলকে বামহস্তে গ্রহণ করিলেন।

শূলবরকে উক্তরূপে বিফল হইতে দেখিয়া, মহাদেবী কালী মহাকোপ আহরণ-পুরঃসর অত্যন্তবেগে তারকাক্ষকে পুনরপি এক সুদৃঢ়-মুষ্টি প্রহার

করিলেন। মহাদেবী কালীর সুদৃঢ়-মুষ্টি-প্রহারে দানবপতি তারকাক্ষ অত্যন্ত-ব্যথিত-হৃদয়ে ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন এবং ক্ষণে ক্ষণে বারম্বার মূর্চ্ছিত হইয়া, যেন মুমূর্ষু-দশাগ্রস্ত হইলেন। পশ্চাৎ দানবেন্দ্র-তারকাক্ষ সেবক-জন-কৃতসেবাগুণে চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া, সমুত্থিত হইলেন বটে; কিন্তু দেবীর সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না, কারণ, তিনি স্ত্রীজন। তথা প্রতাপবান্ দানবেন্দ্র স্ত্রী-বুদ্ধি-বশতঃ যেমন কাল-কামিনী কালী-দেবীর সহিত বাহুযুদ্ধ করিলেন না, সেইরূপ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে একটীমাত্রও অস্ত্র-প্রহার করিলেন না। দানবেশ্বর তারকাক্ষ নিজ-তেজো-বীর্য্য-প্রভাবে কেবলমাত্র দেবী-প্রযুক্ত অস্ত্রসকল নিজ অস্ত্রসাহায্যে ছেদন করিলেন ও হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া, প্রতিনিবৃত্ত করিলেন দেখিয়া, দেবী অধিকতর-কোপ-সংগ্রহণ-পুরঃসর মাতৃবুদ্ধি-সমাশ্রয়ণে ভক্তি-বশতঃ প্রণাম-পরায়ণ-দানবেন্দ্রকে গ্রহণ করিয়া, তথা পুনঃ পুনঃ পরিভ্রামিত করিয়া, মহা-বেগ অবলম্বনে ঊর্দ্ধদেশে প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রতাপবান্ দানবেন্দ্রও অনতিবিলম্বে মহাবেগে ঊর্দ্ধ-প্রদেশ হইতে পতিত হইয়া এবং নিপতনান্তর সমুত্থিত হইয়া, ভদ্রকালীদেবীকে প্রণাম-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগি-লেন। অতঃপর রাজা রত্নেন্দ্রসার-নির্ম্মাণ-মনোহর অন্য বিমানবরে আরো-হণ-পূর্ব্বক হর্ষযুক্ত অন্তঃকরণে মহাসমরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, তথা বিশ্রামলাভার্থ তিলমাত্রবাসনাও তাঁহার মানসে সমুদিতা হইল না।

এদিকে দেবী ভদ্রকালী সবিস্ময়ে দেখিলেন, নন্দীশ্বর-চণ্ডেশ্বর-শঙ্কুকর্ণ-প্রভৃতি অসংখ্য-গণপেন্দ্রগণ অসংখ্য, বা লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, অনন্ত-কোটি যে সকলদানবদানবেন্দ্রগণকে সমরে নিহত করিতেছেন, সেই সকল দানবদানবেন্দ্রগণ যেন অবিরতভাবে অমৃত অর্থাৎ সুশীতলমৃত-সঞ্জীবনী-সুধা-সলিল-সিঞ্চনে সিঞ্চিত হইয়া, বেগে ও বলে, প্রাণে, জীবনে, ধৈর্য্যে, সমরোৎসাহে বা সর্ব্বভাবে পূর্ব্বের ন্যায় অথবা ততোঽধিক কার্য্যকুশল অভিনব-দেহে সমরোল্লাসলসিত-মানসে পুনরপি সমুত্থিত হইয়া, রণনাদ-পরিত্যাগপুরঃসর সমর-মদে মত্ত হইতেছে এবং তিনি অর্থাৎ রণরঙ্গিণী-রমণী-কুলশেখরমণি ভদ্রকালী দেবী যে সকল দানবেন্দ্রগণকে নিহত করিয়াছেন, বা করিতেছেন, তাহারাও পূর্ব্ব-প্রণালী অনুসরণে তৎক্ষণাৎ

যেন অভিনব উৎসাহে উৎসাহিত হৃদয়ে সমুত্থিত হইয়া, রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতেছে। এইরূপ অদ্ভুত-ব্যাপার অবলোকনে সমাগত-বিস্ময়া-পসারণ-পুরঃসর দেবী কালী তত্ত্বদৃষ্টি-সাহায্যে প্রকৃত-রহস্য অবগতা হইয়া, অসংখ্যদানব, দৈত্যেন্দ্র, দেবেন্দ্র, উপেন্দ্র, তথা গণপেন্দ্রগণের প্রলয়ঙ্কর-সমর-কৌশল অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রবল-ক্ষুধা-পিপাসার্দ্দিতা দেবী ভদ্রকালী আপরিতোষ দানব-দৈত্য-মাংস-ভোজন ও নবোদ্‌গত-ক্ষতজ অর্থাৎ ঈষদুষ্ণ-রুধির-ধারা-পানে ক্ষুধা-পিপাসার উপশম-সাধন-পূর্ব্বক পরিতুষ্ট অন্তঃকরণে শ্রীশঙ্করদেবসন্নিধানে গমন করিলেন।

অপিচ, রণাঙ্গণ হইতে প্রত্যাগতা করালবদনা ঘোরা মুক্তকেশী দেবী ভদ্রকালী শ্রীশঙ্করদেবের পরিজ্ঞানার্থ যথাক্রমপৌর্ব্বাপর্য্য রণ-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। কালীদেবী কহিলেন, আমি সমরাঙ্গণে দানবেন্দ্রতারকাক্ষপ্রভৃতিকে পাশুপত অস্ত্রসাহায্যে নিহত করিতে উদ্যতা হইয়াছিলাম, কিন্তু হে দেববর! "অবধ্যস্তবরাজেতি", এইরূপ আকাশসম্ভবা অশরীরিণীবাণী শ্রবণ করিয়া, আমি দানবেন্দ্রের বধব্যাপার হইতে বিরতা হইয়াছি। কিঞ্চ, মহাবল-পরাক্রম সেই দানবেন্দ্র-তারকাক্ষ মহাজ্ঞান-সম্পন্ন, অথচ প্রকৃত-বীর-পুরুষ। এই তারকাক্ষ মৎপ্রেরিতশায়কসকল কেবল ছিন্নভিন্ন করিয়াছেন মাত্র; পরন্তু আমার প্রতি একটীমাত্রও অস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। দানবেন্দ্রগণ আমার অবধ্য হওয়ায়, আমি সমরস্থল পরিত্যাগ করিয়া, আপনার সমীপে সমাগতা হইয়াছি। অধুনা আপনার গণেন্দ্রমুখ্যগণ, তথা অন্যান্য-দেবসৈন্যগণ দানবসৈন্যগণের সহিত ঘোরতরসংগ্রাম করিতেছেন; পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মৎকর্ত্তৃক তথা দেব-সৈন্যগণ-কর্ত্তৃক যে সকলদানব-সৈন্য নিহত হইয়াছিল, বা হইতেছে, তাহারা সকলেই মৃত-সঞ্জীবনী-সুধা-সিঞ্চনে সিঞ্চিত হইয়া, নব-জীবন-লাভ-পূর্ব্বক পুনরপি ত্রিপুর-দুর্গাভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়া, সমরে প্রবৃত্ত হইতেছে; সুতরাং হে দেবদেব! সত্বর সংগ্রামাবসান-সম্ভাবনা সুদূর-পরাহতা।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে ত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—একত্রিংশ অধ্যায়

সর্ব্ব-দেব-কুল-শেখরমণি শ্রীশঙ্করদেব দেবীভদ্রকালী-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত-সমর-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, হাস্য করিতেছেন দেখিয়া, সর্ব্বলোকপিতামহ-ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন, হে দেব! হে সর্ব্বসুরাসুরেশ্বর! আমি এই তত্ত্ব পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছি। ভবদীয়-গণেন্দ্র-মুখ্য শঙ্কুকর্ণের সহিত সমরে পরাজিত ও তদীয়সুদৃঢ়মুষ্ট্যাঘাতে নিহত তারকাক্ষ অপরাপর-মৃত-সৈন্যগণের সহিত দৈত্য-গণ-কৃত-মৃতসঞ্জীবনী-সুধা-বর্ষণে পুনর্জ্জীবনলাভ করিয়াই, আপনার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আসিয়াছিল। তারকাক্ষের পুত্র হরি-নামা মহাবল-দানব তপঃ-প্রভাবে মৎ-সকাশাৎ যে মৃত-সঞ্জীবনী-সুধাবাপীলাভ করিয়াছিল, দানবসকলের হিতৈষী অভিভাবকদানব-সত্তম ময় আপনার বিশিষ্ট-ভক্তবিশ্বকর্ম্মা সেই মৃতসঞ্জীবনী-সুধা-বাপীর অমৃত-সলিল-সিঞ্চনে কখনও বা স্বোপার্জ্জিত অমৃত-বারি-বর্ষণে "মৃতান্ মৃতান্ জীবয়তে সদাসৌ", অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে মৃতদানব-সকলকে বারম্বার জীবিত করিতেছে। হে শম্ভো! ত্রিপুরদুর্গের অভ্যন্তরে সেনামুখে সত্বর আগমন-পূর্ব্বক এই যে দানবেন্দ্রতারকাক্ষ অতিভীষণভাবে সমরাভিনয় করিতেছে; "হতোঽপ্যয়ং শঙ্কর! তারকাক্ষঃ কৃতো ময়েনাশু সজীব এব।" হে দন্তাবলেন্দ্রচর্ম্মবসন! এই ময়-দানবের অধিকারে কনকময়পুরে যে অমৃত সংস্থিত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা যদি অসুরেন্দ্রময় সমরে মৃতদানব-সকলকে বারম্বার জীবিত করে, তবে ত অচিরকালে এই দেব-দানব-সমরের অবসান আশা করা যায় না।

অপিচ, পুনরপি ব্রহ্মা কহিলেন, "ততোঽমৃতং তন্ময়সংস্থমাশু প্রহারমাত্রেণ হরাস্য শম্ভো।" এবং শ্রীশঙ্করদেবও "শ্রুত্বা বচস্তস্য পিতামহস্য প্রহারমাত্রেণ জহার সদ্যঃ তদামৃতং।" এইরূপে শ্রীশঙ্কর-দেবকর্ত্তৃক বাণ-প্রহারমাত্রে মৃত-সঞ্জীবনী-সুধা-বাপী শুষ্কা এবং প্রেমময়-

ময়সংস্থ অমৃতকুম্ভ আহৃত হইঁলে, পুনরপি হৃষ্টান্তঃকরণে পিতামহদেব শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে প্রণাম করিয়া, এই বাক্য বলিলেন যে, হে পিনাকিন্! আমি অহীনসত্ত্ব-দৈত্যাধিপগণের সহিত দেবসৈন্য ও ভবদীয়-গণেন্দ্র-মুখ্য-সকলের ঘোরতর-সমর অবলোকন করিয়াছি এবং করিতেছি বটে; কিন্তু নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিচ "দিব্যং সহস্রং হি গতং সমানাং"; তথাপি "ক্ষয়ং ন চৈতৎ ত্রিপুরং জগাম।" অতএব হে দেববর! আপনি সমরে মনো-নিবেশ-পূর্ব্বক দৃঢ়তররূপে কার্ম্মুক ধারণ করুন, কার্ম্মুক-বরে বাণ সংযোজিত করুন এবং ত্রিপুরনগরে "ক্ষিপ প্রদীপ্তং তমিষুং সুরেশ, প্রযান্তু নাশং সুরবিদ্বিষস্তে।" লোকপিতামহ-ব্রহ্মদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে বিনীতবচনে আত্মাভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত হইলে, সর্ব্বদেবময়-দিব্য-রথে সমারূঢ় ত্রিশূলধৃক্ শ্রীশঙ্করদেব দেব, গন্ধর্ব্ব, তথা পন্নগ ও দেবমুনিগণ-কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া, "শার্ব্বং স্থানকমাস্থায় সন্ধায় চ শরোত্তমম্। সজ্জ্যং তৎকার্ম্মুকং কৃত্বা প্রত্যালীঢ়ং মহাদ্ভুতম্। নিবেশ্য দৃষ্টিং মুষ্টৌ চ মুষ্টিং দৃষ্টৌ নিবেশ্য চ। অতিষ্ঠন্নিশ্চলস্তত্র শতং বর্ষসহস্রকম্।" এইরূপে শ্রীশঙ্করদেব শার্ব্বস্থানক-রচনা করিয়া, প্রত্যালীঢ়পদে ধনুর্ব্বাণ-ধারণ-পূর্ব্বক পুরত্রয়ের একীভাব অপেক্ষায় শতবর্ষসহস্রকাল অবস্থিতি করিতেছেন, ইত্যবসরে গণাধ্যক্ষ দ্বিবিগ্রহ শ্রীমান্ গণপতিদেব শ্রীশঙ্কর-দেবের অঙ্গুষ্ঠতলপ্রদেশে পীড়াপ্রদানপূর্ব্বক নিরন্তর তাঁহাকে বিচলিত করিতে থাকিলে, শ্রীশঙ্করদেব লক্ষ্য স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না।

কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেব যখন দেখিলেন, তাঁহার লক্ষ্যমধ্যে পুরত্রয় প্রবেশ করিতেছে না, তৎকালে কর্ত্তব্য-চিন্তা-পরায়ণ ধনুর্ব্বাণ-ধর মুঞ্জকেশ বিরূপাক্ষ শ্রীহরদেব সহসা অন্তরীক্ষপ্রদেশ হইতে পরম-শোভন এই বাক্য শ্রবণ করিলেন যে, ভো ভো ভগবন্! হে পুরাণ-জগদীশেশ! যাবৎ এই দ্বিবিগ্রহ ভগবান্ গণেশদেব সম্যক্‌রূপে পূজিত না হইতেছেন, তাবৎ এই পুরত্রয় আপনার লক্ষ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইবে না। অতএব হে সর্ব্ব-দেবেশ্বরেশ্বর! আপনি সম্প্রতি পুরত্রয়দাহার্থ বাণ পরিত্যাগ করিবেন না। এইকথা শ্রবণ করিয়া, অন্ধকারি ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব ভদ্রকালী-দেবীকে আহ্বানপূর্ব্বক গজবক্ত্রদেবের পূজাকার্য্যসম্পাদন করিলেন।

শ্রীগণপতিদেবের পূজাকার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে, শতধৃতি-দেব করজোড়ে বিনীত-বচনে শ্রীশঙ্করদেবকে এইকথা বলিলেন যে, হে দেবেশ্বর! আপনি ধনুর্ব্বাণ-ধারণ-পূর্ব্বক শতবর্ষসহস্রকালযাবৎ অবস্থিতি করিতেছেন। এইশতবর্ষসহস্রকালমধ্যে শতবারপর্য্যন্ত এই পুরত্রয় একীভাব প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় বিপর্য্যস্ত হইয়াছে; পরন্তু এযাবৎকাল বিঘ্নেশ্বরের পূজা না হওয়ায়, আপনি পাদাঙ্গুষ্ঠতলদেশে তৎকর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া, লক্ষ্যস্থির করিতে সমর্থ হন নাই; সুতরাং ত্রিপুরের প্রতি বাণও পরিত্যাগ করেন নাই। হে দেবনাথ! অধুনা বিঘ্নেশ্বরের পূজন-কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, তথাপি আপনি যোগের প্রতীক্ষা করিতেছেন কেন? "যোগেন কিংবা তব দেবদেব!" হে অশেষভুবনাধিনাথ! আপনার আবার যোগ অপেক্ষা করিবার আবশ্যক কি আছে? কালবশে কবে পুরত্রয় পরস্পরের সহিত সঙ্গত হইবে? সেই অপেক্ষায় আর সময় অতিবাহিত না করিয়া, আপনি ইচ্ছা করিলেই ত ত্রিপুর বিনষ্ট হইতে পারে। হে দেব! আপনার "সঙ্কল্পমাত্রাদপি নাশমেতি, দৈত্যাধিবাসং ত্রিপুরং তদেব।" হে ঈশ! আপনি যদি আমার বাক্য শ্রবণযোগ্য মনে করেন, তথা এই অধীনজন যদি আপনাকর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ পরিমাণেও মানয়িতব্য-রূপে বিবেচিত হয়, তবে আমি বলিতেছি, আপনি ত্রিপুর লক্ষ্য করিয়া, এই দিব্য ইষু পরিত্যাগ করুন, আর কালবিলম্ব করিবেন না।

এইরূপে চতুরাননদেব-কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া, অনঙ্গহন্তা শ্রীশঙ্কর-দেব বল-পূর্ব্বক ধনুর্জ্যা আকর্ষণ-পুরঃসর কর্ণান্তাকৃষ্ট-পিনাকবরে প্রদীপ্ত ইষু প্রযোজিত করিলেন। অনন্তর এই পুরত্রয় একীভাবপ্রাপ্ত হউক, এইরূপ সঙ্কল্পমাত্রেই শ্রীশঙ্করদেব পূর্ব্বপ্রতিপাদিত-পুরত্রয়কে সম অর্থাৎ একীভাবাপন্ন করিয়া, তারকাক্ষ, বিদ্যুন্মালী ও কমলাক্ষের পুরত্রয়কে যথাতথভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করিয়া, অভীলাখ্য-মুহূর্ত্তে অথবা মধ্যাহ্নাভিজিৎ-কালে অর্থাৎ দিবসের অষ্টমমুহূর্ত্ত, বা কুতুপকালে শীতাংশু-দেব পুষ্য-সংস্থিত হইলে, এবং পুষ্কর ও আবর্ত্তাদিকালমেঘসকল বর্ষণো-ন্মুখ হইলে, বাণক্ষেপণার্থ প্রস্তুত হইলেন। "তথাধিজ্যং ধনুঃ কৃত্বা শর্ব্বঃ সন্ধায় তং শরম্। যুক্ত্বা পাশুপতাস্ত্রেণ" যখন ত্রিপুরকে চিন্তা করিতে

লাগিলেন, তৎকালে বিধৃত-কার্ম্মুক-শ্রীশঙ্করদেবকে তথাবিধরূপে অবস্থিত দেখিয়া, মহাত্মা দেবগণ তুমুল হর্ষ অনুভব করিয়া, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষি-গণের সহিত মিলিতভাবে "জয়েতি", শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে পুরত্রয়ের একীকরণ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, জগৎ-সৃষ্টি-বিনাশ-কর্ত্তা অনির্দ্দেশ্য উগ্রশরীরধারী অসহ্যতেজঃ-সম্পন্ন ত্রিপুর-দিধক্ষু সর্ব্বলোকেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব তৎকালে সমগ্র জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডকে নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দ অবলোকন করিয়া, পরমপ্রহর্ষ অনুভব করিলেন এবং "বিশ্বাত্মকং পাবক-সোমপুঙ্খং, ত্রৈলোক্যসংহারমিষুং প্রদীপ্তম্। চিক্ষেপ দেবস্তমিষুং তথোগ্রং, ক্ষিপ্ত্বা চ কষ্টং ধিগতীতি চাহ।"

কিঞ্চ, জ্যাতলনির্ঘোষ, অত্যন্ত-দুস্তর-সিংহনাদ, আত্ম-নাম-বিশ্রাবণ, তথা ত্রিপুরদুর্গস্থ-মহাসুর-সকলকে সম্ভাষণ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব যখন "মার্ত্তণ্ডকোটিবপুষং ত্রৈলোক্যসারং বিষ্ণুসোমাগ্নিসম্ভবং কাণ্ডং" সেই ত্রিপু-রের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন, তৎকালে নন্দী সর্ব্বসুরেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব-সমীপে সমাগত হইয়া, তথা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, "প্রোবাচ বাক্যং কিমিতি।" ভগবান্ নন্দী যখন "প্রোবাচ বাক্যং কিমিতি প্রণম্য", তৎকালমাত্রেই অমরবর ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব অত্যন্ত আক্ষেপ-প্রকাশ-পূর্ব্বক ভক্তপ্রবর ময় এবং বাণাসুরের শুভসম্পাদনেচ্ছু হইয়া, নন্দীশ্বরকে এইকথা বলিলেন যে, হে নন্দীশ! বিশ্বকর্ম্মা ময়, তথা বাণাসুর আমার পরমভক্ত, হে নন্দিন! আমার অত্যন্তপ্রিয় এই অসুরদ্বয় কাঞ্চনময়পুরে অবস্থিতি করিতেছে। হে গণেন্দ্রমুখ্য! তুমি সত্বর তথায় গমন-পূর্ব্বক পাবকদেব যাহাতে আমার উক্তভক্তপ্রবরদ্বয়কে দগ্ধ না করেন, তথাবিধা ব্যবস্থা কর। সোমহর অনল-দেবকে নিবারণ কর, তিনি যেন আমার উক্তভক্তদ্বয়কে দগ্ধ, বা বিনষ্ট না করেন। প্রমথেন্দ্র-প্রধান নন্দী সুরেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের তথাবিধা আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, যোগ-শক্তি-সাহায্যে অনিলতুল্যবেগ অবলম্বনে জ্যোতিষ্মান্ বিশ্বকর্ম্মা ময়-দানব ও পরিজনবিধেয়-ত্রিভুবন বাণাসুর যেখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন কাঞ্চনময়-পুরান্তর্গত সেই ময়ভবনে শীঘ্রগতি গমন করিলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে একত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

অনন্তর শ্রীশিবতুল্যধর্ম্মা ভগবান্ নন্দী ত্বরিত-পদে ভক্তপ্রবর-ময়দানবের ভবনবরে উপস্থিত হইয়া, যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার কলেবর পুলকিত হইল, হৃদয়ে পরম-প্রেম প্রকটভাব ধারণ করিল, মানসে অপার আনন্দের সঞ্চার হইল এবং চিত্তে মহতী কৃপা বিস্তার-লাভ করিল। ভগবান্ নন্দীশ্বরদেব দেখিলেন, দানবেশ্বর-ময় নিজভবনে রত্ন-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হেমময়-বিপুলায়তন-শ্রীশিবলিঙ্গের স্বর্গীয়-বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষ-ভক্তি-সহকারে শ্রীশিব-সহস্রনামাদি-স্তোত্রনিচয়-পাঠান্তে ভীত-প্রভীত অন্তঃকরণে শ্রীশিবচরণারবিন্দযুগলে মনঃ-প্রাণ-সমর্পণ-পুরঃসর একান্ত অনুরাগভরে প্রেমাশ্রু-সিক্ত আননে মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণলাভার্থ শরণার্থিরূপে উত্তমাঙ্গ-মস্তক-প্রদেশ-সাহায্যে নতাঙ্গে প্রণাম-পরায়ণ হইয়া, অবস্থিতি করিতেছেন। শ্রীবৃষভধ্বজদেবের শ্রীচরণ-দ্বন্দে শরণার্থী ময়-দানবকে অবলোকন করিয়া, গণেন্দ্র-প্রধান নন্দী ঈশভক্ত-দানবরাট্-ময়কে সমাশ্বাস-প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন, হে পরমেশভক্ত! ময়! তুমি কিছুমাত্র ভয় করিও না। কারণ, ভক্তি-সাধন-বিষয়ে তুমি শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক বারম্বার সুন্দর-শোভনরূপে পরীক্ষিত হইয়াছ। তুমি যে ভক্তিভরে শ্রীশিবলিঙ্গার্চ্চনান্তে মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণলাভবাসনায় শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্রীপাদ-পদ্মে প্রণত-মস্তকে অবস্থিতি করিতেছ, তাহা তিনি অবগত আছেন এবং তোমার রক্ষাবিধানার্থই আমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য তোমার রক্ষাবিধান করিব, তুমি সর্ব্বথা ভয়, বা চিন্তা পরিত্যাগ কর।

অনন্তর দানবাধিপতি ময় সমাশ্বাস-দান-পরায়ণ ভগবান্ নন্দীশ্বরকে অগ্রতঃ অবস্থিত দেখিয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বিনির্গত শ্রীশিবসম্প্রসাদব্যঞ্জকশ্রবণপুটপেয়সুধা-সম-সুমধুরসমাশ্বাসন-বচনাবলী শ্রবণ

করিয়া, "যথৈব রুদ্রায় ননাম মূর্দ্ধ্না, চক্রে প্রণামং স তথৈব তস্য।" অর্থাৎ শ্রীরুদ্রভগবান্ শ্রীশিবশঙ্করদেবের অগ্রে উপস্থিত হইয়া, বা তপঃফল-প্রদাতা বরদরূপে তাঁহাকে সম্মুখাগত অবলোকন করিয়া, দানবাধিপতি-ময় প্রেমপুলকিত-কলেবরে ভক্তি-ভরে আদরাতিশয়সহকারে পূর্ব্বকালে যেমন তদীয়-ভবানী-ভাবিত-মুক্তিপ্রদ-পাদাম্ভোজ-যুগলে অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়াছেন, সেইরূপ অবতন-মস্তকে নন্দীশ্বরদেবকে ভক্তি-পূত হৃদয়ে আনন্দাশ্রুপূর্ণ-নয়ন-নলিন-যুগলে প্রণাম করিলেন। অনন্তর ত্রিপুর-দহনেচ্ছু অগ্নি চতুঃ-পার্শ্ববর্ত্তী বস্তু-সকল প্রদীপিত করিয়া, দৈত্যদানব-ভর্ত্তা ময় ও ভক্তকুলচূড়ামণি গণপেন্দ্র-মুখ্য ভগবান্ নন্দীশ্বরদেবের সম্মুখে সমাগত হইলেন। শ্রীশঙ্করদেবের পিনাক-নির্ম্মুক্ত-বিষ্ণু-সোমাগ্নি-সম্ভব-শায়ক হইতে লব্ধজন্মা প্রদীপ্ত পাবক যুগান্তকালীন-সম্বর্ত্ত-বহ্নিপরাক্রম-প্রতিমান-বীর্য্যবিস্তার-পূর্ব্বক যেন জগৎসংহারে প্রবৃত্ত হইয়া, অগ্রতঃ অগ্রসর হইলে, তাঁহাকে ময়নিবাসে সমাগত অবলোকন করিয়া, বিশ্বেন্দ্র শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক নিযুক্ত সেই জ্বলন-দেবকে শ্রীশঙ্কর-দেবের পার্শ্বচর শ্রীমান্ নন্দী কহিলেন, হে হুতাশনদেব! আমি বিভু শ্রীবিশ্বনাথদেবের নিয়োগ-নিবন্ধন আপনার প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা-প্রচার করিতেছি যে, আপনি ময়দানবের এই ভবন দগ্ধ করিবেন না।

অনন্তর যুগান্তে সমগ্র-জগৎ-সংহরণে সমুদ্যতসম্বর্ত্ত-বহ্নি-প্রতিম পৃষৎকজন্মা পাবক নন্দীশ্বর-প্রোক্ত "দগ্ধব্যমেতন্ন হুতাশনেতি," এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ নন্দীশ্বরদেবকে প্রশ্ন করিলেন যে, "কস্মান্ন দগ্ধব্যমিদং ময়েতি," অর্থাৎ আমি ময়দানবের এই ভবনোত্তম দগ্ধ করিব না কেন? উক্তরূপ প্রশ্নের উত্তরবচনে নন্দীশ্বরদেব হুতাশন-দেবকে কহিলেন যে, যেহেতু অমরবরেশ্বর শ্রীবিশ্বনাথদেবের পরমভক্ত দানবরাজভর্ত্তা ময় এই ভবনবরে অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব আমি আপনাকে পুনরপি নিষেধ করিতেছি যে, আপনি এই পুরবরকে দগ্ধ করিবেন না। শ্রীমান্ নন্দীশ্বরদেবের তথাকথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, পাকবদেব তৎক্ষণাৎ সেই দানবরাজ ময়াসুরকে এই বাক্য বলিলেন যে, হে দানবেশ্বর! ময়! আপনি ত্বরিতগতি অবলম্বনে এই

পুরবর হইতে বিনির্গত হউন। যে সময়ে "তং বহ্নিরাহাসুররাজমাশু পুরাদ্বিনির্গচ্ছ ময়েতি বাক্যং," তৎকালমাত্রেই ভক্ত-কুলশেখরমণিবাণাসুরের সহিত "হৈমং গৃহীত্বা স মহেশলিঙ্গং, পুরাদ্বিনিষ্ক্রম্য ময়োঽসুরেন্দ্রঃ। পাতালমার্ত্তঃ সহসা প্রবিষ্টঃ, কুর্য্যান্নমস্কারমুমাপ্রিয়ায়।" অর্থাৎ রত্ন-রাজি-বিরাজিত-মণিকাঞ্চন-সিংহাসনোপরি প্রতিষ্ঠিত-হেমময়-মহেশলিঙ্গ মস্তকোপরি গ্রহণ করিয়া, ত্বরিতপদে পুরবর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া, অসুররাজ ময় আর্ত্ত-শরীরে সহসা পাতালতলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং অবিরতভাবে অবনত-মস্তকে পরমানুরাগভরে উমাপ্রিয়দেবকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। এদিকে সেই সুপ্রসিদ্ধ পরমেশ্বরভক্ত শ্রীমান্ নন্দীশ্বরদেব বাণাসুরের সহিত ময়দানবের পুর-বহির্গমনের অনন্তর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া, সর্ব্বসুরেশ্বরেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের পার্শ্বদেশে আগমনপূর্ব্বক সমস্তবৃত্তান্তকীর্ত্তনান্তে বিনীতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

ভগবান্ নন্দীশ্বরদেব অমরেশভক্ত অসুর-রাজ-ভর্ত্তা ময়দানব ও পরিজন-বিধেয়-ত্রিভুবন-মহারাজ বাণের উদ্ধারসাধন করিয়া, চতুর্দ্দশ-ভুবনাধীশ্বর শ্রীশিব-শঙ্করদেবের পার্শ্বদেশে সংস্থিত হইলে, উপযুক্ত অবসরে বিষ্ণু-সোমাগ্নিসম্ভব শর হইতে লব্ধ-জন্মা প্রদীপ্ত পাবক প্রলয়াগ্নি-শিখোপম-জ্বালামালা-সাহায্যে ত্রিপুর-নগরকে পরিব্যাপ্ত করিলেন। এইরূপে শর-জন্মা পাবক-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, ত্রিপুর-দুর্গ সমন্তাৎ প্রদীপ্ত হইলে, পরম-পরাক্রম-প্রকাশ-পূর্ব্বক সমাগত-শরানল-শিখাসহস্রদ্বারা দগ্ধশরীরে মাতা ক্রোড়স্থ-শিশুকে পরিত্যাগ করিলেন। মাতৃদেবী-কর্ত্তৃক-বিসৃষ্ট বালক অবিরতভাবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে কবিতে বিনষ্ট হইল। অমল-ধবল-সুধা-সম-শীতল-গৃহবর-সকল প্রতপ্ত ও প্রজ্বলিত হইয়া, অগ্নি-শিখা-সহস্রের তীব্র আক্রমণে আক্রান্ত হইয়া, বিনাশের পতনের পথে অগ্রসর হইল। গৃহবর-নিচয়স্থ-জনগণ আকুল-হৃদয়ে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। দেবতায়তনসকল, বাস-ভবন-নিবহ, তথা অন্যান্য উৎকৃষ্টবেদি, বা বেশ্ম-সমূহ ভস্মীভূত হইল। ত্রিপুরভুবনস্থ অনেকানেক অসুরগণ-কর্ত্তৃক উন্মুক্ত আর্ত্তনাদে ত্রিপুরালয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিবস্ত্র-দৈত্যেন্দ্র-বধূ-সকলের কাতরকণ্ঠস্বরে বিলাপবচনে কর্ণকঠোর উচ্চনাদে ত্রিপুরনগর পরিব্যাপ্ত হইল। বিসৃষ্টনষ্টাকুলবেদিবেশ্ম বিবস্ত্রদৈত্যেন্দ্রবধূজনার্ত্ত সেই ত্রিপুরালয়কে বিলোকন করিয়া, ত্রিপুরাধিপতিগণের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

ত্রিপুরালয় অনলদ্বারা আক্রান্ত হইলে পীনপয়োধরাঢ্যা চন্দ্রাননা সেই দানববধূসকলকে নিতান্ত-ব্যাকুল-ভাবাপন্ন অবলোকন করিয়া, দানবেন্দ্র-গণ পরম-পরিতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন সত্য; কিন্তু দানবেন্দ্রবধূ-জন-গণের মধ্যে কেহ বা বাতায়নে, কেহ বা হর্ম্ম্যোপরি আরোহণ করিতে উদ্যতা হইলেন; পরন্তু গভীর-দুঃখের বিষয় এই যে, বিকচ-কমলাননা

সেই সকল দানব-বধূ বাতায়নে, প্রাসাদোপরিতলে, কিম্বা বিমানবরাগ্রে আরোহণাবসরে মূলপ্রদেশে ভগ্ন হওয়ায়, তাঁহারা সকলে বাতায়ন, প্রাসাদোপরিতল, বা বিমানাগ্র হইতে অঙ্গাররাশিমধ্যে পতিতা হইয়া নির্দগ্ধা হইতে লাগিলেন। কোন কোন মদবিহ্বলাক্ষী দানবেন্দ্রবনিতা সুপ্তাবস্থায় পর্য্যঙ্কগর্ভে ভস্মতা প্রাপ্তা হইলেন। কেহ বা অভিমানভরে কুটিল-নয়নে পরিপূর্ণ-শরচ্চন্দ্র-সম-শোভমান-প্রিয়ানন নিরীক্ষণ করিতে করিতে, অনলক্রোড়ে শয়ন করিলেন। প্রশস্ত-শয়নাসনতলে বিলাস-বাসনা-সমাক্রান্ত-হৃদয়ে সম্ভোগান্তে প্রিয়জনসহ সুখ-প্রসুপ্তা কোন কোন দানব-বর-বধূ অসহ্য অনল-জ্বালা-শতে আবৃতা হইয়া, অকালে প্রাণ-ত্যাগে প্রস্তুতা হইলেন। তাম্র-সদৃশ-নিতান্ত-রক্ত-রাগ-রঞ্জিতকমল-দলায়ত-বিলোচন-দ্বয়ে অতীবশোভনা কোন কোন দানব-বীর-রমণী নিজ-নিজ-কান্তজনসহ করাল-কৃষ্ণবর্ত্মার বিকট কবল হইতে পরিত্রাণ-লাভ অসম্ভব জানিয়া, অন্তিমকালে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট জ্ঞান-ভক্তি-যুক্ত-হৃদয়ে শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-স্মরণ করিতে করিতে, অগ্নিগর্ভে আনন্দ-ভরে আত্ম-বিসর্জ্জন করিলেন। শীতকালে সর্ব্বাঙ্গে সুখোষ্ণস্পর্শা গ্রীষ্মকালে সর্ব্বাবয়বে সুখ-শীতল-স্পর্শ-রমণীয়া প্রতপ্ত-জাম্বূনদ-রম্য-বর্ণা শ্যামা, অথবা বিকসিত-শ্বেত-শতদল-সমান-বর্ণশালিনী অবদাতা স্ত্রী অর্থাৎ শ্বেতবর্ণা গৌরবর্ণা নির্ম্মলা কোন কোন দানব-সুন্দরী কর্ণান্ত-বিশ্রান্ত-বিশাল-নয়ন-যুগলে স্মিত-বিকসিত-প্রেম-মধুর-কমনীয়-কান্ত-মুখারবিন্দ বিলোকন করিতে করিতে, গতপ্রাণা হইলেন।

সর্ব্বতঃ কাঞ্চনময়-সুমেরু-প্রভৃতি অচলস্থ-কিন্নরীগণ সহসা সমুপ-স্থিত-সুতীব্র-ত্রাস-বশতঃ নিজ-নিজ আবাস-স্থান-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যেমন কোন নির্ভয়-স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, সেইরূপ কনকাচল-শিখরোপমপ্রসাদোপরিতলে সংস্থিত সেই শ্যামাবদাত-দৈত্যাঙ্গনাগণ অক-স্মাৎ বিশাল-নয়ন-নলিন-নিচয়-সাহায্যে সেই ত্রিপুরালয়কে প্রদীপ্ত হইতে দেখিয়া এবং প্রচণ্ড-শর-পাবক-দ্বারা আলিঙ্গ্যমান অবস্থায় নিতান্ত সন্ত্রস্ত-হৃদয়ে ভয়ার্ত্ত অন্তঃকরণে ভয়-বিগম ও শান্তিলাভ ইচ্ছা করিয়া, ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চ, দানব-বিলাসিনীগণ শান্তিলাভ-

প্রত্যাশায় যখন ইতস্ততঃ বিধাবিত হইতেছিলেন, তৎকালে তাঁহারা অর্থাৎ দানব-প্রিয়া-জনগণ এক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সমানাভিপ্রায়-সম্পন্ন অভিন্নাশা-সমলঙ্কৃত-হৃদয় অবিরুদ্ধ-ধর্ম্মা প্রিয়-জনগণকে শান্তি-লাভ-বাসনা-বশীকৃত-হৃদয়ে শর-পাবক-তাপোপশমনার্থ যত্রতত্র গমনাগমন করিতে দেখিয়া, মোহ-প্রযুক্ত পথিমধ্যে সমাগত সেই সকল প্রিয়জনকে সুদৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া, দ্রুততরবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তথা দানবেন্দ্রগণও প্রিয়া-জন-কৃত-বাহুলতাবেষ্টনে আবেষ্টিত, বা পরি-গৃহীত হইয়াও, মরণ-ত্রাস-সমাকুল-হৃদয়ে কামোপভোগ-বাসনা-শূন্য-মানসে বিমল অন্তঃকরণে কেবলমাত্র প্রাণ-পরিরক্ষণার্থ প্রিয়ালিঙ্গিত-শরীরে বিপুল-বেগাবলম্বনে শীঘ্রগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

হা কষ্ট! শীঘ্রগমনে প্রবৃত্ত হইলে হইবে কি? দেবগণ-কৃত-বিষম-বিপ্রিয়াচরণ-প্রযুক্ত বিভ্রান্ত-মানসে উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয়ে বিক্ষিপ্ত-চিত্তে ব্যাকুল-প্রাণে হতাশ অন্তঃকরণে ঊর্দ্ধশ্বাসে বিধাবনকালে ক্ষিপ্তপ্রায় দানবেন্দ্রগণ পুত্র, কন্যা, প্রিয়তমা-পত্নী-প্রভৃতির বাহুলতাবেষ্টনে আবেষ্টিত আলিঙ্গিত হইয়া, ধাবিত হইলেন বটে; কিন্তু হায়! দিক্-হারা পথহারা পথিক যেমন দিগ্‌ভ্রান্তি, বা পথভ্রমবশতঃ গন্তব্যপথে অগ্রসর না হইয়া, বিপথে গমন করে, অথবা কোন অপরিচিত-পুর-প্রদেশে কোনরূপে প্রবিষ্ট হইয়া, পশ্চাৎ বিনির্গমনকালে শতচেষ্টা ও বহু অনুসন্ধান সত্ত্বেও ব্যক্তিবিশেষ যেমন কোনরূপেই বিশাল-নগরোপম-পুর-প্রদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ চির-পরিচিত হইলেও, চিত্তভ্রম, বা আকস্মিক-গুরুতর-বিপদাগম-বশতঃ বিবেক-বিহীন নিষ্ক্রান্তিমূঢ় শিবভক্তিমূঢ় হতভাগা দানবেন্দ্রগণ কোনরূপেই নিষ্ক্রান্ত হইতে সমর্থ হইলেন না। পক্ষান্তরে যদি বা বিপথ অবলম্বনে দিতিজেন্দ্রগণ কোনরূপে পুরপ্রদেশ হইতে নিষ্ক্রমণে সমর্থ হইলেন, তথাপি সেই নিষ্ক্রমণ ফলোপধায়ক না হইয়া, সুফল-প্রসবের পরিবর্ত্তে নিরতিশয় কুফলই প্রসব করিল। অর্থাৎ শিলাতল-বিশাল-ললাট-ফলকের নিম্নতলস্থ আকর্ণবিশ্রান্ত-শতদল-দলায়ত উজ্জ্বল-জ্যোতির্বিশিষ্ট-নয়ন-নলিন-নিচয়ের বিমলপ্রভা প্রলয়াগ্নি-সদৃশ-তেজস্বিশর-পাবকের

তীব্রাতিতীব্র-সমুজ্জ্বল-প্রচুরতর-খরতর-কর-নিকরপ্রাবল্য-বশতঃ প্রতিহতা, বা অভিভূতা হওয়ায়, পুত্র-কন্যা-পত্নী-প্রভৃতি আত্মীয়-পরিজনে পরিবৃতদানবেন্দ্রগণ অন্ধপ্রায় নিরাপদ্‌বহুকুশলযুক্ত-সুপ্রশস্ত-মার্গাদি অবলোকনে অসামর্থ্য-প্রযুক্ত কুমার্গাবলম্বনে নিষ্ক্রমণ মাত্রেই "পেতুঃ সমুদ্রে বল-বিপ্রযুক্তাঃ", অর্থাৎ দানবীয়-বল-সৈন্য-সমূহ হইতে বিপ্রযুক্ত-বিশ্লিষ্টবিভিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া, সমুদ্রগর্ভে পতিত হইলেন।

কিঞ্চ, সমুদ্রে পতিতপ্রনষ্টদানবেন্দ্রগণকে সাগর-গর্ভস্থ-গিরি-সন্নিকাশমহাকায়তিমিতিমিঙ্গিলতিমিঙ্গিলগিলতদ্‌গিল-রাঘবাদিমহামৎস্যগণ, তথা তীব্র-বেগ-সম্পন্নভয়ানকনক্রেনক্ররাজমকরাদিমহাজলজন্তুগণ তৎক্ষণ-মাত্রেই প্রহর্ষভরে আহার্য্যরূপে সংগ্রহ করিল। তথা সংচ্ছিন্ন-হার গলিত-বসন বিগতাভরণ মুক্ত-কেশ দানবেন্দ্র-পত্নীগণ ও তাঁহাদিগের পুত্র-কন্যাদি আত্মীয়-পরিজনগণ স্তিমিতগম্ভীর-সাগরগর্ভে পতিত হইবামাত্র নষ্ট-বলবিগত-প্রাণদানবীয়-শব-শরীর-সকলকে রক্ষক-বিহীন অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া, মহাকায়মহাবলকরাল-দংষ্ট্রবিকৃতানন অপরাপরজলচর-নিচয় মহানন্দে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অপিচ, সাগরগর্ভে পতিত-দানব-দানবীগণের মধ্যে যাঁহারা জীবিত ছিলেন, সেই সকলদানব-যুবা ও যুবতী করাল-দংষ্ট্রবিকৃতানন-জলচরগণ-কর্ত্তৃক ভক্ষ্যমাণাবস্থায় নিজ-নিজ-প্রিয়া-প্রিয়জনকে সরোষভাবে বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়া, দীন-দীনতর-স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। দনুপুত্রপুত্রবধূগণের মধ্যে কেহ কেহ বা শরপাবকদগ্ধরুগ্নশরীরে কেহ কেহ বা অস্ত্রশস্ত্র-প্রহারে ক্ষত-বিক্ষতভিদ্যমান-কলেবরে পরস্পরকে দীনতর-নয়নে অব-লোকন করিতে করিতে, হতাশ-হৃদয়ে ব্যাকুল-প্রাণে ক্রন্দন করিতে করিতে, অতল-সমুদ্রতলে নিমজ্জিত হইলেন।

তৎকালে সেই দানব-বিলাসিনীগণের প্রিয়-জন-নিচয়ের প্রতি যে ক্রোধনিরীক্ষিত, তাহা অবশ্যই অভিজ্ঞরসিকেশ্বরদর্শক-বৃন্দের বিলো-চনে নিতান্ত-মধুরনিরতিশয়-মনোজ্ঞরূপে প্রতিভাত, বা শোভনভাবে বিরাজিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। প্রিয়তম-কান্তজনগণ সহ প্রগাঢ়-তররূপে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সংশ্লেষ-পূর্ব্বক রতাবসানে ক্ষণকাল বিশ্রামের

অনন্তরই প্রিয়জনগণ যদি পুনরপি কামাধিকৃত অন্তঃকরণে রতিবাসনা-বশবর্ত্তী হইয়া, প্রথম-সম্ভোগমাত্রে পরিখেদিতপ্রিয়াজনগণকে অভি-গমনার্থ আলিঙ্গন আকর্ষণে সমুদ্যত হন, তবে তৎকালে তাঁহাদিগের ক্রোধ-নিরীক্ষিত কি প্রিয়জন-সমক্ষে মধুর, বা রমণীয়তররূপে প্রতিভাত হয় না ? অবশ্যই হইয়া থাকে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, "তাসাং তদা দৈত্যবিলাসিনীনাং, রেজে ভৃশং ক্রোধনিরীক্ষিতং তৎ। রতাবসানে পরিখেদিতানাং, প্রিয়ৈরিবাসামভিগন্তুকামৈঃ।" অপিচ, "সর্ব্বে ততো দৈত্যবৃষাঃ সভার্য্যাঃ, প্রদহ্যমানাস্ত্রিপুরানলেন। মগ্নাঃ সমুদ্রে মকরৈর্বিভিন্না, গতাসবো মৃত্যুবশং প্রজগ্মুঃ॥"

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

অনন্তর প্রকারান্তরে অর্থাৎ কল্লান্তরাভিপ্রায়ে ত্রিপুর-দাহ-বর্ণনা করিতে হইলে, আমাকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, "ভো ভো ন যাবস্তগ-বানর্চ্চিতোঽহসৌ দ্বিবিগ্রহঃ। পুরাণ-জগদীশেশ! সাম্প্রতং ন দহিষ্যসি।" এইরূপ পরমশোভনা আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া এবং দেবী ভদ্রকালীকে আহ্বান-পূর্ব্বক দ্বিবিগ্রহ-গজবক্ত্রদেবের পূজাকার্য্য-সম্পাদনান্তে সম্পূ-জিত-প্রহৃষ্ট-পরিতুষ্ট-মানসে অগ্রগামী বিঘ্নগণে-পরিবৃতবিনায়কদেবকে পুত্রত্ব-প্রযুক্ত সাদরে আলিঙ্গনদ্বারা সম্ভাবিত ও সম্বর্দ্ধিত করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব যখন গগন-গাত্রে দৈত্যগণের পুরত্রয়কে যথাতথভাবে পরস্পারের সহিত সংযুক্ত মিলিত একীভূত অবলোকন করিলেন, তৎ-কালে শ্রীভগবান্ শ্রীহরদেবকে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ও ভগবান্ বিষ্ণু সবিনয়ে এইকথা বলিলেন যে, হে ভগবন্! বিরূপাক্ষ! বিঘ্নেশ্বরদেব প্রসন্ন হইয়াছেন, বিঘ্নরাজদেবগণেশ্বরের সম্পূজনমাত্রেই ক্ষিপ্রগতি এই পুরত্রয় একত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, পুরদাহের যথোচিত সময় উপস্থিত হইয়াছে, পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত পুরত্রয় একীভাবপ্রাপ্ত হইয়া, ত্রিপুরত্ব লাভ করায়, মহাত্মদেবগণের মধ্যে তুমুল হর্ষ উপস্থিত হই-য়াছে, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ আপনার জয়গান করিতেছেন এবং দেবগণ আপনার অনুগ্রহ-লাভ-বাসনায় স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু, হে দেবেশ! যাবৎ এই পুরত্রয় বিপ্রযোগ প্রাপ্ত না হয়, তাবৎকালমধ্যে এই পুরত্রয়কে আপনি দগ্ধ করুন।

অপিচ, পুনরপি ভগবান্ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুদেব কহিলেন, হে ভূতভাবন্! আমরা সবিশেষ অবগত আছি যে, ক্ষুদ্র-ত্রিপুর-দাহার্থে আপনার এই সুবিপুল আয়োজন করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই, দেব-সৈন্য-গঠনেরও কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না, গণ-সকলের সহিত আপনার এখানে আগমন করিবারই বা প্রয়োজন কি? হে দেব! মহেশ্বর! আপনি যে ইচ্ছা

করিলে, ক্ষণকালমধ্যেই মনঃ-সঙ্কল্প-মাত্র-সাহায্যে চরাচরাত্মক এই বিশ্বের বিলয়-সাধনে সমর্থ, বা বিশিষ্ট আয়োজন উদ্‌যোগের কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া, কেবলমাত্র বীক্ষণ-দ্বারাই এই জগত্রয়ের ভস্মীভাব-সম্পাদনে সর্ব্বথা কুশল, তাহাও আমরা সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছি। হে সর্ব্ব-সুরাসুরগুরো! হে দেব! "কিন্তুত্র কারণং হ্যেতৎ দুষ্টানাং প্রত্যয়ায় বৈ। লোকেষু খ্যাপনার্থং বৈ যশঃ পরমলাপহম্। অস্মদ্‌যশো বিবৃদ্ধ্যর্থং শরং মোক্তুমিহার্হসি।" অপিচ, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুদেবের এইরূপ প্রার্থনানুরোধ-বচনে প্রার্থিত ও অনুরুদ্ধ হইয়া, "অভীলাখ্যে মুহূর্ত্তে তু ধনুর্নিষ্কৃষ্য সোঽদ্ভুতম্। কৃত্বা জ্যাতল-নির্ঘোষং নাদমত্যন্তদুস্তরম্। আত্মনো নাম বিশ্রাব্য সমাভাষ্য মহাসুরান্। মার্ত্তণ্ডকোটিবপুষং কাণ্ডমুগ্রো মুমোচ হ।" উগ্রাপরনামা শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক যথোপযুক্ত অবসরে কোটি-সূর্য্য-প্রতীকাশ কাণ্ড অর্থাৎ সোম-বিষ্ণ্বগ্নি-সম্ভব শর নির্ম্মুক্ত হইলে, সেই বাণ ত্রিপুরস্থ তারকাক্ষ, বিদ্যুন্মালী ও কমলাক্ষ, এই দৈত্য-ত্রয়কে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল।

অনন্তর শরাগ্নি-প্রদীপ্ত সেই পুরত্রয় দগ্ধ, ভগ্ন ও ভস্মীভূত হইয়া, যুগপদ্ ভূমিতলে পতনোন্মুখ হইল বটে; কিন্তু "তারকাক্ষস্ত্বনির্দ্দগ্ধো ভ্রাতৃভ্যাং সহিতোঽভবৎ।" বাণাগ্র-বহ্নি-সাহায্যে শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি-দৈত্য-দানব দগ্ধ ও নিহত হইলেও, অনির্দ্দগ্ধ-শরীরে ভ্রাতৃ-দ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া, মহারাজ তারকাক্ষ "মহাদেবং সমুদ্দিশ্য তমূচুর্মনসা শনৈঃ। ভক্ত্যা পরময়া যুক্তঃ প্রলপন্ বিবিধাং গিরম্।" তারকাক্ষ কহিলেন, হে মহাদেব! ভব! আপনি সর্ব্বদেবশিরোমণি সর্ব্বান্তর্যামী এবং সর্ব্বজ্ঞ; সুতরাং আপনি সম্পূর্ণ-রূপে যে আমার, বা আমাদিগের মনোভাব অবগত আছেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে দেব! আপনি যদি আমাদিগের মনোগত অভিপ্রায় সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া, আমাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে অবশ্যই আমরা মনে করিতে পারি যে, আমাদের জন্ম সর্ব্বথা সার্থক, বা সফল হইয়াছে। হে দেববর! আমাদের যাহা করণীয়, তাহা অদ্য আমরা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছি। ব্রহ্মা,

বিষ্ণু, ইন্দ্র ও চন্দ্র-প্রভৃতিদেবগণশ্রেষ্ঠ-কর্ত্তৃক অনুল্লঙ্ঘনীয়-মদীয়-পরাক্রমের প্রশমন-কল্পে আপনি যে মুমুক্ষুজনবাঞ্ছিতযোগিধ্যেয়শ্রীপাদপদ্মযুগলে চাঞ্চল্য আনয়ন-পূর্ব্বক কৃপা করিয়া, এখানে সমাগত হইয়াছেন, ইহা কি আমার, বা আমাদিগের ন্যায় দানবাধমের পক্ষে পরমসৌভাগ্যের পরম-গৌরবের বিষয় নহে ?

হে দেব ! সমুদ্রমন্থনকালে যে কাট-কূটাখ্য-মহাবিষের তেজঃপ্রভাবে বিষ্ণু কৃষ্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যে মহাবিষের উপসংহার সর্ব্বসুরাসুরের অসাধ্য হইয়াছিল, আপনি অবলীলাক্রমে সেই মহাবিষ পান করিয়া, নীলকণ্ঠনাম ধারণ করিয়াছেন। আর অধুনা সর্ব্বসুরাসুরের অসাধ্যত্রিপুর-দাহলক্ষণ এই অতিদুষ্করসুমহৎকর্ম্মসাধন করিয়া, আপনি ত্রৈলোক্যমণ্ডলে ত্রিপুরারিনামে পরিচিত হইলেন। হে দেব ! আমি আপনার অলৌকিক-বিষ-পান-ব্যাপার অবলোকন করিয়া, মনে মনে ভবদীয়যুদ্ধ-পরাক্রম-সন্দর্শন ও আপনার ন্যায় সর্ব্বদেবপ্রবরেশ্বরের হস্তে মৃত্যু ইচ্ছা করিয়াছিলাম। হে নীলকণ্ঠ ! আমি উক্তরূপ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া, পরম-তপোবলে লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট হইতে বরস্বরূপে সুবিহিত-নয়ানুসরণে বিশেষ-যুক্তি ও বিচার-পুরঃসর একমাত্র আপনিভিন্ন এই ত্রৈলোক্য-মণ্ডলে, বা জগতীতলে সর্ব্বসুরাসুরের অভেদ্য, অসাধ্য ও অগম্যরূপে পুরত্রয়নির্ম্মাণ করিয়া, প্রকারান্তরে অমরত্বলাভ-পূর্ব্বক এযাবৎকাল সুখে অবস্থিতি করিতেছিলাম। মনে ভাবিয়াছিলাম, আপনি "নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু" ; সুতরাং আপনি কখনও আমার বা আমাদিগের বধ-সাধনে অগ্রসর হইবেন না।

আর যদি আপনি পূর্ব্বোক্ত-নিয়ম-সকলের অনুসরণ-পূর্ব্বক আমাদিগের নিধন-সাধনে অগ্রসর হন, তবে বীরধর্ম্ম অবলম্বনে সম্মুখ-সমরে আপনার হস্তে নিধন-প্রাপ্তি অপেক্ষা আর আমাদিগের অপর স্পৃহণীয়-সৌভাগ্য কি হইতে পারে ? হে সর্ব্বদেব-বরেণ্য ! এই ত্রিপুরাসুর-সংগ্রামে আমি আপনার পরাক্রম প্রাণ ভরিয়া, প্রত্যক্ষ করিয়াছি। "ভগবন্ ! যদি তুষ্টোঽসি জহ্যস্মান্ সহ বন্ধুভিঃ। তেন সত্যেন ভূয়োঽপি কদা ত্বং প্রদহিষ্যসি"। অর্থাৎ হে ভগবন্ ! আপনি যদি আমাদিগের

প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে বন্ধুগণের সহিত নিহত করুন এবং আমাদিগের সমক্ষে এইরূপ প্রতিশ্রুতি, বা সত্য করুন যে, তোমরা যদি আবার কখনও কল্পান্তরে প্রাদুর্ভূত হও এবং তোমাদের বধ যদি জগতের হিতার্থে সর্ব্ব-জন-সম্মত, বা আবশ্যক বিবেচিত হয়, তবে আমিই তোমাদিগের বধ-সাধন করিব। হে সর্ব্বসুরাসুরপূজ্য! আপনি যদি আমাদিগের প্রতি কৃপা-পরবশতা-প্রযুক্ত উক্তরূপ প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হন, তবে আমরা অত্যন্ত আগ্রহানুরাগের সহিত আপ-নাকে প্রশ্ন করিতেছি যে, হে মহাদেব! আপনি তথাকথিত-স্বকৃত-সত্যসমাশ্রয়ণে পুনরপি কোন্ সময়ে আমাদিগকে এইভাবে প্রকৃষ্ট-রূপে দগ্ধ করিবেন? হে হৃদয়াধিনাথ! শঙ্কর! "দুর্ল্লভং লভ্য-মস্মাভির্যদপ্রাপ্যং সুরাসুরৈঃ। ত্বদ্‌ভাবভাবিতাবুদ্ধির্জাতা, জাতং ভব-ত্বিতি।" অর্থাৎ হে দেব! এই জগতীতলে সর্ব্বসুরাসুরগণ-কর্ত্তৃক একমাত্র আপনার পরমানুগ্রহ-ব্যতীত যাহা সর্ব্বতোভাবে সতত অপ্রাপ্য, কেবলমাত্রভবদীয়কৃপাবলে আমরা ভবদীয়-কর-কমল-প্রেরিত অগ্নীন্দু-জনার্দ্দনাত্মা বাণের অগ্রভাগোত্থ অনল-সাহায্যে দগ্ধ হইয়া, নিধন-লক্ষণ সেই অপূর্ব্ব অলভ্য বস্তু অচিরকালমধ্যে লাভ করিতে অগ্রসর হই-য়াছি। কিন্তু, হে দেব! এই অন্তিমসময়ে আমাদিগের হৃদয়ে যে ত্বদ্‌ভাব-ভাবিতা ভবদ্ভাবানুরক্তা বুদ্ধি সঞ্জাতা হইয়াছে, ইহাও আমা-দিগের পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নহে। হে দেবপ্রবর! আমার মনে হইতেছে যে, আমরা যে কেবল অদ্যই আপনার এই অপার অনু-গ্রহ উপভোগার্থ অগ্রসর হইয়াছি, বা ত্বদ্‌ভাব-ভাবিতা বুদ্ধি এই আমা-দিগের প্রথম উপস্থিতা হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু ইতঃপূর্ব্বেও আমা-দিগের বহুবার ভবদ্-ভাবানুরক্ত-জ্ঞান-বিজ্ঞান সঞ্জাত হইয়াছে এবং সম্প্রতিও আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি যে, ভবচ্চরণানুরাগ-রক্তা বিমলা বুদ্ধি, বিশুদ্ধবিজ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে আত্মলাভ করিয়া, বারম্বার যেন আমাদিগকে পবিত্র করে।

পাঠকমহোদয়গণ! উক্তরূপকরুণরসাশ্রিতপ্রার্থনাবচনকীর্ত্তন করিতে করিতে, তারকাক্ষাদি-সুপ্রসিদ্ধ ত্রিপুরাধ্যক্ষত্রয় বাণাগ্রসঞ্জাত-বহ্নিসাহায্যে

নির্দ্দগ্ধ হইয়া, ভস্মীভাব প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ অন্যান্য-বালক-বৃদ্ধগণও শর-পাবক-দ্বারা নির্দ্দগ্ধ হইয়া, অচিরকালমধ্যে ভস্মতা-প্রাপ্ত হইলেন। কল্পান্তকালে প্রলয়াগ্নিদ্বারা জগন্মণ্ডল যেমন দগ্ধ হয়, সেইরূপ ত্রিপুরদুর্গাশ্রয়ে যে সকলবালক-বৃদ্ধযুবক-যুবতি সামান্যতঃ স্ত্রী, বা পুরুষ, যে কেহ অবস্থিতি করিতেছিলেন, কিম্বা সেই ত্রিপুর-নগরে গো, মেষ, অশ্ব ও মহিষাদি যে কোন পশু, অথবা অন্যান্য বাহন, কিম্বা যান-বসন-ভূষণাদি যাহা কিছু ছিল, তৎসমস্তই সেই বাণাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া গেল। কোন কোন দানববরবধূ ভর্ত্তার কণ্ঠ-প্রদেশে নিজ-নিজ-বাহুলতা অর্পণ করিয়া, দগ্ধা হইলেন। কোন কোন দানব-বিলাসিনী স্বীয়-শরীর-দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদিত করিয়া, স্বয়ং বিদগ্ধা হইলেন। কোন কোন দানব-বনিতা নিজ-নিজ-ভুজ-লতা-যুগলে স্ব-স্ব-পুত্রগণকে গ্রহণ করিয়া, বিদগ্ধা হইলেন। অপরাপর শত শত, সহস্র সহস্র দানব-দানবীগণ দগ্ধ, বা অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়া, নির্দ্দগ্ধ-শরীরে ভস্মীভূত হইলেন। কোন কোন দানব-বর-বধূ সুপ্তা, প্রমত্তা, অথবা রতি-শ্রান্তাবস্থায় ভস্মীভূতা হইলেন। কোন কোন দানবপত্নী অর্দ্ধ-দগ্ধা, বিবুদ্ধা, অথবা মোহ-মূর্চ্ছিতাবস্থায় ভূতলে পতিতা হইয়া, ভস্মতা প্রাপ্তা হইলেন। কেহ কেহ বা পলায়মান অবস্থায় মোহ-প্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া, দগ্ধ এবং ভস্মীভূত হইলেন। অধিক কি বলিব? সেই ঘোর-ত্রিপুর-বহ্নির দ্বারা অনাক্রান্ত, অথবা অবিদগ্ধ এমন সুসূক্ষ্ম-মাত্র-পদার্থও অবশিষ্ট ছিল না, যাহা অনির্দ্দগ্ধরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

ফলতঃ সেই ঘোর-শর-পাবক, বা ত্রিপুরানলের করাল-কবলে পতিত হইয়া, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকলকেই বিদগ্ধ, বা ভস্মীভাব প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল। শ্রীশঙ্করদেবের পরমভক্ত দানবপ্রবর ময় ও অসুর-রাজ বাণ যে অবিদগ্ধ অবস্থায় বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছিলেন, একথা আমি পূর্ব্ব-গ্রন্থে কীর্ত্তন করিয়াছি। যদি দেবগণের সহিত অবিরোধ-নিবন্ধন তৎকালে দানবরাজ ময় ও অসুররাজ বাণের শর-পাবক-প্রদীপ্ত-ত্রিপুরালয় হইতে

বিনির্গম স্বীকার করিতে কেহ অসম্মতিজ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার প্রতি অবশ্যই এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি ত্রিপুর-দাহ-কালে ময়দানব ও বাণাসুর ভস্মতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এইরূপ স্বীকার করা যায়, তবে ত্রেতাযুগে ময়-দানব রাক্ষসরাজ-রাবণের সহিত নিজ-কন্যা-মন্দোদরীর পরিণয়-কার্য্য-সম্পাদন করিলেন কিরূপে? এবং কিরূপেই বা দ্বাপরের শেষভাগে সুসংরব্ধ কৃষ্ণ ও দিধক্ষু পাবকের আক্রমণ হইতে পার্থের কৃপায় পরিত্রাণলাভ করিয়া, অর্জ্জুনের সন্তোষ-সাধনকল্পে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সভা-নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন? তথা সহস্রবাহু অসুররাজ বাণই বা কেমন করিয়া, ঊষাহরণ-উপলক্ষে দ্বারকাধিনাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া, বাহু-বন-ছেদনের অনন্তর শ্রীশঙ্করদেবের অনুগ্রহে গাণপত্যলাভ করিলেন? সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, দানবরাজ ময়ের সহিত অসুররাজ বাণও ত্রিপুর-দুর্গ-দিধক্ষুশরপাবকের ভীষণ আক্রমণ হইতে শ্রীশঙ্করদেবের কৃপা, বা ভক্তবাৎসল্যবশতঃ বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছিলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীশঙ্করদেবের কর-নির্ম্মুক্ত অগ্নীন্দুজনার্দ্দনাত্মা শর উক্তরূপে কৃৎস্ন-ত্রিপুরকে দগ্ধ করিয়া, দৈত্য-কোটি-শতে পরিবৃতত্রিপুরনগরকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করিয়া, তৎক্ষণমাত্রেই তাঁহার সমীপে আগমন-পূর্ব্বক দণ্ডবৎ ভূমিতলে প্রণামান্তে তদীয়-করকমলে ব্যবস্থিত হইলে, উক্ত-শর-কর্ত্তৃক পশ্চিমার্ণবে, কিম্বা চতুর্জ্জলধি-মেখলামণ্ডিতমহীদেবীর সুবিশাল-ক্রোড়ে প্রক্ষিপ্ত, দগ্ধ, বা ভস্মভাবাপন্নরূপে বিরাজিত সেই ত্রিপুর হইতে পূর্ব্বকালে শ্রীশিব-ভক্তি-পরায়ণ যে সকল দৈত্য-দানবগণ শিবালয়-প্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রতিদিন বিবিধ-স্বর্গীয় উপচারে শ্রীশিব-পূজা করিতেন, তাঁহারা সকলেই দিব্য-দেহ-ধারণ-পূর্ব্বক সমুত্থিত হইয়া, "শিবপূজাবিধের্বলাৎ" গাণপত্যপদে অধিরূঢ় হইলেন। এদিকে সেন্দ্রো-পেন্দ্রাদিদেবগণ যখন দেখিলেন, ভক্তপ্রবরদানবগণের মধ্যে "গাণপত্যং যযুঃ সর্ব্বে ভবপূজাবিধের্বলাৎ।" তৎকালে তাঁহারা এই ভুবনত্রয়ের মধ্যে একমাত্র শ্রীশঙ্করদেবের চিত্তে একদিকে ঘোরতর-সমর-নিষ্ঠুরতা, অপরদিকে পরমা কৃপা অনুভব করিয়া, মনে মনে অতীববিস্মিত হইলেন বটে; কিন্তু ত্রিপুর-দাহ-নিবন্ধন উগ্রমূর্ত্তি শ্রীশঙ্করদেব তথা হিমবৎসুতা দেবী হৈমবতীকে নিরীক্ষণ-মাত্রেই ভয়-বিহ্বল-হৃদয়ে মুখে বাঙ্‌নিষ্পত্তিমাত্রও করিতে সমর্থ হইলেন না।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও চন্দ্রাদি-দেবগণের উক্তরূপ-ভয়ভীতাবস্থা অবলোকন করিয়া এবং সমস্ত-দেব-সৈন্যকে অত্যন্তভীত দেখিয়া, মহানুভব ঋষি-পুঙ্গবগণ সৈন্যগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, সৈন্য-গণ! এ কি! তোমাদের হৃদয়ে সহসা এরূপ মহাভীতি উপস্থিতা হইবার কারণ কি? কিঞ্চ, হে পিতামহ! হে বিষ্ণো! আমরা আপনাদিগকে এত ভয়ভীত অবলোকন করিতেছি কেন? আপনারা বিশ্বস্ত-হৃদয়ে ভীতি-পরিহার-পূর্ব্বক অনন্তরকৃত্যে প্রবৃত্ত হইয়া,

শ্রীশঙ্করদেবব্যতীত সর্ব্বদেবের অসাধ্য এই ত্রিপুর-দাহলক্ষণ-বিরাট্-ব্যাপারের উপসংহারসাধন করুন, আর কালবিলম্ব করিবেন না। মহাত্মা ঋষিশ্রেষ্ঠগণের উক্তরূপ-বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, সন্তুষ্ট-হৃদয় ব্রহ্মা সমন্ততঃ সমাগত-দেবগণে পরিবৃত হইয়া, সমাহিত অন্তঃকরণে ত্রিভুবন-বন্দিত শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম-পুরঃসর ত্রিপুরারি শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে স্তুতি-দ্বারা প্রসন্ন করিতে অগ্রসর হইলেন। ইন্দ্র-চন্দ্রাদি-দেবগণ, তথা ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া, লোকপিতামহ চতুরাননদেব কহিলেন হে ভব! হে দেবেশ! হে পরমেশ্বর! আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে দেবদেব! আপনি ওঁকারস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার, আপনি গুণবর্জ্জিত, আপনাকে নমস্কার, আপনি গুণ-ত্রয়-স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার, আপনি স্বর্গেশ্বর, আপনাকে নমস্কার, আপনি সদাশিব, শান্ত, মহেশ, পিনাকী, সর্ব্বজ্ঞ, শরণ্য এবং সদ্যোজাত, আপনাকে নমস্কার, "স্তুত্বৈবং দেবতাঃ সর্ব্বা নমস্কারং পৃথক্ তদা। চক্রুস্তে পরমপ্রীতাঃ প্রার্থয়ন্তঃ সদাশিবম্।"

কিঞ্চ, "প্রসীদ দেবদেবেশ!, প্রসীদ পরমেশ্বর। প্রসীদ জগতাং নাথ প্রসীদানন্দদায়ক।" এইরূপে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের প্রসন্নতা-প্রার্থনা করিয়া, পুনরপি পিতামহদেব কহিলেন, হে ভগবন্! হে দেবদেবেশ! হে ত্রিপুরান্তক! হে শঙ্কর! "ত্বয়ি ভক্তিঃ পরা মেঽস্তু, প্রসীদ পরমেশ্বর!" পুনশ্চ, হে দেবেশ! ভবদীয়-ভবাব্ধি-পোত-স্বরূপচরণযুগলে চিরদিন যেন আমার ভক্তি সুদৃঢ়া থাকে এবং সর্ব্বদা আপনার সারথ্য-কর্ম্ম-সম্পাদন করিয়া, আমি যেন নিজ-জীবনকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতে পারি। অনন্তর ভগবান্ জনার্দ্দনদেবও শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে অবনত-মস্তকে প্রণাম করিয়া, "কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা", শ্রীশঙ্করদেবকে স্তুতি-বচনে এই কথা বলিলেন যে, হে দেব! আপনি নির্গুণ, আপনাকে নমস্কার, পুনশ্চ আপনি সগুণ, আপনাকে নমস্কার, আপনি প্রকৃতিরূপ, আপনাকে নমস্কার, পুনশ্চ আপনি পুরুষস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার, আপনি পশ্চাৎ গুণস্বরূপ, অতএব আপনাকে নমস্কার, আপনি

বিশ্বাত্মা, আপনাকে নমস্কার, আপনি ভক্তিপ্রিয়, শান্ত, শিব ও পরমাত্মা, আপনাকে নমস্কার, আপনি সদাশিব, রুদ্র ও "জগতাং"পতি, আপনাকে নমস্কার, হে দেব! "ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়া মেহস্তু, বর্দ্ধমানা ভবত্বিতি।" অতঃপর সর্ব্বজাতীয়দেবগণ একত্র মিলিত হইয়া, শ্রীপরমেশ্বরদেবকে প্রণাম-পূর্ব্বক স্তুতিবচনে এই কথা বলিলেন যে, "প্রসীদ জগতাং নাথ, প্রসীদ পরমেশ্বর। প্রসীদ সর্ব্বকর্ত্তা ত্বং নমামঃ শঙ্করং মুদা। ত্বয়ি ভক্তিদৃঢ়াস্মাকং নিত্যং স্যাদনপায়িনী।"

দেবগণ-কর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া, সেই সর্ব্বলোক-বিদিত দেবেশ্বর লোকশঙ্কর শ্রীশঙ্করদেব এইবচন কহিলেন যে, হে দেবগণ! আমি তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমাদের মনোগত বর কি? তাহা বল, আমি তোমাদিগকে অভিপ্রেতবরদান করিতেছি। দেবগণ কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি যদি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাদিগকে বরপ্রদান করা যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে হে দেববর! যখন যখন ত্রিদিববাসী দেবগণের দুঃখ উপস্থিত হইবে, তত্তৎকালে আপনি স্বস্বরূপে প্রকটীভূত হইয়া, সর্ব্বদা আমাদের দুঃখের বিনাশ-সাধন করিবেন। উক্তরূপে প্রার্থিত হইয়া, ভগবান্ শ্রীরুদ্রদেব কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা যাহা প্রার্থনা করিতেছ, আমি তোমাদিগকে সেই বরই প্রদান করিলাম। হে দেবগণ! যে যে সময়ে তোমাদিগের দানবাদিসম্ভব-দুঃখ-দুর্দ্দশা উপস্থিতা হইবে, সেই সেই সময়ে আমি নিজরূপ প্রকটিত করিয়া, তোমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিব। অপিচ, আমি তোমাদিগের দ্বারা কৃত এই স্তোত্র-বচন-শ্রবণে পরমপরিতুষ্ট হইয়াছি। অতএব আমি তোমাদিগের যাহা অভীষ্টতম, তৎসমস্তই তোমাদিগকে এইক্ষণেই প্রদান করিলাম। অধিকন্তু আমি তোমাদিগের নিকটে প্রতিশ্রুত হইতেছি যে, তোমাদিগের যাহা যাহা অভীষ্টতম হইবে, তৎসমস্ত সর্ব্বকালেই তোমাদিগকে নিশ্চিতরূপে প্রদান করিব।

শ্রীশঙ্করদেব এইরূপে দেবগণকে প্রার্থিত-বর-প্রদান-পূর্ব্বক ভক্ত-বাৎসল্যের প্রকৃষ্ট পরিচয়-দানান্তে স্বীয়--বরদনামের সার্থকতা-সম্পাদন

করিতেছেন, এমন সময়ে আমাদিগের সেই পূর্ব্বপরিচিত-মায়াময়-যতি-প্রবর মুণ্ডী পুরুষগণ তথায় সমাগত হইয়া, "প্রণম্যোচুশ্চ তান্ সর্ব্বান্ বয়ং কিং করবামহে ?" মায়াময়-মুণ্ডিগণের তথাবিধপ্রশ্নবচন শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবগণ কহিলেন, "তাবন্মরুস্থলী সেব্যা যাবৎ কলিঃ সমাব্রজেৎ।" দেবগণের উক্তরূপ আদেশবচন শ্রবণ করিয়া, মায়াময়-পুরুষগণ তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবগণকে "নমস্কৃত্য গতাস্তত্র, যথোদ্দিষ্টং সমাশ্রয়ম্।" কিঞ্চ, সেই অগ্ন্যন্দুজনার্দ্দনাত্মা শর যখন কৃৎস্ন-ত্রিপুরকে প্রকৃষ্টরূপে দগ্ধ করিয়া, পশ্চাৎ দগ্ধ ভস্মীভূত ত্রিপুরকে পশ্চিমার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের কর-প্রদেশে আগমন-পূর্ব্বক অবস্থিত হইল, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেব ত্রিপুর নিঃশেষে দগ্ধ হইয়াছে এবং দৈত্য-দানবগণ সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, দেবগণকে পূর্ব্বের ন্যায় তত্তৎপদে অবস্থাপিত করিয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র-চন্দ্রাদি-বিবুধ-বৃন্দের ভয়াপনয়নার্থ স্বয়ং পূর্ব্বের ন্যায় দিব্য-শরীর-ধারণপূর্ব্বক সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুস্বরূপে বিরাজমান হইলেন।

অনন্তর "ব্রহ্মাদয়স্তে ত্রিদিবৌকসেশাঃ, নেমুর্বচশ্চেদমথোচুরীশম্। কৃতং ত্বয়েদং ভগবন্নশক্যং, শুভং মহদ্রৌদ্রকরঞ্চ কর্ম্ম। দৈত্যা হতাস্ত্রিপুরং প্রদগ্ধং, শান্তিঃ কৃতা নশ্চ সুরাসুরেশ। নমোঽস্তু সর্ব্বত্র সদাস্থিতায়, স্রষ্ট্রে সুরাণাং প্রমথেশ তুভ্যম্। নিত্যঞ্চ বিজ্ঞানলসৎক্রিয়ায়, নমোনমঃ সর্ব্বগতায় তুভ্যম্।" অপিচ, দেবগণের উক্তরূপস্তুতি-বচন-শ্রবণ-সমনন্তর প্রসন্ন-গম্ভীর-মধুর-বদনে সুমিষ্ট-বচনে "তানাহ দেবঃ স তদা সুরেন্দ্রান্, ব্রহ্মার্ক-বিষ্ণ্বিন্দ্রযমেশ্বরাদীন্। সদৈব যূয়ং পরিপালনীয়াঃ, রক্ষ্যাশ্চ দেবাঃ সুতবৎ সদৈব। পূর্ণাভিলাষা হতবিদ্বিষশ্চ, প্রযাত হৃষ্টাশ্চ নিবেশনানি। দেবাস্ততো দেববরং প্রণম্য, জগ্মুঃ স্বকীয়ানি নিবেশনানি। দেবোঽপি সাধ্যৈরভিবন্দ্যমানঃ, কৈলাস-শৃঙ্গে সহিতো গণেন্দ্রৈঃ। চণ্ডীশ-নন্দীশ্বর-বীরভদ্রৈঃ, জগাম কর্ত্তা জগতস্ত্রিনেত্রঃ।" এইরূপে ত্রিপুর-দহনোপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া, ভগবান্ সনৎকুমারদেব কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-ব্যাসদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, "ইতি কথিতমশক্যং দেবদেবস্য কর্ম্ম, ত্রিপুরদহনসংজ্ঞং ব্যাস তুভ্যং ময়ৈতৎ। মনুজ ইদমধীতে যঃ

শুচিঃ শর্ব্বভক্তঃ, স ভবতি গতপাপঃ স্বর্গভাগ্ দেবজন্মা।" পাঠক-মহোদয়গণ! আমিও আপনাদিগের নিকটে বিনীতবচনে কথন করিতেছি যে, "রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রোধনুরথো", ইত্যাদিব্যাখ্যাস্যমান অষ্টাদশশ্লোকের বিবরণ-প্রণয়ন-তৎপর-মানসে উক্তশ্লোকের গর্ভগত-নিগূঢ় তাৎপর্য্য উদ্‌ঘাটনকল্পে অর্থবোধসৌকর্য্যাভিপ্রায়ে আমি এই যে ত্রিপুরদাহোপাখ্যান সংগ্রহ করিলাম, ইহার বিস্তৃতিজনিতদোষমার্জ্জনা করিয়া, শ্রীশর্ব্বভক্তিযুক্ত-অন্তঃকরণে আপনারা যদি এই উপাখ্যানের তাৎপর্য্যার্থ সমনুশীলন করেন, তবে আপনারাও যথোক্ত ফলভাগী হইয়া, শ্লোক-ব্যাখ্যানাবসরে যথেষ্ট সুখ-সন্তোষ এবং বিশিষ্ট আনন্দানুভবে সমর্থ হইবেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

হে ঈশ! বিশ্বনাথ! "ত্রিপুরতৃণং দিধক্ষোস্তব কোঽয়ং আড়ম্বর-বিধিঃ? ত্রয়াণাং পুরাণাং সমাহারস্ত্রিপুরং, তদেব তৃণং তৃণোপমমিত্যর্থঃ।" যদি আশঙ্কা হয় যে, পূর্ব্ববর্ণিতহেমময়-রজতময়-কার্ষ্ণায়সময়-নগরাকার-সুদৃঢ়তর-দুর্গত্রয় তৃণের দ্বারা উপমিত হইতে পারে কিরূপে? তবে উক্তরূপা আশঙ্কার পরিহারার্থ এইরূপ উত্তর প্রদত্ত হইতে পারে যে, যে কার্য্য ব্যক্তিবিশেষের নিকটে অসাধ্য, দুঃসাধ্য, বহ্বায়াসসাধ্য, বা অতিগুরুতররূপে প্রতীত হয়, সেই কার্য্য আবার সমধিক-সামর্থ্যশালী ব্যক্তি-বিশেষের নিকটে সাধ্য, সুসাধ্য, অল্পায়াস-সাধ্য, অনায়াসসাধ্য, বা অতিলঘুতররূপে প্রতীয়মান হইতে পারে। দৃষ্টান্ত যেমন পবননন্দনের সাগর-লঙ্ঘন, লঙ্কা-দাহ, গন্ধমাদন-আনয়ন প্রভৃতি। তথা শ্রীকৃষ্ণের কালীয়-দমন, স্যমন্তকাহরণ, গোবর্দ্ধন-ধারণ, পারিজাত-হরণ-প্রভৃতি। শ্রীরামচন্দ্রের বালি-বধ, সেতু-বন্ধন-প্রভৃতি। অর্জ্জুনের খাণ্ডবদাহ, বা অগ্নি-প্রীণন, সংসপ্তক-বধ, জয়দ্রথ-বধ-প্রভৃতি। সেইরূপ বজ্রায়সাদিময়-পুরত্রয়ের ভেদন, ছেদন, বা দাহন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র-চন্দ্রাদি-দেবগণের পক্ষে অসাধ্য হইলেও, মহামহিম শ্রীশঙ্করদেবের পক্ষে যখন সংকল্পমাত্র, অথবা ঈক্ষণ-মাত্র-সাধ্য, তখন উক্ত পুরত্রয় সুদৃঢ়তর হইলেও, তৃণসম বিবেচিত হইবে না কেন?

সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, হে মহাদেব! অনায়াস-নাশ্যত্ব-প্রযুক্ত তৃণোপমত্রিপুরকে যদি আপনি দগ্ধ করিতেই ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে লোকে যেমন সুমহৎপ্রয়োজন উদ্দেশ্য করিয়া, সম্ভ্রম-রচনা করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনার এই "মহৎপ্রয়োজনমুদ্দিশ্যেব" গুরুতর-সম্ভ্রমরচনা করিবার আবশ্যক কি আছে? হে দেববর! লৌকিকজনেরাও ত নখচ্ছেদ্যে কুঠারাঘাত করে না। হে দেব! তবে আপনি কেন নখচ্ছেদ্য-ত্রিপুরতৃণের বিনাশার্থ কুঠার-পরিগ্রহণের

পক্ষপাতী হইয়াছেন ? অথবা হে পশুপতে ! এই অত্যল্প-মাত্র-প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য আপনার এই মহান্ প্রয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করা কি সমুচিত হইয়াছে ? কখনই নহে। যদি বল শ্রীমন্মহেশ্বরদেব কি এমন সম্ভ্রমরচনা করিয়াছেন যে, যদ্দ্বারা শ্রীশিবশঙ্করদেবের প্রতি আপনার এইরূপ সুমহান্ আয়াসের আশ্রয়গ্রহণ করা সমুচিত হয় নাই, এবম্বিধ অভিমত প্রকাশযোগ্য হইতে পারে ? এইরূপ প্রশ্নবচনের আবির্ভাব-বশতঃ প্রতিবচন-কথন-কল্পে আড়ম্বর-বিধি-প্রদর্শনাবসরে গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত স্বয়ংই কণ্ঠতঃ পাঠ করিয়াছেন যে, "রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রোধনুরথো, রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি।"

বর্ত্তমান-ত্রয়োবিংশ-পরিচ্ছেদের প্রারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু সংগৃহীত, বা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তৎসমস্তই যে এই অষ্টাদশ-শ্লোকের পুরাবৃত্তলক্ষণমূলভিত্তি-প্রণয়ন, বা ত্রিপুরদাহার্থ আড়ম্বরবিধি-প্রদর্শনকল্পে হইয়াছে, তাহা অবশ্যই বিচক্ষণ পাঠকমহোদয়গণ অবগত আছেন। যদিচ উক্তরূপে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন ইতিহাস সংগৃহীত হওয়ায়, একই উদ্যমে শ্লোকের মূলভিত্তি রচনা, আড়ম্বরবিধি-প্রদর্শন ও ব্যাখ্যান-প্রণয়ন, এই তিনটী বিষয়, বা কার্য্যই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তথাপি পূর্ব্বানুসৃতনিয়মানুসারে শ্লোকের পৃথগ্ ব্যাখ্যান আবশ্যক মনে করিতেছি। এক্ষণে পাঠকমহোদয়গণ স্থিরচিত্তে ধীরভাবে অবলোকন করুন যে, শ্রীশঙ্করদেব ত্রিপুর-তৃণ-দাহার্থে কিরূপ আড়ম্বর-বিধির আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞ ও সুতীব্রতপস্যা, বা শ্রীশিবসন্তোষ-জনক-মন্ত্রজপ-প্রভৃতি সাহায্যে পরম-সন্তুষ্ট অশেষ-করুণাকর শ্রীশিব-শঙ্করদেবের শ্রীবদনারবিন্দ-বিনির্গত "ধনুর্ব্বাণধরস্ত্বহং হনিষ্যামি রথেনাজৌ তান্ রিপূন্ বো দিবৌকসঃ। তে যূয়ং মে রথং চৈব, ধনুর্ব্বাণং তথৈব চ। পশ্যধ্বং যাবদদ্যৈতান্, পাতয়ামি মহীতলে।" এইরূপ আদেশ-বচন শ্রবণ করিয়া, দেবগণ ক্ষিপ্রতার সহিত পূর্ব্বসংগৃহীত ইতিবৃত্ত অনুসারে ক্ষৌণী অর্থাৎ ভূতধাত্রী ধরিত্রী দেবীকে রথ, শত-ধৃতি চতুরানন দেবকে যন্তা অর্থাৎ সারথি,

অগেন্দ্র অর্থাৎ শিখরিশ্রেষ্ঠ মন্দরাচল, অথবা টীকাকার-মধুসূদন-সরস্বতী-মতানুসারে পর্ব্বতরাজ সুমেরুকে ধনুঃ অর্থাৎ শরাসন, চন্দ্রার্ক অর্থাৎ সোম-সূর্য্যদেবকে রথাঙ্গ অর্থাৎ রথচক্র, তথা রথ-চরণ-পাণি অর্থাৎ হস্তে রথচরণ, বা সুদর্শন-চক্রশোভী শ্রীবিষ্ণুদেবকে শর অর্থাৎ বাণরূপে পরিণত করিয়া, রথি-প্রবরোত্তম শ্রীশঙ্করদেবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে রথাদিরচনান্তে "বিষ্ণুঃ পিতামহোঽগ্নিশ্চ, প্রণম্য পরমেশ্বরম্। রথং সজ্জমিতি প্রাহুর্বিনাশায় সুরদ্বিষাম্।"

অনন্তর বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবগণ-কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত অশেষ-ভুবনেশ্বর রণ-মণ্ডন-ধৃক্ ভগবান্ শ্রীভবদেব সর্ব্বদেবময় সর্ব্বতেজোময় দিব্য রথ, সারথি, কার্ম্মুক, রথাঙ্গ, তথা শর-প্রভৃতি অবলোকন করিয়া, "কম্পয়ন্নিব রোদসী", সর্ব্বদেবগণে যুক্তরথবরে আরোহণ করিলেন। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত দেববর শ্রীশঙ্কর রথোপরি আরূঢ় হইলে, অভীষুহস্ত শতধৃতি ব্রহ্মা যখন মনো-মারুত-সম-বেগ-সম্পন্ন অশ্বচতুষ্টয়কে দেবদেব শ্রীশঙ্করদেবের বচনানুসারে "পুরাণ্যুদ্দিশ্য খস্থানি, দানবানাং তরস্বিনাম্।" প্রস্থাপিত করিলেন, তৎকালে শ্রীভগবান্ রুদ্রদেব চতুর্দ্দিকে অবস্থিত দেবগণকে অবলোকন করিয়া কহিলেন যে, "পশূনামাধিপত্যং মে, দত্তং হন্মি ততোঽসুরান্। পৃথক্ পশুত্বং দেবানাং, তথান্যেষাং সুরোত্তমাঃ। কল্পয়িত্বৈব বধ্যাস্তে, নান্যথা চৈব সত্তমাঃ।" অর্থাৎ হে সত্তমগণ! দেবগণের, তথা অন্যান্যসকলের পৃথক্ পৃথক্ পশুত্ব, বা পশুভাবকল্পনা করিয়া, পশুত্ব-সম্পন্ন সেই পশুসকলের প্রতি প্রভুত্ব-বিস্তার-সামর্থ্য-লক্ষণ আধিপত্য যদি আমার হস্তে প্রদত্ত হয়, তবেই আমি অসুরগণকে নিহত করিতে পারি। কারণ, বিধি-কৃত-বিধান অনুসারে উক্তরূপে পশুত্ব-কল্পনাব্যতীত অসুরগণ বধ্য হইতে পারে না। অতএব হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! অসুরনিচয়ের বধ যদি তোমাদের অভিপ্রেত হয়, তবে অবিলম্বে আমার হস্তে পশুসকলের আধিপত্য প্রদান কর। অন্যথা আমি অসুরসকলের বধকার্য্যে কোনরূপেই হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না।

দেবদেব ধীমান্ শ্রীশঙ্করদেবের উক্তরূপ-বচন-নিচয় শ্রবণ করিয়া, পশুত্বের প্রতি শঙ্কিত-চিত্ততা-প্রযুক্ত দেবগণ পরম-বিষাদ প্রাপ্ত

হইলেন। অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবান্ শঙ্করদেব দেব-নিবহের উক্তরূপ-বিষাদ-গ্রস্তমানসের বিকারভাব অবগত হইয়া, সুরগণকে এই কথা বলিলেন যে, "মা বোঽস্তু পশুভাবেঽস্মিন্, ভয়ং বিবুধসত্তমাঃ। শ্রূয়তাং পশুভাবস্য, বিমোক্ষঃ ক্রিয়তাঞ্চ সঃ। যো বৈ পাশুপতং দিব্যং, চরিষ্যতি স মোক্ষ্যতি। পশুত্বাদিতি সত্যঞ্চ, প্রতিজ্ঞাতং সমাহিতাঃ। যে চাপ্যন্যে চরিষ্যন্তি, ব্রতং পাশুপতং মম। মোক্ষ্যন্তি তে ন সন্দেহঃ, পশুত্বাৎ সুরসত্তমাঃ। নৈষ্ঠিকং দ্বাদশাব্দং বা, তদর্দ্ধং বর্ষকত্রয়ম্। শুশ্রূষাং কারয়েদ্ যস্তু, স পশুত্বাদ্বিমুচ্যতে। তস্মাৎ পরমিদং দিব্যং, চরিষ্যথ সুরোত্তমাঃ।" কিঞ্চ, দেবগণও সর্ব্বলোক-নমস্কৃত শ্রীশঙ্করদেবের লোকানুগ্রহব্যঞ্জক উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক "তথেতি" শব্দোচ্চারণ-সাহায্যে পশুভাবস্বীকারে সম্মত, বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। অভিজ্ঞপাঠক-মহোদয়গণ! এক্ষণে বোধ করি, আপনারা বিস্পষ্টরূপে অবগত হইয়াছেন যে, প্রভু শ্রীপরমেশ্বরদেবের সমক্ষে দেবাসুর-নর-মাত্রই পশু-স্থানীয়, পশু-পাশ-বিমোচক একমাত্র শ্রীরুদ্রদেবই পশুপতিস্বরূপে অবস্থিত এবং পশুগণ পাশুব্রতানুষ্ঠানদ্বারা পশুত্ব-পরিহারে সমর্থ হইয়া থাকেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

পাঠকমহোদয়গণ! বোধ করি, আপনারা বিস্মৃত হন নাই যে, আমি ত্রিপুরদাহার্থে শ্রীশঙ্করদেবকৃত আড়ম্বর-বিধি-প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ত্রিপুর-দাহের ইতিহাস-সঙ্কলনাবসরে রথ, সারথি, কার্ম্মুক, রথাঙ্গ ও শর, তথা সৈন্য-সমাবেশ, বা অভিযানাদি-সর্ব্ব-বিষয়ে যথাবিধি আড়ম্বরবিধি প্রদর্শিত হইলেও, এ স্থলে আমি প্রধানতঃ পুরাণান্তরীয়-ত্রিপুরদাহের উপাখ্যানাংশাবলম্বনে অভিযান-বিষয়ক অভিনব আড়ম্বর-বিধি-প্রদর্শনে ব্রতী হইব। বিঘ্ন-বাহুল্যভয়ে-ভীত সেন্দ্র-সুরগণ-কর্ত্তৃক দর্শনে সাক্ষাৎ বালকসদৃশ, অথচ বীর্য্যবত্তায় অবালপরাক্রম শ্রীবিনায়ক-দেব বিঘ্ন-নিবারণার্থ অনেকবিধ-কুসুম, সুরস-সুগন্ধ-ভোজ্য, তথা অনেক-প্রকারবস্ত্রাভরণ-প্রভৃতি-সমর্পণ-দ্বারা সম্পূজিত হইলেও, "নির্ব্বিঘ্নং চাস্তু নঃ সদা", এইরূপ অভিপ্রায়ে পুনরপি ভবোঽপ্যনেকৈঃ কুসুমৈ-র্গণেশং, ভক্ষ্যৈশ্চ ভোজ্যৈঃ সুরসৈঃ সুগন্ধৈঃ। আলিঙ্গ্য চাঘ্রায় সুতং তদানীমপূজয়ৎ সর্ব্বসুরেন্দ্রমুখ্যঃ।" কিঞ্চ, "সম্পূজ্য পূজ্যং সহদেব-সঙ্ঘৈর্বিনায়কং নায়কমীশ্বরাণাম্। গণেশ্বরৈরেব নগেন্দ্রধন্বা পুরত্রয়ং দগ্ধু-মসৌ জগাম।" এইরূপে সর্ব্ব-সুরেন্দ্র-মুখ্য শ্রীশঙ্করদেব ঈশ্বরগণের নায়ক শ্রীবিনায়কদেবকে সর্ব্বোপচার-সম্পূর্ণা পূজা, আলিঙ্গন, মস্তকাঘ্রাণ, তথা জনকোচিত-সর্ব্ববিধ-বাৎসল্য-ব্যবহার-প্রদর্শন-দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, ত্রিপুরদাহার্থে যুদ্ধযাত্রা করিলেন দেখিয়া, নন্দিমুখ্যগণেশ্বরগণ, ভূতগণ, তথা সুর-সিদ্ধগণ স্ব-স্ব-বাহনে আরূঢ় হইয়া, 'সেই দেবদেব মহেশ্বর-দেবের অনুগমন করিলেন।

তন্মধ্যে ভগবান্ নন্দী বিরাট্‌সমরমহোৎসব-শোভাযাত্রাকালে যাবতীয়সুরসৈন্যগণের, তথা গণেন্দ্রমুখ্যগণের অগ্রে অর্থাৎ মুখ-প্রদেশে গিরিরাজকল্পদিব্য-বিমানবরে আরূঢ় হইয়া, ভগবান্ ঈশ্বরদেব মৃত্যুকে প্রহার করিবার জন্য যেমন গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ

সমধিক-বেগাবলম্বনে ত্রিপুরের প্রতি প্রহার করিবার জন্য অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে শিলাদপুত্র ভগবান্ নন্দীশ্বরদেবকে সুর-সেনামুখে গমন করিতে দেখিয়া, নাগেন্দ্র, বৃষশ্রেষ্ঠ ও অশ্ববর্য্যে আরোহণ-পূর্ব্বক স্ব-স্ব-আয়ুধচিহ্নে চিহ্নিত-হস্ত-সমূহে শোভমান সুরেন্দ্রো-পেন্দ্রাদিদেবগণ, গণপ-প্রবরগণ, তথা অন্যান্যগণসকল তাঁহার পশ্চা-দনুসরণ করিলেন। তথা অলুপ্তশক্তি শ্রীশম্ভুদেবের বাম-পার্শ্ব অবলম্বনে জগতের হিতার্থে পুরত্রয়কে দগ্ধ করিবার জন্য ভগবান্ খগ-ধ্বজদেব নগেন্দ্রকল্প-খগেন্দ্রপৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক ক্ষিপ্রতার সহিত গমন করি-লেন। সুরলোকনাথ সুরাসুরেশ্বর সেই গরুড়ধ্বজদেবকে অপ্রমেয় শ্রীশঙ্করদেবের বামভাগতঃ গমন করিতে দেখিয়া, সর্ব্বদেবগণ শিতশক্তি, টঙ্ক, গদা, ত্রিশূল ও অসি-প্রভৃতিবরায়ুধসকলে বিভূষিত হইয়া, শ্রীবিষ্ণু-দেবকে সমন্ততঃ পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এইসময়ে বৃদ্ধবৃষভবাহনে বিহীন হইয়াও শিখরিশিখরসমানাকারসর্ব্ব-দেবময় অত্যুচ্চরথবরে অধিরূঢ় হওয়ায়, প্রস্ফুটিত-শ্বেত-বারিজ-পত্র-বর্ণবৎ সুশুভ্রশরীরধারী শ্রীভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব সুমেরু-শিখরাধিরূঢ় সুতীক্ষ্ণতেজাঃ সহস্ররশ্মি ভগবান্ আদিত্যদেবের ন্যায় সর্ব্বসুরগণমধ্যে অতিশয়দীপ্তিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

সর্ব্ব-সুরগণের প্রথম দেবরাজ ভগবান্ সহস্রাক্ষদেব গজেন্দ্র ঐরাবতে আরোহণ করিয়া, ভগবান্ শ্রীরুদ্রদেবের দক্ষিণ-ভাগ অবলম্বনে উরগ-বংশ-ধ্বংসাভিপ্রায়ে বেগে গমনশীল বৈনতেয়ের ন্যায় ত্রিপুর-নগর-নিবাসী অসুরগণকে নিহত করিবার জন্য গমন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও সুরেন্দ্র-বীরগণ সুরেন্দ্র-বৃন্দাধিপ সেই সুরেশ্বর ইন্দ্রদেবকে ইষ্টদ-জ্ঞানে জয়-শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক বর-পুষ্পবৃষ্টি-সাহায্যে বিভূষিত করিয়া, চতুর্দ্দিকে অবস্থান-পুরঃসর বিবিধ-বীর্য্য-ব্যাখ্যানপর-স্তুতিবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। কিঞ্চ, "তদাহুহুল্যোপপতিং সুরেশং, জগৎপতিং দেবপতিং দিবিষ্ঠাঃ। প্রণেমুরালোক্য সহস্রনেত্রং, সলীলমম্বাতনয়ং যথেন্দ্রম্।" তথা যম, পাবক, বিত্তেশ, বায়ু, নির্ঋতি, অপাম্পতি ও ঈশানদেব শ্রীশঙ্করদেবকে ত্রিপুর-দাহার্থে যুদ্ধ-যাত্রা

করিতে দেখিয়া, অনুগমনাভিপ্রায়ে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। এইরূপ রণে ভদ্র গণেন্দ্র-প্রধান বীরভদ্র শ্রীশঙ্করদেবের অসম্ভাব্য-রথের নৈঋতীদিক্-প্রদেশে রোমজ-বীরগণে সম্যক্‌রূপে পরিবেষ্টিত হইয়া, বৃষভেন্দ্রবরে সমারোহণ-পূর্ব্বক "সেবাং চক্রে পুরং হন্তুং, দেবদেবং ত্রিয়ম্বকম্।" তথা "মহাকালো মহাতেজাঃ, মহাদেব ইবাপরঃ। বায়ব্যাং স গণৈঃ সার্দ্ধং, সেবাং চক্রে রথস্য তু।" তথা দেবনাথ-গণ-বৃন্দ-সংবৃত, গিরিরাজ-সন্নিভ, দেবসেনাপতি, অগ্নি-সম্ভব ষড়ানন-দেব সিদ্ধচারণগণে ও সুর-সৈন্যগণে সমন্বিত হইয়া, শক্র-বারণ-নিবারণ-বারণোপরি আরোহণ করিয়া, দেবদেবের সেবাকার্য্যে তৎপর হইলেন।

অপিচ, "বিঘ্নং গণেশোঽপ্যসুরেশ্বরাণাং, কৃত্বা সুরাণাং ভগবানবিঘ্নম্। বিঘ্নেশ্বরো বিঘ্নগণৈশ্চ সার্দ্ধং, তং দেশমীশানপদং জগাম।" এইরূপ "কালী তদা কালনিশাপ্রকাশং, শূলং কপালাভরণা করেণ। প্রকম্পয়ন্তী চ তদাসুরেন্দ্রান্, মহাসুরাসৃঙ্মধুপানমত্তা। মত্তেভগন্ত্রী মদলোলনেত্রা, মত্তৈঃ পিশাচৈশ্চ গণৈশ্চ মত্তৈঃ। মত্তেভচর্ম্মাম্বরবেষ্টিতাঙ্গী, যযৌ পুরস্তাচ্চ গণেশ্বরস্য।" এইরূপে মত্ত-মাতঙ্গ-গামিনী, মত্তেভ-চর্ম্মাম্বর-ধারিণী, রক্ত-কমল-দলায়তনয়না, করপ্রদেশে কপালাভরণ-শোভনা কালী কাল-নিশা-প্রকাশ শূল ও অসুরেন্দ্রগণকে কম্পিত করিয়া, সদ্যঃ-কৃত্ত-মহাসুর-শিরঃ-প্রদেশ-সমুদ্গত-শোণিতাসব-পান-বশতঃ মত্ত-মানসে মদ-লোল-লোচনে মত্তপিশাচ ও শিবগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া, যখন শ্রীগণেশ্বর-দেবের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন, তৎকালে "তাং সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-পিশাচ-যক্ষ-বিদ্যাধরাহীন্দ্রসুরেন্দ্রমুখ্যাঃ। প্রণেমুরুচ্চৈরভিতুষ্টুবুশ্চ, জয়েতি দেবীং হিমশৈলপুত্রীম্।" তথা সাদরে সুরগণ-কর্ত্তৃক-সুপূজিত সুরবরারি-সূদন-মাতৃগণ স্ব-স্ব-বাহনে, গণে ও ধ্বজবরে সমন্ততঃ পরি-বেষ্টিত, তথা সুসজ্জিত হইয়া, হিম-শৈল-সুতা জগন্মাতা কালীর অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

উক্তরূপে সর্ব্ববিধ-সমর-সজ্জা-পুরঃসর যখন "দুর্গারূঢ়মৃগাধিপা তুরতিগা দোর্দ্দণ্ডবৃন্দৈঃ শিবা, বিভ্রাণাঙ্কুশ-শূল-পাশ-পরশুং চক্রাসি-শঙ্খায়ুধম্। প্রৌঢ়াদিত্য-সহস্র-বহ্নি-সদৃশৈর্নেত্রৈর্দহন্তী পথং বালা-

বাল-পরাক্রমা ভগবতী দৈত্যান্ প্রহর্ত্তুং যযৌ ॥” তৎকালে দেবেন্দ্র এবং সূর্য্য-সম-প্রকাশ-সম্পন্নগণরাজমুখ্যগণ ত্রিপুর-হননে সমুদ্যত সেই সর্ব্ব-দেবেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব, তথা স্বভাবরমণীয়া কমললোচনা সর্ব্বদেবীশ্বরী শ্রীমতীকালীকে সমরযাত্রা করিতে দেখিয়া, গজ, অশ্ব, সিংহবর, রথ এবং বৃষশ্রেষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাদের অনুগমনপরায়ণ হইলেন। কিঞ্চ, হল, ফাল, মুষল, ভুশুণ্ডী এবং গিরিন্দ্রকূট-প্রভৃতি ধারণ করিয়া, গিরি-সন্নিভ সেই গণেশ্বরগণ, সুরেশ্বরগণ, তথা ভূতেশ্বরগণ “যযুঃ পুরস্তাদ্ধি মহেশ্বরস্য।” “তথেন্দ্র-পদ্মোদ্ভব-বিষ্ণু-মুখ্যাঃ, সুরা গণেশাশ্চ গণেশমীশম্। জয়েতি-বাগ্‌ভির্ভগবন্তমূচুঃ, কিরীটদত্তাঞ্জলয়ঃ সমন্তাৎ॥” অপিচ, শ্রীমন্মহে-শ্বরদেবের চতুঃপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, তৎকালে দণ্ড-হস্তজটা-ধরমুনিগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। খেচর-সিদ্ধ-চারণগণ পুষ্প-বর্ষ-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তথা দেব-সৈন্যগণের ঘন ঘন সিংহনাদে পুরত্রয় সর্ব্বতঃ প্রণাদিত হইতে লাগিল।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

অনন্তর সর্ব্ব-গণেন্দ্র-বর্য্য যোগি-প্রবর ভৃঙ্গী গণেশ্বর, তথা দেবগণ-সমূহে সমাবৃত হইয়া, অত্যুজ্জ্বল-বিমানবরে আরোহণ-পূর্ব্বক মহেন্দ্রের ন্যায় দিব্যৈশ্বর্য্যবিমণ্ডিত অবস্থায় ত্রিপুরদুর্গ-নিবাসী অসুরগণের বিনাশ-সাধন অভিপ্রায়ে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের অনুগমনে তৎপর হইলেন। তথা "কেশো বিগতবাসাশ্চ, মহাকেশো মহাজ্বরঃ। সোমবল্লী সবর্ণশ্চ, সোমপঃ সেনকস্তথা। সোমধৃক্ সূর্য্যবাচশ্চ, সূর্য্যপেষণকস্তথা। সূর্য্যাক্ষঃ সূরিনামা চ, সুরঃ সুন্দর এব চ। প্রকুদঃ ককুদন্তশ্চ, কম্পনশ্চ প্রকম্পনঃ। ইন্দ্রশ্চেন্দ্র-জয়শ্চৈব, মহাভীর্ভীমকস্তথা। শতাক্ষশ্চৈব পঞ্চাক্ষঃ, সহস্রাক্ষো মহো-দরঃ। যমজিহ্বঃ শতাশ্বশ্চ, কুণ্ঠনঃ কুণ্ঠপূজনঃ। দ্বিশিখস্ত্রিশিখশ্চৈব, তথা পঞ্চশিখো দ্বিজাঃ। মুণ্ডোঽর্দ্ধমুণ্ডো দীর্ঘশ্চ, পিশাচাস্যঃ পিনাকধৃক্। পিপ্পলায়তনশ্চৈব, তথাঽঙ্গারকাশনঃ। শিথিলঃ শিথিলাস্যশ্চ, অক্ষ-পাদোঽজঃ কুজঃ। অজবক্ত্রো হয়বক্ত্রো, গজবক্ত্রোঽর্দ্ধবক্ত্রকঃ। ইত্যাদ্যাঃ পরিবার্য্যেশং, লক্ষ্যলক্ষণবর্জ্জিতাঃ। বৃন্দশস্তং সমাবৃত্য, জগ্মুঃ সোমং গণৈর্বৃতাঃ।" তথা "সহস্রাণাং সহস্রাণি, রুদ্রাণামূর্দ্ধরেতসাং। সমাবৃত্য মহাদেবং, দেবদেবং মহেশ্বরম্। দগ্ধুং পুরত্রয়ং জগ্মুঃ, কোটিকোটি-গণৈর্বৃতাঃ।" তথা "ত্রয়স্ত্রিংশৎ সুরাশ্চৈব, ত্রয়শ্চ ত্রিশতাস্তথা। ত্রয়শ্চ ত্রিসহস্রাণি, জগ্মুর্দেবাঃ সমন্ততঃ। মাতরঃ সর্ব্বলোকানাং, গণানাঞ্চৈব মাতরঃ। ভূতানাং মাতরশ্চৈব, জগ্মুর্দেবস্য পৃষ্ঠতঃ।" কিঞ্চ, তৎকালে "ভাতি মধ্যে গণানাঞ্চ, রথমধ্যে গণেশ্বরঃ। নভস্যমলনক্ষত্রে, তারামধ্য ইবোড়ুরাট্। ররাজ দেবী দেবস্য, গিরিজা পার্শ্বসংস্থিতা। তদা প্রভাবতী গৌরী, ভবস্যেব জগন্ময়ী। শুভাবতী তদা দেবী, পার্শ্বসংস্থা বিভাতি সা। চামরাসক্তহস্তাগ্রা, সা হেমাম্বুজবর্ণিকা। অথ বিভাতিবিভোর্বিশদং বপুঃ, ভসিতভাসিতমম্বিকয়া তয়া। সিতমিবাব্ভ্রমহো সহবিদ্যুতা, নভসি দেবপতেঃ পরমেষ্ঠিনঃ।"

কিঞ্চ, তৎকালে বিভিন্নবর্ণে সুরঞ্জিত ইন্দ্র-চাপ-সমুদয়ে আকাশ-মণ্ডল যেমন বিভাত হয়, অনন্ত-শোভা-সৌন্দর্য্যের আকরভূত, ভূমণ্ডল, বা জগন্মণ্ডল-ভূষণ-স্বরূপ, সর্ব্বতঃ কাঞ্চনময়পর্ব্বতরাজসুমেরুদ্বারা জগৎ যেমন শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছে, শ্রীশঙ্করদেবের শশাঙ্ক-সম-দ্যুতি-সম্পন্ন-সৌম্য-শরীরও বাম-স্কন্ধাবসক্ত-হিরণ্য-ধনুঃ-সাহায্যে সেইরূপ পরম-শোভার আধার-স্বরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। পরমেষ্ঠী শ্রীশঙ্করদেবের রথস্থ-রত্ন-সিংহাসনগাত্রসংলগ্ন-রত্নাংশু-মিশ্রিত-সিতাতপত্র উদয়-কালীন-শশাঙ্কদেবের অখণ্ড-মণ্ডল যেমন সকল-লোক-লোচনের উৎসবানন্দ-জনকরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, সেইরূপ অশেষ-জগদানন্দ-দায়করূপে বিভাত হইয়া, অপার সৌন্দর্য্যের বিস্তার-সাধন করিয়াছিল। শ্রীশঙ্কর-দেবের সুগঠিত-সুন্দর-গ্রীবাদেশ পরিবেষ্টিত করিয়া, সুগন্ধ-সম্পন্ন-সুশুভ্র-সুপুষ্প-রচিতমালিকা বিশাল-বক্ষঃস্থল ও ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড-কল্প অতি স্থূল উদরাদি-প্রদেশ-সাহায্যে জানু-পর্য্যন্ত বিলম্বিতা হওয়ায়, তথা-কথিতরূপে বিভাতা মালিকার দর্শনে তৎকালে মনে হইতেছিল যেন, শ্রীমন্মহাদেবের শশাঙ্কার্দ্ধ-কিরীট-শোভিত-মস্তকোপরি শোভমান মণি-রত্ন-জালালঙ্কৃত-রত্নাংশু-মিশ্রিত-সিতাতপত্রের নিম্ন-প্রান্ততল-প্রদেশ হইতে রত্নজ আকাশমার্গাবলম্বনে শিবানুরাগশালিনী সদ্বকূলা ছত্রান্তা সরিদ্বরা দেবী মন্দাকিনী গঙ্গা পতিতা হইতেছেন। অনন্তর মহেন্দ্র-বিরিঞ্চি-বিষ্ণু-বিভাবসু-প্রভৃতি-কর্ত্তৃক ত্রিপুর-দাহ-বিষয়িণীপ্রার্থনান্তে নতপাদ-সরোরুহ শ্রীশঙ্করদেব তৎকালে জগন্মাতা দেবী পার্ব্বতীর সহিত মিলিত হইয়া, সকল-লোক-হিতার্থে পুর-ত্রয়কে দগ্ধ করিবার জন্য শুভ-সমর যাত্রা করিলেন।

পাঠকমহোদয়গণ! আপনারা ত্রিপুর-দাহ-বিষয়ক ইতিহাসে বর্ণিত আড়ম্বরবিধি পাঠ করিয়াছেন এবং তদনন্তরবর্ত্তী গ্রন্থেও এই সংক্ষিপ্ত আড়ম্বরবিধি সম্প্রতি পাঠ করিলেন। এক্ষণে বলুন দেখি, যে ত্রিশূলী দেববর মনঃসঙ্কল্প-মাত্র-সাহায্যে ক্ষণ-কাল-মধ্যে চরাচরাত্মক এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে দগ্ধ করিয়া, ভস্মীভূত করিতে সমর্থ, সেই অচিন্ত্যমহিম শ্রীশঙ্করদেব সামান্যতর এই ত্রিপুরতৃণকে দগ্ধ করিবার জন্য এত অধিক

আড়ম্বরবিধির আশ্রয়গ্রহণ করিলেন কেন ? "ধাতারং ভাস্করঞ্চোগ্রং, পবনং ধনদং যমম্। বসূন্ রুদ্রাংস্তথাদিত্যান্, গন্ধর্ব্বানশ্বিনাবপি। গরুড়ং পর্ব্বতান্ নাগান্, গুহ্যকান্ সমহোরগান্। ঋষীন্ সিদ্ধাংস্তথা যক্ষান্, গ্রহাংশ্চ সুমহাবলান্। পর্জ্জন্যং শশিনং কালং, তথা চৈব বনস্পতীন্। দিবসাংশ্চ মুহূর্ত্তাংশ্চ, ক্ষণান্ কাষ্ঠা লবাংস্তথা। অয়নে চ ঋতূন্ মাসান্, বিষুবং বৎসরাংস্তথা। স্থাবরং জঙ্গমং যচ্চ, নক্ষত্রাণি তথৈব চ। অষ্টৌ-দেবনিকায়াংশ্চ", তথা ব্রহ্মাণ্ডস্থ অন্য যে কোন বস্তু, তৎসমুদায়সংগ্রহ-পুরঃসর একত্র করিয়া, তৎসাহায্যে বিশ্বকর্ম্ম-দ্বারা সর্ব্বলোকময়-সর্ব্বভূতময়সর্ব্বদেবময়সর্ব্বতঃসৌবর্ণদিব্যাতিদিব্যরথনির্ম্মাণ করাইবার আবশ্যক কি ছিল ?

সারথি-পরিচালিত যে রথে আরোহণ করিয়া, যাদৃশ-ধনুর্ব্বাণ-ধারণ-পূর্ব্বক আমি পুরত্রয়কে দগ্ধ, বা ত্রৈপুরদৈত্যদানবগণকে নিহত করিব, তাদৃশ রথ, সারথি, কার্ম্মুক ও বাণ আমার নাই, সুতরাং ত্রিপুরনগরনিবাসী দৈত্যদানবপ্রবরগণের বধসাধন আমার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব, এইরূপ শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীমুখোদ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া, উপযাচকস্বরূপে ব্রহ্মা না হয় বলিয়াছিলেন যে, "সংগ্রামং গচ্ছতস্তুভ্যং, সারথ্যং করবাণ্যহম্" ; কিন্তু তন্নিবন্ধন শতধৃতি-দেবকে সারথ্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিবার আবশ্যক কি ছিল ? অনন্তর পৃথিবী দেবী না হয় বলিয়াছিলেন যে, হে মানদ ! আপনি আমাকে রথ-স্বরূপে পরিকল্পিতা করুন ; কিন্তু সেই জন্য সপর্ব্বতদ্বীপবতী চতুর্জ্জলধি-মেখলা পৃথিবীকে রথরূপে কল্পনা করিবার আবশ্যক কি ছিল ? চন্দ্র ও সূর্য্যদেব না হয় বলিয়াছিলেন যে, হে দেব ! আপনি আমাদিগকে রথাঙ্গ, বা রথ-চক্র স্বরূপে গ্রহণ করুন ; কিন্তু তজ্জন্য চন্দ্রার্কদেবকে রথাঙ্গস্থানে অবস্থাপিত করিবার কি আবশ্যক ছিল ? গন্ধমাদন ও বিন্ধ্যাখ্যগিরিদ্বয় না হয় বলিয়াছিলেন যে, "বংশাবাবাং কুরু প্রভো !" কিন্তু তজ্জন্য উক্তগিরি-দ্বয়কে বংশ-স্বরূপে কল্পনা করিবার কি আবশ্যক ছিল ? নাগেন্দ্র অনন্ত না হয় বলিয়াছিলেন যে, "মামক্ষং কুরু সাম্প্রতং", কিন্তু তন্নিমিত্ত অনন্ত-নাগকে অক্ষরূপে কল্পনা করা হইল কেন ?

যদিচ "এলাপত্রো ভুজঙ্গস্ত, পুষ্পদন্তশ্চ তাবুভৌ। অগ্রে দ্বৌ ধ্রুকাবাবাং, ভবাবস্তব গৌরবাৎ।" এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন সত্য, তথাপি উক্তসর্পরাজদ্বয়কে ধ্রুবকরূপে পরিকল্পিত করা হইল কেন? যদিচ "পূর্ব্বং মাং কুরু দুর্ভেদ্যং, উবাচ মলয়ো গিরিঃ।" তথাপি মলয়-গিরিকে রথের সুদুর্ভেদ্য-পূর্ব্বাবয়ব, বা উপকরণবিশেষে পরিণত করিবার উদ্দেশ্য কি? যদ্যপি "ততঃ সন্ধ্যাবভ্রবর্ণস্তং, তক্ষকঃ কর্ব্বুরোঽব্রবীৎ। অবিনাহং মহাদেব, কুরু মাং সুদৃঢ়ং রথে।" তথাপি নাগরাজ-তক্ষককে অবিনাহ, বা রথোপকরণবিশেষরূপে কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? যদিচ "বেদব্রতানি চত্বারি, পুণ্যান্যূচুর্ব্বৃষধ্বজম্। যোক্ত্রাণি কুরু নস্তত্র, বেদাঙ্গসহিতাস্ত্বপি।" তথাপি বেদাঙ্গ-সহিত-বেদ-ব্রত-চতুষ্টয়কে যোক্ত্ররূপে কল্পনা না করিলে কি কার্য্য-সিদ্ধির পক্ষে কোনরূপ বাধা উপস্থিতা হইত? যদিচ "বেদাঃ প্রাহুর্মহাদেবং, তুরগান্ নঃ কুরু প্রভো। স্বায়ম্ভুবান্ মহাবেগান্, দুর্ভেদ্যাংশ্চ কুতার্কিকৈঃ।" তথাপি বেদ-চতুষ্টয়কে অশ্ব-চতুষ্টয়রূপে পরিকল্পিত না করিলে কি ত্রিপুর-দাহ সম্ভবপর হইত না? যদ্যপি "উপবেদাস্ততো দেবং, জজল্পুরপরাজিতাঃ। অস্মান্ খলীনান্ বন্ধেষু, তত্র সংযমনে কুরু।" তথাপি উপবেদ-চতুষ্টয়কে খলীনরূপে ব্যবহার না করিলে কি ত্রিপুর-দুর্গের নিধন-সাধন অসম্ভব হইত।

যদিচ "সাবিত্রী-সহিতা প্রাহ, গায়ত্রী কৃত্তিবাসসম্। প্রগ্রহস্ত্বনয়া সার্দ্ধং, দুরাধর্ষং কুরুষ্ব মাম্।" তথাপি সাবিত্রী-সহিতা-ভগবতীগায়ত্রীদেবী যদি শ্রীশঙ্করদেবের আদেশে প্রগ্রহভাবধারণ না করিতেন, তবে কি ত্রিপুর-দাহ অবশিষ্ট থাকিত? যদিচ "প্রণবস্ত্বব্রবীচ্ছর্ব্বং, প্রতোদং কুরু শাশ্বতম্। যত্নেন ক্রিয়তাং মাঞ্চ, শর্ব্ব সর্ব্বময়ো যতঃ।" তথাপি উক্তরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব যদি প্রণবকে প্রতোদরূপে পরিকল্পিত না করিতেন, তবে কি তিনি ত্রিপুরদাহে সমর্থ হইতেন না? যদিচ "ত্র্যম্বকং প্রহসন্ প্রাহ, ধনুর্মাং কুরু শঙ্কর। উদ্ধর্ত্তুং যদি শক্নোষি, করস্থং মন্দরাচলম্।" তথাপি শ্রীশঙ্করদেব যদি কনিষ্ঠাগ্রমাত্রসাহায্যে সমূলে সমুৎপাটিত করিয়া, মন্দরাচলকে করস্থ-কঠোর-কোদণ্ডরূপে

ধারণ না করিতেন, তবে কি ত্রিপুর-দুর্গ দগ্ধ হইত না? যদিচ "বাসুকিঃ প্রণতঃ প্রাহ, দুর্ভেদ্যং দেব-দানবৈঃ। গুণং মাং কুরু দেবেশ! তৎকণ্ঠস্থোঽপি নাগরাট্।" তথাপি নাগরাজ বাসুকি যদি শ্রীশঙ্করদেবের করস্থ-মন্দরাচল-লক্ষণ-কোদণ্ড-কোটি-দ্বয়ে গুণরূপে অবস্থিতি না করিতেন, তাহা হইলে কি ত্রিপুর-দহন-কার্য্য সুসম্পাদিত হইত না?

অনন্তর ভগবান্ জনার্দ্দনদেব ভূত-ভব্য-ভবদাত্মকভূতাদিভূতনিধন-পরমাত্মা শ্রীশঙ্করদেবের নিকটে যদি এইরূপ অনুরোধ না করিতেন যে, হে দেব! মহাদৈত্য-দানবগণের সহিত সমুপস্থিত এই মহাসমরে দেবগণের কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ "শরং মাং কুরু দারুণম্", তাহা হইলে কি ত্রিপুর-দুর্গকে বিভিন্ন করিবার জন্য সাধনান্তরের অভাব অনুভূত হইত? চণ্ড-দোর্দ্দণ্ড-মণ্ডিতকাম-রিপুশ্রীশঙ্করদেবকে ক্রুদ্ধ-কালাগ্নি-স্বরূপ-বৈশ্বানরদেব যদি এইরূপ প্রশ্ন না করিতেন যে, "শল্যং মাং ন করোষি কিম্?" তাহা হইলে কি ত্রিপুরদাহ বিঘ্নবিহত হইত? কিঞ্চ, "ততো বায়ুর্মহাদেবমুবাচ চ তথা শশী। পক্ষয়োর্মাং তথা পুঙ্খে, নিযোজয় শরে বিভো। নিযোজয়াগ্রধারায়াং, যমঃ প্রাহ মহেশ্বরম্। উবাচ ভীমং সংহস্য, প্রধানা তু শতহ্রদা। অথ বিদ্যুৎসহস্রাণাং, কুরু শল্যবিশোধিনীম্। ততঃ সম্বর্ত্তকাঃ মেঘাঃ, প্রোচুঃ শম্ভো! কুরুষ্ব নঃ॥ ধ্বজে মেরৌ শুভে স্তম্ভে, দেবানামালয়ে বিভো।" এইরূপে বায়ু, শশী, যম, শতহ্রদা ও সম্বর্ত্তক-মেঘ-গণ-কৃত-প্রার্থনানুসারে শ্রীশঙ্করদেব যদি তাঁহাদিগকে তত্তৎ কার্য্যে বিনিযুক্ত না করিতেন, তবে কি তিনি ত্রিপুর-বিনাশে সমর্থ হইতেন না?

যদি বলা যায় যে, ত্রিপুর দাহ ত অতি-সামান্য কথা, শ্রীশঙ্করদেব ইচ্ছা করিলে, ক্ষণ-কাল-মধ্যে সঙ্কল্প-মাত্রেই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-কার্য্যে সম্পূর্ণ-কুশলতা-প্রদর্শনে সর্ব্বথা সমর্থ, তবে পুনরপি এই সমস্ত-প্রশ্নের অবতারণা করা যাইতে পারে যে, যদি শ্রীশঙ্করদেব কটাক্ষ, বা সঙ্কল্প-মাত্রেই সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলকেও ভস্মীভূত করিতে সমর্থ, তবে তিনি ত্রিপুর-দাহার্থ কল্পিত-রথের দক্ষিণ অঙ্গে অর্থাৎ চক্রে দ্বাদশ আদিত্যভেদে দ্বাদশ অর অর্থাৎ রথ-নাভি-গর্ব্ভে

প্রোথিত-তির্য্যগবস্থিত-চক্রাধার-কাষ্ঠ-বিশেষ সন্নিবেশিত করিয়া, পশ্চাৎ সেই দক্ষিণ-ভাগস্থ-চক্রে সূর্য্যকে অবস্থাপিত করিলেন কেন? তথা রথের বামাঙ্গে অর্থাৎ বাম-চক্রে চন্দ্রের ষোড়শ-কলা-রূপ ষোড়শটী অর অবস্থাপিত করিয়া, পশ্চাৎ সেই বামাঙ্গে সোমদেবকে সন্নিবেশিত করিলেন কেন? তথা তাদৃশরথবরের বাম-চক্রে ঋক্ষ-সকলকে ভূষণরূপে কল্পিত করিয়া, অনন্তর উভয়-চক্রের নেমি অর্থাৎ চক্রপরিধি, বা ভূমিস্পর্শি-চক্র-ভাগ-রূপে ষড়্ঋতুকে কল্পিত করিলেন কেন? শ্রুতিরূপিণীসরস্বতীদেবীকে কার্ম্মুকবরে ঘণ্টাস্বরূপে কল্পনা করিলেন কেন?

মহাতেজাঃ বিষ্ণুদেবকে ইষুরূপে কল্পনা করিলেন কেন? সোমদেবকে সেই শর-বরে শল্যরূপে কল্পনা করিলেন কেন? কালাগ্নিদেবকে ইষুবরে সুদারুণ-সুতীক্ষ্ণ-ধাররূপে কল্পনা করিলেন কেন? বায়ু সকলকে বাজকরূপে কল্পনা করিলেন কেন? সমুদ্র-চতুষ্টয়কে রথ-কম্বলিকারূপে কল্পনা করিলেন কেন? প্রণবকে প্রতোদরূপে কল্পনা করিলেন কেন? পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসাধর্ম্মশাস্ত্রপ্রভৃতিকে অশ্ব-নিচয়ের বালাশ্রিতরূপে অবস্থাপিত করিলেন কেন? মন্ত্রসকলকেই বা রথের ঘণ্টারূপে কল্পনা করিলেন কেন? সর্ব্বাভরণ-ভূষিতস্ত্রীরূপ-শোভিতচামরাসক্ত-হস্তাগ্র-তত্রতত্রকৃতাবস্থানগঙ্গাদি-সরিৎ-শ্রেষ্ঠগণকে রথের শোভাসম্পাদকরূপে অবস্থাপিত করিলেন কেন? আবহ-নিবহ-প্রবহাদি-সপ্ত-বায়ুকে উক্তরথবরে আরোহণার্থ উত্তম-হৈম-সোপান-সপ্তকে পরিণত করিলেন কেন? আবর্ত্তসম্বর্ত্তপুষ্করাদি-মেঘ-সকলকে রত্ন-ভূষিতসৌবর্ণ-পতাকারূপে কল্পনা করিলেন কেন? দেবগণের, তথা অন্যান্য-সকলের পশুত্বকল্পনা করিয়া, স্বয়ং পশুসকলের প্রতি আধিপত্য-স্থাপনে অগ্রসর হইলেন কেন? শ্রীশঙ্করদেব যদি কটাক্ষ, বা সঙ্কল্প-মাত্রেই ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে সমর্থ হন, তবে কি তাঁহার এই সকল আড়ম্বর-বিধির আশ্রয়-গ্রহণ করা উপযুক্ত, বা শোভাজনকরূপে বিবেচিত হইতে পারে? কখনই নহে।

অতএব মহাত্মা পুষ্পদন্তও উক্তরূপ অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়াই,

বলিয়াছেন যে, "দিধক্ষোস্তে কোঽয়ং ত্রিপুরতৃণমাড়ম্বরবিধিঃ ?" পাঠক-মহোদয়গণ! এই আমি যথাবুদ্ধিবিভবানুসারে আড়ম্বরবিধিকীর্ত্তন করিলাম। কিন্তু, পূর্ব্বোপবর্ণিত ঐতিহাসিক-বিষয়-সকলের ঐক্য-সংরক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, আড়ম্বর-বিধি-প্রদর্শনাবসরে কেবল-মাত্র বিভিন্ন-পুরাণীয় বিভিন্ন উপাখ্যানাংশাবলম্বনে অধিকার্থ-সূচন-কল্পে কল্পান্তরাভিপ্রায়ে যে সকল বিষয়ের উপন্যাস করিয়াছি, ঐ সকল বিষয়ের মধ্যে স্থল-বিশেষে কিছু কিছু ব্যতিক্রম, প্রপঞ্চিত-প্রপঞ্চন, বা অনৈক্য পরিদৃষ্ট হইলেও, আড়ম্বর-বিধি-প্রদর্শন-মাত্রবিবেচনা করিয়া, আপনারা অধিকার্থ-প্রাপ্তি-বশতঃ সন্তুষ্ট-চিত্তে তাদৃশ ব্যতিক্রম, প্রপঞ্চিত-প্রপঞ্চন, বা অনৈক্য সহ্য করিয়া লইবেন, এইরূপ আশা অবশ্যই আমি হৃদয়-কন্দরে পোষণ করিতে পারি।

সে যাহা হউক, এক্ষণে "রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রোধনুরথো", এই "অথো" শব্দ চতুর্থ-বাক্যে শ্রুত হইলেও, "ক্ষৌণী পৃথ্বী রথরূপেণ পরিণতা, শতধৃতিঃ ব্রহ্মা যন্তা সারথিঃ, অগেন্দ্রঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠো মেরুঃ, অথবা পরিদৃষ্টেষু বিবিধ-জাতীয়েষু ত্রিপুর-দাহ-বিষয়কেষু পুরাণাদিগর্ভ-নিবিষ্টেষু উপাখ্যানেষু সমালোচিতেষু কুত্রাপি মেরোর্ধনুষ্ট্বাশ্রবণাৎ, সর্ব্বত্রৈব অগেন্দ্রস্যৈব ধনুষ্ট্বশ্রবণাৎ, একস্মিংশ্চ উপাখ্যানে ত্র্যম্বকং প্রহসন্ প্রাহ, ধনুর্ম্মাং কুরু শঙ্কর। উদ্ধর্ত্তুং যদি শক্নোষি, করস্থং মন্দরাচলম্।" ইত্যস্মিন্ শ্লোকে মন্দরাচলস্য ধনুষ্ট্বশ্রবণাচ্চ পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠো মন্দরঃ কোদণ্ডঃ, সোম-সূর্য্যৌ অর্থাৎ "রথাঙ্গং দক্ষিণং সূর্য্যো, বামাঙ্গং সোম এব চ। দক্ষিণং দ্বাদশারং হি, ষোড়শারং তথোত্তরম্। অরেষু তেষু বিপ্রেন্দ্রাশ্চাদিত্যা দ্বাদশৈবতু। শশিনঃ ষোড়শারেষু, কলা বামস্য সুব্রতাঃ।" ইত্যেবংরূপেণ নির্দ্দিষ্টৌ চন্দ্রার্কৌ বাম-দক্ষিণপার্শ্বস্থৌ দ্বে চক্রে, রথ-চরণং চক্রং, তদ্‌যুক্তপাণির্বিষ্ণুঃ শরো বাণরূপেণ পরিণত ইতি সর্ব্বত্র বাক্যভেদায়" যোজনীয় হওয়ায় এবং "রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি", এই দ্বিতীয়-চরণশেষে শ্রুত "ইতি" শব্দ প্রকারার্থে বিহিত, বা নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, বিভিন্ন-বাক্যার্থ, তথা আড়ম্বর-বিধি-প্রদর্শনব্যাপারের উপসংহারাবসরে অবশিষ্ট এই একটীমাত্রকথা

বারংবার মানসে সমুল্লসিতা হইতেছে যে, শ্রীশঙ্করদেব যখন ইচ্ছা-মাত্র-সাহায্যে ত্রিভুবনেরও সংহার-সাধনে সর্ব্বথা কুশল, তখন তাদৃশ-মহাপ্রভাব-সম্পন্নমহামহিমশ্রীশঙ্করদেবের এই ত্রিপুর-তৃণ-মাত্রকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া, এইরূপ প্রকারে সামগ্রীসম্পাদন যে কেবল বৃথা আড়ম্বর মাত্র, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ হইলেও, মহাপ্রভাব-সম্পন্ন-প্রভু-প্রবরগণের অগ্রেসর শ্রীমন্মহাদেবের প্রতি যে "ত্রিভুবনমপীচ্ছা-মাত্রেণ সংহরতস্তব এবংপ্রকারেণ সামগ্রী-সম্পাদনমাড়ম্বরমাত্রম্", এইরূপে আক্ষেপ, বা অধিক্ষেপের প্রয়োগ করা হইল, এই আক্ষেপ, বা অধি-ক্ষেপের কি কোনরূপ পরিহার, অথবা প্রতিক্রিয়া নাই ?

উক্তরূপ প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই মহানুভব-বিদ্বজ্জনগণ বলিবেন, অব-শ্যই আছে। অতএব অক্ষেপ-পরিহারাভিপ্রায়ে ভক্ত-প্রবর মহাত্মা পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন, "বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ।" অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত-প্রকারে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের প্রতি যে আক্ষেপ, বা অধিক্ষেপের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা নিতান্তই ধৃষ্টতা-মূলক, অন্যায়-সঙ্গত, বা অজ্ঞান-বিজৃম্ভিতমাত্র জানিতে হইবে। কারণ, "খলু নিশ্চিতমেব" প্রভু পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের বুদ্ধি, বা সঙ্কল্প-বিশেষ-সকল কখনই পরতন্ত্র, বা পরাধীন হইতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রভু-বুদ্ধি চিরদিনই স্বতন্ত্রতার আশ্রয়-স্বরূপেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন, তথা কদাচও অসুখাশান্তি-দুঃখ-দৌর্মনস্যকরী পরতন্ত্রতার নিগড়ে নিগড়িতা হইতে ইচ্ছা করেন না।

সম্প্রতি প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি প্রভুবুদ্ধি চিরদিনই অপরতন্ত্রা বলিয়া স্বীকৃতা হন, তবে প্রভু-বুদ্ধি-সম্পন্ন পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব অত্যল্প-মাত্রপ্রয়োজন-সিদ্ধি ইচ্ছা করিয়া, সামান্যতর-ত্রিপুরতৃণ-দাহার্থে পূর্ব্ব-বিবরণানুরূপসামগ্রী-সম্পাদন-লক্ষণ আড়ম্বরবিধির আশ্রয়গ্রহণ করিলেন কেন ? উক্তরূপপ্রশ্নের পরিহার-কল্পে উত্তর এই যে, "বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যঃ", অর্থাৎ প্রভু-বুদ্ধি-সকল বিধেয়, বা স্বাধীনপদার্থ-সমূহের সহিত ক্রীড়া, বা লীলাখেলামাত্র করিয়া থাকেন। অপিচ, ক্রীড়াবিষয়ে সাময়িকচিত্তবিনোদনাতিরিক্ত অন্য কোন বিশিষ্ট-

প্রয়োজনাদির কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়াই, কেবলমাত্র স্বতন্ত্রতা-বশে প্রভুবুদ্ধি প্রবৃত্তা হইয়া থাকেন।

অতএব হে দেবদেব! হে মহেশ্বর! হে ত্রিপুরারে! হে মহাদেব! হে পশুপতে! হে পশু-পাশ-নাশিন্! আপনি যখন স্বেচ্ছামাত্রেই সর্ব্ব-কার্য্যসম্পাদনে সর্ব্বথা সমর্থ, বা অত্যন্ত-কুশল, তখন স্বাধীনতা-প্রযুক্ত আপনি যদি বিচিত্র-বস্তু-সকলকে ক্রীড়াসাধন-মাত্রে পরিণত করিয়া, ইচ্ছামত ক্রীড়া করেন, তবে তাদৃশরূপে ক্রীড়াপরায়ণ হইলেও, তজ্জন্য আপনার সম্বন্ধে কোন কার্য্যই অনুচিতরূপে বিবেচিত হইতে পারে না। কারণ, হে পার্ব্বতীপতে! আপনার বুদ্ধি ত আর অস্মদাদি-বুদ্ধির ন্যায় লৌকিক-বৈদিক-নিয়ম-নিচয়ের অধীনা, বা পরতন্ত্রা নহে। অতএব হে সর্ব্বদেববর! শঙ্কর! লৌকিক-বৈদিক-নিয়মানধীন-বুদ্ধিতা-প্রযুক্ত আপনি যাহা কিছু করিয়াছেন, করিতেছেন, বা করিবেন, তৎ-সমস্তই যে সঙ্গত, সমীচীন, বা অবিতর্কণীয়, তদ্বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহের অবসর নাই। পক্ষান্তরে যে সকলব্যক্তি আপনার অশেষ-কল্যাণকর-কার্য্যের সমালোচনা করিতে অগ্রসরা হইয়া, কাম-কলুষিত-নিজ-নিজ-ক্ষুদ্র-বুদ্ধি-সমাশ্রয়ণে তর্কাভাসের অবতারণা করেন, তাঁহারা যে নিতান্ত-ভ্রান্ত, তদ্বিষয়ে অধিক বলিবার আবশ্যক কি আছে?

অতএব শাস্ত্র ও স্বয়ং "দগ্ধুং সমর্থো মনসা ক্ষণেন, চরাচরং সর্ব্বমিদং ত্রিশূলী। কিমত্র দগ্ধুং ত্রিপুরং পিনাকী, স্বয়ং গতশ্চাত্র গণৈশ্চ সার্দ্ধম্। রথেন কিঞ্চেষুবরেণ তস্য, গণৈশ্চ কিং দেবগণৈশ্চ শম্ভোঃ। পুরত্রয়ং দগ্ধুমলুপ্তশক্তেঃ, কিমেতদিত্যাহুরজেন্দ্রমুখ্যাঃ।" এইরূপে অজেন্দ্র-মুখ্য-দেবগণের মুখে আক্ষেপের অবতারণা করাইয়া, পশ্চাৎ তাঁহাদিগেরই দ্বারা "মন্যাম নূনং ভগবান্ পিনাকী, লীলার্থমেতৎ সকলং প্রবর্ত্তুম্। ব্যব-স্থিতশ্চেতি তথান্যথাচেদাড়ম্বরেণাস্য ফলং কিমন্যৎ?" এইরূপে অবতারিত আক্ষেপের পরিহার-সাধন করাইয়াছেন। সে যাহা হউক, পরিশেষে সর্ব্বসুরাসুরের অসাধ্য-ত্রিপুরদাহ-কার্য্যাবসানে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে "ববন্দিরে নন্দিনমিন্দুভূষণং, ববন্দিরে পর্ব্বতরাজসম্ভবাম্। ববন্দিরে চাদ্রি-সুতাসুতং প্রভুং, ববন্দিরে দেবগণা মহেশ্বরম্।" এইরূপে দেবগণ যেমন

ইন্দুভূষণ নন্দী, পর্ব্বতরাজসম্ভবা দেবী পার্ব্বতী, অদ্রিসুতাসুতদ্বিবিগ্রহ-গজানন ও ষড়ানন, তথা ত্রিপুরারি শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্রীচরণে অভিবাদন করিয়াছিলেন, পাঠকমহোদয়গণ ! আমরাও সেইরূপ পত্নী-পুত্র-পরিজন-সমন্বিত-শ্রীশঙ্করদেবকে নিরতিশয়-ভক্তিসহকারে কায়মনোবাক্যে সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম করিয়া, দীর্ঘ-পরিশ্রম, দীর্ঘ-কাল ও বিপুল অধ্যবসায়-সাধ্য এই ত্রিপুরদাহবিষয়ক-বিরাট্ব্যাপার-বিবরণ হইতে অবসরগ্রহণ করিতেছি। অলং প্রপঞ্চিতপ্রপঞ্চনেনেতি শম্ ॥ শ্রীসাম্বশিবার্পিতমস্তু।

ইতি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

বিষ্ণুর সুদর্শন-চক্র-লাভ

হরিস্তে সাহস্রং কমলবলিমাধায় পদয়োঃ,
যদেকোনেতস্মিন্নিজমুদহরন্নেত্রকমলম্।
গতো ভক্ত্যুদ্রেকঃ পরিণতিমসৌ চক্রবপুষা,
ত্রয়াণাং রক্ষায়ৈ ত্রিপুরহর! জাগর্ত্তি জগতাম্ ॥ ১৯॥

শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ-গ্রন্থে দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদে সমুদ্দিষ্ট-বিষয়-সমূহের মধ্যে ত্রয়োবিংশ-বিষয় ত্রিপুর-দাহ যথা-বুদ্ধি বর্ণিত, বা প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্প্রতি চতুর্ব্বিংশ-বিষয় শ্রীবিষ্ণুদেবের সুদর্শন-চক্রলাভ লেখ্য-বিষয়-ক্রমানুসারে সমাগত হওয়ায়, আমাকে এক্ষণে তদ্বিবরণে যত্নবান্ হইতে হইবে। এই শ্রীবিষ্ণুদেবের সুদর্শন-চক্রলাভাখ্য-বিষয়টীকে অবলম্বন করিয়াই, গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত শ্রীশিবমহিম্নঃ স্তোত্রে "হরিস্তে সাহস্রং কমলবলিমাধায় পদয়োঃ", ইত্যাদি ঊনবিংশ-শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন। পূর্ব্ব-পূর্ব্বশ্লোক-সকলে ভগবান্ শ্রীবিশ্বনাথদেবের ভক্তানুকম্পিত্ব বারংবার বর্ণিত বিশিষ্টরূপে প্রদর্শিত হইলেও, ভগবান্ পুষ্পদন্ত আংশিকভাবে উদ্ধৃত-শ্লোকটীর প্রথম-দ্বিতীয়-চরণে ইন্দ্রাবরজ শ্রীউপেন্দ্রদেবের ভক্তি-প্রাচুর্য্য-প্রদর্শনপূর্ব্বক তৃতীয়-চতুর্থ-চরণ-দ্বয়ে সেই ভক্ত্যুদ্রেক, ভক্ত্যতিশয়, বা ভজন-লক্ষণা সেবার অত্যন্তপ্রকর্ষবশে বশীভূত-ভক্তবৎসল-শ্রীশঙ্করদেবের নিকট হইতে সুদর্শন-চক্রলাভ-লক্ষণ-ফল-প্রদর্শন-দ্বারা যে শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই বিষয়ে বিবিধ-পুরাণ-প্রবন্ধে বিবিধ উপাখ্যান পরিদৃষ্ট হইলেও, ঐসকল আখ্যায়িকাভাগে বিশেষ কোন পার্থক্য, বা বৈচিত্র্য দেখা যায় না। এই শ্লোকটীর টীকা-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া, বঙ্গীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমন্মধুসূদন-সরস্বতী-মহাশয় সৌরপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। আমি

কিন্তু উপরি উক্ত-শ্লোকটীর ইতিহাস-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া, শ্রীশিবপুরাণ ও লিঙ্গপুরাণের আশ্রয়গ্রহণ করিব। শ্রীবিষ্ণুদেবের সুদর্শন-চক্র-লাভাখ্য-বিষয়টীর বিশদ-বিবরণ করিতে হইলে, আমাকে অগ্রে শ্রীসুদর্শন-চক্রের উৎপত্তি, বা নির্ম্মাণপ্রয়োজনপ্রদর্শন করিতে হইবে। অন্যথা সুদর্শন-চক্রের গৌরব সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে না এবং শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণু-দেবকে সুদর্শন-চক্র-দান আকস্মিকরূপে পরিগণিত হইতে পারে।

পূর্ব্বকালে জল-মণ্ডল-সম্ভব জলন্ধরনামে বিখ্যাত এক অসুর ক্রমে তপস্যা-প্রভাবে বিপুল বিক্রম লাভ করিয়া এবং অন্তক-কলেবর-সঙ্কাশ-শরীরে ত্রিভুবন কম্পিত করিয়া, নিরন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষঃ ও উরগ-গণের প্রতি উপদ্রব, বা অনিষ্টাচরণ-প্রবর্ত্তন-দ্বারা আত্ম-বিক্রমের সাফল্য অনুভব করিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সেই অসুর-প্রবর-জলন্ধর সগন্ধর্ব্ব-সযক্ষোরগ-রাক্ষস-নির্জ্জরগণকে সমরে নির্জ্জিত করিয়া, পশ্চাৎ সংগ্রামস্থলেই ভগবান্ কমলযোনি লোকপিতামহ ব্রহ্মাকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। "জিত্বৈবং দেবসঙ্ঘাতং, ব্রহ্মাণং বৈ জলন্ধরঃ। জগাম দেবদেবেশং, বিষ্ণুং বিশ্বহরং গুরুম্॥" অসুররাট্ জলন্ধর যখন বিষ্ণুসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে যুদ্ধপ্রার্থনা করিলেন, তৎকালে শ্রীবিষ্ণুদেবও বীর-ধর্ম্ম-প্রতিপালন-পরায়ণতা-প্রযুক্ত সাগ্রহে অসুরেশ্বর-জলন্ধরের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। উক্তরূপে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া, শ্রীবিষ্ণুদেব কিছুমাত্র বিশ্রাম না করিয়া, দিবারাত্রি সমভাবে যুদ্ধ করিলেন বটে; কিন্তু পরম-পরিতাপের বিষয় এই যে, অসুররাজ-জলন্ধরের সহিত সমরে ভগবান্ শ্রীমধুসূদনদেব অচিরকাল-মধ্যে পরাজিত হইলেন।

অনন্তর অসুরশ্রেষ্ঠ ন্যায়ধী জলন্ধর দেবদেব জনার্দ্দনকে সমরে নির্জ্জিত করিয়া, তথা ঈশ্বর অর্থাৎ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে রণাজিরে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া, দিতি-পুত্রগণকে এই কথা বলিলেন যে, হে দিতি-পুত্রগণ! হে দানব-পুঙ্গবগণ! সমস্ত-দেবগণকেই আমি সমরে পরাজিত করিয়াছি। এক্ষণে কেবলমাত্র শ্রীশঙ্করদেব রণাঙ্গণে অজিত অবস্থায় অবশিষ্ট রহিয়াছেন। গণপ ও গণপ-প্রধান নন্দীর সহিত

সর্ব্ব-প্রভু শ্রীঈশানদেবকে ক্ষণকালমধ্যে জয় করিয়া, আমি একাকীই তোমাদিগকে ভবত্ব, বাসবত্ব, ব্রহ্মত্ব ও বিষ্ণুত্ব প্রদান করিব। অনন্তর জলন্ধরের উক্তরূপ শ্রোত্র-মনো-রসায়ন আপাত-মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, মৃত্যু-দর্শন-তৎপর পাপিষ্ঠ সেই দানবাধমগণ উচ্চতর গর্জ্জন করিতে লাগিল। অতঃপর অসুরেশ্বর-জলন্ধর "দৈত্যৈরেতৈস্তথান্যৈশ্চ, রথনাগ-তুরঙ্গমৈঃ। সন্নদ্ধৈঃ সহ সন্নহ্য, শর্ব্বং প্রতি যযৌ বলী॥" এদিকে ভগনেত্রহা ভগবান্ শ্রীভবদেবও সমরাঙ্গণে মেরুকূটস্বরূপে অবস্থিত সেই দৈত্যেন্দ্র জলন্ধরকে অবলোকন করিয়া, অথচ দেবগণ-প্রমুখাৎ অন্যান্য-শস্ত্রাস্ত্র-সাহায্যে তাঁহার অবধ্যত্ব শ্রবণ করিয়া, পদ্মোদ্ভব ব্রহ্মার বচন-রক্ষণাভিপ্রায়ে নিজ-ত্রিশূল ও ইন্দ্রের অশনি অপেক্ষাও কঠোর উগ্রতর অভিনব এক অস্ত্রের আবির্ভাব-সাধনার্থ ক্ষণকাল চিন্তা-নিবিষ্ট হইলেন।

পশ্চাৎ সমগ্র জগতের পরিরক্ষক সাম্ব সনন্দী সগণ প্রভু শ্রীশঙ্কর-দেব হাস্য করিতে করিতেই যেন কহিলেন, হে অসুরেশ্বর! সম্প্রতি তুমি এই সমরানুষ্ঠান-দ্বারা কীদৃশ-কৃত্য-সম্পাদনে অভিলাষ করিয়াছ? হে দৈত্যবর! তুমি কি "সাম্প্রতম্" পিনাক-নির্ম্মুক্ত-মদীয়-বাণ-সকলের সুদৃঢ়-প্রহারে সর্ব্বাঙ্গে ভিন্ন হইয়া, আনন্দের সহিত মরণার্থে অভ্যুদ্যত হইয়াছ? শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীমুখারবিন্দ-বিনির্গত শ্রোত্র-বিদারণ উক্ত-রূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, সুরেতরবলেশ্বর জলন্ধরও সর্ব্বসুরেশ্বর শ্রীশঙ্কর-দেবকে এই বাক্য বলিলেন যে, হে দেবদেব! হে মহাবাহো! হে বৃষধ্বজ! হে হর! আমি চন্দ্রাংশু-সন্নিভ শস্ত্র-সকল-সাহায্যে আপ-নার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এই স্থানে সমাগত হইয়াছি। অতএব আপনি এরূপ অবস্থায় আমাকে অবলোকন করিয়া, বৃথা-বাক্যাড়ম্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন কেন? হে দেব! আমার বিবেচনায় আপ-নার ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবেশ্বরের পক্ষে ঈদৃশ-গর্ব্ব-ব্যঞ্জক-বাক্য-প্রয়োগ করা কদাপি সমুচিত নহে। শূলী শ্রীশঙ্করদেব দৈত্যেশ্বর-জলন্ধরের উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, পশ্চাৎ পাদাঙ্গুষ্ঠ-সাহায্যে অবলীলাক্রমে মহার্ণবজলে রথাঙ্গ-লক্ষণ এক রৌদ্র আয়ুধ নির্ম্মাণ করিলেন। কিঞ্চ,

"কৃত্বার্ণবাম্ভসি সিতং ভগবান্ রথাঙ্গং, স্মৃত্বা জগত্ত্রয়মনেন হতাঃ সুরাশ্চ।
দক্ষান্ধকান্তক-পুর-ত্রয়-যজ্ঞহর্ত্তা, লোকত্রয়ান্তককরঃ প্রহসংস্তদাহ।"

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে দৈত্যবর! জলন্ধর! আমি পাদাঙ্গুষ্ঠ-মাত্র-সাহায্যে মহার্ণব-জলে তোমার-সমক্ষে এই মহাচক্র নির্ম্মাণ করিয়াছি। তুমি যদি বলবান্ বলিয়া, কোন দিন আত্ম-গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাক, তবে অবিলম্বে এই চক্র সমুদ্ধৃত কর। অন্যথা তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত-পাত্র-স্বরূপে বিবেচিত হইতে পার না। শ্রীশঙ্কর-দেবের সহিত সমরে সমবস্থিত হইতে সমুৎসুক দৈত্যেশ্বর-জলন্ধর শ্রীরুদ্রদেবের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রোধ-প্রযুক্ত আদীপ্ত-লোচনে বিকট হাস্য করিতে করিতেই যেন, নেত্র-দ্বয়ে একবার জগত্ত্রয়কে অবলোকন-পুরঃসর গদা উদ্ধৃতা করিয়া কহিলেন, হে দেববর! শঙ্কর! আমি ইচ্ছা করিলে, এই গদা-মাত্র-সাহায্যে ডুণ্ডুভ-সকলকে পক্ষিরাজ-গরুড় যেমন অনায়াসে নিহত করিয়া থাকেন, সেইরূপ নন্দীকে ও আপনাকে নিহত করিয়া এবং সুরগণের সহিত এই লোক-সকলকে বিনষ্ট করিয়া, সবাসব-চরাচর-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলেরও নির্ম্মূলনে সমর্থ হইতে পারি। কিঞ্চ, হে দেব! আপনি নিশ্চিত জানিবেন যে, আমি "কো মহেশ্বর মদ্বাণৈরচ্ছেদ্যো ভুবনত্রয়ে।" এরূপ গর্ব্বও মনে মনে পোষণ করিয়া থাকি।

অপিচ, আমি বালভাবে অবস্থিতিকালে তপঃ-সাহায্যে ভগবান্‌কেও বিনির্জ্জিত করিয়াছি, যৌবন-কালে সুর-পুঙ্গব-গণের সহিত মুনিগণ ও বলী ব্রহ্মাকেও পরাজিত করিয়াছি এবং ইচ্ছা করিলে, ক্ষণকালমধ্যে সচরাচর এই সমগ্র-ত্রৈলোক্যমণ্ডলকেও দগ্ধ করিতে পারি। হে রুদ্রদেব! আপনি কি নিজ-তপঃ-প্রভাবে ভগবান্‌কেও নির্জ্জিত করিয়াছেন? নাগ-সকল যেমন পক্ষিপতি গরুড়ের গন্ধমাত্রও সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বিত্তেশ, বায়ু, বা বারীশ্বর-প্রভৃতিও যে আমার বীর্য্যবেগ-সহনে সমর্থ নহেন, তাহা কি আপনি অবগত নহেন? হে দেববর! শঙ্কর! কি দেবলোকে, কি ভূমণ্ডলে, অদ্য-পর্য্যন্ত আমার এই বাহুসকল যে রণকণ্ডূতির উপশম-সাধনে সমর্থ হয়

নাই, তাহাও কি আপনি পরিজ্ঞাত নহেন ? হে গণেশ্বর! আমি এই ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলস্থ-পর্ব্বত-সকলকে প্রাপ্ত হইয়া, সেই শিখরি-নিচয়ের গাত্রে আমার বাহু-সকলকে বারম্বার ঘর্ষিত করিয়াছি, কিন্তু অদ্যাপি মদীয়করকণ্ডূয়নের নিবৃত্তি হয় নাই। "গিরীন্দ্রো মন্দরঃ শ্রীমান্, নীলো মেরুঃ সুশোভনঃ। ঘর্ষিতো বাহুদণ্ডেন, কণ্ডূনোদার্থমাতপৎ।" অর্থাৎ আমি কণ্ডূবিনোদার্থ আমার এই বিপুল-বাহু-দণ্ড-সাহায্যে গিরীন্দ্র-মন্দর, শ্রীমান্ নীল-পর্ব্বত, তথা সুশোভন সুমেরু-প্রভৃতি অচল-শ্রেষ্ঠের শিখর-কণ্টক-সহস্রে কণ্টকিত বন্ধুর-গাত্রে বারংবার ঘর্ষণ করিয়াছি, কিন্তু বাহু-দণ্ডের ঘর্ষণ-বেগ-সহনে অসমর্থতা-প্রযুক্ত ঘর্ষিত ঐ সকল-ধরাধর উৎপাটিত অবস্থায় পতিত হইয়াছে। হে ভগবন্! এইরূপ বিবরণ-বাক্য-শ্রবণে আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, আমি তৎকালে কর-কণ্ডূয়ন-বিনোদনে সমর্থ হইয়াছিলাম কি না ?

অপিচ, "গঙ্গা নিরুদ্ধা বাহুভ্যাং, লীলার্থং হিমবদ্গিরৌ।" অর্থাৎ আমি হিমালয়-গিরি-প্রদেশে পরিভ্রমণ-কালে লীলারসাস্বাদনার্থ কোন সময়ে পরম-দুর্দ্ধরা দেবী, বা নারীগণ-প্রধানা গঙ্গাদেবীকেও এই বাহু-যুগল-সাহায্যে নিরুদ্ধা করিয়াছিলাম। মদীয় অন্তঃপুরস্থ-মহিলাবর্গের পরিরক্ষণার্থ নিযুক্তভৃত্য-সকল-কর্ত্তৃক ত্রিদিববাসী দেবগণের প্রধান অবলম্বন বজ্রাস্ত্রও বদ্ধ হইয়াছিল। এই করমাত্রসাহায্যে আমি বড়বা, অর্থাৎ সমুদ্রস্থা অশ্বমুখীদেবীর মুখ-গ্রহণ করিয়া, ভগ্ন করিয়াছিলাম এবং বড়বা-দেবীর মুখ-ভঙ্গ-মাত্রেই তৎক্ষণাৎ এই সমগ্র-জগৎ একার্ণবে পরিণত হইয়াছিল। এই বাহু-যুগল-মাত্র-সাহায্যে আমি ঐরাবতাদি-মহানাগগণকে সিন্ধুজলোপরি পরিক্ষিপ্ত করিয়াছি। তথা এই বাহু-যুগল-মাত্র-সাহায্যে আমি সরথ ভগবান্ ইন্দ্রকে শতযোজন দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছি। এই বাহু-দণ্ড-মাত্র-সাহায্যে সমরে বিষ্ণুকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার বাহন গরুড়কে নাগপাশদ্বারা আবদ্ধ করিয়াছি। উর্ব্বশ্যাদিযাবতীয়-দেববিলাসিনীগণকে এই বাহু-যুগল-মাত্র-সাহায্যে গ্রহণ করিয়া, আমি কারা-গৃহান্তরে অবস্থাপিত করিয়াছি। কেবল মাত্র ইন্দ্র বহু অনুনয়-বিনয় ও সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম-দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিয়া, আমার

নিকট হইতে শচীদেবীকে দান-স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। হে দেববর! আমি মদীয় বাহুবল, বা পরাক্রমের যৎসামান্য-মাত্র-পরিচয় আপনার অবগতির জন্য প্রদান করিলাম। হে উমাপতে! এক্ষণে আপনি আমাকে চিনিতে, অথবা জানিতে পারিয়াছেন কি?

শ্রীভগবান্ মহাদেব দৈত্যেন্দ্র-জলন্ধর-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, ক্রোধভরে তৎকালমাত্রেই স্বীয়-নেত্রানলভাগের এক-কলার্দ্ধার্দ্ধ-মাত্র-সাহায্যে সমাকুল, বা পরিব্যাপ্ত-দৈত্যেন্দ্র-জলন্ধরাধিষ্ঠিত-রথবরকে প্রকৃষ্টরূপে দগ্ধ করিলেন। অপিচ, ত্রিপুর-রিপু শ্রীশঙ্করদেবের ক্রোধ-নিরীক্ষণ-বশে দৈত্যেন্দ্র-জলন্ধরের রথ দগ্ধ হইল বটে; কিন্তু শ্রীশঙ্কর-দেবেরই ইচ্ছানুসারে দৈত্য-দানব-সম্বন্ধী অতুলবল, অশ্ব-নিচয় ও নাগকুলের সহিত দৈত্যেন্দ্রগণ বৈশস প্রাপ্ত হইলেন না। পক্ষান্তরে শ্রীশঙ্করদেবেরই অভিপ্রায়বশে লব্ধজীবন অনুচরগণে ও নাগগণে অনু-সংবৃত অল্পবুদ্ধি দৈত্যেন্দ্র জলন্ধর দেবেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবকে এই বাক্য বলিলেন যে, হে দেবেশ! দেব-দৈত্য-সঙ্ঘ-সকলের সহিত যুদ্ধে আমার কোন কার্য্য, বা প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদেশ্য নাই। হন্ত! যেহেতু আমি ইচ্ছা করিলে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-সকলকে ক্ষণকাল-মধ্যেই দগ্ধ, বা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইতে পারি, অতএব হে ঈশ! আপনি নিশ্চিত জানিবেন যে, দেব-সৈন্যসকলের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে, আমার হৃদয়ে কিছুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইবে না। বিপর্য্যয়ে দেবসঙ্ঘের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মদীয়-মানসে বিপুলতরা বাঞ্ছা সমুল্লসিতা হইতেছে জানিবেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। "তস্মাত্ত্বং মম মদনারিদক্ষশত্রো! যজ্ঞারে! ত্রিপুররিপো! মমৈব বীরৈঃ। ভূতেন্দ্রৈ-র্হরিবদনেন দেবসঙ্ঘৈর্যোদ্ধুং তে বলমিহ চাস্তি চেদ্ধি তিষ্ঠ।" মহাদেবারি-নন্দন দৈত্যেন্দ্র জলন্ধর শ্রীমন্মহাদেবকে উক্তরূপ বাক্যসকল কথন করিয়া, অবিচলিতপদে স্থিরমানসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং সমরস্থলে তাঁহার যে সকল বান্ধব নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের রূপ, গুণ ও কর্ম্মসকল চিন্তা করিয়া, একবারের জন্যও বিচলিত হইলেন না, কিম্বা তাঁহাদিগকে একবারও স্মরণ করিলেন না।

অনন্তর দুর্ম্মদ-বশতঃ অবিনীতাত্মা দৈত্য-প্রবর জলন্ধর বাহুযুগল-সাহায্যে আস্ফোটন-পুরঃসর দোর্বল-বশে সুদর্শনাখ্য যে চক্রের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই চক্রকে সমুদ্ধৃত করিয়া, তদ্দ্বারা শ্রীশঙ্করদেবকে হনন করিতে সমুদ্যত হইলেন। পরন্তু পরম-দুর্দ্ধর চক্রকে সবলে প্রকৃষ্ট-প্রযত্নসহকারে ধারণ-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবকে হনন করিতে সমুদ্যত হইলে হইবে কি? দৈত্যপ্রবর জলন্ধর অতি কষ্টে সেই পরম-দুর্দ্ধর সুদর্শন-চক্রকে উত্তোলিত করিয়া, গুরুভার-নিবন্ধন দুর্ব্বহত্ব-বোধে যেমন স্বীয়-স্কন্ধদেশে স্থাপন করিলেন, তৎক্ষণাৎ শ্রীশঙ্করদেবের ইচ্ছামাত্রেই হউক, অথবা কারণান্তরবশতঃই হউক, বিঘূর্ণিত সেই রথাঙ্গের নিশিত-ক্ষুরধারা-সম-সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগ-সংস্পর্শমাত্রে দৈত্যেন্দ্র জলন্ধর গ্রীবাপ্রদেশে দ্বিধাভূত হইয়া, ভূতলে পতিত হইলেন। কিঞ্চ, তৎকালে "কুলিশেন যথা চ্ছিন্নো, দ্বিধা গিরিবরো দ্বিজাঃ। পপাত দৈত্যো বলবানঞ্জনাদ্রিরিবাপরঃ।" অর্থাৎ পাকশাসনদেবের বজ্রার্থক-কুলিশ-প্রহারে দ্বিধা-বিচ্ছিন্ন গিরিবর যেমন ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ গ্রীবাদেশে বিচ্ছিন্ন বলবান্ দৈত্যেন্দ্র জলন্ধর দ্বিধাভূত-কলেবরে ধরাতল-শায়ী অবস্থায় অপর অঞ্জনাদ্রির ন্যায় কৃষ্ণশোভা ধারণ করিলেন।

এইরূপে দৈত্য-প্রবর জলন্ধর সুদর্শন-চক্রধারাদ্বারা গ্রীবাদেশে দ্বিধা-চ্ছিন্ন হইয়া, নিহত হইলে, তাঁহার শরীর-সম্ভূত-রৌদ্র-রক্ত-প্রবাহে ক্ষণ-কাল-মধ্যে ধরামণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অহো! শ্রীরুদ্রদেব এই শোণিত-প্লাবন-লক্ষণ অমঙ্গল-ব্যাপার অবলোকন করিয়া, ধরা-মণ্ডলের, বা জগন্ম-ণ্ডলের অমঙ্গলভার-দূরীকরণের জন্য অচিরকালমধ্যে নিয়োগ-লক্ষণসঙ্কল্প-দ্বারা রক্তকুণ্ডনামক এক নরকের আবির্ভাব-সাধন করিলেন। অর্থাৎ শ্রীশঙ্করদেবের নিয়োগবশে নিহত-দৈত্যেন্দ্র-জলন্ধরের শরীর-সম্ভূত অখিল-রক্ত ও মাংস-সমূহ মহারৌরব-নামে সুপ্রসিদ্ধ নরকক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া, তদন্তর্গত রক্তকুণ্ড-নামক নরকক্ষেত্রে পরিণত হইল। "জলন্ধরং হতং দৃষ্ট্বা, দেবগন্ধর্ব্ব-পার্ষদাঃ। সিংহনাদং মহৎ কৃত্বা, সাধু দেবেতি চাব্রুবন্। যঃ পঠেৎ শৃণুয়াৎ বাপি, জলন্ধরবিমর্দ্দনম্। শ্রাবয়েদ্বা যথান্যায়ং, গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ।"

এক্ষণে পাঠকমহোদয়গণ অবশ্যই এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, শ্রীসুদর্শন-চক্রের আবির্ভাব-সাধন যথারীতি কথিত হইল বটে; কিন্তু দেবদেব শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের নিকট হইতে শ্রীবিষ্ণুদেব কিরূপে সেই সুদুর্লভ-সুদর্শন-চক্রলাভ করিলেন, তাহা কি যথারীতি কীর্ত্তিত হইবে না? উক্তরূপ প্রশ্নের উত্তরে পাঠকমহোদয়গণের কৌতূহল-বিনিবৃত্তির জন্য অবশ্যই আমাকে বলিতে হইবে যে, উপরিতন-গ্রন্থে বিবৃত-জলন্ধর-বধ-লক্ষণ-ঘটনাটীর কিছুকাল পরে কোন সময়ে "দেবানামসুরেন্দ্রাণাম-ভবচ্চ সুদারুণঃ। সর্ব্বেষামেব ভূতানাং, বিনাশক রণো মহান্।" এই সর্ব্বভূত-বিনাশকারী রণমহোৎসবে পূর্ব্বোক্ত-দেবগণ, অসুরেন্দ্র-গণ-কর্তৃকপ্রেরিতা শক্তি, মুষল ও নতপর্ব্বসায়ক-নিচয়-দ্বারা, তথা কুন্ত-প্রভৃতি অস্ত্র-সাহায্যে প্রভিদ্যমান-কলেবরে ভয়-বিহ্বল-হৃদয়ে জীবিত-রক্ষণাভিপ্রায়ে পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। কিঞ্চ, পলায়িত পরাজিত দেবগণ তৎকালে শোক-সংবিগ্ন-মানসে দেবদেবেশ্বর সুরেশান শ্রীবিষ্ণুদেবের সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। দেবদেবেশ্বর শ্রীহরি সমাগত প্রণাম-পরায়ণ সেই দেবগণকে স্নেহ-প্লাবিত-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, সাদরে উপবেশনার্থ আদেশপ্রদান করিলেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু প্রণিপাতান্তে সমীপে অবস্থিত দেব-গণকে এই বাক্য কহিলেন যে, "বৎসাঃ! কিমিতি বৈ দেবাশ্চ্যুতালঙ্কার-বিক্রমাঃ। সমাগতাঃ সসন্তাপা, বক্তুমর্হথ সুব্রতাঃ।" অর্থাৎ হে বৎস! সুব্রত! দেবগণ! তোমরা কেয়ূর, কুণ্ডল, কিরীট ও কনক-হারাদি-বহুমূল্য অথচ ঐশ্বর্য্যব্যঞ্জক অলঙ্কার-নিচয়ে, তথা পরাক্রমার্থক-বিপুল-বিক্রম-লক্ষণ-বিভূষণ-নিচয়ে বিহীন হইয়া, সন্তাপ-সন্তপ্ত-অন্তঃকরণে কিজন্য আমার নিকটে সমাগত হইয়াছ? তাহা অবিলম্বে কীর্ত্তন কর।

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেবের তাদৃশ-বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, তথাভূত-সুরোত্তমগণ পুনরপি দেবদেব শ্রীবিষ্ণুদেবকে প্রণামপূর্ব্বক যথা বৃত্ত কথন করিলেন। দেবগণ কহিলেন, "ভগবন্ দেবদেবেশ! বিষ্ণো! জিষ্ণো! জনার্দ্দন!" আমরা সকলে দানবগণ-কর্তৃক নিতান্ত-নির্দ্দয়ভাবে পরম-পরিপীড়িত হইয়া, আপনার দানব-ভয়-ভঞ্জন শ্রীচরণযুগলে শরণলাভার্থ

সমাগত হইয়াছি। হে দেবদেবেশ! পুরুষোত্তম! আপনিই আমাদিগের একমাত্র গতি, আশ্রয়, বা পরম-ভরসাস্থল। তথা একমাত্র আপনিই আমাদিগের "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী, নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।" অথবা "ত্বমেব পরমাত্মা হি, ত্বং পিতা জগতামপি। ত্বমেব ভর্ত্তা হর্ত্তা চ, ভোক্তা দাতা জনার্দ্দন।" অতএব হে দানবার্দ্দন! আপনি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহপ্রবণ-চিত্তে দয়াপরবশ হইয়া, দুষ্ট-দৈত্য-দানবদলের দলনে বদ্ধ-পরিকর হইলেই, আমরা এই মহাঘোর-দুস্তর-বিপদ্-বারিধির পরপারে উত্তীর্ণ হইতে পারি। হে বারিজলোচন! উপদ্রবকারী সেই দৈত্যদানবেন্দ্রগণ বরলাভ-প্রযুক্ত বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, রৌদ্র, যাম্য, সুদারুণ-কৌবের, সৌম্য, নৈঋর্ত্য, সুদৃঢ়-বারুণ, বায়ব্য, তথা আগ্নেয়, ঐশান, শুভ-বার্ষিক, সৌর, কম্পন, জৃম্ভণ, বা অন্যান্যভীম-প্রহরণ-সকল-সাহায্যেও বধ্য না হওয়ায়, সর্ব্বথা অবধ্য সেই দানবসকলের বধ-সাধন-কল্পে হে পুরুষোত্তম! আপনি কোন অভিনব-বিধান-প্রণয়ন করুন। হে কমলাকান্ত! রণাঙ্গণে আমরা সেই দুষ্ট-দানবগণের বধ-সাধন অভিপ্রায়ে সূর্য্য-মণ্ডল-সম্ভূত আপনার সুবিখ্যাত সেই দিব্যবিষ্ণুচক্র সমুদ্ধত করিয়াছিলাম, কিন্তু গভীরতরপরিতাপের বিষয় এই যে, হে জগদ্গুরো! মহাবল-মহাপ্রভাব-সম্পন্ন দধীচ ও চ্যাবনাখ্য-দানবেশ্বর-দ্বয়-কর্তৃক সেই চক্র কুণ্ঠিত হওয়ায়, অভিমতফলোৎপাদনে সমর্থ হয় নাই।

কিঞ্চ, হে দানবার্দ্দন! অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দৈত্য-দানবেন্দ্রগণ অসীম-তপঃ-প্রভাবে উপাস্যদেবতার প্রসাদ-বশে আপনার সেই দণ্ড, শার্ঙ্গ এবং অন্যান্যবিধ-বৈষ্ণবাস্ত্র-সকলও লাভ করিয়াছে। হে দানবান্তক! সূর্য্য-মণ্ডল-সম্ভূতত্বদীয়-চক্রের বিফলতা-দর্শনে দগ্ধ-হৃদয়ে আশা-শূন্য অন্তঃকরণে ভগ্ন-মনোরথে কণ্টকময়-জীবনে দুর্ব্বহ-দুঃখভার-বহনে অসমর্থ হইয়া এবং একমাত্র আপনাকেই আমাদের "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী, নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।" জানিয়া, আপনার অনুগ্রহ-লাভাশায় আমরা আপনার শ্রীচরণপ্রান্তে সমাগত হইয়াছি। হে কমলনাভ! দৈত্য-দানবেন্দ্রগণ যখন পূর্ব্বনিরূপিত অস্ত্র-সকল-সাহায্যে হন্তব্য নহে,

তখন আপনি পূর্ব্বকালে দৈত্যেশ্বর-জলন্ধরকে নিহত করিবার জন্য ত্রিপুরারি শ্রীশঙ্করদেব পাদাঙ্গুষ্ঠ-সাহায্যে মহত্ত্ব-মধ্যে যে চক্র-নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সর্ব্ব-প্রযত্ন-সাহায্যে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সন্তোষ-সাধন-দ্বারা সেই সুশিত-ঘোরসুদর্শন-চক্রলাভের অনন্তর তৎসাহায্যে দানব-বংশের ধ্বংস-সাধনে যত্নাবলম্বন করুন। কারণ, পূর্ব্ব-প্রতি-পাদিত সেই সুদর্শন-চক্রের সাহায্যব্যতীত অন্যান্যবিধশতশতশস্ত্রাস্ত্রের প্রয়োগ করিলেও, দানবেন্দ্রগণের নিধন-সাধন কোনরূপেই সম্ভবপর হইবে না।

অনন্তর স্বয়ং চক্রভৃৎ ভগবান্ বারিজেক্ষণ-দেববরবিষ্ণু ব্রহ্মেন্দ্র-বরুণাদিদেব-প্রবরগণের "পুরা জলন্ধরং হন্তুং, নির্ম্মিতং ত্রিপুরারিণা। রথাঙ্গং সুশিতং ঘোরং, তেন তান্ হন্তুমর্হসি। তস্মাত্তেন নিহন্তব্যা, নান্যৈঃ শস্ত্রশতৈরপি।" এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বাচস্পতি-প্রমুখ-দেবগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, "ভো ভো দেবাঃ!" আমি সম্প্রতি সনাতন-সর্ব্বদেবগণের সহিত শ্রীমন্মহাদেবকে প্রাপ্ত হইয়া, ত্রিদিববাসী দেবগণের সর্ব্ববিধকার্য্য সুসম্পন্ন করিব। হে দেবগণ! দৈত্যেশ্বর-জলন্ধরকে নিহত করিবার জন্য ত্রিপুরারি-শ্রীশঙ্কর-দেব-কর্ত্তৃক যে রথাঙ্গ নির্ম্মিত হইয়াছে, সর্ব্ববিধ-উপায়াবলম্বনে সন্তোষ-সাধন-পুরঃসর প্রসন্নাত্মা শ্রীপরমেশ্বরদেবের নিকট হইতে আমি সেই রথাঙ্গ লাভ করিয়া, পশ্চাৎ সেই চক্রাস্ত্রদ্বারাই অষ্টষষ্টি-শত-সংখ্যক-মহাবল-পরাক্রান্তধুন্ধু-প্রমুখমহাসুরমহাদৈত্যেন্দ্রগণকে ক্ষণকালমধ্যে সবান্ধবে নিহত করিয়া, অবিলম্বে তোমাদিগকে অর্থাৎ সর্ব্বজাতীয়-সুরগণকে এই অপারদুঃখ-পারাবার হইতে সন্তারিত করিব। "এব-মুক্ত্বা সুরশ্রেষ্ঠান্, সুরশ্রেষ্ঠমনুস্মরন্। সুবশ্রেষ্ঠস্তদা শ্রেষ্ঠং, পূজয়ামাস শঙ্করম্।" অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুদেব ব্রহ্মেন্দ্র-বরুণ-প্রমুখ-দেবগণের প্রার্থনা-পরিপূরণ-কল্পে তৎক্ষণাৎ হিমালয়-শিখরি-শিখরে গমন-পূর্ব্বক দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া, তদ্দ্বারা মেরুপর্ব্বতসঙ্কাশজ্যোতির্ম্ময়-লিঙ্গ-নির্ম্মাণ-পুরঃসর নগাধিরাজহিমবান্ পর্ব্বতের শুভশৃঙ্গে যথান্যায়ে স্থাপিত করিলেন। "ত্বরিতাখ্যেন রুদ্রেণ, রৌদ্রেণ চ জনার্দ্দনঃ।

স্থাপ্য সংপূজ্য গন্ধাদ্যৈর্জ্বালাকারং মনোরমম্। তুষ্টাব চ তদা রুদ্রং, সম্পূজ্যাগ্নৌ প্রণম্য চ।”

কিঞ্চ, শ্রীজনার্দ্দনদেব তপশ্চরণ-মানসে সম্মুখে কুণ্ডনির্ম্মাণ-পূর্ব্বক অগ্রতঃ যথাবিধি বহ্নি সংস্থাপিত করিয়া, পার্থিব-বিধানানুসারে নানাবিধ-মন্ত্রোচ্চারণ-পুরঃসর অনেকবিধ-স্তোত্রাবৃত্তি-সাহায্যে নিশ্চল-চিত্তে শ্রীশঙ্করদেবের আরাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। শ্রীশঙ্করদেবের ভজনে কৃত-সঙ্কল্প শ্রীবিষ্ণুদেব মানসাখ্য-সরোবর হইতে শতশত-কমল-সংগ্রহান্তে আসন বদ্ধ করিয়া, একাগ্র-চিত্তে যখন শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের আরাধনা করিতেন, তৎকালে তিনি স্বীয়-শরীর, বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-পর্য্যন্ত সঞ্চালিত করিতেন না। অপিচ, উক্তরূপ-নিয়মাবলম্বনে তপঃ-পরায়ণ শ্রীবিষ্ণুদেব “প্রসন্নাবধিমেবাত্র, স্থেয়ঞ্চ সর্ব্বথা ময়া।” এইরূপ স্থির-নিশ্চয় করিয়া, প্রত্যহ শ্রীশঙ্করদেবের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু বহুতিথকাল গত হওয়া সত্ত্বেও, শ্রীশঙ্করদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না। “যদা নৈব হরস্তুষ্টঃ”, তৎকালে শ্রীহরিদেব বিচারে তৎপর হইয়া স্বকৃত তপঃ-কষ্ট-বিচারের অনন্তর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি বহুবিধ-তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছি, বহুবিধ-তপঃ-কষ্ট সহ্য করিয়াছি, শ্রীশঙ্করদেবের বহুবিধ-সেবন করিয়া, বহুবিধ-পূজন করিয়াছি, তথাপি শ্রীশঙ্করদেব যখন তুষ্ট হইতেছেন না, তখন অবশ্যই প্রকারান্তরে শ্রীশঙ্করদেবের অর্চ্চনা করিতে হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া, শ্রীবিষ্ণুদেব স্থির করিলেন যে, এখন হইতে আমি প্রতিদিন মানস-সরোবর হইতে সহস্র-সংখ্যকপদ্ম আনয়ন-পূর্ব্বক সহস্রনাম-স্তোত্র-পাঠাবসরে শ্রীশঙ্করদেবের প্রতিনামের উচ্চারণান্তে মন্ত্রপাঠ-পুরঃসর পরম আনন্দসহকারে প্রভু পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের মস্তকে সমর্পণ করিব। অনন্তর শ্রীবিষ্ণুদেব “দেবং নাম্নাং সহস্রেণ, ভবাদ্যেন যথাক্রমম্। পূজয়ামাস চ শিবং, প্রণবাদ্যং নমোহন্তকম্। দেবং নাম্নাং সহস্রেণ, ভবাদ্যেন মহেশ্বরম্। প্রতিনাম স পদ্মেন, পূজয়ামাস শঙ্করম্। অগ্নৌ চ নামভির্দেবং, ভবাদ্যৈঃ সমিদাদিভিঃ। স্বাহান্তৈ-র্বিধিবদ্ধত্বা, প্রত্যেকময়ুতং প্রভুম্। তুষ্টাব চ পুনঃ শম্ভুং, ভবাদ্যৈর্ভব-

মীশ্বরম্ ।” এইরূপে পূজা, জপ ও সমিদাদি-হোমানুষ্ঠান-পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণু-দেব দীর্ঘকাল যাবৎ শ্রীশঙ্করদেবের আরাধনা করিতেছেন দেখিয়া, এক-দিন শ্রীমন্মহেশ্বরদেব শ্রীবিষ্ণুদেবের ভক্তির দৃঢ়তা-পরীক্ষার্থ পূজার্থে সমানীত-সহস্র-সংখ্যক-বিকচ-কমলের মধ্যে “গোপয়ামাস কমলং, তদৈকং ভুবনেশ্বরঃ।” শ্রীবিষ্ণুদেব যখন দেখিলেন যে, পূজনার্থে সমানীত-বিকচ-কমল-সকলের মধ্যে একটী কমল অন্তর্হিত হইয়াছে, তখন “হৃতপুষ্পো হরিস্তত্র, কিমিদন্ত্বভ্যচিন্তয়ৎ।”

কিন্তু, শ্রীবিষ্ণুদেব পশ্চাৎ যোগ-লব্ধ-সত্ত্ব-প্রকর্ষবশে অধিগত-সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তি-বলে প্রফুল্ল-পূজা-কমলাপহরণ-কারণ অবগত হইয়া, নিজ-নয়ন-কমল উদ্ধৃত উৎপাটিত করিয়া, সেই নিতান্ত-নির্ম্মল-নিজ-নয়ন-নলিন-দ্বারা সর্ব্বসত্ত্বাবলম্বন-জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করদেবকে অবশিষ্ট নামোচ্চারণ-পূর্ব্বক সর্ব্বভাব-সাহায্যে পূজা করিলেন। অনন্তর বিভু ভগবান্ শ্রীহরদেব হিমালয়পর্ব্বতের সেই শুভশৃঙ্গে তথাবিধরূপে তপঃ-পরায়ণ শ্রীহরিদেবকে অবলোকন করিয়া, “তস্মাদবততারাশু, মণ্ডলাৎ পাবকস্য চ।” কোটি-ভাস্কর-সঙ্কাশ, জটা-মুকুট-মণ্ডিত, জ্বালা-মালাবৃত, দিব্যাতিদিব্য-বিভূষণে বিভূষিত, তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্র, ভয়ঙ্কর-রূপবিশিষ্ট, শূল, টঙ্ক, গদা, চক্র, কুন্ত ও পাশধর, বরপ্রদানোন্মুখ, অভয়হস্ত, দীপি-চর্ম্মোত্তরীয়ধারী, ভস্ম-বিভূষিত, “ভবঃ শিবো হরো রুদ্রঃ, পুরুষঃ পদ্মলোচনঃ। অর্থিতব্যঃ সদাচারঃ শর্ব্বঃ শম্ভুর্ম্মহেশ্বরঃ।” ইত্যাদি এবং “পরমার্থগুরুর্দৃষ্টির্গুরুরাশ্রিতবৎসলঃ। রসো রসজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্বসত্ত্বাবলম্বনঃ।” ইত্যস্তসহস্রনাম-সাহায্যে সংস্তুত ও সহস্র-কমল-বলি-প্রদান-পূর্ব্বক সংপূজিত স্বীয় অভীষ্টদেব দেবদেব শ্রীউমাপতিদেবকে পাবকমণ্ডল হইতে আশু অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া, শ্রীজনার্দ্দনদেব পরম-প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে জানু-দ্বয়যোগে ভূমি-তলে পরিগত হইয়া, হৃদয়-দেশে যুক্ত-করে ভক্তিভরে অবনতমস্তকে প্রণাম করিলেন।

এদিকে “ইত্থম্ভূতং তদা দৃষ্ট্বা, ভবং ভস্ম-বিভূষিতম্। দুদ্রুবুস্তং পরিক্রম্য, সেন্দ্রা দেবাস্ত্রিলোচনম্।” অতিভয়ঙ্করররূপে পাবকমণ্ডল

হইতে অবতীর্ণ ত্রিলোচন শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে অবলোকন করিয়াই, অতি-ভয়ভীত অন্তঃকরণে ব্রহ্মপুরোগম-দেবগণই যে কেবল ইন্দ্র-প্রভৃতি-দেবগণের সহিত শ্রীশঙ্করদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া, পলায়ন করিলেন, তাহা নহে; পরন্তু সর্ব্বভূতনিবাসভূতা এই দেবী বসুন্ধরাও পুনঃ পুনঃ কম্পিতা হইতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মভবন-পর্য্যন্ত বারম্বার কম্পিত ও পরিচালিত হইয়া, যেন পতনোন্মুখরূপে প্রতীত হইতে লাগিল। এইরূপে ব্রহ্মভবন হইতে আরম্ভ করিয়া, মহাতল ও পাতালতলবাসী জীবগণ-পর্য্যন্ত যখন হাহাকার করিতে লাগিল, তৎকালে শ্রীবিশ্বনাথ-দেব যেন সমস্ত-ভুবন-মণ্ডলকে অর্থাৎ "অধস্তাচ্চোর্দ্ধতশ্চৈব" সমগ্র-জগদ্‌-ব্রহ্মাণ্ডকে অধিকতর বিচালিত, বা অশান্ত-ভাবাপন্ন করিবার জন্য তিনি যে স্থানে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন, সেই স্থানের ঊর্দ্ধভাগে, অধো-ভাগে, প্রান্তভাগে, চতুর্দ্দিকে, দশদিকে শতযোজন-পরিমিত-স্থান স্বীয়-সুবিমলসুবিপুল-তেজঃ-প্রাচুর্য্য-প্রবাহ-প্রভাবে ক্ষণকালমধ্যে দগ্ধ করিয়া, ফেলিলেন।

অনন্তর তাদৃশ-তেজোমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী দেবদেব মহাদেব শ্রীমন্মহারাজ শঙ্কর স্বীয়-শাম্ভব-তেজঃ-প্রাচুর্য্যের প্রকর্ষ-বশে দশদিক্ আলোকিতা করিয়া, হিরণ্ময় আননপঞ্চকে সুমধুর-প্রহাস-সহকারেই যেন, কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে অবস্থিত বিষ্ণুদেবকে সম্প্রেক্ষণ-পূর্ব্বক প্রণয়-পুরঃসর কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আমি অধুনা উপস্থিত দেবকার্য্য অবগত হইয়াছি এবং দেব-কার্য্য-সাধন-কল্পে আমি তোমাকে এই সুশোভন-সুদর্শনাখ্য চক্র দান করিতেছি। হে বিষ্ণো! অধুনা তুমি আমার সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর এই যে সুভীষণ-রূপ অবলোকন করিয়াছ এবং অতিভীতিপ্রদ আমার যে রূপ অবলোকন করিয়া, ব্রহ্মা, বরুণ ও ইন্দ্র-প্রমুখ-দেবগণ প্রভীত-হৃদয়ে অশান্ত-মানসে এই স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছেন, আমি কেন যে এই অতিভীতি-প্রদ রূপ-ধারণ করিয়া, তোমাদিগের সমক্ষে আবিভূর্ত হইয়াছি, তাহার কারণ কি তুমি অবগত হইয়াছ? হে সুব্রত! আমি তোমার, তথা অন্যান্যদেবগণের হিত-সাধন উদ্দেশ্যে এবং বিশেষতঃ অতিযত্নের সহিত তোমার সমরমহোৎসব-সম্পাদক-

সুদৃঢ়-মানস-ভাবের সমুদ্দীপন অভিপ্রায়েই এই ভীষণতমরূপ ধারণ করিয়াছি।

অপিচ, এ বিষয়ে অপর কারণ এই যে, শান্তভাবাপন্ন-স্বরূপের অবলোকনে স্বভাবতঃই অবলোকয়িতার মানস শান্তভাবাপন্ন হইয়া থাকে। শোকী ব্যক্তিবিশেষ নিকটে সমাগত হইয়া, আত্মীয়-শোক-গাথার বিবরণে যত্নপরায়ণ হইলে, শোক-বার্ত্তা-শ্রবণে, বা শোকী জনের বলবতীশোকচেষ্টাসন্দর্শনে তৎসমীপস্থব্যক্তিও অবশ্যই শোকাকুলিতা হইয়া থাকেন। এইরূপ বীরভাবের ভাবুক যে কোন বীরবর যদি বীরবরোচিতবেশে সুসজ্জিত হইয়া, তথা বীররসোল্লসিত-হৃদয়ে সমীপে সমাগত হইয়া, বীরত্ব-ব্যঞ্জক স্বর, ভাব, ও ভাষা অবলম্বনে বীর-চরিত-বর্ণন, বা কীর্ত্তন করেন, তবে বীরজনের কথা দূরে থাকুক, অবীরকাপুরুষেরও হৃদয়ে কি বীরভাব সমুদিত হয় না? হে বিষ্ণো! ব্রহ্মা, বরুণ ও মহেন্দ্র-প্রভৃতিদেবগণ যখন আমার সর্ব্বাস্ত্র-সুশোভিত-সর্ব্বলোকভয়ঙ্করস্বরূপ-দর্শনে ভীত-হৃদয়ে পলায়ন করিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই এই সুদর্শন-চক্র-ধারণে সমর্থ নহেন এবং তুমি যদি চ আমার পরম-দুর্দ্ধর এই সুদর্শন-চক্র-ধারণে সমর্থ, তথাপি শান্ত অর্থাৎ শমগুণ-সমাশ্রয়ণে মদীয়-সন্তোষসাধনার্থ তপঃশ্চরণে রত থাকায়, তোমাকে এই সুদর্শন-চক্র প্রদান করিলেও, তোমার অভীষ্ট-ফলপ্রদ হইবে না। কারণ, শান্ত-জনকে অস্ত্রপ্রদান করিলেও, ভীষণ-তর অস্ত্রও শান্তভাবই ধারণ করিয়া থাকে। হে বিষ্ণো! মৎপ্রদত্ত এই সুদর্শন-চক্র যদি রণাজিরে শান্তভাবই ধারণ করে, তবে অবশ্যই দেবগণের বহু-দুঃখ-সাধনস্বরূপেই পরিণত হইবে।

কিঞ্চ, এইরূপে শান্তজনের অধিকারস্থ অস্ত্রের যদি শান্ততাই সমর্থিতা হয়, তবে তাদৃশ "শান্তেনাস্ত্রেণ কিং ফলং?" শান্ত-অস্ত্র-সাহায্যে কি ফললাভ হইবে? শান্তজনের সহিত সমর-কালে তপস্বি-জন-গণের পক্ষে একমাত্র শান্তিই অস্ত্রস্বরূপে ব্যবহরণীয়া হইলেও, প্রকৃত-প্রস্তাবে পরবল-বিজিগীষু যোদ্ধার পক্ষে সমরসময়ে শান্তি অবলম্বিতা হইলে, তাদৃশী শান্তির অবলম্বন-দ্বারা নিজবলের সমুচ্ছেদ-সাধন-পূর্ব্বক পরকীয়-বলের

বৃদ্ধিকল্পেই অবসর প্রদত্ত হইয়া থাকে। আমার সর্ব্বপ্রহরণ-শোভিত-সমরোৎসাহ-প্রকাশকসর্ব্বলোকভয়ঙ্কর যে রূপ অশান্ত-হৃদয় অর্থাৎ সমরোৎসাহ-পূর্ণ-হৃদয়ে দেবগণকর্ত্তৃক, বা তোমাকর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়াছে, হে বিষ্ণো! সর্ব্ববাধা-বিনাশন, সর্ব্বানর্থ-নিবারণ, সর্ব্ব-বিঘ্নপ্রশমন, সর্ব্বশত্রু-নিবর্হণ, মদীয় সেই অব্যয় রূপ তুমি সর্ব্বদেব-গণের সহিত সমবেত হইয়া, নিরন্তর ভাবনা কর। হে দেবারি-সূদন! একমাত্র আমার সেই সর্ব্ব-শুভঙ্কর-পরমাব্যয়-স্বরূপের ভাবনা-বলেই তুমি অষ্টষষ্টিশত-সংখ্যক-ধুন্ধু-প্রমুখ-দৈত্য, বা অসুর-সকলকে ক্ষণকালমধ্যেই সবান্ধবে নিহত করিয়া, মহাসুর-সকলের করাল-কবল হইতে দেবগণকে সন্তারিত করিতে সমর্থ হইবে। হে দেবারিসূদন! তুমি যদি আমার উপদেশমত উক্তরূপে মদীয়রূপের ভাবনা কর, তাহা হইলে, তুমি আমার রূপ-চিন্তামাত্র-সাহায্যেই সর্ব্বশত্রুকেই জয় করিতে ক্ষমবান্ হইবে এবং যুদ্ধ করিবার জন্য অন্য কোন আয়ুধের আবশ্যক, বা প্রয়োজন আছে বলিয়া, অনুভব করিতেও সমর্থ হইবে না।

যদি চ "কিমায়ুধেন কার্য্যং বৈ, যোদ্ধুং দেবারিসূদন!" একথা অতি সত্যবতী, তথাপি এই একটীমাত্র কথা হইতেছে যে, যদি যুদ্ধই করিতে হয়, তবে স্বজনোৎকর অর্থাৎ আত্মীয়-দেব-সঙ্ঘের ব্যতীত, বা অনাগতক্ষুদ্র-হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, আকালিক অধর্ম্ম, বা অনর্থের প্রশমন-কল্পে যুদ্ধ একান্ত অপেক্ষিত হইলে, হে অরিনিসূদন! তাদৃশ-সমরাভিনয়-ব্যাপারে কোন প্রকারেই ক্ষমা-প্রদর্শন করা সমুচিত হইবে না। এই কথা বলিয়া, শ্রীমন্মহেশ্বরদেব অতিপ্রেমের সহিত শ্রীবিষ্ণুদেবের কর-কমলে নিজ-কর-কমলস্থ-সূর্য্যাযুত-সমপ্রভ সেই সুভীষণ-সুদর্শনচক্র সমর্পণ করিলেন। কিঞ্চ, সহস্র-সহস্র-সবিতৃমণ্ডলকল্পপাবক-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী শ্রীশঙ্করদেব জগৎ-প্রভু, সর্ব্বজগন্নিয়ন্তা, সর্ব্ব-জগতের নেতা, নায়ক-শ্রীমন্মহাদেব কারুণ্য-বিকসিত-ললিত-লোচনত্রিতয়ে শ্রীজনার্দ্দনদেবের নলিন-নয়ন-দ্বয়ের মধ্যে একটী নেত্র-পদ্ম উৎপাটিত অবলোকন করিয়া, হৃদয়ে বেদনা অনুভব-পূর্ব্বক ভক্তের মনঃ-ক্ষোভ-দূরীকরণার্থ

প্রসন্ন-সদয়োদার অন্তঃকরণে ভক্তবাৎসল্যনিবন্ধন অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে না পারিয়া, ভক্ত্যতিশয়বশে উৎপাটিত, পদ-যুগলে পূজোপহাররূপে সমর্পিত সেই নেত্রকমলটী তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

যে সময়ে শ্রীশঙ্করদেব শ্রীবিষ্ণুদেবের কর-কমলে সূর্য্যাযুত-সমপ্রভ-সুদুর্ল্লভ-সুদর্শন-চক্র দান করিয়া, "নেত্রঞ্চ নেতা জগতাং, প্রভুর্বৈ পদ্ম-সন্নিভম্" তাঁহাকে প্রদান করিলেন, "তদা প্রভৃতি তং প্রাহুঃ, পদ্মাক্ষ-মিতি সুব্রতম্।" এইরূপে নীললোহিত শ্রীশঙ্করদেব শ্রীবিষ্ণুদেবকে সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত দেখিয়া, কৃপা-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রার্থিতসুদর্শন-চক্র এবং নলিন-নয়নপ্রদান করিয়া, নিজসুশুভ-করকমলদ্বয়ে এই বিষ্ণুদেবকে স্পর্শ করিলেন এবং বলিলেন, হে বরশ্রেষ্ঠ! আমি বরদ-স্বরূপে তোমার সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছি; সুতরাং সম্প্রতি তুমি তোমার যে যে বর-সকল অভীপ্সিত, তৎসমুদয় অসঙ্কোচে প্রার্থনা করিতে পার। কারণ, হে পুরুষোত্তম! নিশ্চিতই আমি তোমার নিরতিশয় ভক্তিবলে নিতান্তই বশীকৃত হইয়াছি।

শ্রীবিষ্ণুদেব দেবদেব শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, যুক্তকরে কহিলেন যে, "ত্বয়ি ভক্তি-র্মহাদেব, প্রসীদ বরমুত্তমম্।" অর্থাৎ হে দেবদেব! মহাদেব! আপনার শ্রীচরণ-সরোজ-যুগলে যেন আমার নিত্য-নিরতিশয় অবিচলিত-ভক্তি অবাধে আত্ম-প্রসার লাভ করে; এবং আপনি যেন চিরদিন আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, এতাবন্মাত্রই আমার প্রার্থনীয় উত্তম বর, "নান্যমিচ্ছামি ভক্তানামার্ত্তয়ো নাস্তি যৎ প্রভো।" শ্রীবিষ্ণুদেবের উক্ত-রূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, সুতরাং দয়াবান্ ভব-ধব শ্রীশঙ্করদেব তাঁহার পৃষ্ঠে হস্তাবমর্ষণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্বাতিশায়িনী শ্রদ্ধা দান করিলেন এবং অচ্যুতাত্মা পরমাত্মা শীতাংশু-ভূষণ শ্রীমন্মহাদেব এইরূপ বাক্য বলিলেন যে, তুমি যখন আমার প্রতি ঐকান্তিকী-ভক্তিমাত্রই বর-স্বরূপে প্রার্থনা করিয়াছ, তখন তুমি আমার প্রতি একান্তাত্যন্ত অনুরাগবলেই "ময়ি ভক্তশ্চ বন্দ্যশ্চ, পূজ্যশ্চৈব সুরাসুরৈঃ। ভবিষ্যসি ন সন্দেহো, মৎপ্রসাদাৎ সুরোত্তম।" এই কথা বলিয়া, নীললোহিত ভগবান্

শ্রীরুদ্রদেব শ্রীবিষ্ণুদেবের সমক্ষেই সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন এবং ভগবান্ জনার্দ্দনদেবও দেবসন্নিধানে গমনাভিপ্রায়ে পূর্ণমনোরথে হিমালয়ের শুভ-শৃঙ্গবর হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রিয়-পাঠকমহোদয়গণ! উপরিতনগ্রন্থে বিবৃত শ্রীবিষ্ণুদেবের সুদর্শন-চক্রলাভ-বিষয়ক-পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া, অবশ্যই আপনারা সম্প্রতি অবগত হইতেছেন যে, মহাত্মা কুসুমদশননামা গন্ধর্ব্বরাজ এই ঘটনাটীকে অবলম্বন করিয়াই, "হরিস্তে সাহস্রং কমলবলিমাধায় পদয়োঃ", ইত্যাদিশ্লোকটী রচনা করিয়াছেন, অতএব উক্ত শ্লোকটীরও বিষয় যে শ্রীবিষ্ণুদেবের সুদর্শন-চক্রলাভ, তাহা আর পৃথক্ করিয়া না বলিলেও, শাস্ত্রার্থসংগ্রথনে বোধকরি, কোনরূপ ক্ষতি সংঘটিতা হইবে না। শ্রীবিষ্ণুদেব শ্রীশিব-সন্তোষ-সাধন-পূর্ব্বক কিরূপে শ্রীসুদর্শন-চক্রলাভ করিয়াছিলেন, তাহা গত-গ্রন্থ-পাঠে পাঠকমহোদয়গণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

"কস্মিংশ্চিৎ সময়ে" দৈত্য-দানবগণ বলবত্তর হইয়া, লোকত্রিতয়কে নিপীড়িত করিয়া, জগতের ধর্ম্ম-বিলোপ-সাধন করিলে, দৈত্য-দানবগণার্দ্দিত-দেবগণ দৈত্যদানবোপদ্রুত শ্রীবিষ্ণুদেবের সমীপে গমন-পূর্ব্বক প্রতীকারোপায়-প্রাপ্তি-প্রত্যাশায় যে সময়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তৎকালে দেবগণের "কৃপাং কুরু প্রভো ত্বঞ্চ, মারিতা দৈত্যকৈর্ব্বয়ম্। কুত্র যামশ্চ কিং কুর্ম্মঃ, শরণং ত্বাং সমাগতাঃ।" ইত্যাদিরূপপ্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া, শ্রীবিষ্ণুদেব-কর্ত্তৃক "করিষ্যামি চ বঃ কার্য্যমারাধ্য শঙ্করং পুনঃ। বলিষ্ঠাঃ শত্রবোহ্যেতে, বিজেতব্যা প্রযত্নতঃ।" এইরূপ-সমাশ্বাসন-বচন কথিত হইলে, তৎশ্রবণে সমাশ্বস্ত-হৃদয়ে দেবগণ নিজ-নিজ-নিকেতনে প্রতিগমন করিলে, পশ্চাৎ "বিষ্ণুরপি সুরাণান্তু জয়ার্থঞ্চাভজচ্ছিবম্।"

কিঞ্চ, "কৈলাস-নিকটে গত্বা", তপশ্চরণ-পরায়ণ স্বয়ং হরি কুণ্ড-নির্ম্মাণ করিয়া, অগ্রতঃ অগ্নি-সংস্থাপন-পূর্ব্বক "পার্থিবেন বিধানেন, মন্ত্রৈর্নানাবিধৈরপি। স্তোত্রৈশ্চৈবাপ্যনেকৈশ্চ, ভেজে চ শঙ্করং মুদা।" এইরূপে শ্রীবিষ্ণুদেব মানস-সরোবরে সঞ্জাত-কমলসকল উদ্ধৃত করিয়া,

সুদৃঢ় আসন-বন্ধন-পূর্ব্বক স্থির অচঞ্চল-শরীরে "প্রসন্নাবধিমেবাত্র, স্থেয়ঞ্চ সর্ব্বথা ময়া", এবম্বিধ-নিশ্চয়ের অনন্তর প্রতিদিন শ্রীশঙ্করদেবের পদ-সরোজ-যুগলে পূজোপহারকল্পে পদ্মাঞ্জলি-সমর্পণ-পুরঃসর যখন দেখিলেন, শ্রীশঙ্করদেব পরিতুষ্ট হইতেছেন না, তৎকালে শ্রীবিষ্ণুদেব বিচারে তৎপর হইয়া, আমি বহুধা তপঃ-কষ্ট সহ্য করিয়াছি, বহুবিধ সেবন করিয়াছি, বহুধা পূজন করিয়াছি, তথাপি শ্রীশঙ্করদেব যখন পরিতুষ্ট হইতেছেন না, তখন অদ্য-প্রভৃতি আমি শ্রীশঙ্করদেবের পূর্ব্বোক্ত "ভবাদি" লিঙ্গ-পুরাণীয় শ্রীশিব-সহস্রনাম, অথবা শ্রীশিব-পুরাণীয় "শিবো হরো মৃড়ো রুদ্রঃ, পুষ্করঃ পুষ্পলোচনঃ। অর্থিগম্যঃ সদাচারঃ, শর্ব্বঃ শম্ভুর্ম্মহেশ্বরঃ।" ইত্যাদি শ্রীশিব-সহস্রনাম-সাহায্যে প্রত্যেক নাম ও মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক প্রত্যহ প্রভু শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের মস্তকে সহস্র-কমলাঞ্জলি-সমর্পণ করিব, বা তদীয়-শ্রীপাদ-পদ্ম-যুগলে সহস্র-পূজা-পঙ্কজোপহার প্রদান করিব, এইরূপ স্থির-সঙ্কল্পের অনন্তর প্রত্যহ শ্রীপরমেশ্বর-পূজনে প্রবৃত্ত হইলে, শ্রীবিষ্ণুদেবের ভক্তিপরীক্ষার্থ শ্রীশঙ্করদেব যে কার্য্য করিয়াছিলেন, পাঠকমহোদয়গণ! তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শ্রীবিষ্ণুদেব উক্তপ্রকারে সহস্র-কমল-বলি-প্রদান-পূর্ব্বক প্রত্যহ শ্রীশঙ্করদেবের সমর্চ্চনে প্রবৃত্ত হইলে, একদিন শ্রীশঙ্করদেব শ্রীবিষ্ণুদেব-কর্তৃকসমানীতসহস্র-সংখ্যা-পরিমিতকমল-বলির মধ্যে একটী মাত্র কমল হরণ করিলেন।

শ্রীবিষ্ণুদেবের ভক্তি-পরীক্ষণার্থ "কমলানাং সহস্রাত্তু, হৃতমেকং হরেণ চ। ন জ্ঞাতং বিষ্ণুনা তচ্চ, মায়াকরণমদ্ভুতম্॥" যদি চ শ্রীবিষ্ণুদেব প্রথমতঃ শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক যে একটী পূজা-কমল হৃত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারেন নাই সত্য; তথাপি তিনি নিশ্চতই পশ্চাৎ পূজা-কমলাপহরণের বিশিষ্ট-কারণ সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া, মনে মনে নিরতিশয়চিন্তাবিষ্ট হইলেন। শ্রীবিষ্ণুদেব মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, আমার ভক্তি-পরীক্ষার্থ অশেষ-ভুবনেশ্বর শ্রীমন্মহেশ্বরদেব মদীয়-পূজা-কমলসকলের মধ্যে একটী পূজা-কমল স্থানান্তরিত করিয়াছেন। এদিকে আমি শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের প্রাত্যহিক-পূজার্থ

নিয়মতঃ আসনবদ্ধ অবস্থায় "সমং কায়শিরোগ্রীবং, ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ। সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং, দিশশ্চানবলোকয়ন্।" ইত্যাদি অনুশাসন-বাক্যানুসরণে উপবিষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আমি নিয়ম ও আসন-ভঙ্গ করিয়াই বা কিরূপে কমল আনয়নার্থ গমন করি? অথচ অবশিষ্ট একটীমাত্র নাম ও মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক অবশ্য-প্রদেয়-নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক-কমল-সমর্পণ-দ্বারা যদি সহস্র-সংখ্যার পূর্ণতা-সম্পাদন না করি, তবে নিয়ম-ভঙ্গ-জন্য পুনরপি আমাকে সুমহৎ-তপঃ-ক্লেশের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব তদপেক্ষা অন্যতঃ কোনরূপ উপায় অবলম্বিত হইতে পারে কি না? অগ্রে তাহাই বিচার করিয়া, দেখা উচিত।

উক্তরূপ-সমালোচনান্তে "হৃদি বিচারিতং তেন, কুতো বৈ কমলং গতং?" শ্রীবিষ্ণুদেব "আমার পূজা-কমল কোথায় গেল?" হৃদয়ে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সহসা তাঁহার মানসে এইরূপ ভাব সমুদিত হইল যে, "যাতু যাতু সুখেনৈব, নেত্রং কিং কমলং ন হি?" অর্থাৎ যাক্, যাক্, আমার পূজা-কমল কোথায় গিয়াছে, যাক্, সেজন্য আমি কিছুমাত্র চিন্তিত নহি; পরন্তু এক্ষণে কথা হইতেছে যে, আমার এই নেত্রটী কি কমল-স্থানীয় হইতে পারে না? যদি আমার এই নেত্রটীই কমল-স্থানীয় বিবেচিত হয়, তবে আমি কি অবশ্যই সুখে অনায়াসে আমার এই নেত্রকমলটীকে উদ্ধৃত করিয়া, "সমর্পয়ন্ প্রভোর্মূর্দ্ধ্নি," অথবা প্রভুপরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের পদ-পঙ্কজ-যুগলে সমর্পণ-পূর্ব্বক পূজা-কমল-বলির সহস্র-সংখ্যার পূর্ণতা-সম্পাদন করিতে পারি না? অবশ্যই পারি। এইরূপ বিচারের অনন্তর স্থির-সঙ্কল্পে আরূঢ় হইয়া, হে ত্রিপুরহর! শম্ভো! ত্রিনয়ন! শ্রীহরি বিষ্ণুদেব আপনার পাদ-পদ্ম-যুগলে "সাহস্রং" অর্থাৎ সহস্রসংখ্যক-পরিমাণ-কমল-সকলের পদ্ম-নিচয়ের বলি অর্থাৎ সহস্রসংখ্যোপেত-কমলাত্মক-পূজোপহার "আধায়" অর্থাৎ সমর্পণ করিয়া, সেই সহস্র-কমল-বলি "একোনে সতি", অর্থাৎ ভক্তি-পরীক্ষণার্থ ত্বৎকর্ত্তৃক-গোপিত হওয়ায়, একটীমাত্র কমল-দ্বারা হীন হইলে, "নিয়মভঙ্গো মাভূৎ", এইরূপ নিশ্চয়ের অনন্তর তৎপূরণার্থ

অর্থাৎ সহস্রকমলাত্মকপূজোপহার-পরিপূরণার্থ তৎকালে কমলান্তরের অলাভ-বশতঃ "নিজং আত্মীয়ং নেত্রকমলমেবোদহরৎ উৎপাটিতবান্।"

শ্রীবিষ্ণুদেব যখন এইরূপে নিজ-নেত্র-কমল উদ্ধৃত করিয়া, হে দেব-দেবেশ্বর! সর্ব্ব-ভাব-সাহায্যে আপনার সর্ব্ব-সত্ত্বাবলম্বনশ্রীচরণ-সরোজ-যুগলের পূজন-কার্য্য যথারীতি সম্পাদন করিয়াছিলেন, হে জগদ্গুরো! তৎকালেই না আপনি "মামেতি ব্যাহরন্নেব", শ্রীবিষ্ণুদেবের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন? হে দেববরেশ্বর! তৎকালেই না আপনি কোটি-ভাস্কর-ভূষণে বিভূষিত হইয়া, পর্ব্বতরাজপুত্রী শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর সহিত তেজো-রাশি-স্বরূপে পার্থিব-মণ্ডল, বা পাবকমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? তৎকালেই না "নমস্কৃত্য পুরঃ স্থিত্বা, স্তুতিং কৃত্বা বিশেষতঃ।" শ্রীবিষ্ণুদেব, হে দেবেশ! শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর সহিত আপনাকে শিব-স্বরূপে ধ্যান করিয়া, পূজা করিয়াছিলেন? হে নয়ন-ত্রয়শোভিত-ভালতট! তৎকালেই না আপনি "সংপ্রেক্ষমাণং তং বিষ্ণুং, কৃতাঞ্জলিপুটং স্থিতম্।" শ্রীজনার্দ্দন-দেবকে অবলোকন করিয়া, প্রসন্নবদন হইয়া, বলিয়াছিলেন, "জ্ঞাতং ময়েদং সকলং, দেবকার্য্যং জনার্দ্দন। সুদর্শনাখ্যং চক্রঞ্চ, দদামি তব শোভনম্।" তথা তৎকালেই না শ্রীবিষ্ণুদেবও স্নান ও আচমনের অনন্তর উত্তরমুখে অবস্থিত হইয়া, আপনাকে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত করিয়া, সেই সুদুর্ল্লভ-সুদর্শন-চক্র আপনার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন?

হে সর্ব্বলোক-সুখাবহ! শ্রীবিষ্ণুদেবের এই যে স্বীয়নেত্রকমলোৎ-পাটনলক্ষণ অতিভীষণ ভজন, এই ভক্ত্যুদ্রেক অর্থাৎ ভজনলক্ষণা-সেবার অত্যন্তপ্রকর্ষই কি "চক্রবপুষা" অর্থাৎ সুদর্শন-চক্র-স্বরূপে "পরিণতিং গতঃ" অর্থাৎ পরিপাক, বা সুদর্শন-চক্রাকারতা-লক্ষণ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া, "ত্রয়াণাং জগতাং" অর্থাৎ ত্রিভুবনের রক্ষা, বা পরিপালনার্থ অদ্যাপি শ্রীবিষ্ণুদেবের শ্রীকর-কমলে সততকাল জাগরুক অর্থাৎ সাবধান ভাবেই অবস্থিতি করিতেছে না? অবশ্যই করিতেছে। অতএব হে লোকশঙ্কর! দেববর! মহেশ্বর! পূর্ব্বকালে জলন্ধর নামে সুপ্রসিদ্ধ অসুর-প্রবরের বধার্থে আপনি ভূমণ্ডলে, অথবা মহার্ণব-জল-মণ্ডলে

চরণাঙ্কিত-মাত্র-সাহায্যে যে সুদর্শন-চক্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সুদর্শন-চক্র দেবাসুর-সংগ্রামাবসরে অসুরগণের বধার্থ শ্রীবিষ্ণুদেব-কৃত-ভক্তি-প্রাচুর্য্য-বশে পরম-সন্তুষ্ট হইয়া, শ্রীবিষ্ণুদেবকে দান করিয়া, যে আপনি অচিন্তনীয়, অভাবনীয়, অসীম-মাহাত্ম্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা কি ত্রিজগতীতলে সর্ব্বথা অতুলনীয় নহে ? অবশ্যই অতুলনীয় বলিতে হইবে। অলমধিকতরপ্রপঞ্চনেনেতি শম্॥

"উমাদেহার্দ্ধধারিণে সকললোকশঙ্করায় শশাঙ্কশেখরায় শ্রীসদাশিবায় সমর্পিতমিদমস্তু॥"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

মীমাংসক-মত-নিরাস

ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রত্ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং,
ক কর্ম্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে।
অতস্ত্বাং সংপ্রেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদানপ্রতিভুবং;
শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বদ্ধ্বা দৃঢ়পরিকরঃ কর্ম্মসু জনঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীশিব-মহিম-বিকাশাখ্যগ্রন্থের দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদান্তে সমুদ্দিষ্ট-বিষয়-সকলের মধ্যে চতুর্ব্বিংশ-বিষয় শ্রীবিষ্ণুদেবের সুদর্শন চক্রলাভ যথারীতি যথাবুদ্ধি বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর পঞ্চবিংশ-বিষয় অর্থাৎ "ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রৎ ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং", ইত্যাদি-বিংশ-শ্লোকের ব্যাখ্যানার্থ অবশ্য-বিবরণীয়মীমাংসক-মত-নিরসন ক্রম-প্রাপ্ত হওয়ায়, আমাকে অধুনা তদ্বিষয়ে যত্ন-পরায়ণ হইতে হইবে। পূর্ব্ব-শ্লোক-সমূহে শ্রীপরমেশ্বর-দেবের আরাধনা-বশেই সর্ব্ববিধ-পুরুষার্থ-প্রাপ্তি অন্বয় ও ব্যতিরেক-দ্বারা উক্তা হইয়াছে। পক্ষান্তরে কর্ম্মারাধিত-পরমেশ্বর-সকাশাৎ সর্ব্ব-বিধ-পুরুষার্থপ্রাপ্তি-বার্ত্তা-শ্রবণে নিতান্ত অসমর্থ মীমাংসকম্মন্য কোন কোন বাদী বলিয়া থাকেন যে, পরমেশ্বর-নিরপেক্ষ-কর্ম্ম-জনিত অপূর্ব্ব হইতেই কর্ম্মী জীবগণ নিজ-নিজ-কর্ম্ম-জনিত অতিশয়ানুরূপ শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শারীর, বাচিক ও মানস-ভেদে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধধর্ম্মাখ্যকর্ম্ম ত্রিবিধ। এই ধর্ম্মাখ্য-বিষয়টীকে অবলম্বন করিয়াই, পরমকারুণিক মহর্ষি জৈমিনি "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা", এই সূত্রটী প্রণয়ন করিয়াছেন।

বেদাধ্যয়নের অনন্তর বেদের ফলবদর্থ-পরত্ব-নিবন্ধন ধর্ম্ম-নির্ণয়ার্থ যেমন কর্ম্ম-বাক্য-বিচার অবশ্য-কর্ত্তব্য, সেইরূপ প্রতিষেধ-চোদনা-লক্ষণত্ব অর্থাৎ নিষেধ-বাক্য-প্রমাণকত্ব-প্রযুক্ত হিংসাদি অধর্ম্মও অবশ্য জিজ্ঞাস্য।

যেমন অনুষ্ঠানার্থ ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা অত্যন্ত অপেক্ষিতা, সেইরূপ পরিহারার্থ অধর্ম্মজিজ্ঞাসাও অবশ্যকরণীয়া। বিধি-প্রতিষেধ-চোদনা-লক্ষণ অর্থাৎ বিধি-নিষেধ-বাক্য-প্রমাণক-তাদৃশ অর্থানর্থাপর-পর্য্যায়-ধর্ম্মাধর্ম্মের শরীর, বাক্য, ও মনঃ-প্রভৃতি-সাহায্যেই উপভুজ্যমান বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ-জন্য-সুখ-দুঃখাত্মক ফল ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত-স্থির-চর-সুরাসুর-নর-নিকরে প্রত্যক্ষতঃ অনুভূত, বা সুপ্রসিদ্ধ। সামান্যতঃ কর্ম্মফল কথন করিয়া, কেবল-মাত্র ধর্ম্ম-ফলের পৃথক্ প্রপঞ্চ করিতে হইলেও, অবশ্যই বলিতে হইবে যে, মনুষ্যত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, অর্থাৎ আনন্দ-বিচারোপক্রমের অনন্তর আনন্দ-তারতম্য-মীমাংসাবসরে প্রথমবয়স্ক, শোভন-চরিত্রবান্, সাধু, যুবা, অধ্যায়ক, অর্থাৎ অধীতবেদ, আশিষ্ট, অর্থাৎ আশাস্তৃতম, দ্রঢ়িষ্ঠ, অর্থাৎ দৃঢ়তম, বলিষ্ঠ, অর্থাৎ বলবত্তম, সার্ব্বভৌম-মহারাজ উক্তরূপ আধ্যাত্মিক-সাধন-সম্পন্ন হইয়া, স্বীয়-পরাক্রম-প্রভাবে বিত্ত-পূর্ণ-সম্পূর্ণ এই মহী-মণ্ডলকে করতলগত করিয়া, সর্ব্ব-ভোগতঃ সুতৃপ্তি অনুভব-পূর্ব্বক মানুষানন্দের চরম-সীমায় উপনীত হইয়া, যে আনন্দৈকমূর্ত্তি ধারণ করেন, সেই আনন্দাতিশয়ই একমাত্র মানুষানন্দ-রূপে পরিচিত।

"যুবা রূপী চ বিদ্যাবান্, নীরোগো দৃঢ়চিত্তবান্। সৈন্যোপেতঃ সর্ব্ব-পৃথ্বীং, বিত্তপূর্ণাং প্রপালয়ন্। সর্ব্বৈর্মানুষকৈর্ভোগৈঃ, সম্পন্নস্তৃপ্ত ভূমিপঃ।" যে আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই মানুষানন্দ হইতে শতগুণে উৎ-কৃষ্ট যে আনন্দ, মনুষ্য-গন্ধর্ব্বগণ নিরন্তর তাদৃশ আনন্দ উপভোগে অধিকারী। বর্ত্তমান-কল্পে প্রথমতঃ মনুষ্য-শরীর-ধারণ করিয়া, পশ্চাৎ পুণ্য-পাপ-বিশেষবশে যাঁহারা গন্ধর্ব্বত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মর্ত্ত্য-গন্ধর্ব্ব-গণের শতগুণে উৎকৃষ্ট যে আনন্দ, জাতিতঃ দেব-গন্ধর্ব্বগণ মনুষ্য-গন্ধর্ব্বগণের তাদৃশ আনন্দ হইতে শতগুণে উৎকৃষ্ট আনন্দোপভোগে সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত। পূর্ব্বকল্পে অনুষ্ঠিত-বিপুল-পুণ্য-পুঞ্জ-বশে যাঁহারা বর্ত্তমান-কল্পের আদিতঃই গন্ধর্ব্বত্ব-লাভ করিয়াছেন, সেই দেব-গন্ধর্ব্ব-গণের শতগুণে উৎকৃষ্ট যে আনন্দ, চিরকালাবস্থায়ী লোকে নিবসনশীল পিতৃগণ তাদৃশ আনন্দ হইতে শতগুণে উৎকৃষ্ট আনন্দের উপভোগে

সর্ব্বদা নিমগ্ন। চিরলোক বা চিরবাসী অগ্নিষ্বাত্তাদি-পিতৃগণের শতগুণে উৎকৃষ্ট যে আনন্দ, আজানজদেবগণ তাদৃশ আনন্দ হইতে শতগুণে উৎকৃষ্ট আনন্দের উপভোগে সদাকাল সমাসক্ত।

আজান অর্থাৎ দেবলোকে দেবস্থানে স্মার্ত্ত-কর্ম্ম-বিশেষতঃ যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা বর্ত্তমান-কল্পের আদি-কালেই যাঁহারা দেবলোকে দেবত্বলাভ করিয়াছেন, সেই আজানজ-দেবতাগণের শতগুণে উৎকৃষ্ট যে আনন্দ, কর্ম্ম-দেবগণ তাদৃশ আনন্দ হইতে শতগুণে উৎকৃষ্ট আনন্দরসাস্বাদনে সতত আমোদিত। যাঁহারা বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি-কেবল-কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা দেবত্বলাভ করিয়াছেন, অথবা বর্ত্তমান-কল্পে বৈদিক অশ্বমেধাদিকর্ম্ম-সম্পাদন-সাহায্যে সুমহৎ-পদলাভ করিয়া, আজানজ-দেবগণ-কর্ত্তৃক নিরন্তর পূজিত হইতেছেন, সেই কর্ম্মদেবগণের শতগুণে উৎকৃষ্ট যে আনন্দ, দেবগণ অর্থাৎ অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র এবং প্রজাপতি, এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ-সংখ্যকহবির্ভোজী দেববৃন্দ তাদৃশ আনন্দ হইতে শতগুণে উৎকৃষ্ট আনন্দের উপভোগে সতত সৌভাগ্যবান্। যমাগ্নি-মুখ্যদেবগণের শতগুণে উৎকৃষ্ট যে আনন্দ, দেবগণের স্বামী ইন্দ্র তাদৃশ আনন্দ হইতে শতগুণে উৎকৃষ্ট আনন্দের উপভোগে সর্ব্বদা অধিকারী।

দেবগণের অধিপতি ইন্দ্রের শতগুণে উৎকৃষ্ট যে আনন্দ, দেবপুরোহিত বৃহস্পতি তাদৃশ আনন্দ হইতে শতগুণে উৎকৃষ্ট আনন্দের উপভোগে পরিতৃপ্ত। দেবাচার্য্য-বৃহস্পতির শতগুণে উৎকৃষ্ট যে আনন্দ, প্রজাপতি তাদৃশ আনন্দ হইতে শতগুণে উৎকৃষ্ট আনন্দ-সাগরে নিরন্তর নিমজ্জিত। বিরাট্পুরুষ, বা ত্রৈলোক্য-শরীর প্রজাপতিদেবের শতগুণে উৎকৃষ্ট যে আনন্দ, ব্রহ্মা তাদৃশ আনন্দ হইতে শতগুণে উৎকৃষ্ট আনন্দ-সুধা-সলিলে সততকাল সিঞ্চিত। যে স্থানে এই সকল আনন্দ-ভেদ একতা প্রাপ্ত হয়, যেখানে পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত আনন্দ-ভেদ-সকলের নিমিত্তভূত-ধর্ম্ম, তাদৃশনিমিত্তভূতধর্ম্মবিষয়কজ্ঞান এবং নিরতিশয় অকামহতত্ব একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই এই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, বা সমষ্টিরূপসর্ব্ব-সংসার-মণ্ডল-ব্যাপী সূত্রাত্মরূপে অভিহিত হইয়াছেন।

সার্ব্বভৌমাদি সূত্রাত্মপর্য্যন্ত-জীবগণ অর্থাৎ মনুষ্যত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, ব্রহ্মান্ত-দেহধারী প্রাণীমাত্রে উত্তরোত্তরশতগুণ উৎকৃষ্টত্ব-নিবন্ধন যে সুখ, বা আনন্দ-সম্ভোগ-কামনা অকামহত-শ্রোত্রিয়-জনের প্রত্যক্ষানুভব-সাহায্যে উপলব্ধা হইয়া থাকে, এই আনন্দ, বা সুখ-সম্ভোগ-তারতম্য যে তন্নিমিত্তভূত-ধর্ম্মতারতম্যকৃত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এইরূপে তারতম্যতঃ অনুশ্রুতসুখ-হেতু-ধর্ম্মের তারতম্য সমর্থিত হইলে, ধর্ম্মের তারতম্য-নিবন্ধন অধিকারি-তারতম্যও অবশ্যই অবগত হওয়া যাইতে পারে। কিঞ্চ, অর্থিত্ব অর্থাৎ ফলকামিত্ব, লৌকিক-পুত্রাদি-লক্ষণ সামর্থ্য, বিদ্বত্ত্ব ও শাস্ত্রানিন্দিতত্ব-কৃত অধিকারি-তারতম্যও সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ। অতএব যাগাদ্যনুষ্ঠায়ী যজমানগণ বিদ্যাসমাধি-বিশেষ অর্থাৎ উপাসনা-বিষয়ে চিত্ত-স্থৈর্য্য-প্রকর্ষ-বিশেষ-বশে উত্তরমার্গ অর্থাৎ অর্চিরাদিমার্গাবলম্বনে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। তথা কেবল অর্থাৎ বিদ্যা-সমাধি-বিশেষরহিত "অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং, বেদানাঞ্চানুপালনম্। আতিথ্যং-বৈশ্বদেবঞ্চ, ইষ্টমিত্যভিধীয়তে ॥ বাপীকূপ-তড়াগাদি, দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ, পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে ॥ শরণাগতসন্ত্রাণং, ভূতানাঞ্চাপ্যহিংসনম্। বহির্বেদি চ যদ্দানং, দত্তমিত্য-ভিধীয়তে ॥" ইত্যুক্তলক্ষণ ইষ্টাপূর্ত্ত-দত্তসাধন-সাহায্যে কর্ম্মিগণ দক্ষিণ-পথ অর্থাৎ ধূমাদি-মার্গাবলম্বনে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন।

এই চন্দ্রলোকেও "যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা" এই শাস্ত্র-প্রমাণবলে সুখ-তারতম্য এবং তৎসাধন-তারতম্য বিস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে। "সম্পততি গচ্ছতি অস্মাল্লোকাদমুং লোকমনেনেতি সম্পাতঃ কর্ম্ম, যাবৎ কর্ম্ম ভোক্তব্যং, তাবৎ স্থিত্বা পুনরায়ান্তি", এইরূপ শ্রুতি-প্রমাণার্থানু-শীলনেও চন্দ্রলোক-প্রাপক ইষ্টাপূর্ত্ত-দত্ত-সাধনের তারতম্য-সন্দেহ নিরস্ত হইতে পারে। অতএব মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া, নারক-স্থাবরান্তঃস্থ-প্রাণি-নিচয়-কর্ত্তৃক অনুভূয়মান-সুখ-লব অর্থাৎ কণিকামাত্র সুখও যে চোদনা-লক্ষণ-ধর্ম্ম-তারতম্য-মাত্র-সাধ্য, তাহাও তারতম্যানুসারে বর্ত্তমান-সুখ-লবের অবৃজিন অকামহত-শ্রোত্রিয়-জন-কৃত-প্রত্যক্ষ অনুভব-মাত্রেই অবগত হওয়া যাইতে পারে। কারণ, "শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য",

এই শ্রুত্যংশের ব্যাখ্যান-কল্পে শাস্ত্র বলিতেছেন, "তৈস্তৈঃ কাম্যেষু সর্ব্বেষু, সুখেষু শ্রোত্রিয়ো যতঃ। নিস্পৃহস্তেন সর্ব্বেষামানন্দাঃ সন্তি তস্য তে ॥"

উপরিতন-গ্রন্থে সার্ব্বভৌম-মহারাজ হইতে আরম্ভ করিয়া, ব্রহ্মাস্ত এবং মনুষ্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া, নারকাদি-স্থাবরান্ত-প্রাণি-নিচয়ের ধর্ম্ম-তারতম্য-কৃত-সুখ-তারতম্য যেমন সমালোচিত, বা প্রদর্শিত হইয়াছে, বিচক্ষণ-পাঠকমহোদয়গণ ইচ্ছা করিলে, সেইরূপ অন্যদিকে অর্থাৎ ঊর্দ্ধ-গতই হউক, অথবা অধোগতই হউক, দেহধারী জীবমাত্রেই দুঃখ-তার-তম্য-দর্শন-প্রযুক্ত তাদৃশ-দুঃখ-তারতম্য-হেতু-ভূত-প্রতিষেধ-চোদনা-লক্ষণ অধর্ম্মের, তথা তাদৃশ অধর্ম্মানুষ্ঠাতা অধিকারী জনেরও তারতম্য অব-লোকনে, বা সমালোচনে অগ্রসর হইতে পারেন। ফলতঃ ধর্ম্মাধর্ম্ম-তারতম্য-নিমিত্তক-শরীরোপাদান-পূর্ব্বক যে সুখ-দুঃখ-তারতম্য, তাহা শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়প্রসিদ্ধ। অতএব এই সমগ্র-সংসার-মণ্ডল যে অনুষ্ঠেয়-কর্ম্ম-ফল-স্বরূপ, তদ্বিষয়ে আর কোনরূপ সন্দেহের অবসর থাকিতে পারে না। তন্মধ্যে দুঃখময়-সংসার-মাত্রই পরিহারার্থ বেদালো-চিত, বেদবিচারিত অধর্ম্মের ফল-স্বরূপে জানিতে হইবে এবং সুখময়-সংসার-মাত্রই অনুষ্ঠানার্থ বেদালোচিতবেদবিচারিতবেদবোধিত-যাগাদি-লক্ষণধর্ম্মের ফল-স্বরূপে জানিতে হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, "ননু কোঽয়ং বেদো নাম ? কিঞ্চ তল্লক্ষণং ? কে বা তস্য বিষয়-সম্বন্ধ-প্রয়োজনাধিকারিণঃ ? কথং বা তস্য প্রামাণ্যং ?" বেদ জিনিষটী কি ? বেদের লক্ষণ কি ? বেদের বিষয়, সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন কি ? অধিকারী কে ? তথা বেদের প্রামাণ্য কিরূপে সমর্থিত হইয়াছে ? এই সকল প্রশ্নের যদি যথাযথ-সন্তোষ-জনকসদুত্তরপ্রদান করা না হয়, তাহা হইলে, বেদের প্রতি বিদ্বৎ-সমাজের শ্রদ্ধা সমাকৃষ্টা হইবে কিরূপে ? অতএব উক্ত-প্রশ্ন-বচন-সকলের যথোচিত-ক্রমিক-প্রতিবচন-কথনাবসরে অবশ্যই আমা-দিগকে বলিতে হইবে যে, "ইষ্টং মে ভূয়াৎ, অনিষ্টং মাভূৎ", এইরূপ আত্মাশীর সফলতা-সম্পাদনার্থ ত্রৈবর্ণিক-বিদ্বৎ-সমাজ অবাধে নিঃসন্দেহে

ইষ্ট-প্রাপ্তি এবং অনিষ্ট-পরিহার-বিষয়ে যে গ্রন্থ-বিশেষ-সাহায্যে অলৌকিক উপায় অবগত হইয়া থাকেন, সেই গ্রন্থ-বিশেষই এই জগতীতলে বেদনামে পরিচিত হইয়াছে।

অলৌকিক-পদ-সন্নিবেশের তাৎপর্য্য এই যে, অনুভূয়মান-স্রক্-চন্দন-বনিতাদির ইষ্ট-প্রাপ্তি-হেতুত্ব এবং ঔষধ-সেবাদির অনিষ্ট-পরিহার-হেতুতা প্রত্যক্ষতঃই সিদ্ধা হইয়াছে। তথা কালান্তরে নিজ-জীবনে অনুভবিষ্যমাণ, অথবা পুরুষান্তরগত-স্রক্-চন্দন-বনিতাদির ইষ্ট-প্রাপ্তি-হেতুতা এবং ঔষধ-সেবাদির অনিষ্ট-পরিহার-হেতুত্বও প্রত্যক্ষতঃ ব্যাপ্তি-গ্রহণবলে অনুমানতঃ সিদ্ধ হওয়ায়, উক্ত-লৌকিক-প্রমাণ-দ্বয়ের লৌকিক উপায়-জ্ঞাপকত্ব-প্রযুক্ত তিরস্কার সাধিত হইতেছে। এক্ষণে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, আত্ম-কর্ত্তৃক অনুভবিষ্যমাণ, অথবা পুরুষান্তরগত-স্রক্-চন্দন-বনিতাদি, কিম্বা ঔষধ-সেবাদির ইষ্ট-প্রাপ্তি-হেতুতা, বা অনিষ্ট-পরিহার-হেতুত্ব যদি অনুমান-গম্য স্বীকৃত হয়, তবে ভাবি-জন্মগত-সুখাদিরও অনুমান-গম্যতা স্বীকৃতা হইতে পারে। উক্তরূপা আশঙ্কার পরিহারার্থ উত্তর-বচনে আমরা বলিব, না তাহা হইতে পারে না।

কারণ, ভাবি-জন্ম-গত-সুখ-সামান্যের কথঞ্চিৎ অনুমান-গম্যতা স্বীকৃতা হইলেও, অনুমান-প্রমাণ-সাহায্যে সুখ-বিশেষের অবগতি নিতান্তই অসম্ভবগ্রস্তা। কিঞ্চ, ইহাও নিশ্চিত যে, জ্যোতিষ্টোমাদি-যজ্ঞকলাপ যে ইষ্ট-প্রাপ্তি-হেতু এবং কলঞ্জ-ভক্ষণ-বর্জ্জনাদি যে অনিষ্ট-পরিহার-হেতু, এই বিষয়টী বেদ-ব্যতিরেকে অনুমান-সহস্র-সাহায্যেও তার্কিক-শিরোমণিও অনুমান করিতে সমর্থ নহেন। অতএব অলৌকিক উপায়-বোধকগ্রন্থ-বিশেষ বেদ, এই বেদলক্ষণের অতিব্যাপ্তি সর্ব্বথা পরিহৃতা হইতেছে। অপিচ, "ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্ট-পরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি, স বেদঃ", এই বেদ-লক্ষণের সমর্থন-কল্পে এইরূপ প্রমাণ-বাক্য উক্ত হইতে পারে যে, "প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা, যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে। এনং বিদন্তি বেদেন, তস্মাদ্বেদস্য বেদতা ইতি।" "অলৌকিকোপায়বোধকত্বং বেদত্বং", এই বেদ-লক্ষণান্তর্গত যে অলৌকিক উপায়, এই অলৌকিক উপায়ই বেদের বিষয়, তাদৃশ অলৌকিক

উপায়বোধ বেদের প্রয়োজন এবং অলৌকিক উপায়-বোধার্থী বেদাধ্যয়নে, বা বেদার্থ-বিচারে অধিকারী। তথা অলৌকিক উপায়-বোধার্থী অধিকারীর সহিত বেদের উপকার্য্যও উপকারকভাবলক্ষণ সম্বন্ধ সর্ব্ববাদিসম্মত।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, অলৌকিক উপায়-বোধার্থী ব্যক্তিমাত্রই যদি বেদাধ্যয়নে, বা বেদার্থ-বিচারে অধিকারী হন, তবে "স্ত্রী-শূদ্র-সহিতাঃ সর্ব্বে অধিকারিণঃ স্যুঃ, ইষ্টং মে ভবত্বনিষ্টং মে মাভূৎ, ইত্যাশিষঃ সর্ব্ব-জনীনত্বাৎ।" উক্তরূপা আপত্তির নিরাকরণার্থ আমরা বলিব, এরূপ কথা বলা উচিত নহে। কারণ, যদিচ ইষ্ট-প্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারার্থ স্ত্রী-শূদ্রজনেরও উপায়বোধার্থিতা অবশ্যম্ভাবিনী, তথাপি হেত্বন্তরবশে যখন স্ত্রী-শূদ্রজনের বেদাধিকার প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাঁহাদিগের বেদাধিকার-বিষয়িণীপ্রবৃত্তির নিরোধনে যত্নবান্ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। অপর কারণ এই যে, শাস্ত্র যখন উপনীত-ব্যক্তিকে বেদাধ্যয়নাধিকার দান করিয়া, অনুপনীত-স্ত্রী-শূদ্রজনের বেদাধ্যয়ন অনিষ্ট-প্রাপ্তি হেতু, এই কথা কণ্ঠতঃ উচ্চারণ করিতেছেন, অথবা উক্তরূপা অনিষ্ট-প্রাপ্তি-হেতুতাবোধন করিতেছেন, তখন উপনয়নাধিকার-রহিত স্ত্রী-শূদ্রজনের বেদাধ্যয়নে, বা বেদার্থ-বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া, কখনই সমুচিত নহে।

যদি বল, উপনয়নের অভাব-বশতঃ স্ত্রী-শূদ্রজনের বেদাধ্যয়ন, বা বেদার্থ-বিচার যদি সম্ভবপর না হয়, তবে অনধিকারী স্ত্রী-শূদ্রজনের ইষ্ট-প্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারার্থ যথোচিত উপায়াবগম কিরূপে সম্ভবপর হইবে? তবে আমরা বলিব, সে জন্য আমাদিগকে বিশেষতঃ চিন্তা করিতে হইবে না। স্ত্রী-শূদ্রগণের যদি ইষ্ট-প্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারার্থ উপায়াবগম একান্ত আবশ্যক হয়, তবে তাঁহারা বেদার্থ-প্রকাশক-পুরাণাদি-প্রবন্ধ-পাঠে নিজ-নিজ অভীষ্ট-সিদ্ধি করিতে পারেন। অতএব শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, "স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং, ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। ইতি ভারতমাখ্যানং, কৃপয়া মুনিনা কৃতম্।" "তস্মাদুপনীতৈরেব ত্রৈবর্ণিকৈর্ব্বেদস্য সম্বন্ধঃ।"

"ননু কোঽয়ং বেদো নাম? কিঞ্চ তল্লক্ষণং? কে বা তস্য বিষয়-সম্বন্ধ-প্রয়োজনাধিকারিণঃ?" এই সকল প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত অথচ যথাযথ উত্তর

প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে "কথং বা তস্য প্রামাণ্যং ?" এই প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, বোধকত্ব-প্রযুক্তই বেদের স্বতঃ প্রামাণ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে। পৌরুষেয়বাক্য যদি চ বোধক বটে, তথাপি অর্থাৎ বোধক হইলেও, পুরুষ-গত-ভ্রান্তি-মূলত্ব-সম্ভব-প্রযুক্ত তৎ-পরিহারার্থ অবশ্যই মূল-প্রমাণের অপেক্ষা করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে বক্তৃ-দোষ-শঙ্কার অনুদয়-বশতঃ, তথা নিত্যত্ব-নিবন্ধন বেদ কখনই মূল-প্রমাণের অপেক্ষা করেন না। উপরিউক্ত-বাক্যার্থ-সমর্থন-কল্পে আচার্য্য জৈমিনি "তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ।" এই সূত্রাংশ প্রণয়ন করিয়াছেন।

সমস্তসূত্রটীর অর্থ এই যে, শব্দ ও অর্থের উৎপত্তির অনন্তর অর্থ-প্রত্যায়নার্থ পুরুষ-কর্ত্তৃক যদি শব্দ-সকলের প্রতিপাদ্য অর্থ-সমূহের সহিত সঙ্কেতাত্মক-সম্বন্ধ কল্পিত হয় এবং শব্দ-সকল যদি পুরুষ-কল্পিত-সঙ্কেতাত্মক-সম্বন্ধজ্ঞানের অপেক্ষা করিয়াই, অর্থ-প্রত্যায়ন-কার্য্য-সম্পাদন করে, তবে পুরুষ-কল্পিত-সঙ্কেতাত্মক-সম্বন্ধের কল্পিতত্ব-প্রযুক্ত, প্রত্যক্ষ-জ্ঞান যেমন শুক্তিকাদিস্থলে সত্যত্বের ব্যভিচার করে, সেইরূপ পুরুষাধীনত্ব-নিবন্ধন শব্দেও সত্যত্ব-ব্যভিচার-সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবিনী। অতএব ধর্ম্ম-বিষয়ে চোদনা অর্থাৎ প্রবর্ত্তক-শব্দ-সকল, অথবা ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক-বচন-নিবহ কখনই প্রমাণস্বরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া, মহর্ষি-জৈমিনি "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চ অর্থেঽনুপলব্ধে, তৎপ্রমাণং, বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ।" এই সমগ্র-সূত্রটী প্রণয়ন-পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, শব্দ অর্থাৎ নিত্যবেদ-ঘটক "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ", ইত্যাদি-পদের অর্থের সহিত অর্থাৎ তত্তৎ-শব্দ-প্রতিপাদ্য অর্থের সহিত শক্তিরূপ-সম্বন্ধ ঔৎপত্তিক, স্বাভাবিক, বা নিত্য জানিতে হইবে। অতএব প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-দ্বারা অনবগত অগ্নি-হোত্রাদিলক্ষণ সেই ধর্ম্মের জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞপ্তিরূপ-যথার্থ-জ্ঞানের করণ, বা নিমিত্ত একমাত্র উপদেশ, বা বিশিষ্ট শব্দের উচ্চারণমাত্র জানিতে হইবে।

যদি বল, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্", এইরূপ আপ্তোপদেশ শ্রবণ করিয়াও,

লোক-সকল বহ্নি-দর্শনের অনন্তর শাব্দে প্রমাণত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা সর্ব্ব-জন-প্রসিদ্ধ, অতএব প্রত্যক্ষাদি ইতরপ্রমাণ-সাপেক্ষত্ব-প্রযুক্ত উপদেশ, বা বিশিষ্ট-শব্দের উচ্চারণ কেমন করিয়া প্রমাণ হইতে পারে? তবে উক্তরূপ-প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার-জৈমিনি বলিয়াছেন, "অব্যতিরেকশ্চার্থে অনুপলব্ধে", অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-সকল-দ্বারা অনুপলব্ধ অর্থে "উপদেশঃ অব্যতিরেকঃ", বা অর্থাব্যভিচারী পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ইতর-প্রমাণানপেক্ষত্ব-প্রযুক্ত, বা প্রত্যক্ষাদ্যন-পেক্ষত্ব-নিবন্ধন "তৎপ্রমাণং", "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ", ইত্যাদি তাদৃশ-বিধি-ঘটিত-বাক্য ধর্ম্মে প্রমাণ-স্বরূপে বিশ্বার্থসূচককৃষ্ণদ্বৈপায়না-পরনামা বেদব্যাস ভগবান্ বাদরায়ণাচার্য্যের অনুমত বলিয়া, কীর্ত্তিত হইতেছে।

"বাদরায়ণগ্রহণং বাদরায়ণস্যেদং মতং কীর্ত্ত্যতে বাদরায়ণং পূজয়িতুং, নাত্মীয়ং মতং পর্য্যুদসিতুং", একথা যেন বিচক্ষণ পাঠকমহোদয়গণ বিস্মৃত হইবেন না। অভিপ্রায় এই যে, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্", এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য দোষবৎ-পুরুষ-প্রযুক্ত অর্থের যদিচ কদাচিৎ ব্যভিচার করে এবং তজ্জন্য আত্ম-প্রামাণ্য-নিশ্চয়ে প্রত্যক্ষাদির অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়, তথাপি অপৌরুষেয় "অগ্নিহোত্রং জুহোতি", এই বেদবাক্য কালত্রয়েও অর্থের ব্যভিচার করে না বলিয়া, অবশ্যই ইতর-প্রমাণ-নিরপেক্ষ স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ইতর-প্রমাণ-নিরপেক্ষ "অগ্নিহোত্রং জুহোতি", ইত্যাদি অপৌরুষেয়বেদবাক্য অবশ্যই ধর্ম্মে স্বতঃ প্রমাণ-স্বরূপে পরিগৃহীত হইবার উপযুক্ত।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, "ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে", "ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ", "যজুস্তস্মাদজায়ত", ইত্যাদি-শ্রুতি-বাক্যে বেদসকলের ব্রহ্ম-কার্য্যত্ব-শ্রবণ-প্রযুক্ত বেদও যে নিশ্চিতই কালিদাসাদি-রচিত-বাক্যবৎ পৌরুষেয়, তাহা অবশ্যই অনভিপ্রায়-সত্ত্বেও সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ভগবান্ বাদরায়ণও "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ", এই সূত্রে সর্ব্বজ্ঞ-পরম-ব্রহ্ম-পরমেশ্বর-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের বেদ-কারণত্বকথন করিয়াছেন। উক্তসূত্রটীর অর্থ এই যে, পরম-ব্রহ্মপরমেশ্বর-সর্ব্বজ্ঞ-

শ্রীমন্মহেশ্বরদেব গ্রন্থতঃ এবং অর্থতঃ মহত্ত্ব-যুক্ত, হিত-শাসন-প্রযুক্ত শাস্ত্রত্ব-সম্পন্ন, শাস্ত্র-শব্দের শব্দ-মাত্রোপলক্ষণার্থতা-সমাশ্রয়ণে অনেক-বিদ্যা-স্থান অর্থাৎ "পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাণি, শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্তছন্দো-জ্যোতিষাণি ষড়ঙ্গানি", এই দশবিধ-বিদ্যাস্থানে উপবৃংহিত, বা বেদার্থ-ধর্ম্ম-ব্রহ্ম-জ্ঞান-হেতুদশবিধ-বিদ্যাস্থানদ্বারা নিতান্ত উপকৃত, অথবা মন্বাদি-মহাজন-পরিগৃহীতত্ব-প্রযুক্ত সূচিত-প্রামাণ্যসম্পন্ন, প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থাবদ্যোতী, অথবা অবোধকত্বাভাব-বশতঃ স্বতঃ-প্রামাণ্য-পরিশোভিত, তথা প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থাবদ্যোতন-সর্ব্বার্থ-প্রকাশন এবং স্বতঃ-সর্ব্বার্থাব-বোধন-শক্তিমত্ত্বসত্ত্বেও, অচেতনত্বপ্রযুক্ত সর্ব্বজ্ঞকল্প, সুমহত্তর ঋগ্বেদাদি-শাস্ত্রের যোনি অর্থাৎ কর্ত্তা ও উপাদান-কারণ স্বরূপ।

যদি বল, সর্ব্বজ্ঞের সর্ব্বার্থ-জ্ঞান-শক্তিমত্ত্ব-লক্ষণ যে গুণ, বেদ সেই গুণ-রাশি-সমন্বিত হইলেও, তাদৃশ সকল-সদ্গুণ-শোভিতবেদের যিনি যোনি, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব সমর্থিত হইতে পারে কিরূপে? "ন হি পুত্রঃ পণ্ডিত ইত্যেতাবতা পিত্রাপি পণ্ডিতেন ভবিতব্যং।" তবে উত্তর, বা যুক্তি এই যে, সর্ব্বজ্ঞ-গুণান্বিতপরম-ব্রহ্মাখ্য-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবব্যতীত অন্য হইতে ঈদৃশ-সর্ব্বজ্ঞগুণান্বিত ঋগ্বেদাদি-লক্ষণশাস্ত্রের সম্ভব, নিতান্ত অসম্ভাবনাগ্রস্ত। অর্থাৎ উপাদানে সর্ব্বার্থজ্ঞানশক্তিমত্ত্বাদিগুণ যদি না থাকে, তবে কার্য্যে তাদৃশ-গুণ-যোগ সম্ভাবিত হইতে পারে না এবং কার্য্য যদি তাদৃশ-সর্ব্বার্থজ্ঞান-শক্তিমত্ত্বাদি-গুণ-সম্পন্ন হয়, তবে উপাদান-কারণের, বা কর্ত্তৃভূত-নিমিত্ত-কারণের তথাবিধ-সর্ব্বার্থ-জ্ঞান-শক্তিমত্ত্বাদি-লক্ষণ-সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-গুণ-যোগ অবশ্যম্ভাবী।

অপিচ, জ্ঞেয়ৈকদেশ অর্থাৎ শব্দ-সাধুত্বাদি অল্পার্থ-প্রতিপাদনপর-ব্যাকরণাদি-শাস্ত্র আপ্ত-পাণিন্যাদি-পুরুষ-বিশেষ হইতে আত্মলাভ করিয়া, যেমন স্ব-নির্ম্মাতৃপাণিন্যাদি সেই সেই আপ্ত-পুরুষ-বিশেষের আত্মীয়-জ্ঞান অপেক্ষা অধিকতর-বিজ্ঞান সূচিত করে, অনেক-শাখা-ভেদ-ভিন্ন, দেব-তির্য্যঙ্-মনুষ্য-বর্ণাশ্রমাদি-প্রবিভাগ-হেতু, সর্ব্ব-জ্ঞানাকর, বিস্তরার্থ-পূর্ণ, ঋগ্বেদাদ্যাখ্য-মহাগৌরবাস্পদবেদ-সকলও সেইরূপ শ্রীপরমেশ্বরদেব হইতে সমুৎপন্ন হইয়া যে, স্বনির্ম্মাতা সেই শ্রীপরমব্রহ্মদেবের স্বীয়-জ্ঞান-

বিজ্ঞান-বিভব অপেক্ষা অধিকতর-জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিভব-নিরতিশয়সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্ব-শক্তিমত্ত্ব-প্রভৃতি সূচিত করিবে, তাহাও কি পৃথক্-প্রযত্ন অবলম্বনে পাঠকবর্গকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে ?

অতএব 'যদ্-যদ্-বিস্তরার্থং শাস্ত্রং যস্মাৎ পুরুষবিশেষাৎ সম্ভবতি, স ততোহপ্যধিকতরবিজ্ঞানঃ", এই সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ-ব্যাপ্তিবলে "বেদঃ স্ববিষয়াদধিকার্থজ্ঞানবজ্জন্যঃ, প্রমাণ-বাক্যত্বাৎ, ব্যাকরণ-রামায়ণ-ভারতাদিবৎ", এইরূপ অনুমান-প্রমাণ-সাহায্যে পাঠকমহোদয়গণ ! আপনারা একদিকে যেমন বেদ-নির্ম্মাতা শ্রীপরম-ব্রহ্মদেবের বেদ-সকল অপেক্ষা অধিকতর-জ্ঞান-বিজ্ঞানবিভব, বা নিরতিশয়-সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইবেন, সেইরূপ অপরদিকে বেদের স্ববিষয়াদধিকার্থ-জ্ঞানবজ্জন্যত্ব অবগত হইয়া, "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ", ইত্যাদি-শ্রুতি-প্রমাণ-সমূহে ব্রহ্ম-কার্য্যত্ব-শ্রবণ-প্রযুক্ত কালিদাসাদিবাক্যবৎ পৌরুষেয়ত্বাবধারণেও সমর্থ হইবেন ; সুতরাং এরূপ স্থলে আমার অধিকতর আয়াসাঙ্গীকার নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীবেদ-গ্রন্থের প্রামাণ্য-বিঘটনকল্পে সমুদ্ভূত উক্তরূপ-শঙ্কাকর্ত্তা অর্থাৎ বেদ-পৌরুয়েত্ব-বাদীর বাচোযুক্তির প্রতিষেধ ও তৎ-প্রদর্শিত-শ্রুতি-সূত্রের অভিপ্রায়ান্তর-পরতা-প্রদর্শনার্থ বেদ-প্রামাণ্য-সমর্থন উদ্দেশ্যে বেদের অপৌরুষেয়তা-প্রতিপাদন-তৎপর-মানসে অবশ্যই আমাকে বলিতে হইবে "মৈবং।" কারণ, শ্রুতি, স্মৃতি ও সূত্র-সাহায্যে আচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক বেদের অপৌরুষেয়তা নিশ্চিতরূপে বিচারজ অবগম-পুরঃসর নির্দ্ধারিতা হইয়াছে। শ্রুতি যথা—"বাচা বিরূপ ! নিত্যয়া ইতি।" স্মৃতি যথা—"অনাদি-নিধনা নিত্যা, বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা, যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয় ইতি।" তথা ভগবদ্-বাদরায়ণ-প্রণীত-দেবতাধিকরণ-গতসূত্র যথা—"অতএব চ নিত্যত্বং ইতি।" "বাচা বিরূপ ! নিত্যয়া", এই মন্ত্রের যদি "হে বিরূপ ! ইতি দেবতাং সম্বোধ্য, নিত্যয়া বাচা স্তুতিং প্রেরয়", এইরূপ প্রার্থনাই অর্থরূপে গৃহীতা হয়, তাহা হইলে, নিত্যবাক্য-রাশি-পরিপূর্ণ-গ্রন্থ-বিশেষই বেদরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে ; সুতরাং "নিত্যা বাক্ বেদ এব।"

"অনাদি-নিধনা নিত্যা", ইত্যাদিস্মৃতির যদি, যে নিত্য-বেদ-শব্দ-সকল হইতে দেবাদি-জগতের প্রভব-লক্ষণ-প্রবৃত্তি-নিচয় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, অনাদি-নিধনা বেদময়ী সেই দিব্যা বাক্-সকল সৃষ্টি-প্রারম্ভে পিতামহাপরপর্য্যায়-স্বয়ম্ভূ-ব্রহ্মার শরীরাধিরূঢ়-শ্রীমন্মহেশ্বরদেব-কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট হইয়াছিল, এইরূপ অর্থ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও, "নিত্যা বাগেদ এব", ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। উক্তসূত্রটীর তাৎপর্য্যার্থ এই যে, প্রাচী-মীমাংসাদর্শনে শব্দের অর্থের সহিত সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-লক্ষণ-সম্বন্ধের স্থাপয়িতা স্বতন্ত্র-সম্বন্ধ-কর্ত্তার অস্মরণ-হেতুবশে বেদের নিত্যত্ব সুসংস্থিত হইলেও, বেদান্তদর্শনে বেদশব্দ-সকল হইতে দেবাদি-ব্যক্তি-নিচয়ের প্রভব অভ্যুপগত হওয়ায়, দেবাদি-ব্যক্তি-সৃষ্টি অবসরে তদ্বাচক-শব্দ-সকলেরও সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবিনী ; সুতরাং অনিত্য-শব্দ-সকলের অনিত্য-অর্থ-সকলের সহিত সম্বন্ধের কৃতকত্ব-নিবন্ধন বেদের সুস্থিত-নিত্যত্বে বিরোধাশঙ্কা সম্ভাবিতা হইলে, "শব্দ ইতি চেন্ন, অতঃপ্রভবাৎ, প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।" এই সূত্রদ্বারা তথাবিধা আশঙ্কার পরিহার-সাধন-পুরঃসর পূর্ব্বমীমাংসা-সমর্থিত-সুস্থিত-বেদনিত্যত্বের দৃঢ়তা-সম্পাদনাভিপ্রায়ে উক্ত সূত্রটী অবতীর্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ যেহেতু নিয়তাকৃতি-বাচকবেদশব্দসকল হইতে নিয়তাকৃতিসম্পন্নদেবাদিজগতের প্রভব কথিত হইয়াছে, "অতএব চ নিয়তাকৃতের্দেবাদের্জগতো বেদশব্দ-প্রভবত্বাৎ" বেদশব্দসকলেরও নিত্যত্ব অবশ্য প্রত্যেতব্য।

তথা চ মন্ত্রবর্ণও বলিতেছেন, "যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্, তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্।" অর্থাৎ যাজ্ঞিক-জনগণ যজ্ঞ, বা পূর্ব্ব-সুকৃত-সাহায্যে বেদের লাভ-যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া, অনন্তর ঋষিগণমধ্যে অবস্থিতা বেদ-বাণীকে লাভ করিয়াছিলেন। একদিকে মন্ত্রবর্ণ যেমন যাজ্ঞিক-জনগণ-কর্ত্তৃক ঋষিগণমধ্যে অবস্থিতা বেদ-বাণীর উপলব্ধি-প্রদর্শন করিতেছেন, সেইরূপ অপরদিকে ভগবান্ বেদব্যাসও যাজ্ঞিক-জনগণ-কর্ত্তৃক অনুবিন্না বেদবাণীর ন্যায় অবান্তর-কল্পাদিকালে কমলাসনদেবানুজ্ঞাত ঋষিগণ-কর্ত্তৃক তপঃ-প্রভাবে যুগান্তে অন্তর্হিতবেদ ও ইতিহাসাদির আবির্ভাব-সাধন-লক্ষণ-লাভ স্মরণ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, "যুগান্তে-

হস্তর্হিতান্ বেদান্, সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্ব্বং, অনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা।" শ্রীমদ্-বেদব্যাস-কৃত-স্মরণ-দ্বারা ইহাই প্রতীত হইতেছে যে, নিত্যাকৃতি-বাচকনিত্য-বেদ-শব্দ-সকল হইতে নিয়তাকৃতি-সম্পন্ন-দেবাদিব্যক্তি-সকলের প্রভব কথিত হওয়া সত্ত্বেও, পূর্ব্ববাদিগণ-কর্ত্তৃক বুদ্ধ্যপরাধবশে "প্রসিদ্ধং হি লোকে দেবদত্তস্য পুত্রে উৎপন্নে, যজ্ঞদত্ত ইতি, তস্য নাম ক্রিয়তে", এই দৃষ্টান্তানুসরণে বেদ-শব্দের নিত্যত্বের প্রতি যে অসিদ্ধি আশঙ্কা উত্থাপিতা হইয়াছিল, তাহা নিতান্তই ভিত্তিশূন্যা।

যদি বল, বেদের অপৌরুষেয়তা-সমর্থন কল্পে যদি উক্তরূপে বেদ-শব্দের নিত্যত্ব দৃঢ়ীকৃত হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বোদাহৃত-শ্রুতি ও সূত্রের সহিত পশ্চাদুদাহৃত-শ্রুতি-স্মৃতি এবং সূত্রের পরস্পর-বিরোধ-সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবিনী, তবে আমরা বলিব, না, বিরোধ উপস্থিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ, পরস্পর-কর্ত্তৃক যদি পরস্পরের বিষয় অপহৃত হয়, তবেই পরস্পরের সহিত পরস্পরের বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা সমীপবর্ত্তিনী হইতে পারে। পক্ষান্তরে প্রথমোদাহৃত-শ্রুতি ও সূত্রের সহিত অনন্তরোদাহৃত-শ্রুতি-স্মৃতি ও সূত্রের ভিন্ন-বিষয়ত্ব-নিবন্ধন বিষয়াপহার-সম্ভাবনা তিরস্কৃতা হওয়ায়, বিরোধ-সম্ভাবনা সুদূরপরাহতা হইতেছে।

"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ, যৎ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সাম-বেদঃ", এই বাক্যটীকে বিচারার্হবিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া, "ব্রহ্ম বেদং করোতি ? ন করোতি বা ?" এইরূপ সন্দেহের অনন্তর "বিরূপ ! নিত্যয়া বাচা", এই শ্রুতি এবং "অনাদিনিধনা নিত্যা", ইত্যাদি-স্মৃতি-প্রমাণে বেদের নিত্যত্ব-বর্ণিত হওয়ায়, শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণপ্রতিপাদিত-নিত্যত্ব-নিবন্ধন শ্রীপরম-ব্রহ্মদেব বেদকর্ত্তা হইতে পারেন না। "ন কর্ত্তৃ ব্রহ্ম বেদস্য ? কিম্বা কর্ত্তৃ ? ন কর্ত্তৃ তৎ। বিরূপ ! নিত্যয়া বাচেত্যেবং নিত্যত্ব-বর্ণনাৎ।" এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া, আচার্য্য ভগবান্ বেদব্যাস "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ", এই সূত্র-প্রণয়ন-পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে একমাত্র শ্রীপরমব্রহ্মদেব বেদের কর্ত্তা হইবার উপযুক্ত। কারণ, নিঃশ্বসিত-

ন্যায়-সাহায্যে অপ্রযত্নতঃ বেদের উৎপত্তি অবগতা হওয়া যাইতেছে। অপিচ, "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত, ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।" এই নিঃশ্বসিত-ন্যায়োপেত-প্রবলতর-শ্রুতি-প্রমাণ-সাহায্যে সর্ব্ববিধ-যজ্ঞরূপ-সাধন-দ্বারা হূয়মান-যজ্ঞ-শব্দ-বাচ্য-মহেশ্বরাখ্য-শ্রীপরমব্রহ্মদেব হইতে বিস্পষ্টরূপেই বেদের উৎপত্তি পরিশ্রুতা হইতেছে।

কিঞ্চ, অপ্রযত্নোৎপত্তি-শ্রবণ-মাত্রেই তত্তদ্-বিষয়-সমূহ অবলম্বনে নিজ-বুদ্ধি-বিভব-সাহায্যে চিন্তা-পূর্ব্বক-রচিতকালিদাসাদি-বাক্য-দ্বারা বৈদিকশব্দ ও শব্দের অর্থ-সমাবেশ-পারিপাট্য-বিষয়ে সুমহদ্-বৈলক্ষণ্য পরিস্ফুট হওয়ায়, বেদের অপৌরুষেয়ত্বও স্বয়ং সিদ্ধ হইতেছে। তথা প্রতি-সর্গে পূর্ব্ব-সাম্য অনুসরণে বেদসকল উৎপন্ন হওয়ায়, তদ্দ্বারাও বেদ-সকলের প্রবাহরূপে নিত্যতা সমর্থিতা হইতে পারে। অতএব বেদের ব্রহ্ম-কার্য্যত্ব-নিরূপণ এবং সর্ব্ব-জগদ্-ব্যবস্থাবভাসি-বেদ-কর্ত্তৃত্ব-নিরূপণ-দ্বারা শ্রীপরম-ব্রহ্মদেবের সর্ব্বজ্ঞত্ব-নিরূপণ পূর্ব্ববাদি-কর্ত্তৃক উদাহৃতা শ্রুতি ও সূত্রের বিষয়রূপে পরিচিত হইতেছে। "কর্ত্তৃ নিঃশ্ব-সিতাদ্যুক্তের্নিত্যত্বং পূর্ব্বসাম্যতঃ। সর্ব্বাবভাসিবেদস্য, কর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্ব-বিদ্ ভবেৎ।" উদাহৃত অর্থের সংক্ষেপণাভিপ্রায়ে উদ্ধৃত এই সিদ্ধান্ত-শ্লোকটী পাঠ করিয়া, পাঠক-মহোদয়গণ অবশ্যই অবগত হইয়াছেন যে, "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রটী, বা "ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে", "ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ", "যজুস্তস্মাদজায়ত", এই শ্রুতি-বাক্যসকল বেদ-সকলের ব্রহ্মকার্য্যত্বমাত্র কীর্ত্তন করিতেছেন; কিন্তু বেদ-সকলের নিত্যত্বের প্রতিষেধ করিতেছেন না। এইরূপ বেদ-সকলের নিত্যত্ব-প্রতিপাদন-কল্পে সমুদ্ধৃতা "বাচা বিরূপ! নিত্যয়া", এই শ্রুতি "অনাদি-নিধনা নিত্যা", এই স্মৃতি, তথা "অতএব চ নিত্যত্বং", এই ব্রহ্মসূত্র, বেদ-সকলের নিত্যত্বমাত্র কীর্ত্তন করিতেছেন, কিন্তু বেদ-সকলের ব্রহ্ম-কার্য্যত্ব-প্রতিষেধে অগ্রসর হন নাই।

এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, অনন্তরোদ্ধৃতা শ্রুতি, স্মৃতি ও সূত্র-বাক্যের যখন বেদ-নিত্যত্বাবধারণেই প্রধানতঃ তাৎপর্য্য অবধৃত হইতেছে, তখন পশ্চাৎ উদ্ধৃতা শ্রুতি, স্মৃতি ও সূত্র-দ্বারা পূর্ব্বোদ্ধৃতা

শ্রুতি ও সূত্রের বেদ-সকলের ব্রহ্মকার্য্যত্ব-প্রতিপাদন-লক্ষণবিষয় প্রকারান্তরে অপহৃত হইবে না কেন ? পূর্ব্বোদ্ধৃতা শ্রুতি ও সূত্রের বিষয়াপহার-ব্যতীত পশ্চাদুদ্ধৃতা শ্রুতি, স্মৃতি ও সূত্রের প্রতিপাদ্য-বেদ-নিত্যত্ব-লক্ষণ-বিষয় কদাচন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না ; সুতরাং পূর্ব্বোক্তর-শ্রুতি-স্মৃতি-প্রভৃতির পরস্পর বিষয়াপহার-জনিতবিরোধবশে সুন্দোপসুন্দ-ন্যায়ে উভয়েরই অপ্রামাণ্য-লক্ষণ-মরণ সর্ব্বথা অপরিহরণীয় হইবে না কেন ? উক্তরূপ আশঙ্কাকণ্টকের সমুদ্ধরণার্থ আমরা বলিব, না, পূর্ব্বোক্তর-শ্রুতি-স্মৃতি-প্রভৃতির অপ্রামাণ্য-লক্ষণ-মরণ-ত্রাস সর্ব্বথা অপরিহরণীয় হইবে না।

পরস্পরের বিষয়াপহার-জনিত-বিরোধ উপস্থিত হইলে, তবে ত পূর্ব্বোক্তর-শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যের অপ্রামাণ্য-লক্ষণ-মরণ-ত্রাস-সঞ্চার-সম্ভাবনা ? জিজ্ঞাসা করি, এই অলৌকিকোৎপাতকারিণী অশান্তি-জননী পীড়া-প্রদায়িনী কলঙ্কিনী অপ্রামাণ্য-শঙ্কা-পিশাচীর উৎসারণে কি কোন অভিনব-যুক্তিস্থানীয়-মণি-মন্ত্রৌষধাদির আবিষ্কার সাধিত হইতে পারে না ? উত্তরে আমরা বলিব, অবশ্যই বেদের, বা বেদবাক্যের কথা দূরে থাকুক, বেদের একটী মাত্র অক্ষরেরও প্রামাণ্যাঙ্গীকর্ত্তৃগণের সোৎসাহে তাদৃশী অপ্রামাণ্য-শঙ্কা-পিশাচীর নিবারণে তাদৃশ-যুক্তি-লক্ষণ-মণি-মন্ত্রৌষধাদির আবির্ভাবনে তৎপর হওয়া উচিত। অথবা অধিকতর আড়ম্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লাভ কি ? একমাত্র মণি, একমাত্র মন্ত্র একমাত্র মহৌষধ, একমাত্র-মহাস্ত্রপারমার্থিক-নিত্যত্বের পরিহার-পূর্ব্বক বেদের ব্যবহারিক-নিত্যত্ব-কীর্ত্তন। বেদের ব্যবহারিক-নিত্যত্ব-কীর্ত্তন-লক্ষণ একমাত্র সেই মহাস্ত্রের প্রয়োগ-মাত্রেই কলঙ্কিনী অপ্রামাণ্য-শঙ্কা-পিশাচী অবশ্য উৎসারিতা হইবে।

সৃষ্টির ঊর্দ্ধ অর্থাৎ অনন্তরবর্ত্তী কাল হইতে মহাপ্রলয়, বা সর্ব্ব-সংহারের পূর্ব্বসময় পর্য্যন্ত যে কাল, তাহাকেই শাস্ত্রে ব্যবহার-কাল বলা হইয়া থাকে। এই নির্দ্দিষ্ট-ব্যবহার-কাল-মধ্যে কাল ও আকাশাদির ন্যায় বেদেরও উৎপাদ, বা বিনাশ পরিদৃষ্ট হয় না। উক্তরূপ ব্যবহার-কাল-মধ্যে কাল ও আকাশাদির উৎপাদ, বা বিনাশ পরিদৃষ্ট হয়

না বলিয়া, যেমন কাল ও আকাশ আদি নিত্য-মধ্যে পরিগণিত, সেইরূপ বেদেরও ব্যবহার-কাল-মধ্যে উৎপাদ-বিনাশ পরিদৃষ্ট হয় না বলিয়া, বেদও নিত্য। অতএব আদি-সৃষ্টি অবসরে কাল ও আকাশাদিরই ন্যায় পরম-ব্রহ্ম-পরমেশ্বর শ্রীমন্মহেশ্বরদেব-সকাশাৎ বেদোৎপত্তি কথিতা হওয়ায় এবং অদ্যাপি "কালাকাশাদিবদেব" বিনাশ পরিদৃষ্ট না হওয়ায়, তথা অপৌরুষেয়ত্ব-নিবন্ধন কালিদাসাদি-বাক্যবৎ পুরুষ-বিরচিতত্বাভাব-বশতঃ বেদও যে ব্যবহারিক-নিত্যত্ব-সম্পন্ন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব বিষয়-ভেদ-প্রযুক্ত পরস্পরোদাহৃত-শ্রুতি-সূত্রের মধ্যে পরস্পর-বিরোধ-সম্ভাবনা দূরাপাস্তা।

যদি বল, অনাদি-নিধন বেদ-শব্দ-সকল যদি নিত্যই হয়, তবে "বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা", এই স্মৃত্যংশ সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ, অনাদি-নিধন নিত্য-বেদ-শব্দ-সকলের সর্জ্জনার্থক উৎসর্গ নিতান্ত অসম্ভব, তবে উত্তরে আমরা বলিব, অনাদি-নিধন-নিত্য-বেদ-শব্দ-সকলের জন্ম, বা উৎপত্ত্যর্থক উৎসর্গ সম্ভবপর হইতে পারে না সত্য; এই কারণেই ভগবান্ ভাষ্যকার জগদ্গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য "শব্দ ইতি চেন্ন, অতঃ প্রভবাৎ, প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।" এই সূত্রের ভাষ্যে "অনাদি-নিধনা নিত্যা, বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা", এই স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া, পশ্চাৎ বলিয়াছেন যে, "উৎসর্গোঽপ্যয়ং বাচঃ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনাত্মকো দ্রষ্টব্যঃ, অনাদি-নিধনায়া অন্যাদৃশস্য উৎসর্গস্য অসম্ভবাৎ।" উক্ত দৃষ্টান্তানুসরণে "ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে, ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ, যজুস্তস্মাদজায়ত।" এই শ্রুতি-বাক্যস্থ "জজ্ঞিরে", "অজায়ত" ক্রিয়াপদেরও উৎপত্তি, বা জন্মরূপ অর্থের পরিবর্ত্তে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনাত্মক উৎসর্গার্থত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীশ্রুতিও বলিতেছেন, "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং, যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং, মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।" এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ এইরূপ যে, যিনি কল্পাদিকালে ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়া, অনন্তর সেই ব্রহ্মার বুদ্ধি-ক্ষেত্রে যথা ঋতু ঋতু-লিঙ্গ-সকলের ন্যায় বেদ-সকলের আবির্ভাব-সাধন করিয়াছেন,

বৈদিক-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তন-ফলে গুরু-পরম্পরা-ক্রমে বেদার্থ, বা বেদোক্ত-মহাবাক্যার্থ-সকলের বিচার-বশে সমুদিতাখণ্ড-ব্রহ্মাকারাকারিত-বুদ্ধিবৃত্তি-মধ্যে প্রকাশমান-স্বাত্মাকার সেই শ্রীপরম-ব্রহ্মদেবকে আমি মুমুক্ষু-জনোচিত-জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহায্যে শরণ, পরম অভয়স্থান নিঃশ্রেয়স-স্বরূপে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছি।

এইরূপ শ্রুতি-বাক্যার্থ-পর্য্যালোচনা-দ্বারা, তথা "বেদস্যাধ্যায়নং সর্ব্বং, গুর্ব্বধ্যয়ন-পূর্ব্বকম্। বেদাধ্যয়ন-সামান্যাৎ, অধুনাধ্যয়নং যথা। ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তা চ, বেদস্মর্ত্তা পিতামহঃ। তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি, মনুঃ কল্পান্তরান্তরে।" ইত্যাদি-প্রমাণ-বচন-নিচয়-বশে বিস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, মনু ও শৌনকাদি-মহাজন-কর্ত্তৃক-স্মৃত মধুচ্ছন্দঃ-প্রভৃতি-পরমেশ্বরানুগৃহীত-জ্ঞানাতিশয়যুক্তমহর্ষিগণের হৃদয়ে দশমণ্ডলা-বয়ববান্ ঋগ্বেদে জাত-প্রাপ্ত-দাশতয়ী-ঋক্-সকলের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনাত্মক আবির্ভাব-সাধন করিয়া, শ্রীপরমেশ্বরদেব পুনরপি যেমন বেদান্তরেও কাণ্ড, সূক্ত ও মন্ত্রসকলের দ্রষ্টা বৌধায়নাদি-কর্ত্তৃক-স্মৃত মহর্ষিগণের হৃদয়ে প্রতিবেদীয়-কাণ্ড, সূক্ত, মন্ত্র, ঋষি ও দেবতাগণের আবির্ভাব-সাধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনাত্মক উৎসর্গাভিপ্রায়ে শ্রীপরমেশ্বরদেব কল্পাদিকালে স্বস্বষ্ট-হিরণ্যগর্ভাখ্য-ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ-সকলের আবির্ভাব-সাধন করিয়াছিলেন মাত্র; পরন্তু কুম্ভকার যেমন দণ্ড-চক্র-সলিল-সূত্র-চীবর-প্রভৃতি-সংগ্রহ করিয়া, ঘট-নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ সর্ব্বোপকরণ-সম্পন্ন হইয়া, বেদ-সকলের নির্ম্মাণ করেন নাই। অন্যথা যদি "জজ্ঞিরে", "অজায়ত", "উৎসৃষ্টা", ইত্যাদির ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ-যথাশ্রুত অর্থই পরীগৃহীত হয়, তবে বেদ-নিত্যত্ববাদী বহুশঃ শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্র-প্রভৃতি-প্রমাণের অনুপপত্তি অবশ্যম্ভাবিনী।

কিঞ্চ, অধ্যেতৃবর্গ যেমন বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বে যথাবিহিত-পূর্ব্বক্রম অবগত হইয়া, "বেদং কুর্ব্বন্তি", বেদ অধ্যয়ন করেন, সেইরূপ বিচিত্রগুণ-মায়া-সহায় অনাবৃতানন্ত-স্বপ্রকাশ-চিন্মাত্র-শ্রীপমেশ্বরদেব স্বকৃত-পূর্ব্ব-কল্পীয়-ক্রমের সমানজাতীয়ক্রম-বিশিষ্টবেদরাশি ও বেদরাশির অর্থ-সকল যুগপৎ অবগত হইয়াই, বেদের আবির্ভাব-সাধন করিয়াছেন। এই

কারণবশতঃই বেদ-নিত্যত্ব-বাদিগণ বেদের পৌরুষেয়তা স্বীকার করেন না। যে স্থলে অর্থজ্ঞান-পূর্ব্বক-বাক্যার্থজ্ঞান বাক্য-সৃষ্টির প্রতি কারণ, সেই স্থলে বেদের পৌরুষেয়তা স্বীকৃতা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে বেদ-বিরচনস্থলে শ্রীপরমেশ্বরদেব বেদ-রাশি ও বেদ-রাশির অর্থ-সকল যুগপদবগত হইয়াই, বেদ-বিরচনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, তদীয় অর্থজ্ঞান ও বাক্য-জ্ঞানের যৌগপদ্য সম্ভাবিত হওয়ায়, সর্ব্বথা অসম্ভাবিতা বেদ-পৌরুষেয়তা দূরে উৎসারিতা হইতেছে।

"অতো বেদকর্ত্তা বেদমিব তদর্থমপি স্বসম্বদ্ধং নান্তরীয়কতয়া জানাতীতি সর্ব্বজ্ঞত্বমপি তস্য সিদ্ধং ভবতি।" অসর্ব্বজ্ঞ সাধারণ-বিদ্বজ্জনগণ কিন্তু কালিদাসাদির ন্যায়, ভগবান্ বেদব্যাস-বাল্মীকি-প্রভৃতির ন্যায়, অর্থ-জ্ঞান-পূর্ব্বক-বাক্যার্থজ্ঞানের অনন্তরই অভিনব-বাক্য-সৃষ্টি-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন; সুতরাং স্বকৃত-পূর্ব্বকল্পীয়-ক্রম-সজাতীয়ক্রম-বিশিষ্টতার অভাব-বশতঃ তাঁহাদিগের প্রণীত-গ্রন্থ-সকল শকুন্তলা, মহাভারত ও রামায়ণাদির ন্যায় অবশ্যই পৌরুষেয় হইতে পারে। কিন্তু, ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যদেব উক্তরূপে বেদের পৌরুষেয়ত্ব-শঙ্কা-নিরাশ অভিপ্রায়েই "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ, যৎ ঋগ্বেদঃ", ইত্যাদিশ্রুতিস্থ নিঃশ্বসিত-পদার্থ-কথনাভিলাষে বলিয়াছেন, "অপ্রযত্নেনৈব লীলান্যায়েন" ইত্যাদি। অর্থাৎ শ্রীপরমেশ্বরদেব প্রমাণান্তর-সাহায্যে অর্থ-জ্ঞান-প্রয়াসাঙ্গীকার বিনা নিমেষাদিন্যায়ে বেদ-বিরচনা-কার্য্য-পরিসমাপ্ত করিয়াছেন এবং সেই জন্যই বেদের অপৌরুষেয়তা অবশ্য অঙ্গীকার্য্যা। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ, স সর্ব্ববিৎ," এই শ্রুত্যুক্ত সর্ব্বজ্ঞত্ব-দার্ঢ্যার্থ পূর্ব্বত্র পাণিন্যাদি-দৃষ্টান্তাবলম্বনে বেদ-কর্ত্তা শ্রীপরমেশ্বরদেবের অধিকার্থ-জ্ঞানসত্তা-মাত্র সাধিত হইয়াছে; কিন্তু অর্থ-জ্ঞানের বেদ-হেতুত্ব সমর্থিত হয় নাই। কারণ, অর্থ-জ্ঞানের বেদহেতুত্ব-সমর্থন অভিলষিত হইলে, নিঃশ্বসিত-শ্রুতি-বিরোধ সর্ব্বথা অপরিহার্য্য হইতে পারে।

আর এক কথা এই যে, বেদ-জ্ঞান-মাত্র-দ্বারা যেমন বেদ-জ্ঞানসম্পন্ন বেদ-বক্তার অধ্যেতৃত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীপরমেশ্বরদেবেরও বেদ-কর্ত্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে। উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই যে,

অধ্যেতা অধ্যাপক-মুখাপেক্ষী এবং শ্রীপরমেশ্বরদেব পরমুখাপেক্ষা না করিয়া, স্বাধীনভাবে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কল্পীয়-স্বকৃত-বেদানুপূর্ব্বী স্বয়ংই স্মরণ করিয়া, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কল্পবৎ বর্ত্তমান কল্পেরও আদিকালে হিরণ্যগর্ভাদি-দেব-শ্রেষ্ঠগণের, তথা পরমেশ্বরানুগৃহীত-জ্ঞানাতিশয়-যুক্ত মহামুনিমহর্ষি-গণের পরম-বিকসিত-হৃদয়-পুণ্ডরীকে বেদ-সকলকে আবির্ভাবিত করিয়া, অনাবৃত-জ্ঞানস্বভাবত্ব-প্রযুক্ত অনন্ত-স্বপ্রকাশ-চিন্ময়-বেদকর্ত্তা শ্রীপরমে-শ্বরদেব নিখিল-বেদ-রাশির অর্থসকলও অবর্জ্জনীয়তা-নিবন্ধন অবগত হইয়া, সর্ব্বজ্ঞ-ভাব-ধারণ করিয়াছেন। অতএব শ্রীপরমব্রহ্ম-পরমেশ্বর-দেবের নিত্য-নির্দ্দোষত্ব-প্রযুক্ত বেদ-নিবহের বক্তৃ-দোষ-শঙ্কা তিরোহিতা হওয়ায়, স্বতঃ-সিদ্ধ-প্রমাণ্য পূর্ব্ববৎ দৃঢ়-পদে অবস্থিতি করিবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে পাঠক-মহোদয়গণ বলুন দেখি, লক্ষণ-প্রমাণ-সদ্ভাব-প্রযুক্ত তথা বিষয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ ও অধিকারীর সদ্ভাববশতঃ বেদের প্রামাণ্য সুস্থিত হইলে, শ্রীবেদ-রাশি ত্রৈবর্ণিক-বিদ্বৎসমাজের বিপুল-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে কি না? এই জন্যই না গন্ধর্ব্বরাজ শ্রীমান্ পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন, "শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বদ্ধ্বা দৃঢ়-পরিকরঃ কর্ম্মসু জনঃ, ইতি।"

এই বেদ কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান-কাণ্ড-ভেদে তিনভাগে বিভক্ত। সহেতুক-সংসারের অত্যন্ত উপরমাত্মকপর নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তি বেদ-শাস্ত্রের পরম-প্রয়োজন। উক্তরূপ-পরম-প্রয়োজন-সিদ্ধ করিবার জন্য বেদের প্রথম-কাণ্ডে কর্ম্ম, দ্বিতীয়-কাণ্ডে ভক্তি, বা উপাসনা এবং তৃতীয়-কাণ্ডে জ্ঞান অভিহিত হইয়াছে। অতিবিরোধ-বশতঃ জ্ঞান ও কর্ম্মের পরস্পর-সমুচ্চয় যে অত্যন্ত অসম্ভব, এই তত্ত্বটী অধ্যেতৃবর্গের হৃদ্‌গত করাইবার জন্য বেদের প্রথম-কাণ্ডে কর্ম্ম ও তৃতীয়-কাণ্ডে জ্ঞান প্রতি-পাদিত হইয়াছে। মধ্যে ভক্তি, বা উপাসনা-কাণ্ড উপন্যস্ত হওয়ায়, উক্ত-রূপ-ব্যবধান-দ্বারা পাঠকবর্গ অবশ্যই অবগত হইতে সমর্থ হইবেন যে, কর্ম্ম ও জ্ঞানের পরস্পর-সমুচ্চয় হইতে পারে না। বেদের মধ্য-স্থানে ভক্তি, বা উপাসনা অভিহিতা হওয়ায়, পাঠক-মহোদয়গণ ইহাও বিস্পষ্টরূপে অবগত হইবেন যে, কর্ম্মমিশ্রা, শুদ্ধা ও জ্ঞান-মিশ্রারূপা ভক্তি প্রথমতঃ

ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধি-বশে অনুষ্ঠীয়মান-কর্ম্ম-সকলের সম্পাদন-সম্ভূত-সংস্কার-সাহায্যে সংস্কৃতা না হইলে, শুদ্ধতা-প্রাপ্তা হইতে পারে না এবং আত্ম-শুদ্ধতা-বিহীন অবস্থায় জ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা হইয়া, আত্ম-ত্রৈবিধ্য-স্থাপনেও সমর্থা হইতে পারে না।

বেদের উক্তরূপ-কাণ্ডত্রয়াত্মকতার অনুকরণেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অধ্যায়-ষট্কে কর্ম্মনিষ্ঠা, দ্বিতীয় অধ্যায়-ষট্কে কর্ম্ম ও জ্ঞান, এতদুভয়ানুগতা সর্ব্ব-বিঘ্নাপনোদিনী ভগবদ্-ভক্তি-নিষ্ঠা এবং তৃতীয় অধ্যায়-ষট্কে জ্ঞান-নিষ্ঠা প্রতিপাদিতা হইয়াছে। উক্তরূপতাৎপর্য্যের সংক্ষেপণ অভিপ্রায়ে সূত্ররূপে কেহ কেহ বা "ধর্ম্ম-ব্রহ্মপ্রতিপাদকমপৌরুষেয়ং বাক্যং বেদঃ", ইত্যুক্ত-লক্ষণ-বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক দুইটীমাত্র ভাগ কথন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে অনুষ্ঠান, বা প্রয়োগের উপযোগী কারকভূত-দ্রব্য-দেবতারূপ অর্থের প্রকাশক, বা স্মারক, অর্থাৎ উপস্থাপক যে বেদভাগ, তাহাকে মন্ত্রনামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই মন্ত্র ঋক্, যজুঃ ও সাম-ভেদে তিনভাগে বিভক্ত। পাদবদ্ধগায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবিশিষ্টা "অগ্নিমীলে পুরোহিতং", ইত্যাদি যে ঋক্, তাহাকে ঋঙ্মন্ত্র বলা হইয়া থাকে। উক্তরূপ-ঋক্সকল গীতিবিশিষ্ট হইলে, সামমন্ত্ররূপে অভিহিত হইয়া থাকে এবং তদুভয়বিলক্ষণ অর্থাৎ ঋঙ্মন্ত্র ও সামমন্ত্র হইতে সম্পূর্ণবিলক্ষণাকার যে মন্ত্র, তাহাকে যজুর্ম্মন্ত্র বলা হইয়া থাকে। কিন্তু, "অগ্নীদগ্নীন্ বিহর", ইত্যাদিসম্বোধনরূপনিগদমন্ত্রসকলও যজুর্ম্মন্ত্রেরই অন্তর্গত জানিতে হইবে।

এইরূপে সংক্ষেপে মন্ত্র-নিরূপণের অনন্তর অধুনা ব্রাহ্মণ-বিভাগ কীর্ত্তন করিব। বেদের ব্রাহ্মণভাগও বিধিরূপ, অর্থবাদরূপ এবং তদুভয়-বিলক্ষণরূপ-ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে "শব্দভাবনা বিধিরিতি ভাট্টাঃ, নিয়োগো বিধিরিতি প্রাভাকরাঃ, ইষ্টসাধনতা বিধিরিতি তার্কিকাদয়ঃ সর্ব্বে।" এই বিধিরূপবেদভাগ উৎপত্তি, অধিকার, বিনিয়োগ ও প্রয়োগ-ভেদে ভাগ-চতুষ্টয়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে কর্ম্ম-স্বরূপমাত্র-বোধক যে বিধি, তাহাকে উৎপত্তিবিধি বলা হইয়া থাকে, যেমন "আগ্নেয়োঽষ্টাকপালো

ভবতীত্যাদিঃ। সেতিকর্ত্তব্যতাক-করণভূত-যাগাদির ফল-সম্বন্ধ-বোধক যে বিধি, তাহাকে অধিকারবিধি বলা হইয়া থাকে, যেমন "দর্শ-পৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেতেত্যাদিঃ।" যাগাদির অঙ্গ-সম্বন্ধ-বোধক যে বিধি, তাহাকে বিনিয়োগ-বিধি বলা হইয়া থাকে, যেমন "ব্রীহিভির্যজেত, সমিধো যজতীত্যাদিঃ।" সাঙ্গ-প্রধান-কর্ম্ম-প্রয়োগৈক্য-বোধক-পূর্ব্বোক্ত-বিধিত্রয়-মেলন রূপ যে বিধি, তাহাকে প্রয়োগ-বিধি বলা হইয়া থাকে। এই প্রয়োগ-বিধিকে কেহ বা শ্রৌত এবং কেহ বা কল্প্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

গুণ-কর্ম্ম এবং অর্থ-কর্ম্ম-ভেদে কর্ম্মস্বরূপ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে ক্রতু-কর্ম্ম-কারক-সকলকে আশ্রয় করিয়া বিহিত যে কর্ম্ম, তাহাকে গুণ-কর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। এই গুণ-কর্ম্মও আবার উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকৃতি ও সংস্কৃতি-ভেদে চতুর্বিবধ। তন্মধ্যে "বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নী-নাদধীত", "যূপং তক্ষতি", ইত্যাদি-স্থলে আধান-তক্ষণাদি-ক্রিয়া-সাহায্যে সংস্কার-বিশেষ-বিশিষ্ট অগ্নিযূপাদির উৎপত্তি। "স্বাধ্যা-য়োঽধ্যেতব্যঃ", "গাং পয়ো দোগ্ধি", ইত্যাদি-স্থলে অধ্যয়ন-দোহনাদি-ক্রিয়া-সাহায্যে বিদ্যমানাবস্থ-স্বাধ্যায়-পয়ঃ-প্রভৃতিরই প্রাপ্তি। "সোম-মভিষুণোতি", "ব্রীহীন্ অবহন্তি", "আজ্যং বিলাপয়তি", ইত্যাদি-স্থলে অভিষব, অবঘাত ও বিলাপন-ক্রিয়া-সাহায্যে সোমাদির বিকার। "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি", "পত্ন্যবেক্ষিতং ঘৃতং ভবতি", ইত্যাদি-স্থলে প্রোক্ষণ ও অবেক্ষণাদি-ক্রিয়া-সাহায্যে ব্রীহ্যাদি-দ্রব্য-সকলের সংস্কার। "এতচ্চতুষ্টয়ং চাঙ্গমেব।"

তথা ক্রতু-কারক-সকলকে আশ্রয় করিয়া, বিহিত যে কর্ম্ম, সেই অর্থ-কর্ম্মও প্রধান এবং অঙ্গভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে অন্যার্থ যে কর্ম্ম বিহিত হইয়া থাকে, তাহাকে অঙ্গ বলা হইয়াছে এবং যাহা অনন্যার্থ বিহিত, তাহাকেই প্রধান বলা হইয়া থাকে। এই অঙ্গও আবার সন্নিপত্যোপকারক এবং আরাদুপকারক-ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে প্রধান-স্বরূপ-নির্ব্বাহক প্রথম, অর্থাৎ সন্নিপত্যোকারক এবং ফলোপ-কারী দ্বিতীয়, অর্থাৎ আরাদুপকারকনামে অভিহিত হইয়াছে।

এইরূপে সম্পূর্ণাঙ্গ-সহিত যে বিধি, তাহাকে প্রকৃতি বলা হইয়া থাকে, বিকলাঙ্গ-সংযুক্ত যে বিধি, তাহাকে বিকৃতি বলা হইয়াছে এবং এতদুভয়বিলক্ষণ যে বিধি, তাহাকে দর্ব্বী-হোম বলা যায়। "এবমন্যদপ্যূহ্যম্। তদেবং নিরূপিতো বিধিভাগঃ।"

প্রাশস্ত্য এবং নিন্দা, এতদুভয়ের অন্যতর-লক্ষণা-বশে বিধি-শেষভূত যে বাক্য, তাহাকে অর্থবাদ বলা যায়। এই অর্থবাদ গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ-ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে প্রমাণান্তর-বিরুদ্ধার্থ-বোধক যে বাক্য, তাহাকে গুণবাদ বলা হইয়াছে, যেমন "আদিত্যো যূপঃ", "যজমানঃ প্রস্তরঃ", ইত্যাদি। প্রমাণান্তর-প্রাপ্তার্থ-বোধক যে বাক্য, তাহাকে অনুবাদ বলা হইয়াছে, যেমন "অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্", বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা", ইত্যাদি। প্রমাণান্তর-বিরোধ এবং তৎ-প্রাপ্তি-রহিত অর্থের বোধক যে বাক্য, তাহাকে ভূতার্থবাদ বলা হইয়াছে, যেমন "ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছৎ", ইত্যাদি। এই ত্রিবিধ অর্থবাদের সমর্থনকল্পে অভিযুক্তগণও বলিয়াছেন যে, "বিরোধে গুণবাদঃ স্যাৎ, অনুবাদোঽবধারিতে। ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাৎ, অর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ।"

এই অর্থবাদত্রয়ের বিধি-স্তুতি-পরতা সমানা হইলেও, দেবতাধিকরণ-ন্যায়াবলম্বনে ভূতার্থবাদ-সকলের স্বার্থেও প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। তদ্‌যথা—"তয়োরুভয়োর্গুণবাদানুবাদয়োঃ স্বার্থে তাৎপর্য্যং মা ভূৎ, ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছৎ, ইত্যাদিষু অবিরুদ্ধেষু অননুবাদেষু চ ভূতার্থবাদেষু স্বতঃ প্রামাণ্যবাদে স্বার্থে তাৎপর্য্যস্য নিবারয়িতুমশক্যত্বাৎ পদৈকবাক্যতয়া স্বার্থে অবান্তর-তাৎপর্য্যং প্রতিপাদ্য, পশ্চাৎ বাক্যৈক-বাক্যতয়া বিধিষু মহাতাৎপর্য্যং ভূতার্থবাদাঃ প্রতিপদ্যন্তে ইতি।" অবাধিত ও অজ্ঞাতার্থ-বোধকত্বই প্রামাণ্যের স্বরূপ। এবম্বিধপ্রামাণ্য গুণবাদ ও অনুবাদের সম্ভবপর হইতে পারে না, যেহেতু গুণবাদ বাধিতার্থ-বিষয়ক এবং অনুবাদ জ্ঞাত-জ্ঞাপক। "ভূতার্থস্য তু স্বার্থে মহাতাৎপর্য্যরহিতস্যাপি ঔৎসর্গিকং প্রামাণ্যং ন বিহন্যতে। তদেবং নিরূপিতোঽর্থবাদভাগঃ।"

বিধি ও অর্থবাদ এতদুভয়-বিলক্ষণ যে বাক্য, তাহাকে বেদান্ত-বাক্য বলা হইয়াছে। এই বেদান্ত-বাক্য অজ্ঞাত-জ্ঞাপকত্ব-সম্পন্ন হইলেও, অনুষ্ঠানাপ্রতিপাদকত্ব-নিবন্ধন বিধি হইতে পারে না। কিন্তু, এই বেদান্ত-বাক্য বিধি-সকলের অন্তঃকরণ-শুদ্ধি-দ্বারা স্বশেষতা আপাদন-পূর্ব্বক অন্যশেষত্বা-ভাব-বশতঃ তথা স্বতঃ-পুরুষার্থ-পরমানন্দ-জ্ঞানাত্মক-ব্রহ্ম-স্বরূপ-স্বার্থে উপক্রমোপসংহারাদি-ষড়্বিধ-তাৎপর্য্য-লিঙ্গবত্তা-নিবন্ধন স্বতঃ-প্রমাণভূতরূপে কথিত হইয়াছে। অতএব বিধি ও অর্থবাদ, এতদুভয়বিলক্ষণ যে বাক্য, তাহাই যে বেদান্ত-বাক্য, তাহা বিস্পষ্ট-রূপে প্রতিপাদিত হইল। এই বেদান্তবাক্য ক্বচিৎ অজ্ঞাত-জ্ঞাপকত্ব-মাত্রেই "বিধিরিতি ব্যপদিশ্যতে" এবং ক্বচিৎ বিধিপদরহিত-প্রমাণ-বাক্যত্ব-প্রযুক্ত "ভূতার্থবাদ, ইতি ব্যবহ্রিয়তে, ইতি ন দোষঃ। তদেবং নিরূপিতং ত্রিবিধং ব্রাহ্মণম্।

এইরূপে কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ডাত্মক-বেদ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বিধ-পুরুষার্থের হেতু-স্বরূপ বলিয়া, আচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে। উক্তরূপ-বেদ প্রয়োগত্রয়-সাহায্যে যজ্ঞ-নির্ব্বাহার্থ ঋগ্, যজুঃ ও সাম-ভেদে ত্রিবিধ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ঋগ্বেদ-সাহায্যে হৌত্র-প্রয়োগ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যজুর্ব্বেদ-সাহায্যে আধ্বর্য্যব-প্রয়োগ সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং সামবেদ-সাহায্যে ঔদ্গাত্র-প্রয়োগ চরিতার্থতা লাভ করিয়া থাকে। "ব্রাহ্ম-যাজমান-প্রয়োগৌ-ত্বত্রৈবান্তর্ভূতৌ।" অবশিষ্ট অথর্ব্ববেদ যজ্ঞ-কার্য্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং শান্তিক, পৌষ্টিক ও অভিচারাদি-কর্ম্ম-প্রতিপাদকত্ব-নিবন্ধন অত্যন্ত বিলক্ষণই জানিতে হইবে। এইরূপ প্রবচন-ভেদ বশতঃ প্রতি-বেদেই ভিন্ন-ভিন্ন-ভূয়সী শাখা নির্দ্দিষ্টা হইয়াছে। অপিচ, কর্ম্ম-কাণ্ডে বহু-ব্যাপার-ভেদ পরিদৃষ্ট হইলেও, ব্রহ্মকাণ্ডে সমস্ত-বেদ-শাখারই এক-রূপতা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। "ইতি চতুর্ণাং বেদানাং প্রয়োজন-ভেদেন ভেদ উক্তঃ।"

সর্ব্ববিধ-দোষাশঙ্কা-কলঙ্ক-পঙ্ক-রহিত স্বতঃপ্রামাণ্য-সম্পন্ন এবম্বিধ অপৌরুষেয়-বেদ-কর্ত্তৃক স্বর্গাদি-প্রয়োজন, বা ইষ্ট-বিশেষাভিসন্ধান-পূর্ব্বক

অধিকারী তত্তৎ পুরুষ-বিশেষের প্রতি বিধীয়মান যে অর্থ, অর্থাৎ বলবৎ কোন অনিষ্টের সম্পাদন না করিয়া, যাহা কেবল ইষ্টমাত্রই সম্পাদন করে, তাদৃশ-নিশ্চিত-শ্রেয়োরূপ-নিঃশ্রেয়সলক্ষণ অর্থই ধর্ম্ম। দৃষ্টান্ত যথা— যাগাদি। যাগাদির ধর্ম্ম-পদার্থত্বের প্রতি নিরুক্ত-লক্ষণা-ক্রান্ততাই যে হেতু, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, "স হি যজেত স্বর্গকামঃ", ইত্যাদি-বাক্যেন স্বর্গমুদ্দিশ্য বিধীয়তে।" "যজেত স্বর্গকামঃ", ইত্যাদি-বাক্য-দ্বারা যাগাদির স্বর্গ-জনকত্বরূপে বিহিতত্ব-প্রতিপাদন করিতে হইলে, এইরূপ বলিতে হইবে যে, "যজেত", এই ক্রিয়া-পদটীর মধ্যে প্রকৃতি-প্রত্যয়রূপ দুইটী অংশ আছে, তন্মধ্যে একটী অর্থাৎ প্রকৃতিরূপ অংশ 'যজি' ধাতু, আর অপর 'ঈত' ইতি লিঙ্‌রূপ অংশটী প্রত্যয়স্বরূপ জানিতে হইবে। এই প্রত্যয়েও আবার ব্যাপ্য-ব্যাপকরূপ দুইটী অংশের অস্তিত্ব অবগত হইতে হইবে। এই অংশ-দ্বয়ের মধ্যে প্রথম-ব্যাপক অংশ 'আখ্যাতত্ব' দশলকারসাধারণ, অর্থাৎ লড়াদি-দশ-লকারে বিদ্যমান, আর দ্বিতীয়-ব্যাপ্য অংশ 'লিঙ্‌ত্ব' লিঙ্‌মাত্র-নিষ্ঠ জানিতে হইবে।

ব্যাপ্য-ব্যাপকরূপ উক্ত-ধর্ম্ম-দ্বয়ের মধ্যে প্রথম-ব্যাপক-ধর্ম্ম আখ্যাতত্ব এবং দ্বিতীয়-ব্যাপ্য-ধর্ম্ম লিঙ্‌ত্ব, এই দুইটী প্রত্যয়গত অংশ-দ্বারাই উৎপাদনাপর-পর্য্যায়-ভাবনা-মাত্রই কথিত হইতেছে। ভাবনা-শব্দের অর্থ এই যে, 'ভবিতুঃ' অর্থাৎ উৎপৎস্যমান-স্বর্গাদিফলের উৎপত্ত্যর্থক ভবনানুকূল-ভাবক-ব্যাপার-বিশেষ। "ভবিতুর্ভবনানুকূল-ভাবক-ব্যাপার-বিশেষরূপা" প্রত্যয়াংশদ্বিতয়-বোধ্যা ভাবনা দুই ভাগে বিভক্তা। তন্মধ্যে প্রথমা শাব্দী ভাবনা, দ্বিতীয়া আর্থী ভাবনা। উক্ত-দ্বিবিধ-ভাবনার মধ্যে পুরুষ অর্থাৎ যাগাদিকর্ত্তার আদ্য-কৃতি-লক্ষণা যে প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তির অনুকূল-ভাবক-ব্যাপার-বিশেষ, অর্থাৎ উৎপাদক-ব্যাপার-বিশেষের নাম শাব্দী ভাবনা। এই শাব্দী-ভাবনা প্রত্যয়-গত-লিঙ্‌ত্বাংশ-দ্বারা অভিহিতা হইয়া থাকে। কেন না লিঙ্‌-শ্রবণ-মাত্রেই এই লিঙ্‌ আমাকে প্রবর্ত্তিত করিতেছে, বা "মৎপ্রবৃত্ত্যনুকূলব্যাপার-বানয়ং", এইরূপ নিয়মতঃ প্রতীত হইয়া থাকে। যেটী যাহা হইতে

নিয়মতঃ প্রতীত হইয়া থাকে, সেইটাই যে তাহার বাচ্য, তাহা গো-শব্দ-শ্রবণ-সমনন্তর অব্যভিচারতঃ প্রতীত গো-শব্দ-বাচ্য-গোত্ব-নিদর্শন-সাহায্যে স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হইতে পারে।

কিঞ্চ, পুরুষ-প্রবৃত্ত্যনুকূল সেই ভাবক-ব্যাপার-বিশেষ লোকে পুরুষ-নিষ্ঠ অভিপ্রায়-বিশেষমাত্র এবং বেদে পুরুষাভাব-প্রযুক্ত তাদৃশ অভি-প্রায়-বিশেষ-লক্ষণ-ব্যাপার-বিশেষ লিঙাদি-শব্দনিষ্ঠ জানিতে হইবে। অতএব শাব্দী-ভাবনা-ভাব্যা আর্থী-ভাবনার সহিত আর্থীভাবনাভাব্য, বা সাধ্য-স্বর্গাদির কর্ম্মত্বরূপে অন্বয়-প্রযুক্ত "যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ", এইরূপ অর্থ পর্য্যবসিত হওয়ায়, যাগাদির স্বর্গাদিরূপ-প্রয়োজনাভিসন্ধান-পূর্ব্বক বেদ-কর্তৃক বিহিতত্ব-নিবন্ধন ধর্ম্মত্ব সুসিদ্ধ হইতেছে। অপিচ, বেদ যে পুরুষ-নির্ম্মিত নহে; কিন্তু অপৌরুষেয়, একথা পাঠকমহোদয়গণ পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন; সুতরাং পুরুষনিষ্ঠ অভিপ্রায়-বিশেষ-লক্ষণ-তাদৃশ-ব্যাপার-বিশেষ যে বেদে পুরুষের অভাব-প্রযুক্ত লিঙাদি-শব্দনিষ্ঠ হইবে, তদ্বিষয়ে আর কোনরূপ বিস্ময়-কারণ উপস্থিত হইতে পারে না। অতএব শাস্ত্র বলিতেছেন, "ন হি বেদঃ পুরুষ-নির্ম্মিতঃ, বেদাপৌরুষেয়ত্বস্য সাধিতত্বাৎ। যঃ কল্পঃ, স কল্প-পূর্ব্বক ইতি ন্যায়েন সংসারস্যানাদিত্বাৎ, ঈশ্বরস্য চ সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ, ঈশ্বরো গত-কল্পীয়-বেদং স্মৃত্বা উপদিশতীত্যেতাবতৈবোপপত্তৌ প্রমাণান্তরেণার্থমুপলভ্য রচিতত্ব-কল্পনানুপপত্তেশ্চ। ততশ্চ পুরুষাভাবাৎ শব্দনিষ্ঠৈব সা, অতএব শাব্দী-ভাবনেতি ব্যপদিশন্তি।"

এই শাব্দী-ভাবনা নিসর্গতঃ অর্থাৎ কেবল-ভাবনার অনন্বয়-নিবন্ধন সাকাঙ্ক্ষত্ব অবশ্য অভ্যুপেয় হইলে, স্বভাবতঃ উপজাত-ত্রিবিধাকাঙ্ক্ষার উপশান্তির জন্য একান্ততঃ সাধ্য, সাধন ও ইতিকর্ত্তব্যতারূপ অংশ-ত্রয়ের অপেক্ষা করিয়া থাকে। তন্মধ্যে "কিং ভাবয়েৎ?" এইরূপ সাধ্য, বা ভাব্যাকাঙ্ক্ষাবসরে "বক্ষ্যমাণাংশত্রয়োপেতা আর্থী-ভাবনা" সাধ্যস্বরূপে উপস্থিতা হইয়া থাকে। এবিষয়ে হেতু "একপ্রত্যয়-গম্যত্বেন সমানাভিধান-শ্রুতিঃ।" অর্থাৎ একমাত্র লিঙাদি-প্রত্যয়-গম্যত্ব, বা বোধ্যত্ব-প্রযুক্ত সমানাভিধান, বা একোক্তিরূপ-শ্রুতিবলে শাব্দী

ও আর্থী, এই দুইটী ভাবনা একমাত্র-লিঙ্-পদ-সাহায্যে এক-প্রযত্নে অভিহিতা হওয়ায়, শাব্দী-ভাবনার সাধ্য, ভাব্য, বা কর্ম্মাকাঙ্ক্ষাবসরে সন্নিহিতোপস্থিতত্ব-নিবন্ধন আর্থী-ভাবনাই সম্পূর্ণরূপে শাব্দ-ভাবনা-কর্ম্মরূপে সমন্বিতা হইবার উপযুক্তা। পক্ষান্তরে শাব্দ-ভাবনা-ভাব্যাকাঙ্ক্ষাকালে দূরোপস্থিতত্ব-প্রযুক্ত প্রকৃত্যর্থ-যাগাদি ভাব্যরূপে সমন্বিত হইতে পারে না।

যদি আশঙ্কা হয় যে, 'যজেত', ইত্যাদি-লিঙ্-সাহায্যে যেমন আর্থী-ভাবনা প্রতিপাদিতা হইতেছে, সেইরূপ একত্বাদি-সংখ্যা এবং বর্ত্তমানকালও প্রত্যায়িত হইতেছে; সুতরাং আর্থ-ভাবনাবৎ সংখ্যাদিরও একপ্রত্যয়-গম্যত্ব-প্রযুক্ত সন্নিহিতোপস্থিততা সুলভা হওয়ায়, সংখ্যাদিরও কেন না শাব্দ-ভাবনা-স্থলে কর্ম্মত্বরূপে অন্বয় অঙ্গীকৃত হইবে? তবে উক্তরূপা আশঙ্কার পরিহারার্থ আমরা বলিব, "যদ্যপি সঙ্খ্যাদীনামপ্যেকপ্রত্যয়গম্যত্বং সমানং, তথাপ্যযোগ্যত্বাৎ ন তেষাং ভাব্যত্বেনান্বয়ঃ।" তথা শাব্দভাবনার "কেন ভাবয়েৎ", এইরূপ সাধন, বা করণাকাঙ্ক্ষাকালে "লিঙাদি-জ্ঞানং করণত্বেন সম্বধ্যতে।" এই লিঙাদি-জ্ঞানের করণত্ব কিন্তু রূপাদিজ্ঞানে সন্নিকর্ষবৎ ভাবনোৎপাদকত্বরূপে পরিগণিত নহে। কারণ, বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের প্রাক্কালে রূপাদিজ্ঞানের যেমন অস্তিত্ব ছিল না, বা থাকে না, ভাবনোৎপাদকত্বরূপে যদি লিঙাদি-জ্ঞানের করণত্ব স্বীকৃত হয়, তবে লিঙাদি-জ্ঞানের পূর্ব্বকালেও সেইরূপ শব্দধর্ম্মভাবনার অভাব-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইবে। অতএব শব্দ-ভাবনা-ভাব্য-নির্ব্বর্ত্তকত্বরূপেই লিঙাদি-জ্ঞানের করণত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

অর্থাৎ লিঙাদি-শব্দ-নিষ্ঠ-ভাবনার ভাব্য, উৎপাদ্য, বা পুরুষ-প্রবৃত্তিরূপ যে সাধ্য, তন্নির্ব্বর্ত্তকত্ব, বা নিষ্পাদকত্বরূপে লিঙাদিজ্ঞানের করণত্বাঙ্গীকারে যুক্তি-লক্ষণ-নিদর্শন এই যে, "দেবদত্তো যজ্ঞদত্তমশ্বেন গময়তি", এইস্থলে দেবদত্ত-কর্ত্তৃক-গমন-প্রেরণা-ক্রিয়া-সম্পাদনে কারণত্বাভাববশতঃ যেমন অশ্বের করণত্ব স্বীকার না করিয়া, নিজন্ত-গমধাত্বর্থ-ফলভূত-যজ্ঞদত্ত-কর্ত্তৃক-গমন-ক্রিয়ার প্রতি অশ্বের করণত্ব স্বীকার করা হইয়াছে,

সেইরূপ প্রকৃত-স্থলেও লিঙাদি-জ্ঞানের ভাবনা-নিষ্পাদকত্বাভাব-বশতঃ ভাবনার প্রতি করণত্ব স্বীকার না করিয়া, ভাবনা-ফলভূত-পুরুষ-প্রবৃত্তি-ভবন-ক্রিয়ার প্রতিই লিঙাদি-জ্ঞানের পুরুষ-প্রবৃত্ত্যুৎপত্তি-কারণত্ব-নিবন্ধন তন্নির্ব্বর্ত্তকত্বরূপে করণত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। "লিঙ্গাদি-জ্ঞানং হি শব্দভাবনাভাব্যার্থভাবনাং নির্ব্বর্ত্তয়তি কুঠার ইব ছেদনম্। ছেদনং ছেদনক্রিয়াজন্যদ্বৈধীভাবরূপফলমিত্যর্থঃ। তথাচ কুঠারেণ ছিনত্তীত্যত্র কুঠারো যথা উদ্যমননিপাতনাখ্যব্যাপাররূপছিদানিষ্পাদকত্বেন ন করণং, কিন্তু তথাবিধক্রিয়াজন্যদ্বৈধীভাবরূপফলনিষ্পাদকত্বেন, তদ্বদত্রাপীতি বোধ্যম্। অতো লিঙাদিজ্ঞানস্য করণত্বেনান্বয় ইতি সিদ্ধম্।"

তথা শাব্দ-ভাবনার "কথং ভাবয়েৎ" এইরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ উপকারকাঙ্ক্ষাবসরে "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা", "বায়ুমেব স্বেন ভাগ-ধেয়েনোপধাবতি", "স এনং ভূতিং গময়তি", ইত্যাদি অর্থবাদ-জন্য, বা জ্ঞাপ্য প্রাশস্ত্য-জ্ঞান ইতিকর্ত্তব্যতাত্বরূপে অন্বিত হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত অর্থবাদ-সকল স্বার্থ-প্রতিপাদনে কোনরূপ প্রয়োজনলাভে অসমর্থ হইয়া, অবশেষে লক্ষণা-সাহায্যে ক্রতুরই প্রাশস্ত্য-প্রতিপাদনে অবশ্যই তৎপর হইতে বাধ্য হয়। অন্যথা স্বার্থ-মাত্র-পরত্ব স্বীকৃত হইলে, অর্থবাদ-বাক্য-সকলের আনর্থক্য-প্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবী।

অতএব মহর্ষি ভগবান্ বেদব্যাসদেবের অন্তেবাসী মহামুনি আচার্য্য জৈমিনিও পূর্ব্বগ্রন্থে বিধি-বাক্যের ধর্ম্মের প্রতি প্রামাণ্য সুব্যবস্থাপিত করিয়া, অনন্তর অর্থবাদ-প্রামাণ্যাধিকরণে পূর্ব্বপক্ষাবসরে "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যং অতদর্থানাং তস্মাদনিত্যমুচ্যতে।" এই সূত্র-প্রণয়ন-পূর্ব্বক অর্থ-বাদ-বাক্যের আনর্থক্য কথন করিয়াছেন। উক্ত সূত্রটীর তাৎপর্য্যার্থ এই যে, "সোঽরোদীৎ, যদরোদীৎ, তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্", "প্রজাপতিঃ আত্মনো বপামুদখিদৎ", "দেবা বৈ দেবযজনং অধ্যবসায় দিশো ন প্রাজানন্", ইত্যাদি-বাক্য-সকল বেদে সমাম্নাত হইয়াছে। এই সকল-বাক্য ধর্ম্ম-বিষয়ে প্রমিতি-সাধন করে? কি না? এইরূপ বিচারণা প্রাপ্তাবসরা হইলে, এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, "ক্রিয়া

কথমনুষ্ঠেয়া ?" এই প্রশ্নের উত্তর-কীর্ত্তন করিবার জন্য "সমাম্নাতারঃ বাক্যানি সমামনন্তি।"

অতএব যে সকল-বাক্য "ক্রিয়াং নাবগময়ন্তি, ক্রিয়াসম্বদ্ধং বা কিঞ্চিৎ", তথা রুদিতবান্ রুদ্রঃ, বপামুচ্চিখেদ প্রজাপতিঃ, দেবা বৈ দিশো ন প্রজজ্ঞিরে", ইত্যাদিরূপ যে সকল-বাক্য "ভূতমর্থমন্বাচক্ষতে, তানি কং ধর্ম্মং প্রমিমীরন্ ?" যদি বল, "অধ্যাহারেণ বা, বিপরিণামেন বা, ব্যবহিত-কল্পনয়া বা, ব্যবধারণ-কল্পনয়া বা, গুণ-কল্পনয়া বা, কশ্চিদর্থঃ কল্পয়িষ্যতে", তবে কি প্রশ্ন হইতে পারে না যে, "স কল্প্যমানঃ কঃ কল্প্যেত ?" যদি বল, "রুদ্রঃ কিল রুরোদ, অতোঽন্যেনাপি রোদিতব্যং, উচ্চিখেদ আত্মবপাং প্রজাপতিঃ, অতোঽন্যোপি উৎখিদেৎ আত্মনো বপাং, দেবা বৈ দেবযজনকালে দিশো ন প্রজ্ঞাতবন্তঃ, অতোঽন্যোঽপি দিশো ন প্রজানীয়াৎ", ইত্যাদিরূপ অর্থের কল্পনা করিব, তবে কি অভিহিত হইতে পারে না যে, তথাবিধা অর্থ-কল্পনা সম্ভবপরা নহে।

কারণ, ইষ্ট-বিয়োগ-জনিত-শোক, বা অভিঘাতাদি-জনিত দুঃখ, অথবা বেদনা-বশতঃ যে বাষ্প-নির্ম্মোচন, তাহাকেই রোদন বলা হইয়া থাকে। পাঠকমহোদয়গণ! বলুন দেখি, কোন ব্যক্তি উক্তরূপ রোদন করিয়াছেন বলিয়াই কি অন্য জনও অকস্মাৎ ইচ্ছা-পূর্ব্বক তথাবিধ-রোদন করিতে সমর্থ হন ? কখনই নহে। তথা "ন চ কশ্চিৎ আত্মনো বপামুৎখিদ্য তামগ্নৌ প্রহৃত্য তত উত্থিতেন তূপরেণ পশুনা যষ্টুং শক্নুয়াৎ।" অথবা "ন চ দেবযজনাধ্যবসানকালে কেচিৎ দিশো মুহ্যেয়ুঃ।" এইরূপে উক্ত অর্থবাদ-বাক্য-সকলের ক্রিয়া, বা ক্রিয়া-সম্বদ্ধ-পদার্থ-প্রতিপাদনপরতা তিরস্কৃতা হইলে, সুতরাং আনর্থক্য-প্রসঙ্গ সমাগত হইতে পারে। অতএব "এবং জাতীয়কানি বাক্যানি অনিত্যানি ইত্যুচ্যন্তে।"

সংক্ষিপ্তার্থ এই যে, আম্নায় বা বেদের ক্রিয়ার্থত্ব, বা প্রবৃত্ত্যাদ্যর্থতা-প্রযুক্ত অতদর্থ. বা প্রবর্ত্তক-বিধ্যাদ্যঘটিত-সিদ্ধ-বস্তু-কথন-পর "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা", ইত্যাদি-বাক্য-সকলের আনর্থক্য-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। কিঞ্চ, উক্তরূপে প্রবৃত্ত্যাদ্যজনকত্ব-নিবন্ধন অর্থবাদ-বাক্য-সকলের

আনর্থক্য সম্প্রাপ্ত হইলে, যেহেতু অনিত্যতা-দোষ আপতিত হইতে পারে, অতএব অনিত্য অর্থবাদ-বাক্য-সমূহের ধর্ম্ম-প্রমিতি-জনকতা কদাপি সমর্থন-যোগ্যা নহে। এইরূপ "শাস্ত্র-দৃষ্টি-বিরোধাচ্চ," "তথা ফলাভাবাৎ", "আনর্থক্যাৎ", "অভাগি-প্রতিষেধাৎ", "অনিত্য-সংযোগাৎ", এই সকল-সূত্রে অর্থবাদ-বাক্য-নিচয়ের আনর্থক্য-প্রসঙ্গ দৃঢ়ীকৃত হইলে, অর্থাৎ "অর্থবাদা নিরাকাঙ্ক্ষা, ভূতার্থ-প্রতিপাদনাৎ। বিধ্যুদ্দেশাঃ সমাপ্যন্তে, বিশিষ্টার্থ-বিধানতঃ।" ইত্যাদিরূপে পূর্ব্বপক্ষ উপস্থাপিত হইলে, তদ্বিষয়িণী ইষ্টাপত্তি-পরিহারার্থ অবশ্যই আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, অর্থবাদবাক্যসকল যখন অধ্যয়ন-বিধি-বিষয়ত্ব-প্রযুক্ত অধ্যেতব্যরূপে গৃহীত হইয়াছে, তখন অধ্যয়ন-বিধি-গৃহীত অর্থবাদ-বাক্য-সকলের আনর্থক্য-প্রসঙ্গ কদাপি উপপন্ন হইতে পারে না।

"স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ", এই অধ্যয়নবিধি বেদ-সকলের অধ্যয়ন-কর্ত্তব্যতা-বোধন-পূর্ব্বক সমস্ত-বেদই যে প্রয়োজনবদর্থপর্য্যবসায়ী, একথা বিস্পষ্টরূপে সূচিতা করিতেছে। কারণ, নিরর্থক-বাক্য-সকলের অধ্যয়ন-বিধি-বিষয়তা সর্ব্বথা অনুপপন্না। মহর্ষি জৈমিনিও অর্থবাদ-বাক্য-সকলের আনর্থক্য-প্রসঙ্গ-লক্ষণ-পূর্ব্বপক্ষের উত্তর-প্রদান অবসরে "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ", এই সিদ্ধান্তসূত্র-প্রণয়ন-পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, বিধি অর্থাৎ "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত", এই বিধি-বিহিত বিধি-বিষয়ীভূতবায়ুদেবতাদির স্তুত্যর্থ স্তুতিসাপেক্ষ-বিধির সহিত বাক্যৈকবাক্যত্ব-নিবন্ধন বিধেয়-বায়ুদেবতাদির স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, অর্থবাদবাক্যসকল ধর্ম্মে প্রমাণ-পদবী প্রাপ্ত হইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, আর্থভাবনা যেমন সাধ্য, সাধন ও ইতিকর্ত্তব্যতারূপ অংশত্রয়বতী, সেইরূপ শাব্দীভাবনারও পূর্ব্ব-কথিতানুরূপ অংশত্রয়ের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এই শাব্দী-ভাবনা সাধ্যাকাঙ্ক্ষা উপস্থিতা হইলে, পুরুষ-প্রবৃত্তিরূপ-সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া, করণাকাঙ্ক্ষা-বসরে লিঙাদিশ্রবণের অপেক্ষা করিয়া থাকে। পরন্তু কেবল লিঙাদি-শ্রবণ-সাহায্যে পুরুষ-প্রবৃত্তিরূপ-সাধ্য-সম্ভাবনা অত্যল্পতরা হওয়ায়, পুনরপি শাব্দী-ভাবনা সাধ্য-সৌলভ্যার্থে স্তুতির অপেক্ষা

করিতে নিতান্তই বাধ্যতরা ; সুতরাং "তদর্পকতয়া অর্থবাদঃ বিধ্যেক-বাক্যতামাপদ্যতে।"

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় অন্যান্যসূত্রোক্ত-যুক্তি-প্রভৃতির পরিহারার্থ সিদ্ধান্ত-পক্ষেও "তুল্যঞ্চ সাম্প্রদায়িকম্", "অপ্রাপ্তা চানুপপত্তিঃ, প্রয়োগে হি বিরোধঃ স্যাৎ, শব্দার্থস্ত্বপ্রয়োগভূতঃ, তস্মাদুপপদ্যেত", "গুণবাদস্তু", "রূপাৎ প্রায়াৎ", "দূরভূয়স্ত্বাৎ", "স্ত্র্যপরাধাৎ কর্ত্তুশ্চ পুত্রদর্শনম্", "আকালিকেপ্সা", "বিদ্যা-প্রশংসা", "সর্ব্বত্বমাধিকারিকম্", "ফলস্য কর্ম্মনিষ্পত্তেঃ তেষাং লোকবৎ পরিণামতঃ ফলবিশেষঃ স্যাৎ", "অন্ত্যয়োর্যথোক্তম্", এই সকল-সূত্র-প্রণয়ন-পূর্ব্বক অর্থবাদ-বাক্য-সকলের বিধি-বাক্যের সহিত একবাক্যত্ব-প্রযুক্ত স্তুতিদ্বারা প্রামাণ্য সুব্যবস্থাপিত হইয়াছে। শাস্ত্রও বলিতেছেন, "স্বাধ্যায়বিধিনা বেদঃ, পুরুষার্থায় নীয়তে। সর্ব্বস্তেনার্থবাদানাং, প্রাশস্ত্যেন প্রমাণতা।"

শাব্দী-ভাবনার কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে আর্থী-ভাবনার কথা বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যদ্যপি "ভবিতুর্ভবনানুকূল-ভাবয়িতু-র্ব্যাপার-বিশেষো ভাবনা", এইরূপ লক্ষণ-প্রণয়ন-পুরঃসর ভাবনা-সামান্য প্রদর্শিত হইয়াছে সত্য, তথাপি শাব্দ-ভাবনা-স্থলে "ভবিতা পুরুষ-প্রবৃত্তিরূপঃ", ভাবয়িতা, বা ভাবকঃ লিঙাদিঃ", তদীয়-ব্যাপার-বিশেষশ্চ লিঙাদিনিষ্ঠোঽভিধারূপঃ, এবং আর্থী-ভাবনা-স্থলে "ভবিতা স্বর্গাদিঃ, ভাবকঃ স্বর্গাদি-কামনা-সম্পন্নঃ পুরুষঃ, তদীয়-ব্যাপার-বিশেষশ্চ যাগাদি-বিষয়ক-প্রবৃত্ত্যাখ্য-কৃতি-বিশেষঃ", এইরূপ ভবিতাভাবকাদি-গত-ভেদ থাকা প্রযুক্ত ভাবনা-দ্বয়ের বিশেষোপদর্শন আবশ্যক মনে করিতেছি।

"প্রয়োজনেচ্ছাজনিত-ক্রিয়া-বিষয়-ব্যাপারঃ আর্থী-ভাবনা।" অর্থাৎ ভবিতা-স্বর্গাদিফলের উৎপত্ত্যর্থক যে ভবন, তাদৃশ-ভবনানুকূল-ভাবক-ব্যাপার, অর্থাৎ স্বর্গাদি-কামনা-বিশিষ্ট-পুরুষের যাগাদিক্রিয়া-বিষয়ক-প্রবৃত্ত্যাখ্য-কৃতিরূপ যে ব্যাপার, তাহাকে আর্থীভাবনা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই আর্থী-ভাবনা কিন্তু শাব্দী-ভাবনার ন্যায় লিঙাদি-শব্দনিষ্ঠা নহে। পক্ষান্তরে এই ভাবনা স্বর্গকামাদি-পদার্থ-নিষ্ঠা হওয়ায়,

ইহাকে আর্থীভাবনা বলা হইয়া থাকে। লিঙ্ত্ব ও আখ্যাতত্বরূপ উভয়-লিঙ্-অংশেরই ভাবনা-বাচকত্ব কথন করিয়া, শব্দ-ভাবনার লিঙ্ অংশ-বাচ্যত্বপ্রতিপাদন করায়, পরিশেষে অর্থ-ভাবনার আখ্যাতত্বাংশ-বাচ্যত্ব তাৎপর্য্যতঃ প্রতিপাদিত হইতেছে। অতএব আখ্যাত-সামান্যের ব্যাপার-বাচিত্ব-নিবন্ধন প্রয়োজনেচ্ছাজনিত-ক্রিয়া-বিষয়-ব্যাপাররূপা আর্থী-ভাবনা যে আখ্যাতত্বাংশ-দ্বারা অভিহিতা হইবে, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।

এই আর্থী-ভাবনাও শাব্দী-ভাবনার ন্যায় অংশ-ত্রয়ের অপেক্ষা করিয়া থাকে। তন্মধ্যে "কিং ভাবয়েৎ ?" এইরূপ সাধ্যাকাঙ্ক্ষা উপস্থিতা হইলে, "স্বর্গাদিফলং সাধ্যত্বেনান্বেতি।" "কেন ভাবয়েৎ ?" এইরূপ সাধনাকাঙ্ক্ষা উপস্থিতা হইলে, "যাগাদিঃ করণত্বেনান্বেতি।" তথা "কথং ভাবয়েৎ ?" এইরূপ ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা উপস্থিতা হইলে, "ইড়ো যজতি", "বর্হির্যজতি", "সমিধো যজতি", তনূনপাতং যজতি", "স্বাহাকারং যজতি", এইরূপ পঞ্চাহুত্যাত্মক-প্রযাজাদি অঙ্গজাত ইতি-কর্ত্তব্যতাত্বেনান্বেতি।" কিঞ্চ, "অঙ্গজাতং", এই কথা বলায়, "অমুকদ্রব্যেণ জুহোতি", "অমুকদেবতায়ৈ জুহোতি," "অমুকমন্ত্রেণ জুহোতি", "প্রাঙ্মুখো জুহোতি", ইত্যাদি-শ্রুতিবোধিত অগ্নিপ্রক্ষেপ, দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্র ও প্রাঙ্মুখত্বাদি অঙ্গমাত্রেরই উপকারকত্ব-লক্ষণ ইতিকর্ত্তব্যতাত্বরূপে অন্বয় সিদ্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে ক্রিয়ারই ইতি-কর্ত্তব্যতাত্ব মুখ্যরূপে এবং ক্রিয়া-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত দ্রব্যাদির ইতিকর্ত্তব্যতাত্ব লাক্ষণিকরূপে জানিতে হইবে। অথ "স্বর্গকামো যাগেন ইতিকর্ত্তব্যতা-সহকৃতেন স্বর্গং ভাবয়েৎ ইতি বোধঃ।"

এই আর্থীভাবনা অন্যত্র প্রকারান্তরে অভিহিতা হইয়াছে। অন্যত্র প্রতিপাদিতা আর্থীভাবনার বিবরণে অংশ-বিশেষে নূতনত্ব উপলব্ধ হওয়ায়, অধিকার্থ-বিজ্ঞাপন, বা উক্তরূপা আর্থীভাবনার প্রপঞ্চন-তৎপর-মানসে আমি আর্থীভাবনার অপরবিধ-ব্যাখ্যানপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হইতেছি। "যজেত স্বর্গকামঃ", এই স্থলে আখ্যাতাংশ-সাহায্যে আর্থী-ভাবনা অভিহিতা হইয়াছে এবং এই আর্থী-ভাবনা "কিং ভাবয়েৎ ?" "কেন

ভাবয়েৎ ?” ও “কথং ভাবয়েৎ ?” এই ত্রিবিধ অংশের অপেক্ষা করিয়া থাকে। তন্মধ্যে ভাব্যাকাঙ্ক্ষার উপস্থিতি-কালে ষষ্ঠাদ্য ন্যায় অর্থাৎ প্রাচী-মীমাংসা-দর্শনের ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথম-পাদে বিচারিত-প্রথমাধিকরণ-ন্যায়ের সাহায্যে ধাত্বর্থাদির ভাব্যতা-নিরাকরণ-পূর্ব্বক কামনা-বিষয়-স্বর্গাদিরই ভাব্যতা সিদ্ধান্তিতা হইয়াছে। অতএব স্বর্গের ভাব্যরূপে অন্বয়-প্রদর্শন অভিপ্রায়েই “স্বর্গং ভাবয়েৎ”, এইরূপ বাক্যার্থ-বোধ বোধকরি কেহ অসঙ্গত মনে করিবেন না।

তথা “কেন ভাবয়েৎ ?” এইরূপ করণাকাঙ্ক্ষা উপস্থিতা হইলে, তদুপশমনার্থ সমান-পদোপাত্ত, অর্থাৎ “যজেত”, এই একটী মাত্র পদে “আখ্যাত ও যজতি”, এতদুভয়ের শ্রবণ-প্রযুক্ত তথা ভাবনা ও যাগ, এই উভয়েরই একতিঙন্ত-পদোপস্থাপ্যতা-নিবন্ধন এক-পদ-পরিগৃহীত-যাগ ভাবার্থাধিকরণন্যায়, অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম-পাদে “ভাবার্থাঃ কর্ম্মশব্দাঃ, তেভ্যঃ ক্রিয়া প্রতীয়েত, এষ হ্যর্থো বিধীয়তে।” এই সূত্রে কথিত-যুক্তি-সকল-সাহায্যে “যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ,” এইরূপে করণভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে। যাগ করণত্বরূপে সমন্বিত হইলে, অনন্তর “কথমিতি ?” অর্থাৎ “কথং ভাবয়েৎ ?” এইরূপ কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষা আত্মলাভ করে। উক্তরূপে কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষা সঞ্জাতা হইলে, তাৎপর্য্যতঃ যাগের অলৌকিক-ব্যাপারবত্তা-নিবন্ধন “কেন প্রকারেণ যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ ?” এইরূপে কর্ম্মের প্রকার-বিশেষাকাঙ্ক্ষা সমুদিতা হইলে, “ফলবৎ-সন্নিধাবফলং তদঙ্গম্”, এই ন্যায়ানুসারে সন্নিধানে পঠিত অশ্রূয়মাণ-ফলক যে ক্রিয়াজাত, সেই ক্রিয়া-সমূহ প্রধান-নিরপেক্ষভাবে ফল-জননে অসমর্থতা-প্রযুক্ত প্রধান-কর্ম্ম-লক্ষণা উপকার্য্যাকাঙ্ক্ষা-সাহায্যে “ইতিকর্ত্তব্যতাত্বেনান্বেতি”, অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্যতাত্বরূপে অন্বয় অনুভব করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, বা যোগ্য।

কারণ, কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষা উপস্থিতা হইলে, তদুপশমার্থ লোক-সমাজে ক্রিয়ারই অন্বয় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনাবসরে অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, “কুঠারেণ ছিন্দ্যাৎ”, এই স্থলে “কথমিতি ?” কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষা উপস্থিতা হইলে, কেবল “হস্ত” এই শব্দ বারম্বার

উচ্চার্য্যমাণ হইলেও, হস্ত কখনও কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষার সহিত অন্বিত হইতে পারে না। "কিং তর্হি অন্বয়ং প্রাপ্নোতি ?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে, আমরা বলিব, "হস্তেনোদ্যম্যনিপাত্য", এই উচ্চার্য্যমাণা উদ্যমন-নিপাতন-ক্রিয়াই কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষা-বিনিবারণার্থ অন্বয়প্রাপ্তা হইয়া থাকে। "হস্তোঽপি তদ্দ্বারেণৈবান্বয়ং প্রাপ্নোতীতি সর্ব্বজনীনমেতৎ।" কিঞ্চ, "থমোঃ প্রকারবাচিত্বাৎ" করণ-গত-প্রকারাকাঙ্ক্ষারই নাম কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষা। সামান্যের ভেদক যে বিশেষ, তাহাকেই প্রকার বলা হইয়াছে। এই সামান্যও "যজেত স্বর্গকামঃ", ইত্যাদি অখ্যাত-বাচ্য-ক্রিয়ারূপভিন্ন, অন্য কিছুই নহে। "অস্য হি অয়মর্থঃ", "যাগেন তথা কর্ত্তব্যং, যথা স্বর্গো ভবতীতি।" ক্রিয়া-সামান্যের বিশেষ-ক্রিয়াই হইয়া থাকে। নহি ব্রাহ্মণ-বিশেষঃ পরিব্রাজকাদিরব্রাহ্মণো ভবতি।" কথিতানুরূপ অঙ্গীকারবচন প্রাপ্ত হইলে, অবশ্যই নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে, করণ-গত-ক্রিয়া-বিশেষাকাঙ্ক্ষাপর-নামধেয়-কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষার উপস্থিতি হইলে, তদীয়-চরিতার্থতা-সম্পাদনার্থ "ক্রিয়ৈবান্বেতীতি যুক্তম্।"

অপিচ, অন্বাধান অর্থাৎ অগ্নি-স্থাপনাদি-ব্রাহ্মণ-তর্পণান্ত-করণ-গত-ক্রিয়া-বিশেষ যখন ক্রিয়ারূপভিন্ন, আর কিছুই নহে, তখন "যুক্তং তস্য প্রকরণেন গ্রহণম্।" যদি বল, অগ্নিস্থাপনাদি-ব্রাহ্মণ-তর্পণান্ত এই ক্রিয়াবিশেষ যাগের পূর্ব্বোত্তরকালকর্ত্তব্যত্বরূপেই শ্রুত হইতেছে, অতএব প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই ক্রিয়া-বিশেষের করণীভূত-যাগ-গতত্ব সম্ভবপর হইবে কিরূপে ? তবে উত্তর এই যে, "তস্য চ করণ-গতত্বং তদুপকারকত্বমেব।" এই উপকারকত্ব কিন্তু অপূর্ব্ব-প্রযোজকত্বরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, অগ্নি-স্থাপনাদি-ব্রাহ্মণ-তর্পণান্ত-করণ-গত-ক্রিয়া-বিশেষবিনা কেবল-যাগ-দ্বারা অপূর্ব্ব-সঞ্জনন নিতান্ত অসম্ভব। উদ্যমন-নিপাতন-ব্যতিরেকে কেবল-কুঠার-দ্বারা কি কখনও কাষ্ঠাদির দ্বৈধীভাব সম্ভবপর হইতে পারে ? কখনই নহে। "তৎসিদ্ধং কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষায়াং ক্রিয়ৈবান্বেতীতি।"

অতএব সাম্প্রদায়িকগণও "ব্রীহিভির্যজেত", "অগ্নয়ে চ প্রজাপতয়ে চ জুহোতি", ইত্যাদি-শ্রুতি-বিহিত দ্রব্য এবং দেবতার যাগ-সম্পাদন

দ্বারা অন্বয় কথন করিয়াছেন। তথা মীমাংসক আচার্য্যগণ বিকৃতি-স্থলেও কথন্তাবাকাঙ্ক্ষা উপস্থিতা হইলে, তদুপশমার্থ উপকারক-সম্পাদনের অতিদেশ-প্রাপ্যতা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উপকারক-সম্পাদন, এই কথা বলায়, দ্রব্য-গুণাদি-সিদ্ধ-বস্তু-সকলের যাগ-সম্পাদন-দ্বারাই অন্বয় সিদ্ধ হইতেছে। অন্যথা যদি উক্ত দ্রব্য-গুণাদি-সিদ্ধ-বস্তু-সকলের সাক্ষাৎ অন্বয়িত্ব অভিপ্রেত হইত, অর্থাৎ কথন্তাবাকাঙ্ক্ষার উপশমন-কল্পে যদি সিদ্ধ-বস্তু-সকল সাক্ষাৎ অন্বয়-যোগ্য বিবেচিত হইত, তাহা হইলে, মীমাংসকাচার্য্যগণ উপকার্য্য অর্থাৎ প্রধান-যাগ-সম্পাদন-পর্য্যন্ত-কথন আবশ্যক মনে করিতেন না। অতএব ক্রিয়ারই ইতিকর্ত্তব্যতাত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু কথন্তাবাকাঙ্ক্ষা-দ্বারা ক্রিয়া-মাত্রই গৃহীত হইয়া থাকে, অতএব কথন্তাবাকাঙ্ক্ষা-পরিগৃহীত-ক্রিয়া-মাত্রেরই ইতিকর্ত্তব্যতাত্ব-প্রযুক্ত ক্রিয়ারই ইতিকর্ত্তব্যতা-পদ-বাচ্যত্ব সর্ব্বথা অনপলপনীয়। "ইতি শব্দস্য প্রকারবাচিত্বাৎ, কর্ত্তব্যস্য ইতি প্রকার ইতিকর্ত্তব্যতা, প্রকারশ্চ সামান্যস্য ভেদকো বিশেষ ইত্যুক্তম্, কর্ত্তব্যস্য চ বিশেষঃ কর্ত্তব্য এব ভবতীতি ন সিদ্ধস্য বস্তুনঃ ইতিকর্ত্তব্যতাত্বং, কিন্তু ক্রিয়ায়া এব।" "যথাহুঃ—নাবান্তরক্রিয়াযোগাদৃতে বাক্যোপকল্পিতাৎ। গুণ-দ্রব্যে কথন্তাবৈর্গৃহ্ণন্তি প্রকৃতাঃ ক্রিয়াঃ। ইতি। ইত্যাস্তাং বিস্তরঃ।"

বেদ-প্রতিপাদ্য-প্রয়োজন-বিশিষ্ট অর্থই যে ধর্ম্ম, অথবা বেদ-কর্ত্তৃক প্রয়োজন অভিসন্ধান-পূর্ব্বক পুরুষের প্রতি বিধীয়মান অর্থই যে ধর্ম্ম, তথা এই ধর্ম্ম যে যাগাদি-স্বরূপ, তাহা অল্প-গ্রন্থ-বিবরণ-সাহায্যে যথা-রীতি প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিঞ্চ, করণীভূত-যাগাদির ধর্ম্ম-স্বরূপতা-সমর্থন-কল্পে প্রসঙ্গ-সমাগত-শাব্দী-ভাবনা ও আর্থীভাবনা অপেক্ষিত অংশত্রয়ের সহিত যথাবুদ্ধি-বিভব বিস্পষ্টরূপে নিরূপিতা হইয়াছে। এই আর্থীভাবনা-নিরূপণাবসরে অব্যবহিত অনন্তরবর্ত্তী গ্রন্থে অভিহিত হইয়াছে যে, "এই উপকারকত্ব কিন্তু অপূর্ব্ব-প্রযোজকত্বরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, অগ্নি-স্থাপনাদি-ব্রাহ্মণ-তর্পণান্ত-করণ-গত-ক্রিয়া-বিশেষবিনা কেবল-যাগ-দ্বারা অপূর্ব্ব-সঞ্জনন নিতান্ত অসম্ভব।" উক্তস্থলে অপূর্ব্বের উল্লেখ-মাত্রই করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু অদ্যাপি অপূর্ব্বের

যথাযথ-বিবরণে অবসর প্রাপ্ত হই নাই। এক্ষণে আর্থী-ভাবনা-বিবরণের অনন্তর উপযুক্ত অবসরে অপূর্ব্ব-সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। কারণ, আমি যে উদ্দেশ্যে এই ক্রতু-সমুত্থান, বা ক্রতুর জাগ্রদবস্থাকালীন আচরণ, অথবা স্বপ্নকালীন-ব্যবহার-বিবরণ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই উদ্দেশ্য-বিষয়ীভূত-ব্যাখ্যাতব্য-"ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রত্ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং", এই শ্লোকের প্রবচন-বিরচন-কালে আমাকে মীমাংসক-মত-নিরসন-প্রসঙ্গে অপূর্ব্ব-বিষয়ে নিরাকরণ-বিষয়িণী অল্পীয়সী আলোচনাও করিতে হইবে। অতএব তত্রত্য-গ্রন্থে অপূর্ব্বের আকস্মিকতা-পরিহারার্থ এখানে অর্থাৎ ক্রতু সমুত্থান-গ্রন্থে অপূর্ব্ব-বিষয়ে দুই চারি কথা বলা অন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না।

একথা পূর্ব্বতন-গ্রন্থে অভিহিতা হইয়াছে যে, আর্থী-ভাবনা-স্থলে সাধ্য, সাধন ও ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা উপস্থিতা হইলে, ক্রমে সাধ্যরূপে স্বর্গাদিফল, সাধনরূপে যাগাদি এবং ইতিকর্ত্তব্যতারূপে প্রযাজাদি যথা-রীতি-পূর্ব্বপ্রদর্শিত-ত্রিবিধা আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা-সম্পাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে বক্তব্য, বা প্রষ্টব্য হইতেছে যে, আশুতর-নাশশীল-যাগাদি কেমন করিয়া, কালান্তর-ভাবী স্বর্গাদি-ফলের প্রতি সাধনভাব-প্রাপ্ত হইতে পারে? অর্থাৎ তাদৃশ-যাগাদির তাদৃশ-স্বর্গাদি-ফলের প্রতি সাধনত্ব কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে? যদি বল, বেদ-বাক্য-বলে যাগাদিরই স্বর্গ-পর্য্যন্ত স্থায়িত্ব, অথবা বিনষ্ট-যাগাদিরই কালান্তর-ভাবিস্বর্গ-ফল-জনকত্ব অঙ্গীকার করিলে, আর উক্তরূপ প্রশ্ন অবসর-প্রাপ্ত হইতে পারে না, তবে এইরূপ উত্তর প্রদত্ত হইতে পারে যে, আপ্ত-বচন-সহস্র-সাহায্যেও বস্তুর অন্যথাকরণ করিবার শক্তি কাহারও নাই। আপ্ত-বচন-শত-বলে কি কখনও মৃত গো যবস-ভক্ষণ, বা ক্ষেত্র-কর্ষণে সমর্থ হইতে পারে? অতএব শাস্ত্র বলিতেছেন, "বিনষ্টস্যাসতস্তাবৎ, ন কার্য্যারম্ভসম্ভবঃ। ক্ষণিকত্বেন সিদ্ধস্য, নাবস্থানঞ্চ যুক্তিমৎ।"

উক্তরূপ-পূর্ব্বপক্ষের পরিহার-কল্পে এইরূপ সমাধান প্রদত্ত হইতে পারে যে, চির-বিনষ্ট হইলেও অনুভবের যেমন সংস্কার-দ্বারা স্মৃতির প্রতি হেতুতা অঙ্গীকৃতা হইয়াছে, সেইরূপ যাগাদি বিনষ্ট হইলেও,

অপূর্ব্ব-দ্বারা বিনষ্টযাগাদিরও স্বর্গাদি-ফল-সাধনতা অবধৃতা হইতে পারে। কিঞ্চ, বেদোক্তস্বর্গাদি-সাধনতার অন্যথা অনুপপত্তি-নিবন্ধন শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণ-দ্বারা যদি অপূর্ব্বের কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে, কল্প্যমান সেই অপূর্ব্ব কখনই অপ্রামাণিকরূপে শঙ্কনীয় হইতে পারে না। শাস্ত্রকারগণ এই শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণ-কল্পিত অপূর্ব্বকে যাগাদিরই শক্তি-স্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন। অতএব যাগাদিরই শক্তি-স্বরূপে কল্পিত এই অপূর্ব্ব ফল-ভাগি-নিষ্ঠ হইয়া যে স্বর্গাদি-জনক হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ?

যদি এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, শক্তিমদিতরত্র অর্থাৎ যাগভিন্ন অন্যত্র যাগ-শক্তি অপূর্ব্বের অবস্থান কিরূপে সমুচিত বিবেচিত হইতে পারে ? এবং কিরূপেই বা শক্তিমান্ যাগাদির বিনাশ হইলেও, ফল-ভাগি-নিষ্ঠা শক্তি অঙ্গীকৃতা হইতে পারে ? তবে প্রতি-প্রশ্নছলে আমরা বলিব, না পারিবে কেন ? শক্তি যখন কার্য্যানু-মেয়া, তখন কার্য্যানুমেয়তা-প্রযুক্তই যেখানে কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, সেই কার্য্যাধিকরণেই শক্তির অনুমেয়তা প্রতিরুদ্ধা হইবে কিরূপে ? লোকেও ইহা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে যে, অনল বিলীন হইলেও, অনলের শক্তি উষ্ণতা সলিলগতা হইয়া, সন্তাপ উৎপাদন করিতেছে। অথবা দণ্ডাদির ভ্রমির ন্যায় এই অপূর্ব্বও যাগাদির অবান্তরব্যাপাররূপ জানিতে হইবে। কিঞ্চ, এই অপূর্ব্ব যাগাদি-জন্য-ফলাশ্রয়সমবেত, স্বর্গাদি-পর্য্যন্ত-স্থায়ী এবং স্বর্গ-জনকরূপেই প্রাচীমীমাংসাদর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে, জানিতে হইবে। যদি বল প্রথমতঃ "স্বর্গকামো যজেত", ইত্যাদি-বাক্য-দ্বারা যাগাদির স্বর্গসাধনতা বোধিতা হইয়াছে, এক্ষণে যদি যাগাদির স্বর্গসাধনতা-পরিহার-পূর্ব্বক অপূর্ব্বের স্বর্গসাধনত্ব কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বোক্তবাক্যবিরোধ অবশ্যম্ভাবী, তবে আমরা বলিব, না পূর্ব্বোক্ত-বাক্য-বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইবে না। কারণ, ব্যাপারানুবন্ধ-সাহায্যে যাগাদিরই তত্তৎ-স্বর্গাদি-ফল-পর্য্যন্ত-স্থায়ীত্বাভ্যুপগম-প্রযুক্ত স্বর্গাদি-ফলসাধনত্বাভিমান সুন্দররূপে উপপন্ন হইতে পারে। বিশেষতঃ ব্যাপার-দ্বারা ব্যাপারীর ব্যবধান কুত্রাপি অঙ্গীকৃত হয় নাই। অতএব

ব্যাপার-দ্বারা ব্যাপারীর অনন্যথাসিদ্ধত্ব-নিবন্ধন যাগাদির অন্যথা সিদ্ধত্বও সুদূরপরাহত হইতেছে।

তথা এই অপূর্ব্ব আখ্যাতমাত্র-পদপ্রতিপাদ্য জানিতে হইবে। কারণ, "স্বর্গকামো যজেত", এই আখ্যাতাংশ-সাহায্যে "যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ", এইরূপ বোধিত হইলে, যাগের ব্যাপারবৎ-কারণত্বরূপ-করণত্ব অর্থাৎ আক্ষিপ্ত হওয়ায়, তাদৃশ-করণজন্য-ব্যাপাররূপ অপূর্ব্বও অর্থাৎ আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। অন্যথা করণত্বই আত্মলাভে সমর্থ হইতে পারে না। এই অপূর্ব্ব-বিষয়ে অর্থাৎ অপূর্ব্বের সিদ্ধি ও অস্তিত্ব-প্রতিপাদন কল্পে অধিকার্থ-পরিজ্ঞানে আগ্রহ-পরায়ণ বিচক্ষণ-পাঠক-মহোদয়গণ যদি একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, প্রাচী-মীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম-পাদ-গত সভাষ্য প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম-সূত্র আলোচনা করেন, তবে নিশ্চিতই বিমল-বিপুল আনন্দোপভোগে সমর্থ হইবেন। ন্যায়মালাগ্রন্থেও ব্যক্তরূপে উক্ত হইয়াছে যে, অর্থ-ভাবনার সাধ্যভূত-স্বর্গের ভাব্যত্ব কর্ম্ম-যোগবশেই অবগত হওয়া যাইতেছে। আর্থীভাবনা-ভাব্যভূত-স্বর্গের সাধনীভূত-ধাত্বর্থের করণত্বও তৃতীয়াশ্রুতি-সাহায্যে অবগত হওয়া যাইতেছে। দৃষ্টান্ত, যেমন "দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত", "চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ", ইত্যাদি। ধাত্বর্থের উক্তরূপকরণত্ব যে অপূর্ব্বকল্পনাবিনা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না, তাহাও বিস্পষ্টরূপে পূর্ব্ব-মীমাংসা-দর্শনে প্রতিপাদিত হইয়াছে। "তস্মাৎ আখ্যাত-প্রত্যয়াৎ ভাবার্থাৎ অপূর্ব্বং গম্যতে ইতি।"

এইরূপে 'যজতি', 'দদাতি', 'জুহোতি' ইত্যাদি ভাবার্থ-কর্ম্ম-শব্দ হইতে অপূর্ব্ব প্রতীতি সমর্থিতা হইলে, কি অঙ্গ-বিধি-বাক্য-সকলে, আর কি প্রধান-বিধি-বাক্য-সকলে সর্ব্বত্রই আখ্যাত-প্রত্যয়শ্রবণবশে ক্বচিৎ অঙ্গাপূর্ব্বত্বরূপে, ক্বচিৎ প্রধানাপূর্ব্বত্বরূপে, অপূর্ব্ব-বোধোপস্থিতি অবশ্য-ম্ভাবিনী। উক্ত অঙ্গাপূর্ব্ব ও প্রধানাপূর্ব্বদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ এই যে, অঙ্গাপূর্ব্ব-সকল পরমাপূর্ব্বের উপকার মাত্র সম্পাদন করে এবং প্রধানা-পূর্ব্ব ফল-মাত্রের উৎপাদন করিয়া থাকে। "অত্রায়ং প্রকারঃ।" প্রধান-পূর্ব্বাপরকাল-ক্রিয়মাণ অঙ্গ-সকল ইতর অর্থাৎ পরস্পর-নিরপেক্ষ হইয়া,

স্বীয় স্বীয় অপূর্ব্ব উৎপাদন করে। এইরূপ মধ্যবর্ত্তী প্রধানও ইতর-নিরপেক্ষ হইয়া, স্বীয় অপূর্ব্ব উৎপাদন করে। কিঞ্চ, ব্রাহ্মণ-তর্পণান্ত-কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে কিন্তু পূর্ব্বাপরকালকৃত অঙ্গাপূর্ব্ব-সকল একত্র মিলিত হইয়া, যুগপৎ প্রধানাপূর্ব্বের ফল-জননোন্মুখত্বরূপ অতিশয় উৎপাদন-পূর্ব্বক বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অঙ্গাপূর্ব্ব-সকল-কৃতপ্রধানাপূর্ব্বের এই অতিশয়াধানকেই শাস্ত্রে উপকার, বা অনুগ্রহ বলিয়া, কথন করা হইয়াছে। উপকার, বা অনুগ্রহের অনন্তরই অঙ্গাপূর্ব্ব-সকলের বিনাশাবশ্যকত্ব-প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত-প্রধানাপূর্ব্বের ফলোন্মুখত্ব-সম্পাদন-লক্ষণ অতিশয়াধানকেই অঙ্গাপূর্ব্ব-সকলের ফলস্বরূপে অবগত হইতে হইবে। কারণ, অপূর্ব্ব-সকলের এইরূপ স্বভাব হইতেছে যে, তাহারা ফল-নিষ্পত্তির অনন্তরকালেই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অঙ্গাপূর্ব্ব-সকল-কর্ত্তৃক তথাবিধরূপে উপকৃতপ্রধানাপূর্ব্বও স্বর্গাদি-ফলোৎপত্তি-পর্য্যন্ত অক্ষীণভাবে বিদ্যমান থাকিয়া, স্বর্গাদি-ফলোৎপত্তির অনন্তর স্বর্গাদি-ফল-ভোগ-বশতঃ ক্রমশঃ অপক্ষীণ হইয়া, পশ্চাৎ ভোগাবসানে নিতরাং নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

শঙ্কা হইতে পারে যে, অঙ্গাপূর্ব্ব ও প্রধানাপূর্ব্ব-সকল একত্র মিলিত হইয়াই, স্বর্গাদি-ফলের উৎপাদন-কার্য্য সম্পন্ন করুক এবং অঙ্গাপূর্ব্বসকল প্রধানাপূর্ব্বে অতিশয় আধানের অনন্তর বিনষ্ট না হউক। কিঞ্চ, পূর্ব্বাপরকাল-কৃত অঙ্গাপূর্ব্ব-সকলের পৃথক্ পৃথক্ উৎপত্তি যে জন্য স্বীকার করা হইল, সেই উদ্দেশ্য অর্থাৎ স্বর্গাদি-ফল-সিদ্ধির প্রাক্কালেই অঙ্গাপূর্ব্ব-সকলের বিনাশকীর্ত্তন করা হইতেছে কেন? এবং প্রধানাপূর্ব্বের ন্যায় অঙ্গাপূর্ব্ব-সকলেরও স্বর্গাদি-ফল-কালপর্য্যন্ত স্থায়িত্ব স্বীকার করিলে ক্ষতি কি আছে? উক্তরূপা শঙ্কার পরিহার-কল্পে উত্তর এই যে, প্রধানাপূর্ব্বাতিশয়-বিধানের অনন্তর যদি অঙ্গাপূর্ব্ব-সকলের বিনাশ স্বীকার করা না হয় এবং স্বর্গাদি-ফলোৎপত্তি-পর্য্যন্ত অক্ষীণভাবে বিদ্যমান থাকিয়া, ফলোৎপত্তির অনন্তর ফল-ভোগ-বশে ক্রমশঃ অপক্ষীণ হইয়া, ভোগাবসানে প্রধানা-পূর্ব্বের সহিত অঙ্গাপূর্ব্ব-সকলের নিতরাং নিবৃত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা

হইলে, অঙ্গ-সকলের প্রধানোপকারকত্ব-পক্ষে নিতান্ত ব্যাঘাত আপতিত হইতে পারে।

অপিচ, একথাও বলা যায় না যে, অঙ্গাপূর্ব্ব-সকলের সান্নিধ্যবশে ফলোৎপাদন করিয়া, প্রধানাপূর্ব্বও অঙ্গ-সকল-কর্ত্তৃক উপকৃত হইতেছে। কারণ, ফল-জননে অসমর্থরূপেই প্রধানাপূর্ব্ব উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপই যদি কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে, শতশত অঙ্গাপূর্ব্ব-সান্নিধ্য-মাত্রেও প্রধানাপূর্ব্বের ফল-জনন-সামর্থ্যোদয় কদাপি সম্ভবপর হইতে পারে না। জল-বিন্দ্বাদিবৎ অপূর্ব্ব-সকল মিলিত হইয়া, ক্রমশঃ বৃহত্ত্ব এবং ফলজনন-শক্তিমত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ কল্পনা করাও সুসঙ্গত নহে। কারণ, যাহা অদৃষ্ট, বা অপূর্ব্ব-পদবাচ্য, তাহা যে অলৌকিকপদার্থ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব অদৃষ্টাপর-পর্য্যায় অপূর্ব্বের অলৌকিক-পদার্থতা-প্রযুক্ত তাদৃশ অলৌকিক অপূর্ব্ব-বিষয়ে লৌকিকদৃষ্টান্ত নিতান্ত অনুপপন্ন হইতেছে। এই কারণ-বশতঃই মীমাংসা-দর্শনে এক একটী ফলের এক একটী অপূর্ব্বজন্যত্বনিয়ম প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

অতএব দর্শাদি-যাগস্থলে আগ্নেয়াদিযাগ-ত্রয়-জন্য উৎপত্ত্যপূর্ব্বত্রয় একটী অপূর্ব্বান্তরের উৎপাদন-কার্য্য-পরিসমাপনান্তে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্ত উপদর্শিত হইয়াছে। পৌর্ণমাস-যাগ-সমাপ্তির অনন্তর পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত-ন্যায়াবলম্বনে স্ব-স্ব অঙ্গাপূর্ব্বানুগৃহীত আগ্নেয়াদিযাগ-ত্রয়-জন্য উৎপত্ত্যপূর্ব্বত্রয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনন্তর উক্ত উৎপন্ন অপূর্ব্বত্রয় সমুদায়াপূর্ব্ব-নামক-মহত্তর একটী অপূর্ব্ব জন্মাইয়া বিনাশ-প্রাপ্ত হয় এইরূপ অমাবাস্যা-নিষ্পন্ন উৎপত্ত্যপূর্ব্বত্রয়ও একটী সমুদায়াপূর্ব্বের উৎপাদন করিয়া, নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অনন্তর পৌর্ণমাস ও অমাবাস্যা-যাগীয়-সমুদায়াপূর্ব্বদ্বয় "মহত্তরমেকং অপূর্ব্বং জনয়িত্বা উপরমতে।" এইরূপে সমুৎপন্ন যে একটীমাত্র মহত্তর অপূর্ব্ব, তাহাকেই ফল-পর্য্যন্তাবস্থায়ী ফল-জনক-পরমাপূর্ব্ব বলা হইয়াছে। এইরূপেই প্রাচী-মীমাংসাদর্শনে দ্বিতীয়াধ্যায়-প্রথম-পাদে বার্ত্তিককার নিজমত প্রকাশিত করিয়াছেন। বার্ত্তিককার উক্তস্থলেই বলিয়াছেন যে,

"প্রমাণবন্ত্যদৃষ্টানি, কল্প্যানি সুবহূন্যপি। অদৃষ্ট-শতভাগোঽপি, ন কল্প্যোহ্যপ্রমাণকঃ।" শাস্ত্রদীপিকা-ন্যায়মালাদি-গ্রন্থকারগণও উক্তরূপ সিদ্ধান্তেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন।

স্মার্ত্তবর্গগণও উক্তরূপসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়াই, প্রেতত্ব-নাশের প্রতি আদ্যাদি-শ্রাদ্ধ-জন্য যে কলিকাপূর্ব্ব, তজ্জন্য-পরমাপূর্ব্বেরই কারণতা অঙ্গীকার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তাঁহারা সমস্ত-কলিকা-পূর্ব্বের কারণতা-স্বীকার করেন নাই। কিঞ্চ, আদ্যাদি-শ্রাদ্ধ-জন্য-কলিকাপূর্ব্ব-জন্য যে পরমাপূর্ব্ব, সেই পরমাপূর্ব্বের প্রেতত্ব-নাশরূপ-ফল-জনন-বিষয়ে কিছুমাত্র বিলম্বিতার সম্ভাবনা নাই। কারণ, আদ্যাদি-শ্রাদ্ধ-সমাপ্তি-সমনন্তরকালবর্ত্তী প্রেতত্ব-নাশরূপ-ফলের কালান্তর-ভাবিতার অভাব-নিবন্ধন প্রতিবন্ধক-বিরহ স্বতঃ প্রাপ্ত হওয়ায়, কারণোপস্থিতিকালে অর্থাৎ তাদৃশ-পরমাপূর্ব্বের নিষ্পত্তি-সমনন্তর তাদৃশ-ফল-জনন-বিষয়ে বিলম্বিতার সম্ভাবনা কোনরূপেই সমর্থনীয়া হইতে পারে না। শুভা-পূর্ব্ব-বিবরণে যে রীতি প্রদর্শিতা হইল, পাঠকমহোদয়গণ অশুভাপূর্ব্ব, বা দুরিতাপূর্ব্ব-সকলের সম্বন্ধেও তদনুরূপা প্রণালী অবগত হইবেন। উক্তপ্রণালীর পুনঃপ্রদর্শনে ব্রতী হইতে হইলে, বলিতে হইবে যে, যেখানে অর্থাৎ লঘু-প্রায়শ্চিত্ত-নাশ্য উপপাতকাদিস্থলে 'পততি', এই শ্রুতির অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, তাদৃশ-স্থলে অভ্যস্ত-তত্তৎ-কর্ম্মেরই পাতিত্য-জনকতার অবশ্য-কল্পনীয়তা-প্রযুক্ত পূর্ব্ব-পূর্ব্বোৎপন্ন-পাপ-ব্যক্তি-সহকৃত উত্তরোত্তর-তত্তৎ-কর্ম্ম পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-পাপ-ব্যক্তি অপেক্ষা মহতী-মহতী-পাপ-ব্যক্তির উৎপাদন করিয়া থাকে।

এইরূপে মহতী মহতী-পাপ-ব্যক্তির উৎপত্তি সাধিতা হইলে, পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত-নিয়মানুসারে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-পাপ-ব্যক্তি ফল-জনন-কার্য্যাবসানে সত্বরই বিনাশপ্রাপ্তা হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে যখন দ্বাদশ-বার্ষিক-মহাব্রত-নাশ্য-মহাপাতক-সমানা পাপ-ব্যক্তি আত্মলাভ করে, তৎকালেই জন্ম-দ্বারা লব্ধ-সত্তাকতাদৃশ-মহাপাতকসমানা পাপ-ব্যক্তি পাতিত্যের আধান করিতে সমর্থা হয়। কারণ, পাতিত্যের এক-পাপ-ব্যক্তি-সাধ্যত্ব-প্রযুক্ত মহাপাতক-সমানা পাপ-ব্যক্তির উৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত

পাতিত্যের আধান নিতান্ত অসম্ভব। অতএব মহাপাতক-সংসর্গে শ্রীশূলপাণি-কর্ত্তৃকও "এষৈবরীতিরবলম্বিতা।" আর যেখানে 'পততি', এই শ্রুতির একান্ত অভাব অনুভূত হইয়া থাকে, তাদৃশস্থলে সহস্রশঃ উপপাতক-ব্যক্তি-সকলও পাতিত্য-সঞ্জননে সমর্থ হইতে পারে না। কারণ, সহস্রশঃ উপপাতক-ব্যক্তি-সকলের মধ্যে একতমা উপপাতক-ব্যক্তির ও তথাবিধ-বলবত্তার একান্ত অভাব। "এবমন্যদপ্যূহ্যম্, তদিতো বিরমতু প্রাসঙ্গিক-বিস্তরাবতারঃ।"

যদি বল, প্রাসঙ্গিক-বিস্তরাবতার বিরত হয়, হউক, পরন্তু অপরবিধা আশঙ্কার অবতার দুর্নিবার হইতেছে। অপরবিধা আশঙ্কা এই যে, বৈশেষিক-তন্ত্রে "তস্য গুণা বুদ্ধি-সুখ-দুঃখেচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কার-সংখ্যা-পরিমাণ-পৃথকৃত্ব-সংযোগ-বিয়োগাঃ", এইরূপ ভাষ্য-প্রণয়ন-পূর্ব্বক শ্রীপ্রশস্তপাদাচার্য্য-কর্ত্তৃক ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের আত্ম-বৃত্তি-গুণ-বিশেষত্ব অভি-হিত হইয়াছে। তথা অক্ষপাদ-তন্ত্রেও ধর্ম্মাধর্ম্মের আত্মবৃত্তি-গুণ-বিশেষত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। "এবঞ্চ অপ্রতিষিদ্ধং পরমতমনুমতং ভবতীতি তন্ত্র-যুক্তেঃ" আচার্য্য-জৈমিনিরও ধর্ম্মাধর্ম্মের আত্ম-বৃত্তি-গুণ-বিশেষত্ব-সংকী-র্ত্তনেই তাৎপর্য্যাবধারণৌচিত্য-বশতঃ ধর্ম্ম-লক্ষণ-গত অর্থ-পদ-সাহায্যে কর্ম্ম-জন্য অপূর্ব্বই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। কিঞ্চ, আচার্য্যগৌতম, বা আচার্য্য-প্রশস্তপাদ-প্রভৃতির মতের সহিত যখন মীমাংসকাচার্য্য-জৈমিনির মতের কোনরূপ বিরোধ পরিদৃষ্ট হইতেছে না, তখন ধর্ম্ম-লক্ষণ-গত অর্থ-পদ-দ্বারা কর্ম্ম-জন্য অপূর্ব্বের ব্যাখ্যানই সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত।

উক্তরূপা আশঙ্কার পরিহারার্থ এইরূপ উত্তর প্রদত্ত হইতে পারে যে, যদিচ গুরুমতানুযায়ী প্রাভাকরগণ-কর্ত্তৃক "তথৈব" অর্থাৎ ধর্ম্মলক্ষণ-গত অর্থ-পদ-দ্বারা কর্ম্ম-জন্য অপূর্ব্বই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তথাপি ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারকর্ত্তৃক যাগাদিরই ধর্ম্মত্ব কীর্ত্তিত হওয়ায়, ভাষ্য-বার্ত্তিককার-মতানুসারে আমরাও যাগাদিরই ধর্ম্মত্ব-প্রতিপাদনে তৎপর হইয়াছি। কেবলই যে আমরা যাগাদির ধর্ম্মত্ব-প্রতিপাদনে আগ্রহ-প্রকাশ করিতেছি, তাহা নহে, পরন্তু ভাষ্যবার্ত্তিককার-মতানুযায়ী

পার্থ-সারথি-মিশ্র ও মাধবাচার্য্য-প্রভৃতির ন্যায় অর্থসংগ্রহ এবং ন্যায়-প্রকাশকার লৌগাক্ষিভাস্কর ও আপোদেবাদি-কর্ত্তৃকও যাগাদিরই ধর্ম্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তথা কেবলই যে যাগাদির ধর্ম্মত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু ভাষ্যকারকর্ত্তৃক "যো হি যাগাদিকং অনুতিষ্ঠতি, তং ধার্ম্মিক, ইতি সমাচক্ষতে, তথা ন কেবলং লোকে, বেদেঽপি যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন, ইতি যজতি-শব্দ-বাচ্যমেব ধর্ম্মং সমামনন্তি", ইত্যাদি-ভাষ্য-সাহায্যে যাগাদির ধর্ম্মত্ব বিস্পষ্টরূপে সাধিতও হইয়াছে। "অতএব ধর্ম্মমাচরেৎ ইত্যাদৌ ধর্ম্মস্য আচরণ-ক্রিয়ায়াং কর্ম্মতয়া অন্বয়ঃ সুঘটঃ।"

এক্ষণে অপরবিধা আশঙ্কা এই যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অতীন্দ্রিয়ত্ব সর্ব্ব-তন্ত্র-সিদ্ধ। পরন্তু যাগাদির ধর্ম্ম-পদ-বাচ্যত্ব অঙ্গীকৃত হইলে, প্রত্যক্ষতঃ অনুষ্ঠীয়মান-যাগাদির ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতার প্রতি কাহারও কোনরূপ বিবাদ না থাকায়, সর্ব্বথা অবিবাদ-বিষয়ত্ব-নিবন্ধন প্রত্যক্ষতঃ পরিদৃশ্য-মান-যাগাদি-লক্ষণ-ধর্ম্মের অতীন্দ্রিয়ত্বের প্রতি গুরুতর-ব্যাঘাত আপতিত হইতেছে। অতএব উক্তরূপ-ব্যাঘাতদূরীকরণার্থ, তথা ধর্ম্মাধর্ম্মের সর্ব্ব-তন্ত্র-সিদ্ধ অতীন্দ্রিয়ত্বনির্ব্বাহার্থ প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-গ্রাহ্য-যাগাদির ধর্ম্মতা-পরিহার-পূর্ব্বক ধর্ম্ম-লক্ষণ-গত অর্থ-পদ-দ্বারা কর্ম্ম-জন্য অপূর্ব্বেরই ধর্ম্মত্ব-কীর্ত্তন একান্ত-যুক্তি-সঙ্গতরূপে প্রতিভাত হইতেছে; সুতরাং যাগাদি ধর্ম্ম নহে; কিন্তু কর্ম্মজন্য অপূর্ব্বই ধর্ম্ম-পদ-বাচ্য; ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এবম্বিধা আশঙ্কার নিবর্ত্তন-কল্পে আমরা বলিব, না, কর্ম্মজন্য অপূর্ব্ব ধর্ম্ম নহে, কিন্তু যাগাদিরই ধর্ম্মত্ব অবশ্য স্বীকরণীয়। কারণ, মীমাংসা-দর্শনে নিঃশ্রেয়স-সাধনত্বরূপেই যাগাদির ধর্ম্মত্ব নিরূপিত হইয়াছে। তথা যাগাদির যে নিঃশ্রেয়স-সাধনতা, সেই নিঃশ্রেয়স-সাধ-নতার বেদ-মাত্র-গম্যতানিবন্ধনই ইন্দ্রিয়াগোচরতাও সুব্যবস্থিতা হইয়াছে। যেহেতু নিঃশ্রেয়স-সাধনত্বরূপে যাগাদির ধর্ম্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব শূদ্র-কৃত-যাগাদির নিঃশ্রেয়স-সাধনত্বাভাব-বশতঃ ধর্ম্মত্ব অঙ্গী-করণীয় নহে। তথাচোক্তং ভট্টপাদৈঃ, "দ্রব্য-গুণ-ক্রিয়াদীনাং, ধর্ম্মত্বং স্থাপয়িষ্যতে। তেষামৈন্দ্রিয়কত্বেঽপি, ন তাদ্রূপ্যেণ ধর্ম্মতা। শ্রেয়ঃ-

সাধনতাহ্যেষাং, নিত্যং বেদাৎ প্রতীয়তে। তাদ্রূপ্যেণ তু ধর্ম্মত্বং, তস্মান্নেন্দ্রিয়গোচর ইতি।”

মহাভাগ-পার্থ-সারথি-মিশ্র-কর্ত্তৃক এই বিষয়টী সুন্দররূপে ব্যক্তীকৃত হইয়াছে, আমি সেই স্থানটী উদ্ধৃত করিয়া, শাস্ত্রার্থানুশীলন-পটীয়ান্ পাঠকমহোদয়গণের লোচন-গোচরে আনয়ন করিতেছি। যথা—“যদ্যপি গোদোহাদিদ্রব্যং, যাগাদিক্রিয়া, নীচৈস্ত্বাদিগুণশ্চ, ফল-সাধনত্বাৎ ধর্ম্ম-শব্দেনোচ্যতে, নাপূর্ব্বাদয়, ইতি শ্রেয়স্করভাষ্যে বক্ষ্যতে, তথাপি তেষাং ফল-সাধনত্বেন ধর্ম্মত্বাৎ ফলস্য চ জন্মান্তরাদি-ভাবিত্বাৎ ধর্ম্মরূপেণ প্রত্যক্ষ-বিষয়ত্বং ন ভবতীতি।” মহাত্মা মাধবাচার্য্যও উক্তরূপেই অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার ফল-সাধনত্বরূপেই ধর্ম্মত্বকীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রাভাকরাস্তু “কার্য্য-নিয়োগাপূর্ব্বপর্য্যায়কৈঃ শব্দৈরুচ্যমানো ধাত্বর্থসাধ্য-স্বর্গাদি-ফল-সাধন-পুরুষগুণো ধর্ম্মঃ”, ইতি ব্রুবাণা যাগাদিজন্যমপূর্ব্বমেব ধর্ম্মমাহুঃ। তন্মতেনেয়ং কারিকা যথা—“বিহিত-ক্রিয়য়া সাধ্যো, ধর্ম্মঃ পুংসো গুণো মতঃ। প্রতিষিদ্ধক্রিয়া-সাধ্যঃ, সগুণোঽধর্ম্ম উচ্যতে।” এরূপস্থলে ভাষ্য-তন্ত্রবার্ত্তিক-শাস্ত্রদীপিকা-ন্যায়মালার্থসংগ্রহ-ন্যায়প্রকাশ প্রভৃতি, তথা সায়ণাচার্য্যকৃত- কৃষ্ণ- যজুর্ব্বেদীয়- তৈত্তিরীয়-সংহিতা -ভাষ্য-প্রস্থান- ভেদাদি-প্রামাণিক-গ্রন্থ-সম্মতি অনুসারে আমরা যদি যাগাদিরই ধর্ম্মত্ব অঙ্গীকার করি, তাহা হইলে, বোধকরি, ঐরূপ অঙ্গীকার পাঠক-মহোদয়গণের মানসে বিরক্তির উৎপাদন, বা কোনরূপ অশান্তির সঞ্চার করিবে না।

পাঠক-মহোদয়গণ! অধুনা আপনারা অবশ্যই বিস্পষ্টরূপে অবগত হইয়াছেন যে, পুরুষ-সুলভ-ভ্রম-প্রমাদাদি-সর্ব্ববিধ-দোষ-শঙ্কা-কলঙ্ক-পঙ্ক-প্রলেপ-রহিত, বা নিত্য-নির্দ্দোষ অপৌরুষেয়-বেদ-কর্ত্তৃক “স্বর্গকামো যজেত”, ইত্যাদি-বাক্য-সাহায্যে স্বর্গাদি-প্রয়োজনাভিসন্ধান-পূর্ব্বক পুরুষের প্রতি বিধীয়মান যে অর্থ, সেই অর্থই ধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্ম যাগাদি-স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। বেদের বিভাগ প্রথমতঃ দ্বিধা প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান-কাণ্ড-ভেদে কাহারও মতে বেদ ত্রিবিধ, অথবা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ-ভাগ-ভেদে কাহারও মতে বেদ দ্বিবিধ

হইলেও, কাহারও কাহারও মতে বিধি, মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ ও অর্থবাদ-ভেদে বেদ পঞ্চবিধ অভিহিত হইয়াছে। যাঁহারা বেদের পঞ্চবিধত্ব-কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের পক্ষাবলম্বনে অধুনা আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। তন্মধ্যে মন্ত্র-ব্রাহ্মণ-ভেদে বেদের দ্বৈবিধ্য-প্রদর্শন অবসরে বিধি, মন্ত্র ও অর্থবাদ, এই ভাগত্রয় আবশ্যকমত সঙ্ক্ষেপে বিবৃত হওয়ায়, উক্ত অংশত্রয়-পরিহার-পূর্ব্বক এখানে আমি অবশিষ্ট নামধেয় এবং নিষেধ-বিষয়ে তুই চারি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

যাদৃশ অর্থ প্রমাণান্তর-সাহায্যে অপ্রাপ্ত অর্থাৎ অপ্রতীত, তাদৃশ-প্রয়োজন-বিশিষ্ট অর্থ-বিধান-দ্বারা যেমন অজ্ঞাতার্থ-জ্ঞাপক-বেদ-ভাগরূপ-বিধির অর্থবত্তা, তথা দৃষ্ট-ফল সম্ভবপর হইলে, অদৃষ্ট-ফল-কল্পনার অন্যায্যত্ব-নিবন্ধন প্রয়োগ-সমবেতার্থ-স্মারকমন্ত্র-সকলের যেমন তাদৃশ অর্থাৎ অনুষ্ঠানোপযোগী অর্থস্মারকত্বরূপে অর্থবত্তা নির্ণীতা হইয়াছে, সেইরূপ নামধেয়-সকলেরও বিধেয়ার্থ-পরিচ্ছেদকত্বরূপেই অর্থবত্ত্ব অবগত হইতে হইবে। দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন করিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, "উদ্ভিদা যজেত পশুকামঃ", এই স্থলে উদ্ভিৎ শব্দ যাগনামধেয়। কারণ, উক্তস্থলে উদ্ভিৎ শব্দরূপ-নামধেয়-সাহায্যেই বিধেয়ার্থ-পরিচ্ছেদ, অর্থাৎ বিধেয়-যাগের তন্নামকত্ব-প্রতিপাদন-মুখে ইতর-যাগ-সকল হইতে ব্যবচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে। উক্ত-বাক্যদ্বারা অপ্রাপ্ততা-নিবন্ধন পশু-রূপ-ফলোদ্দেশে যাগমাত্র বিহিত হইতেছে। তত্রাপি যাগ-সামান্যের অবিধেয়তা-বশতঃ যাগ-বিশেষই যে বিহিত হইতেছে, একথা বলা নিষ্প্র-য়োজন। উক্তরূপ যাগ-বিশেষাবগতির অনন্তর "কোঽসৌ যাগবিশেষঃ ?" এইরূপ অপেক্ষাবুদ্ধি উপস্থিতা হইলে, উদ্‌ভিৎ শব্দ-শ্রবণ-নিবন্ধন উদ্‌-ভিন্নামক-যাগ-বিশেষই বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। "উদ্‌ভিদা যাগেন পশুং ভাবয়েৎ", ইত্যত্র সামানাধিকরণ্যেন নামধেয়ান্বয়াৎ।" সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ উদ্‌ভিদ্ ও যাগপদের এক-বিভক্তিকত্ব-প্রযুক্ত উদ্‌ভিৎ শব্দের নামধেয়রূপে অন্বয়ই সুসঙ্গত হইতেছে। "ঐরাবতেন গজেন যাতি" এইস্থানে নামের সামান্যাধিকরণ্যে অন্বয় সুপ্রসিদ্ধ হওয়ায়, উদ্‌ভিৎ শব্দের সামানাধিকরণ্যরূপে যাগনামধেয়ত্ব-সম্বন্ধে অপ্রসিদ্ধি-শঙ্কা 'দূরাপাস্তা'।

মত্বর্থ-লক্ষণা-ভয়, বাক্য-ভেদ-ভয়, তৎপ্রখ্য শাস্ত্র ও তদ্ব্যপদেশ, এই নিমিত্ত-চতুষ্টয়-বশে নামধেয়ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। তন্মধ্যে "উদ্ভিদা যজেত পশুকামঃ", এই স্থলে মত্বর্থলক্ষণা-ভয়ে উদ্ভিৎ-শব্দের যাগ-নামধেয়ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। "চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ", এই স্থলে বাক্য-ভেদ-ভয়ে চিত্রা-শব্দের কর্ম্মনামধেয়ত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। "অগ্নি-হোত্রং জুহোতি", এই স্থলে তৎপ্রখ্য-শাস্ত্রবশে অগ্নিহোত্র-শব্দের কর্ম্ম-নামধেয়ত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। তথা "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত", এই-স্থলে তদ্ব্যপদেশ-বশে শ্যেন-শব্দের কর্ম্ম-নামধেয়ত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। "বৈশ্বদেবেন যজেত", ইত্যাদিস্থলে উৎপত্তি-শিষ্ট-গুণবলীয়স্ত্ব অর্থাৎ উৎপত্তি-বিধি-বিহিত-গুণ-বিশেষের বলবত্ত্বই কাহারও কাহারও মতে পঞ্চম-নামধেয়-নিমিত্তরূপে অভিহিত হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে উক্ত-স্থলেও তৎপ্রখ্যশাস্ত্রবশেই বৈশ্বদেবশব্দের কর্ম্ম-নামধেয়ত্ব অবগত হইতে হইবে।

এইরূপ যেহেতু অনর্থ-হেতুভূত-ক্রিয়া হইতে পুরুষের প্রবৃত্তি-বিরোধিনী নিবৃত্তির জনকত্বরূপেই নিষেধ-বাক্য-সকলের অর্থবত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে, অতএব পুরুষ-সকলের নিবর্ত্তক, অর্থাৎ প্রতিষিধ্যমান-ক্রিয়া-প্রবৃত্তি-প্রতিবন্ধক যে বাক্য, তাহাকেই নিষেধবাক্য বলা হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, প্রবর্ত্তনা-প্রতিপাদন-পূর্ব্বক বিধি যেমন নিজ প্রবর্ত্তকত্ব-নির্ব্বাহার্থ বিধেয়-যাগাদির ইষ্ট-সাধনত্বাক্ষেপ-পুরঃসর পুরুষকে যাগাদি-বিষয়ে প্রবৃত্ত করে, সেইরূপ "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ", ইত্যাদি-নিষেধও নিবর্ত্তনা-প্রতিপাদন-পূর্ব্বক নিজ-নিবর্ত্তকত্ব-নির্ব্বাহার্থ নিষেধ্য-কলঞ্জ-ভক্ষণাদির পরানিষ্ট-সাধনত্ব-সমাক্ষেপণ-সহকারে প্রতিষিধ্যমান-ক্রিয়া হইতে পুরুষকে নিবৃত্ত করিয়া থাকে। উক্তরূপে সমগ্র-বেদরাশির বিধ্যুপকারকত্ব-সমর্থিত হইলে, "যজেত স্বর্গকামঃ", ইত্যাদি-নিখিল-বেদরাশি যে সাক্ষাৎ, অথবা পরম্পরা-সাহায্যে যাগাদির ধর্ম্মত্ব-প্রতি-পাদন করিতেছেন, তাহা নির্ব্বিবাদে সুসিদ্ধ হইতেছে। "সোঽয়ং ধর্ম্মো যদুদ্দিশ্য বিহিতঃ, তদুদ্দেশেন ক্রিয়মাণস্তদ্ধেতুঃ। ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণস্তু নিঃশ্রেয়সহেতুঃ। ন চ তদর্পণবুদ্ধ্যা অনুষ্ঠানে প্রমাণাভাবঃ,

যৎ করোষি যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ-কুরুষ্ব মদর্পণমিতিভগবদ্গীতাস্মৃতেরেব প্রমাণত্বাৎ। স্মৃতিচরণে তৎ-প্রামাণ্যস্য শ্রুতিমূলকত্বেন ব্যবস্থাপনাৎ।”

কিঞ্চ, বৃদ্ধ-ব্যবহার-সাহায্যেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নিশ্চিত হইয়া থাকে এবং বৃদ্ধ-ব্যবহার-কালেই শ্রোতার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উদ্দেশে আপ্ত-প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইতেছে। অতএব প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-সাধন যে বেদাদি-শাস্ত্রের প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। “তথাহি শাস্ত্রতাৎপর্য্য-বিদ আহুঃ,—দৃষ্টো হি তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনমিতি, চোদনেতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনং, তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ, তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়ঃ, আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানামিতি চ।” বৃদ্ধগণ যখন উক্ত-রূপে কর্ম্মাববোধন-মাত্রে শাস্ত্র-তাৎপর্য্যনিশ্চয় করিয়াছেন, তখন ক্বচিৎ বিষয়বিশেষে পুরুষের প্রবৃত্তি-সাধন করিয়া, অথবা কুতশ্চিৎ বিষয়-বিশেষ হইতে পুরুষের নিবৃত্তি-সাধন করিয়াই, শাস্ত্র-নিচয়ও অর্থবান্ হইতেছে, ইহা সুনিশ্চিত। অতএব এক্ষণে ইহা নিশ্চিতরূপে নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, বিধিপ্রতিষেধ-চোদনা-লক্ষণ-শারীর-বাচিক-মানস-শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ-ধর্ম্মাখ্য কর্ম্ম এবং হিংসাদি অধর্ম্ম, অনুষ্ঠান ও পরিহারার্থ অবশ্য জিজ্ঞাস্য।

অর্থানর্থাপর-পর্য্যায়-বিধি-প্রতিষেধ-চোদনা-লক্ষণ-ধর্ম্মাধর্ম্মের শরীর, বাক্য ও মনঃ-সাহায্যে উপভুজ্যমান বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ-জন্য-সুখ-দুঃখ-লক্ষণ ফল ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ এবং সর্ব্ব-জন-প্রত্যক্ষ্যানুভব-সিদ্ধ। মনুষ্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া, ব্রহ্মান্ত-দেহধারী জীব-নিবহে সুখ-তারতম্যানুশ্রবণ বোধকরি পাঠক-মহোদয়গণের শ্রবণ-বিবরে এখনও প্রতিধ্বনি উৎপাদন করিতেছে। শ্রুত-সুখ-তারতম্যানুসারে সুখ-তারতম্য-হেতুভূতধর্ম্ম-তারতম্য অবশ্য অঙ্গীকরণীয়। উক্তরূপে ধর্ম্ম-তারতম্য সুস্থিত হইলে, তদ্বশে অর্থিত্ব-সামর্থ্যাদি-কৃত অধিকারি-তারতম্য ব্যবস্থাপিত হওয়ায়, অধিকারিগণের মধ্যে কেহ বা যাগাদির অনুষ্ঠান, তথা বিদ্যা-সমাধি-বিশেষ-বশে অর্চ্চিরাদি উত্তর-মার্গাবলম্বনে ব্রহ্ম-লোকপর্য্যন্ত গমন করেন, কেহ বা কেবল ইষ্টাপূর্ত্ত-দত্ত-সাধন

সাহায্যে ধূমাদি-দক্ষিণ-মার্গাবলম্বনে চন্দ্রাদি-লোকে গমন করেন। এইরূপে সুখ-তারতম্য-কৃত তৎ-সাধন-তারতম্য সমর্থিত হইলেও, মনুষ্যাদি-নারক-স্থাবরান্ত-প্রাণি-নিচয়ের সুখ-লেশমাত্রও যে চোদনা-লক্ষণ-ধর্ম্ম-সাধ্য, তাহা যেমন নিঃসন্দিগ্ধ, সেইরূপ ঊর্দ্ধগত, বা অধোগত দেহ-ধারী জীবগণে দুঃখ-তারতম্য-দর্শন-প্রযুক্ত দুঃখ-তারতম্য-হেতুভূত-প্রতি-ষেধ-চোদনা-লক্ষণ অধর্ম্ম এবং তদনুষ্ঠায়িগণেরও তারতম্য নিঃসন্দিগ্ধ-রূপে অবগত হইতে হইবে।

এইরূপে জীবগণ যদি "তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং", ইত্যাদি-স্মৃতি, "কাষ্ঠোপচয়াৎ জ্বালোপচয়-দর্শনাৎ ফল-তারতম্যেন সাধন-তারতম্যানুমানং ন্যায়ঃ", ইত্যুক্তলক্ষণ ন্যায়, তথা "ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি", ইত্যাদি-শ্রুতি-প্রসিদ্ধ-ধর্ম্মাধর্ম্ম-তারতম্য-নিমিত্ত-শরীরোপাদান-পূর্ব্বক অনিত্য-সংসাররূপ-সুখ দুঃখ-তারতম্য অনুভবে সমর্থ হয়, পরমেশ্বর-নিরপেক্ষ-কর্ম্মজনিত অপূর্ব্ব মাত্র হইতেই জীবগণের যদি শুভাশুভ-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবিনী হয়, তবে শ্রীপরমেশ্বরদেবের কর্ম্ম-ফল-দানে কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যক কি? আচার্য্য মহর্ষিজৈমিনিও শ্রুতি ও উপপত্তিসাহায্যে একমাত্র ধর্ম্মকেই ফলদাতৃস্বরূপে অভিহিত করিয়াছেন। "স্বর্গকামো যজেত", ইত্যাদিবাক্যে ধর্ম্মই যে ফলদাতা, তাহা বিস্পষ্টরূপে পরিশ্রুত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, যাগ যখন বিধিশ্রুতি, বিধ্যর্থ, অর্থাৎ প্রেরণাত্মা লিঙর্থের বিষয়রূপে অবগত হইতেছে, তখন প্রেরণাত্মা লিঙর্থের বিষয়ভাবোগম-প্রযুক্তই যাগ যে স্বর্গের উৎপাদক, বা সাধন, তাহা বিস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে। অন্যথা যাগের অননুষ্ঠাতৃকত্ব কে নিবারণ করিবে? অর্থাৎ যাগ যদি স্বর্গ-সাধনস্বরূপে স্বীকৃত না হয়, তবে যাগের ইষ্ট-সাধনত্বাভাব-কালে বিধ্যর্থ, বা প্রেরণাত্মা লিঙর্থের উপপত্তি কিরূপে সম্ভাবিতা হইতে পারে?

কিঞ্চ, উক্তপ্রকারে যদি যাগের অননুষ্ঠাতৃকত্ব প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলে কি যাগোপদেশ-বৈয়র্থ্য-প্রসঙ্গ অপরিহার্য্য হইবে না? যদি বল, অনুক্ষণবিনাশী যাগের স্বর্গাদি-ফল উপপন্ন না হওয়ায়,

উক্তরূপ-পক্ষ সর্ব্বথা পরিত্যাগার্হ, তবে আমরা বলিব, না, যাগের স্বর্গ-সাধনত্ব, বা স্বর্গোৎপাদকত্ব-পক্ষ পরিত্যক্তব্য নহে। কারণ, শ্রুতি-প্রামাণ্য-বশতঃ যাগের স্বর্গসাধনতা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অপিচ, শ্রুতি যদি প্রমাণ-স্বরূপে পরিগৃহীতা হয়, তবে যাগের শ্রুত এই কর্ম্ম-ফল-সম্বন্ধ যেরূপে উপপন্ন হয়, তথাবিধরূপে অবশ্যই কল্পনার আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে। অতিশয়াখ্য অপূর্ব্বোৎপত্তির পূর্ব্বেই কর্ম্ম যদি বিনষ্ট হয়, তবে বিনষ্ট-কর্ম্ম কালান্তরিত-ফলদানে কখনই সমর্থ হইতে পারে না। অতএব "কর্ম্মণো বা সূক্ষ্মা কাচিত্নুত্তরাবস্থা, ফলস্য বা পূর্ব্বাবস্থা অপূর্ব্বং নামাস্তি, ইতি তর্ক্যতে।"

তথা "উপপদ্যতে চায়মর্থঃ উক্তেন প্রকারেণ"; পরন্তু "ঈশ্বরস্তু ফলং দদাতি", এই পক্ষ কোনরূপে উপপন্নই হইতে পারে না। কারণভূত ঈশ্বরের ফল-দাতৃত্বপক্ষাবলম্বনে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, "ঈশ্বরঃ কিং কর্ম্মানপেক্ষঃ ফলং দদাতি? তৎসাপেক্ষো বা? কর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়াই, ঈশ্বর ফলদান করেন, এই প্রথমপক্ষে দূষণ এই যে, অবিচিত্র-কারণ হইতে বিচিত্র-কার্য্যের উপপত্তি হইতে পারে না। আর যদি অবিচিত্র-কারণ হইতে বিচিত্র-কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তবে কারণের বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য-দোষ-প্রসক্তি অনিবার্য্য। কিঞ্চ, অপর দোষ এই যে, কর্ম্মানপেক্ষ ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব স্বীকৃত হইলে, বহু-বিত্ত-ব্যয় ও আয়াস-সাধ্য-কর্ম্মানুষ্ঠানের বৈয়র্থ্য-প্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। "তস্মাৎ ধর্ম্মাদেব ফলং ইতি।" তথা দ্বিতীয়-পক্ষে "সংবেষ্টন-সংস্কারমাত্রাৎ কটাদৌ বেষ্টনবৎ কর্ম্মাপূর্ব্বাদেব ফলসিদ্ধেঃ কিমীশ্বরেণ?" অতএব মীমাংসকাচার্য্য-গণ যথার্থই বলিয়াছেন যে, "পরমেশ্বর-নিরপেক্ষাৎ কর্ম্মজনিতাৎ অপূর্ব্বা-দেব শুভাশুভপ্রাপ্তিরিতি।"

পাঠক-মহোদয়গণ! আপনারা অবশ্য অবগত আছেন যে, আমি এতদ্-গ্রন্থ-প্রতিপাদ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট-বিষয়-সকলের মধ্যে পঞ্চবিংশ-বিষয় অর্থাৎ "ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রৎ ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং", ইত্যাদি-বিংশ-শ্লোকের ব্যাখ্যানার্থ অবশ্য-বিবরণীয়-মীমাংসক-মত-নিরসন ক্রমপ্রাপ্ত হওয়ায়, তদ্বিষয়ে যত্ন-পরায়ণ হইয়াছি। মীমাংসক-মত-নিরসনে প্রবৃত্ত

হইতে হইলে, অগ্রে যে মীমাংসকের মতোপন্যাস নিতান্ত অপেক্ষিত, তাহা বোধকরি, বচন-বিন্যাস-সাহায্যে কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। "ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রৎ", ইত্যাদি-বিংশ-শ্লোকের ব্যাখ্যানাবসরে মীমাংসক-মত-নিরসনকল্পে মীমাংসক-মতোপন্যাস যতদূর সম্ভব, বা আবশ্যক, প্রিয়-পাঠক-মহোদয়গণ! নিশ্চিতই আপনারা অবলোকন করিয়াছেন যে, মানস-সন্তোষ-জনকরূপে আশাতিরিক্তরূপে অর্থাৎ "ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রৎ", ইত্যাদিশ্লোকের বিবরণ-প্রণয়নে উপযোগিতানুরূপতাবৎপর্য্যন্ত-মীমাংসক-মতোপন্যাস-পুরঃসর পরমেশ্বরনিরপেক্ষ-বিবিধ-কর্ম্ম-জনিত-বিচিত্র অপূর্ব্বমাত্র হইতেই জীবগণের শুভাশুভ-প্রাপ্তি, বা জগদ্বৈচিত্র্য-প্রদর্শনে আমি পশ্চাৎপদ হই নাই।

অধুনা উপন্যস্ত-মীমাংসক-মত-নিরসন অর্থাৎ "তস্মাৎ ধর্ম্মাদেব ফলং", তথা "সংবেষ্টন-সংস্কারমাত্রাৎ কটাদৌ বেষ্টনবৎ কর্ম্মাপূর্ব্বাদেব ফলসিদ্ধেঃ কিং ঈশ্বরেণ?" "পরমেশ্বর-নিরপেক্ষাৎ কর্ম্মজনিতাৎ অপূর্ব্বা-দেব শুভাশুভপ্রাপ্তিঃ", এবম্বিধ-সিদ্ধান্তবাদ-বিঘটন-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের কর্ম্ম-ফল-দাতৃত্ব-প্রদর্শন-দ্বারা স্তবনাভিপ্রায়ে অগ্রসর হইতে হইলে, পূর্ব্ব-শ্লোক হইতে সম্বোধনপদের অনুষঙ্গ করিয়া, অবশ্য বলিতে হইবে যে, হে ত্রিপুরহর! ক্রতু অর্থাৎ যাগাদিকর্ম্ম আশুতর-বিনাশি-স্বভাবত্ব-প্রযুক্ত সুপ্ত, লীন, স্বকারণে সূক্ষ্ম-রূপতা-প্রাপ্ত, অর্থাৎ ধ্বস্ত, বা বিনষ্ট হইলে, ক্রতুমান্ অর্থাৎ যাগাদি-কর্ম্মকারী জনগণের কালান্তর-দেশান্তর-ভাবি-তত্তৎফল-সম্বন্ধে অর্থাৎ তত্তৎ-কর্ম্ম-ফল-সম্বন্ধ-সম্পাদন-নিমিত্ত-স্বরূপে একমাত্র আপনিই জাগ্রৎ অর্থাৎ প্রবুদ্ধভাবে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন। "ত্বং জাগ্রদসি", এই স্থলে বর্ত্তমানে বিহিত-শতৃ-প্রত্যয়-দ্বারা জাগরণের সর্ব্বদা অস্তিত্ব অভিহিত হইতেছে। অতএব হে বিশ্বনাথ! আপনি যে যজ্ঞকারী জনগণের দেশান্তর-কালান্তর-ভাবি-তত্তৎ-ফল-সম্বন্ধ-বিধানে সর্ব্বকালেই অবহিত রহিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যদি বল, লিঙাদি-পদ-বাচ্যক্রিয়ার প্রকারান্তরে স্বর্গাদি-সাধনত্ব উপ-পন্ন না হওয়ায়, অর্থাৎ স্বর্গ-সাধনত্বের অন্যথা অনুপপত্তি-নিবন্ধন

যাগাদি-জনিত-কল্পনীয় অপূর্ব্বমাত্রই ফলযোগার্থ সতত জাগ্রত রহিয়াছে ; সুতরাং প্রশ্ন হইতেছে যে, এরূপ স্থলে ঈশ্বর কি করিবেন ? তবে উক্তরূপ-প্রশ্নের উত্তরে গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্তের বচন উদ্ধৃত করিয়া, আমরা বলিব, "ক্ব কর্ম্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে ?" পূর্ব্বোত্তর-পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বপক্ষলক্ষণ-প্রশ্নবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, পরলোকার্থী লোক-সকলের স্বর্গাদি-ফল-সিদ্ধির জন্য যাগাদি-সাধন-বিষয়িণী যে প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তি বিফলা, অথবা দুঃখৈক-ফলিকা হইতে পারে না। কারণ, প্রবৃত্তি যখন ইষ্ট-সাধনতাধী-সাধ্যা, তখন যাগাদিবিষয়িণী পুরুষ-প্রবৃত্তির বিফলতা, বা দুঃখৈক ফলতা নিতান্তই অসম্ভবগ্রস্তা। অথবা যাগাদিবিষয়িণী-তাদৃশী-প্রবৃত্তির দৃষ্ট-পূজা-খ্যাতি-ধনাদি-লাভ-ফলতাও কল্পিতা হইতে পারে না। কারণ, পর-লোকার্থী যাজ্ঞিক-জনগণ পূজা-খ্যাতি-ধন-লাভাদি-দৃষ্ট-ফল-লাভের অপেক্ষা করিয়া, যাগাদির আচরণ করেন না। পক্ষান্তরে অদৃষ্ট-স্বর্গাদি-ফল-প্রাপ্তি অভিপ্রায়েই যাগাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

তথা এরূপ কথাও বলা যায় না যে, ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাদি-জাতীয় কোন প্রতারক স্বর্গাদি-ফলকত্বরূপে যাগাদির কল্পনা করিয়া এবং স্ব-প্রকল্পিত-যাগাদির স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া, তৎ-সাহায্যে লোক-সকলকে ধন্ধিত করিয়াছে ; সুতরাং তৎকর্ত্তৃক ধন্ধিতপ্রতারিত-লোক-সকল যাগাদি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে যাগাদির স্বর্গাদি-ফলকতা প্রতারণা-মূলিকা ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিতাভিন্ন অপর কিছুই নহে। কারণ, "বিপ্রলম্ভোঽপি নেদৃশঃ", অর্থাৎ ঈদৃশ-বিপ্রলম্ভও কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। কে এমন লোকোত্তর-ব্যক্তি আছে, যে ব্যক্তি নিতান্তমূঢ়ের ন্যায় পরপ্রতারণার্থ নানাবিধ-ক্লেশ-হেতু-কর্ম্মাচরণ-দ্বারা "আত্মানমবসাদয়েৎ ?" "এতাবতা প্রবন্ধেন" ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, যাজ্ঞিক-জনগণের যাগাদি-কার্য্যে প্রবৃত্তিই যজ্ঞাদির স্বর্গাদি-ফলকত্বের প্রতি প্রমাণস্বরূপা।

কিঞ্চ, একথাও বলা যায় না যে, যাগাদি না হয় স্বর্গাদি-হেতুরূপে পরিগণিত হউক ; পরন্তু যাগাদি-জন্য অপূর্ব্বাখ্য অদৃষ্ট স্বর্গাদির

হেতুভূত নহে। কারণ, চিরধ্বস্ত-চিরবিনষ্ট-যাগাদি-কর্ম্ম অতিশয় অর্থাৎ তত্তৎফলানুকূল-ব্যাপারব্যতীত ফল-জননে সমর্থ হইতে পারে না। চিরধ্বস্ত-কারণের যদি হেতুতাস্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে, ব্যাপার-দ্বারাই তাদৃশ-কারণের হেতুতা-স্বীকার করিতে হইবে। নিদর্শন যেমন, চিরধ্বস্ত অনুভবের সংস্কার-দ্বারা স্মৃতির প্রতি কারণতা। উক্ত-রূপে অদৃষ্টের স্বর্গাদি-হেতুতা সিদ্ধা হইলে, যদি ভোগ্য-স্রক্ চন্দন-বানতাদি-নিষ্ঠ অদৃষ্টের কারণতাস্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও, নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ অদৃষ্টরূপ-বিশেষ-গুণ-শূন্য আত্ম-নিচয়ের প্রত্যাত্ম-নিয়ত-ভোগ-লক্ষণ যে সম্ভোগ, সেই সম্ভোগ অদৃষ্ট-বিশিষ্টরূপে স্বীকৃত-সংস্কৃত-ভূত-সকলের-দ্বারাও পরিনিষ্পন্ন হইতে পারে না। অর্থাৎ ভোগ্য-নিষ্ঠ অদৃষ্টের ভোগ-হেতুতা অঙ্গীকৃতা হইলে, "ভোগ্য-নিষ্ঠং অদৃষ্টং কস্যচিদেব ভোগং জনয়তি, কস্যচিন্নেতি, নিয়মো ন স্যাৎ।" কারণ, শরীরাদি ভূত-সকলের সর্ব্বাত্ম-সাধারণ্য।

অর্থাৎ আত্মার বিভুতা-প্রযুক্ত শরীরাদি-ভূত-সকলের সহিত আত্ম-নিচয়ের সংযোগ থাকা নিবন্ধন ভোগ্যনিষ্ঠ অদৃষ্টের ভোগ-হেতুতাঙ্গী-কারে চৈত্র-শরীর-দ্বারা মৈত্র-ভোগ-জননাপত্তি অবশ্যম্ভাবিনী। "কালি-কস্য, স্বাশ্রয়-সংযোগস্য বা তৎকারণতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধত্বাৎ, তস্য চ সর্ব্বাত্মসাধারণ্যাৎ।" অতএব শরীরাদি-ভূত-সংযোগের নিখিলাত্ম-সাধারণ্য-প্রযুক্ত কর্ত্তার ন্যায় অকর্ত্তারও ভোগাপত্তিবারণার্থ যাগাদি-কর্ম্ম-জন্য অতিশয় অর্থাৎ তত্তৎ-ফলানুকূল-ব্যাপাররূপ অপূর্ব্বাখ্য অদৃ-ষ্টের আত্মনিষ্ঠতা অবশ্য অঙ্গীকরণীয়া। উক্তরূপে চৈত্র-মৈত্রাত্ম-নিষ্ঠ অদৃষ্টের ভোগ-জনকতা স্বীকৃতা হইলে, চৈত্র-মৈত্রাত্ম-নিষ্ঠ অদৃষ্টাকৃষ্ট অর্থাৎ তত্তদদৃষ্টাধীনোৎপত্তিক-শরীরেন্দ্রিয়-দ্বারা তত্তদ্ভোগজনন ব্যবস্থিত হওয়ায়, "কর্ত্তুরিব অকর্ত্তুরপি ভোগাপত্তিঃ পরিহৃতা ভবতি।" অতএব এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষীয়তাৎপর্য্য-বিবরণাবসানে নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, "লিঙাদি-পদ-বাচ্য-ক্রিয়ায়াঃ স্বর্গাদি-সাধনত্বান্যথানুপপত্ত্যা কল্প্যমপূর্ব্বমেব ক্রতুমতাং ফল-যোগায় জাগর্ত্তি, কিমীশ্বরেণ ইতি।"

অতিক্রান্ত-গ্রন্থে উপক্রান্ত-পূর্ব্বোত্তর-পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্ব-পক্ষ-

লক্ষণ-প্রশ্নবাক্যের তাৎপর্য্য-বিবরণাবসানে "ক কর্ম্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে ?" এইরূপ উত্তর-পক্ষ-লক্ষণ-প্রশ্নবাক্যের তাৎপর্য্য-বিবরণাবসরেও অবশ্যই বলিতে হইবে যে, "ধ্বস্তং বিনষ্টং কর্ম্ম পুরুষস্য চেতনস্য ফলদাতুরারাধনং বিনা ক্ব ফলতি ? ন ক্বাপীত্যর্থঃ।" অর্থাৎ ধ্বস্ত বিনষ্ট কর্ম্ম কি কখনও কুত্রাপি ফলদাতা চেতন-পুরুষের আরাধনা বিনা স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ং ফলোৎপাদনে সমর্থ হইয়া থাকে ? কদাপি কুত্রাপি নহে। লোকে কি কখনও বিনষ্ট কর্ম্মের অপূর্ব্ব-দ্বারা কুত্রাপি ফলজনকতা পরিদৃষ্টা হইয়াছে ? যদি না হইয়া থাকে, তবে বেদ-স্থলেও লোক-বেদাধিকরণ-ন্যায়বশে লোকানুসারিণী কল্পনা আশ্রয়ণীয়া হইবে না কেন ? অথচ বিস্পষ্টতঃ বহুস্থলে পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, প্রকৃতি-পরিজন-পরিসেবিত-সমারাধিত-মহামহিম-চেতন-মহারাজাদি পরম-সেবা-পরিতুষ্ট-মানসে, "বিনৈবাপূর্ব্বং" সেবক-জন-কৃত-সেবা-সাফল্য-সম্পাদনার্থ কল্প-পাদপ-প্রায় অজস্র অভীষ্ট-ফল-প্রদান করিয়া, নিরন্তর সেবাদি-ফল-দাতৃত্ব, বা সেবাদি-ফলজনকতা অর্জ্জন করিতেছেন। অত-এব লোকদৃষ্ট-প্রকারানুসরণে বৈদিক-কর্ম্ম-সকলেরও ফলজনকত্ব সম্ভব-পর হইলে, লোক-বিরুদ্ধ অপূর্ব্ব-ফল-দাতৃত্ব-কল্পনা কখনই লব্ধাবকাশা হইতে পারে না।

কিঞ্চ, লিঙাদি-পদ-বাচ্য-ক্রিয়ার "স্বর্গাদি-সাধনাত্বান্যথানুপপত্ত্যা" অবশ্য-কল্পনীয় অপূর্ব্ব ফল-জননাবসরে লোক-সিদ্ধ-কারণান্তর-নিরপেক্ষ হইয়া, স্বর্গাদি-ফলের উৎপাদন করে ? কিম্বা লোক-সিদ্ধ-কারণান্তরের অপেক্ষা করিয়া, "স্বর্গাদি ফলং জনয়েৎ ?" অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলের উৎ-পাদন করে ? এইরূপ দুইটী বিকল্পের মধ্যে প্রথম অর্থাৎ "অপূর্ব্বং হি লোক-সিদ্ধ-কারণান্তর-নিরপেক্ষং বা স্বর্গাদিফলং জনয়েৎ ?" এই আদ্য-বিকল্পাভিপ্রায়ে আপত্তি হইতে পারে যে, অপূর্ব্ব স্বর্গাদি-ফলজননে যেমন লোকসিদ্ধ অপর কোনরূপ কারণান্তরের অপেক্ষা করে না, সেই-রূপ কারণান্তর-নিরপেক্ষতা-নিবন্ধন তাদৃশ-স্বর্গাদি-ফলোপভোগ-যোগ্য-দেহেন্দ্রিয়াদিরও অপেক্ষা না করিতে পারে। পক্ষান্তরে উক্তরূপা কল্পনা বিদ্বজ্জন-সমাজে কখনও ইষ্টা, বা অভীষ্টতরা বিবেচিতা হইতে

পারে না। কারণ, "সর্ব্বস্থাপি সুখ-দুঃখাদেঃ" অর্থাৎ যাবতীয়-সুখ-দুঃখ-শোক-মোহ-হর্ষ-বিষাদ-প্রভৃতির শরীর-সংযুক্তাত্ম-মনো-যোগাদি দৃষ্ট-কারণ জন্যতা সকল-বিদ্বজ্জনসমাজে স্বীকৃতা সমর্থিতা ও সমাদৃতা হইয়াছে।

তথা দ্বিতীয় অর্থাৎ "তৎসাপেক্ষং বা ?" এই অন্তিম-বিকল্পাবলম্বনে আপত্তি হইতে পারে যে, অপূর্ব্ব যদি স্বর্গাদি-ফল-জননাবসরে লোকসিদ্ধ-কারণান্তরের অপেক্ষা করে, বা তৎফলোপভোগ-যোগ্য-দেহেন্দ্রিয়াদির অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়, তবে "লোক-সিদ্ধ-দেহেন্দ্রিয়াদ্যপেক্ষাবৎ" নিয়তা ঈশ্বরাপেক্ষার প্রতি কদাচ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারে না, অর্থাৎ নিয়তা ঈশ্বরাপেক্ষার প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শনে অসমর্থতা প্রযুক্ত, বা লোকে তথাদর্শন-নিবন্ধন অদৃষ্ট-লক্ষণ অপূর্ব্ব অবশ্যই শ্রীপরমেশ্বরদেবের অপেক্ষা করিতে বাধ্য। অতএব উক্তরূপে ঈশ্বরাপেক্ষার নৈয়ত্য-সমর্থিত হওয়ায়, অধুনা উচ্চকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, শ্রুতিন্যায়-সিদ্ধ ঈশ্বর-পদার্থরূপ-ধর্ম্মি-বাধ-কল্পনা অপেক্ষা অপূর্ব্ব-পদার্থের নৈরপেক্ষ্য-লক্ষণ-ধর্ম্ম-মাত্র-বাধ-কল্পনা শতগুণে উৎকৃষ্টা, শ্রেষ্ঠা, বা শ্রেয়স্করী!

কিঞ্চ, উপরি বিবৃত-বিষয়ের দৃঢ়তররূপে সমর্থনকল্পে অপূর্ব্ব-কল্পনার প্রতি নিবাপাঞ্জলি-প্রদান-পূর্ব্বক কর্ম্মারাধিত-শ্রীপরমেশ্বরদেবের ফল-দাতৃত্ব-প্রতিপাদনার্থই "ফলমত উপপত্তেঃ", এই ন্যায়ের অবতারণা করা হইয়াছে। উক্ত ফলদাতৃত্বাধিকরণের বিবরণ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, বেদান্ত-প্রতিপাদিত-নির্ব্বিশেষ-শ্রীমন্মহেশ্বরাখ্য-শ্রীপরম-ব্রহ্মদেবের ঈশিতৃ-ঈশিতব্য-বিভাগ-লক্ষণ-ব্যবহারিক অবস্থা-বিশেষে নির্ব্বিশেষত্বরূপ-স্বভাব হইতে অন্য ভিন্ন ফল-হেতুত্বাখ্য-স্বভাবের বর্ণনা করিতে হইবে। স্বর্গবাসী দেবগণের ইষ্ট-সুখ-লক্ষণ-কর্ম্মফল, নিরয়-নিবাসী নারকিগণের অনিষ্ট-দুঃখ-লক্ষণ-কর্ম্মফল, তথা মর্ত্ত্যবাসী মানব-গণের ব্যামিশ্র অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-লক্ষণ-কর্ম্মফল, জন্ম-মৃতি-প্রবাহরূপ-সংসারাশ্রিত এই ত্রিবিধ-কর্ম্মফল যে পূর্ব্ব-কথিত-ত্রিবিধ-জীবগণের ভোগ্যস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ।

সম্প্রতি সংসার-গোচর-ত্রিবিধ-কর্ম্ম-ফল-বিষয়ে এইরূপ বিচারণা উপস্থিতা হইতেছে যে, "কর্ম্মৈব ফলদং ?" অর্থাৎ জীবগণ কর্ম্ম হইতে তথাবিধ-ফললাভে সমর্থ হয় ? "যদ্বা কর্ম্মারাধিত ঈশ্বরঃ ?" অর্থাৎ কিম্বা কর্ম্মারাধিত-শ্রীপরমেশ্বরদেব জীবগণকে তথাবিধ কর্ম্মফল দান করিয়া থাকেন ? "কিমেতৎ কর্ম্মণো ভবতি ? এই প্রথম-পক্ষ-পক্ষপাত-বশতঃ পূর্ব্বপক্ষ করিতে হইলে, অবশ্যই বলিতে হইবে যে, "অপূর্ব্বা-বান্তর-দ্বারা, কর্ম্মণঃ ফলদাতৃতা।" অর্থাৎ কর্ম্ম অনুক্ষণ বিনাশী হই-লেও, অবান্তর অপূর্ব্ব-ব্যবধান-সাহায্যেও তাহার দেশ-কালান্তরভাবী ফল-দাতৃত্ব সম্ভবপর হইতে পারে। অতএব কর্ম্মেরই ফল-দাতৃত্ব-স্বীকার-পূর্ব্বক অকারণ ঈশ্বর-কল্পনা-জনিত-গৌরব-পরিহারে সকলেরই যত্নবান্ হওয়া উচিত।

কর্ম্ম ও শ্রীপরমেশ্বর, এতদুভয়েরই ফল-হেতুতা-শ্রবণ-বশতঃ "কিমেতৎ কর্ম্মণো ভবতি ? আহোস্বিৎ ঈশ্বরাৎ ?" এইরূপ সন্দেহের অনন্তর তথাবিধ-পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া, তন্নিরাকরণার্থ "আহোস্বিৎ ঈশ্বরাৎ ?" এই দ্বিতীয়-কল্প-সমাশ্রয়ণে সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন করিতে হইলে, যুক্তি-স্বরূপে অবশ্য বলিতে হইবে যে, "ফলমত উপপত্তেঃ।" অর্থাৎ "ফলমতঃ ঈশ্বরাৎ ভবিতুমর্হতি।" কর্ম্ম-ফল-সকল ঈশ্বর হইতেই আত্ম-লাভ করে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বচনের সমর্থন-জন্য হেতুবচন অপেক্ষিত হইলে, আমরা বলিব, "উপপত্তেঃ।" অর্থাৎ সেই সর্ব্বাধ্যক্ষ সর্ব্বভূতাধিবাস শ্রীমন্মহেশ্বরদেব বিচিত্র-সৃষ্টিস্থিতিসংহারের বিধান করিয়া, দেশকাল-বিশেষাভিজ্ঞত্ব-প্রযুক্ত কর্ম্মী জীবগণের কর্ম্মানুরূপ-ফল-সম্পাদন করিতে-ছেন, ইহা নিতান্তই যুক্তিযুক্ত, বা উপপন্নতররূপে প্রতীয়মান হইতেছে। সিদ্ধান্ত-পক্ষে "স্বর্গাদিকং বিশিষ্টদেশ-কাল-কর্ম্মাভিজ্ঞ-দাতৃকং, কর্ম্ম-ফলত্বাৎ, সেবা-ফলবৎ", এইরূপ উপপত্তি-প্রদর্শনের অনন্তর পূর্ব্বপক্ষ-বিঘটনার্থ বলা যাইতে পারে যে, "কর্ম্মণস্তু অনুক্ষণবিনাশিনঃ কালান্তর-ভাবি-ফলং ভবতীত্যনুপপন্নং, অভাবাৎ ভাবানুৎপত্তেঃ।" অর্থাৎ অচেতন-কর্ম্ম, বা কর্ম্মজনিত অপূর্ব্বের তারতম্য-বিবেচনা-পূর্ব্বক প্রতি-নিয়ত-ফল-দান করিবার উপযুক্ত সামর্থ্যই নাই। কারণ, লোকব্যবহারে

অচেতন-সেবাদি-ক্রিয়া-বিষয়ে তারতম্য-বিচার-পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত-দেশ-কালান্তরিত-ফলদান করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় নাই।

কিঞ্চ, ক্ষণিক-যাগাদি-ক্রিয়াখ্য-কর্ম্ম কি নিজ-নাশের অনন্তর ফলোৎপাদন করে? অথবা ফলোৎপাদনের অনন্তর স্বয়ং বিনষ্ট হয়? এইরূপ দুইটী প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, যদি আগু-প্রশ্ন-পক্ষ কাহারও অভিপ্রেত হয়, তবে সেই ব্যক্তির প্রতি অবশ্যই এইরূপ প্রশ্ন হইবে যে, অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি কি কখনও সম্ভবপরা হইতে পারে? যদি অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তবে অভাবের সর্ব্বত্র সৌলভ্য-প্রযুক্ত "সর্ব্বস্মাৎ" সর্ব্বোৎপত্তি-প্রসঙ্গ অপরিহরণীয় হইবে না কি? দ্বিতীয়-প্রশ্নপক্ষ অভিপ্রায়ে যদি কেহ বলেন যে, বিনাশোন্মুখ কর্ম্ম স্ব-কালে স্বানুরূপ-ফল-সংজননের অনন্তর বিনাশ প্রাপ্ত হয় বটে; কিন্তু কর্ম্ম-প্রসূত-তাদৃশফল কালান্তরিত হইলেও, কর্ম্ম-কর্ত্তা সেই কর্ম্ম-ফল-ভোগে অবশ্য সমর্থ হইবে, তবে আমরা বলিব, "তদাপি ন পরিশুধ্যতি।"

অর্থাৎ কর্ম্ম-নাশ-ক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া, অনভিব্যক্ত-স্বর্গ-সুখাদি-সত্ত্বে কোন প্রমাণ নাই। অথবা "পরিতুষ্যতু ভবান্", এইরূপ অভিপ্রায়ে কর্ম্ম-নাশের অনন্তরবর্ত্তী কালেও স্বর্গাদি-সুখের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেও, তাদৃশ অনভিব্যক্ত-স্বর্গাদি-সুখের ফলত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ, ভোক্তৃ-সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে, পশ্চাৎ ফলত্ব আত্মলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব ভোক্তৃ-সম্বন্ধের পূর্ব্বকালে স্বর্গাদি-সুখের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেও, তাহার ফলত্ব উপপন্ন হইতে পারে কিরূপে? "যৎ কালং হি যৎ সুখং, দুঃখং বা আত্মনা ভুজ্যতে, তস্যৈব লোকে ফলত্বং প্রসিদ্ধম্।" কারণ, আত্মার সহিত অসম্বন্ধ-সুখ, বা দুঃখের ফলত্ব লৌকিকগণ কদাচ স্বীকার করেন না। "ন হি স্বর্গ আত্মানং লভতাং, ইতি অধিকারিণঃ কাময়ন্তে; কিন্তু ভোগ্যঃ অস্মাকং ভবতু ইতি। তেন যাদৃশং এভিঃ কাম্যতে, তাদৃশস্য ফলত্বং, ইতি ভোগ্যত্বমেব সৎফলমিতি।"

"অথোচ্যেত মাভূৎ কর্ম্মানন্তরং ফলোৎপাদঃ, কর্ম্মকার্য্যাৎ অপূর্ব্বাৎ ফলং উৎপৎস্যত ইতি।" অর্থাৎ যদি বল, কর্ম্মের অনন্তর ফলোৎপাদন না হয়, না হউক, পরন্তু কালান্তরাবস্থিত-কর্ম্মকার্য্য অপূর্ব্ব হইতে কালান্তরিত-দেশান্তরিত-ফল উৎপন্ন হইবে না কেন? তবে আমরা বলিব, উক্তরূপকল্পনাও উপপন্না হইতে পারে না। কারণ, অচেতন-কাষ্ঠ-লোষ্টসম অথচ চেতন-কর্ত্তৃক অপ্রবর্ত্তিত অপূর্ব্বের প্রবৃত্তির উপপত্তি কদাপি সম্ভাবিতা নহে। এইরূপে অচেতন অপূর্ব্বের ফল-দানার্থা স্বতন্ত্রা প্রবৃত্তি প্রতিষিদ্ধা হইলে, যাঁহারা অপূর্ব্ব হইতে ফল-সিদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই অপূর্ব্বের চেতনাধিষ্ঠিতত্ব স্বীকার করিতে হইবে। উক্তপ্রকারে অপূর্ব্বের চেতনাধিষ্ঠিতত্ব অবশ্য স্বীকরণীয় হইলে, প্রশ্ন হইতে পারে যে, উক্ত অপূর্ব্ব জীবচৈতন্য-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া, ফল-দান করে? অথবা চেতনের চেতন, নিত্যের নিত্য, স্বয়ং একরূপ হইয়াও, বহু অর্থাৎ অনন্ত-জীবের ফল-বিধান-কর্ত্তা শ্রীপরমেশ্বর-চৈতন্যদেব-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া, যথোক্ত-যথাবিহিত ফল-দান করে?

যদি প্রথম-পক্ষ অভিপ্রেত হয়, তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বহু বা অনন্ত-জীবের অনন্ত-ফল-প্রদ অনন্ত-অদৃষ্টের স্বরূপানভিজ্ঞ একাজ্ঞানাবভাসক অল্পজ্ঞ-জীব-চৈতন্যের অপূর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব সম্ভবপর হইতে পারে কিরূপে? অতএব পরিশেষে "অদৃষ্টানভিজ্ঞ-জীবস্য অধিষ্ঠাতৃত্বাযোগাৎ ঈশ্বরস্য অধিষ্ঠাতৃত্ব-সিদ্ধিঃ" যে অবশ্যম্ভাবিনী, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? সেবিতরাজবৎ কর্ম্মারাধিত পূজা-সামগ্রী-সাহায্যে সর্ব্বথা সম্পূজিত শ্রীপরমেশ্বরদেব হইতে ফল-সিদ্ধির কি কেহ অনঙ্গীকারলক্ষণ অপলাপ করিতে পারেন? এইরূপে অপূর্ব্বাধিষ্ঠাতা ঈশ্বরদেব হইতে ফল-সিদ্ধি সমর্থিতা হইলে, যদি কেহ কল্পনা-গৌরব আশঙ্কা করেন, তবে নিরপেক্ষভাবে আমরা তাঁহাকে এইরূপ বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি যে, অপূর্ব্ব-পদার্থ যেমন কেবল কল্পনা-প্রসূত-তর্কমাত্রসিদ্ধ, সেইরূপ পরমেশ্বরদেব কল্পনা-মাত্র-পরিকল্পিত-কেবল-তর্কসিদ্ধ? কি না?

পক্ষপাতপরিহার-পূর্ব্বক কথন করিতে হইলে, অবশ্য বলিতে হইবে যে, "ভাবার্থাঃ কর্ম্মশব্দাঃ, তেভ্যঃ ক্রিয়া প্রতীয়েত, এষ হি অর্থো বিধীয়তে," ইত্যাদি-সূত্র-পঞ্চক ও তদীয়-ভাষ্যাদি-গ্রন্থে অপূর্ব্ব-কল্পনা-প্রকার বিস্পষ্টরূপে উপলব্ধ, তথা অপূর্ব্বের কেবল-তর্কাবগম্যতা সুন্দররূপে প্রতিভাতা হইতেছে। স্বয়ং ভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে, "যস্য চ শব্দস্য অর্থেন ফলং সাধ্যতে, তেন অপূর্ব্বং কৃত্বা, নাপরথা, ইতি ততোঽপূর্ব্বং গম্যতে, অতো যঃ তস্য বাচক-শব্দঃ, ততোঽপূর্ব্বং প্রতীয়তে ইতি। তেন ভাবশব্দাঃ অপূর্ব্বস্য চোদকাঃ ইতি ক্রমঃ, নতু কশ্চিৎ শব্দঃ সাক্ষাৎ অপূর্ব্বস্য চোদকঃ অস্তি।" শ্রীশঙ্করাচার্য্যও মহর্ষি জৈমিনির মতোপন্যাসকালে বলিয়াছেন যে, "শ্রুতিশ্চেৎ প্রমাণং, যথা অয়ং কর্ম্ম-ফল-সম্বন্ধঃ শ্রুত উপপদ্যতে, তথা কল্পয়িতব্যঃ, ন চ অনুৎপাদ্য কিমপ্যপূর্ব্বং, কর্ম্ম বিনশ্যৎ কালান্তরিতং ফলং দাতুং শক্নোতি, অতঃ কর্ম্মণো বা সূক্ষ্মা কাচিৎ উত্তরাবস্থা, ফলস্য বা পূর্ব্বাবস্থা অপূর্ব্বং নাম অস্তি, ইতি তর্ক্যতে।" এক্ষণে পাঠকমহোদয়গণ বলুন দেখি, অপূর্ব্বের কল্পিতত্ব, বা কেবল-তর্কাবগম্যত্ব-বিষয়ে আমাকে আর অধিক কিছু বলিতে হইবে ? কি না ?

পক্ষান্তরে প্রশ্ন হইতেছে যে, অপূর্ব্বের ন্যায় শ্রীপরমেশ্বরদেবের কল্পনামাত্র-পরিকল্পিত্ব, বা কেবল তর্কাবগম্যত্ব কোন প্রমাণ-গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে কি ? এবম্বিধ-প্রশ্নের প্রতিবচন-দানাবসরে আমরা বলিব, না, "কুত্রচিদপি" প্রমাণ-গ্রন্থে শ্রীপরমেশ্বরদেবের কল্পিতত্ব, বা কেবল-তর্কাবগম্যত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। প্রত্যুত সর্ব্বত্র বৈদিক-গ্রন্থ-নিচয়ে শ্রীপরমেশ্বরদেবের শাস্ত্রৈকবেদ্যত্ব, উপনিষন্মাত্র-সমধিগম্যত্ব, বেদৈক-মেয়ত্ব বিস্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। "অস্ত্যন্যমেয়তাপ্যস্য ? কিম্বা বেদৈকমেয়তা ?" এইরূপ সন্দেহের অনন্তর "ঘটবৎ সিদ্ধবস্তুত্বাৎ, ব্রহ্মান্যেনাপি মীয়তে।" এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীভারতী-তীর্থমুনি বলিয়াছেন, "রূপ-লিঙ্গাদি-রহিত্যাৎ, নাস্য মান্তরযোগ্যতা। তত্ত্বোপনিষদেত্যাদৌ, প্রোক্তা বেদৈকমেয়তা।" যদি বল, "জন্মাদি"-সূত্রে যখন ভগবান্ ভাষ্যকার-কর্ত্তৃক "শ্রুত্যাদয়োঽনুভবাদয়শ্চ

যথাসম্ভবমিহ প্রমাণম্।" এই বাক্য-কথন-পূর্ব্বক শ্রীপরমেশ্বরদেবের অন্যমেয়ত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তখন তাঁহার অনুভব-শব্দোপাত্ত-তর্কাবগম্যত্বই বা প্রতীত হইবে না কেন ?

মনুও বলিয়াছেন যে, "প্রত্যক্ষং চানুমানঞ্চ, শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং, ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা।" তথা "যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে, স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।" অর্থাৎ শ্রুত্যর্থ-প্রতিপত্তি-বিষয়ে অর্থাভাস-নিরাকরণ-দ্বারা যে স্থলে সম্যক্ অর্থনির্দ্ধারণ অপেক্ষিত হইবে, তাদৃশস্থলে বাক্য-প্রবৃত্তি-নিরূপণ-পর-তর্কদ্বারাই সম্যগর্থ-নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, এইরূপ মানব-শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-বলে বেদার্থভূত আর্ষ-ধর্ম্মোপদেশ-স্থলে তর্কের আদরণীয়তা সম্যক্ প্রদর্শিতা হওয়ায়, ঘটাদি-সিদ্ধ-বস্তু-সমূহের ন্যায় অশেষ-কল্যাণ-গুণাকর শ্রীপরমেশ্বর-দেবেরও অন্য-মেয়তা, বা মান্তরযোগ্যতাবৎ তর্কাবগম্যত্ব কেন না সুসমর্থিত হইবে ? তবে এইরূপ উত্তর প্রদত্ত হইতে পারে যে, বেদ-শাস্ত্রাবিরোধী তর্কের আদরণীয়তা প্রদর্শিতা হইয়াছে সত্য ; পরন্তু "প্রথমতঃ শ্রুত্যৈব প্রমিতে ব্রহ্মণি পশ্চাৎ অনুবাদরূপেণ অনুমানানু-ভবয়োরঙ্গীকারাৎ", অর্থাৎ বেদার্থভূত-ধর্ম্মের ন্যায় বেদার্থ-ব্রহ্ম প্রথমতঃ বেদ-প্রমাণ-সাহায্যে-প্রমিত হইলে, পশ্চাৎ ভূত-বস্তুত্ব-নিবন্ধন অনুবাদ-রূপে অনুমান ও অনুভব চিন্ময় আনন্দ-স্বরূপ শ্রীপরমব্রহ্মদেবে সাধক-রূপে প্রবৃত্ত হইলেও, তদ্দ্বারা শ্রীপরমেশ্বরদেবের বৈদৈকমেয়ত্ব কোন-রূপেই প্রতিহত হইতে পারে না।

বিশেষতঃ "তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি", "নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং", এই শ্রুতিদ্বয়-সাহায্যে একদিকে যেমন "উপনিষৎস্বেবাধিগতঃ", এই ব্যুৎপত্তিবলে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের বৈদৈকমেয়ত্ব প্রতিভাত হইতেছে, অপরদিকেও সেইরূপ অন্য-নিষেধ-শ্রুতিবলে শ্রীপরমেশ্বরদেবের প্রতি-ভাতা বৈদৈকমেয়তা দৃঢ়ীকৃতা হইতেছে। অতএব কল্পিতত্বের কথা দূরে থাকুক, "দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাম্", "বুধজনৈর্বাদঃ পরিত্যজ্যতাম্", "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ", "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া", ইত্যাদি-প্রবলতর-প্রমাণ-বচন-নিচয়-সাহায্যে শ্রীপরমেশ্বরদেবের তর্কাবগম্যত্ব যখন দূরে

প্রতিক্ষিপ্ত হইতেছে, তখন শ্রীপরমব্রহ্মদেব যে বেদৈকমেয়, তদ্বিষয়ে, আর কোনরূপ সন্দেহলেশানুলেশও থাকিতে পারে না।

এইরূপে শ্রীপরমেশ্বরদেবের শাস্ত্র-সিদ্ধত্ব-প্রযুক্ত কল্পনীয়ত্বাশঙ্কা পরিহৃতা হইলে, ঈশ্বর-কল্পনা-জনিত-গৌরব-পরিহারে সকলকে যত্নবান্ হইতে হইবে কেন? এবম্বিধ প্রশ্নের স্বতঃসমুদয় পাঠকমহোদগণের বিবেচনায় কি অস্বাভাবিকরূপে প্রতিভাত হইবে? কখনই নহে। শাস্ত্রসিদ্ধ অতএব অকল্পনীয় কর্ম্মারাধিত শ্রীপরমেশ্বরদেবই যে যথোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মানুরূপকর্ম্ম-ফল-দাতা, তদ্বিষয়ে স্বয়ং শাস্ত্র বলিতেছেন যে, এই শ্রীপরমেশ্বরদেবই তাদৃশ-ব্যক্তিবর্গকে সাধুকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, যাদৃশ-ব্যক্তিবর্গকে এই নিম্নতন-লোক-সকল হইতে ঊর্দ্ধলোকে উন্নীত করিতে ইচ্ছা করেন এবং এই শাস্ত্রসিদ্ধ-শ্রীপরমেশ্বরদেবই তাদৃশ-ব্যক্তিবর্গকে অসাধুকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, যাদৃশ-ব্যক্তিবর্গকে এই মর্ত্ত্যাদি-লোকসকল হইতে অধোলোকে নয়ন করিতে ইচ্ছা করেন। অতএব শাস্ত্রই যখন স্বয়ং শ্রীপরমেশ্বরদেবের ধর্ম্মাধর্ম্মফল-দাতৃত্ব-কীর্ত্তন ও তৎকারয়িতৃত্ব-কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন শাস্ত্র-সিদ্ধ-শ্রীপরমেশ্বরদেবের কল্পনীয়ত্বাশঙ্কা সুদূরপরাহতা হইতেছে।

উক্তরূপে শ্রীপরমেশ্বরদেবের প্রামাণিকত্ব-সমর্থিত হইলে, মীমাংসক-মতে অশ্রুতাপূর্ব্ব-কল্পনা ও তৎ-ফল-দাতৃত্ব-কল্পনা-জনিত-দূরপনেয়-গৌরব আপতিত হইতেছে। কিঞ্চ, উক্তরূপ আপতিত-গৌরব-স্বীকার করিয়াও, কল্পিত অপূর্ব্বের অস্তিত্ব-সমর্থনে যদি কেহ আগ্রহপরায়ণ হন, তাহা হইলে, আমরা বলিব, "যদ্‌যদচেতনং তৎসর্ব্বং চেতনাধিষ্ঠিতং প্রবর্ত্ততে, ইতি প্রত্যক্ষাগমাভ্যামবধারিতম্। তস্মাৎ অপূর্ব্বেণাপ্য-চেতনেন চেতনাধিষ্ঠিতেনৈব প্রবর্ত্তিতব্যং, নাপরথা।" অথবা প্রৌঢ়বাদ-সাহায্যে প্রমাণাভাববশতঃ অপূর্ব্বাস্তিত্ব অপ্রামাণিকবোধে অস্বীকার করিলেই বা ক্ষতি কি আছে?

যদি বল, ক্ষণিকযাগাদির শ্রুত-স্বর্গ-হেতুত্বানুপপত্তি-নিবন্ধন অর্থা-পত্তি-লক্ষণ-প্রমাণবশে স্থায়ী অপূর্ব্ব সিদ্ধ হইতেছে; সুতরাং অপূর্ব্বা-স্তিত্বে প্রমাণাভাব-কথন নিতান্ত অসঙ্গত, তবে আমরা বলিব, সর্ব্বকর্ম্ম-

ফল-দাতা শ্রীপরমেশ্বরদেবের সিদ্ধি-নিবন্ধন তাদৃশ আপাদ্য-জ্ঞান-সাহায্যে আপাদককল্পন-লক্ষণশ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণ উপক্ষীণ হওয়ায়, প্রয়োজন-সম্পাদনবশতঃ উপক্ষীণা অর্থাপত্তি পুনরপি অপূর্ব্বাস্তিত্ব-সমর্থনে প্রমাণ-ভাব প্রাপ্তা হইতে পারে না। কিঞ্চ, "ন কেবল-তর্কেণ অপূর্ব্বং সিধ্যতি।" অতএব "কর্ম্মভিরারাধিতাৎ ঈশ্বরাদেব স্থায়িনঃ" ফলসিদ্ধি অভিপ্রায়ে শ্রীভারতীতীর্থ মুনি বলিয়াছেন, "অচেতনাৎ ফলাসূতেঃ, শাস্ত্রীয়াৎ পূজিতেশ্বরাৎ। কালান্তরে ফলোৎপত্তের্নাপূর্ব্ব-পরিকল্পনা।" "তস্মাৎ কর্ম্মভিরারাধিত ঈশ্বরঃ ফল-দাতা।"

অতিক্রান্ত-গ্রন্থে উপক্রান্ত-পূর্ব্বোত্তর-পক্ষলক্ষণপ্রশ্ন-বাক্য-দ্বয়ের যথা-দর্শ তাৎপর্য্য-বিবরণ অবসিত হইয়াছে। এক্ষণে পাঠকমহোদয়গণ স্ব-স্ব-বুদ্ধি-প্রতিভা-পরিচালন-পূর্ব্বক বিবেচনা করিতে পারেন যে, কেবল কর্ম্ম, বা কেবল অপূর্ব্বের ফল-দাতৃত্ব-পক্ষ শ্রেয়ান্? কিম্বা কর্ম্মারাধিত-শ্রীপরমেশ্বরদেবের ফল-দাতৃত্ব-পক্ষ শ্রেয়ান্? কর্ম্ম, বা অপূর্ব্বের ফল-দাতৃত্ব-পক্ষ শ্রেয়স্করবোধে আচার্য্য-মহর্ষি-জৈমিনি-কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইলেও, মহামুনি বেদব্যাস ভগবান্ বাদরায়ণদেবের চরণ-চিহ্নানুসরণ-পুরঃসর আমরা কিন্তু বলিব, কর্ম্মারাধিত শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়-সহস্র-সিদ্ধ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের ফল-দাতৃত্ব-পক্ষই সমধিক প্রশস্ততর। কারণ, আচার্য্য শ্রীশঙ্করদেব "পূর্ব্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ।" এই তার্ত্তীয়-সূত্র-ব্যাখানাবসরে বিস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, "কর্ম্মাপেক্ষাৎ অপূর্ব্বাপেক্ষাদ্বা যথাতথাস্তু, ঈশ্বরাৎ ফলমিতি সিদ্ধান্তঃ। অর্থাৎ কর্ম্ম-সাপেক্ষই হউন, অথবা অপূর্ব্ব-সাপেক্ষই হউন, শ্রীপরমেশ্বরদেব হইতেই ফল-সিদ্ধি-পক্ষ মহাজনগণ-কর্ত্তৃক সিদ্ধান্তরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে।

কারণ, শ্রুতিবাক্যে শ্রীপরমেশ্বরদেব ধর্ম্মাধর্ম্মেরও কারয়িতৃত্বরূপে এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল-দানে হেতু-স্বরূপে ব্যপদিষ্ট হইয়াছেন। যে শ্রুতি-বাক্যে শ্রীপরমেশ্বরদেব ধর্ম্মাধর্ম্মের কারয়িতৃত্ব ও তৎফলদাতৃত্বরূপে অভিহিত হইয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমি সেই শ্রুতি-বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রুতিবাক্য যথা—"এষহ্যেব সাধু-কর্ম্ম কারয়তি তং, যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে, এষ উ এবাসাধু-কর্ম্ম কারয়তি তং,

যমেভ্যো লোকেভ্যঃ অধো নিনীষতে ইতি।" শ্রীপরমেশ্বরদেবের এই ধর্ম্মাধর্ম্মকারয়িতৃত্ব সর্ব্বজন-সমক্ষে স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হইলেও, আশা করি, উন্নয়ন ও অধোনয়ন অবলোকনে বিদ্বৎ-সমাজ শ্রীপরমেশ্বরদেবের ধর্ম্মাধর্ম্ম-ফল-দাতৃত্ব-বিষয়ে অস্পষ্টতা অনুভব করিবেন না। কিঞ্চ, শ্রীপরমেশ্বরদেবের ধর্ম্মাধর্ম্ম-ফল-দাতৃত্ব-সমর্থন-কল্পে স্পষ্ট-ভাষায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিতেছেন যে, "যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ, শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি। তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং, তামেব বিদধাম্যহম্। স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে। লভতে চ ততঃ কামান্, ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ইতি।" তথা সর্ব্ববেদান্ত-গ্রন্থে ঈশ্বরহেতুকা যে সকল-সৃষ্টি ব্যপদিষ্টা হইয়াছে, সেই সকল-সৃষ্টি-প্রতিপাদক-শ্রুতি-বাক্যের তাৎপর্য্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেও, অবশ্যই বিদ্বৎবৃন্দ "তদেব চেশ্বরস্য ফলহেতুত্বং যৎ স্বকর্ম্মানুরূপাঃ প্রজাঃ সৃজতি," এই গূঢ়তত্ত্বটী হৃদয়ঙ্গম করিয়া, বিমল-বিপুল আনন্দ অনুভবে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। "বিচিত্র-কার্য্যানুপপত্ত্যাদয়োঽপি দোষাঃ কৃতপ্রযত্নাপেক্ষত্বাদীশ্বরস্য ন প্রসজ্যন্তে।"

পাঠকমহোদয়গণ! অধুনা আমি বিদ্বৎসাধারণের সুবিধার জন্য উপরিতনগ্রন্থভাগে বিবৃত অর্থের অপেক্ষাকৃতা বিশদতরা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। প্রয়োজন-বশতঃ যে কোনরূপ কল্পনার আশ্রয়-গ্রহণ করিতে হইলে, অভীষ্ট-কল্পনার দৃষ্টান্তানুসারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা নিতান্ত যুক্তি-সঙ্গত, বা একান্ত আবশ্যক। অন্যথা নিজাভিমত-কল্পনা অনেক-স্থানে অনেক-সময়ে তুচ্ছ-বোধে উপেক্ষিতা হইতে পারে। ইহলোকে কদাচিৎও মৃৎ-সুবর্ণ-পিণ্ডাদি কুম্ভকার-হেমকারাদি-কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত হইয়া, কুম্ভ-রুচকাদি-নির্ম্মাণে বিভববান্, বা সামর্থ্যশালিরূপে পরিচিত, বা পরিদৃষ্ট নহে। যদি কেহ অপ্রযত্ন-পূর্ব্ব-গাভীদুগ্ধ-জলপ্রবাহ-বিদ্যুৎ-পবনাদি-দ্বারা উক্ত-নিয়মের ব্যভিচার আশঙ্কা করেন, তবে তৎ-পরিহারার্থ অবশ্য আমরা বলিব, ঐ সকল-স্থলেও অন্তর্যামী, বা চেতন-দেবতা-প্রভৃতির অধিষ্ঠান কল্পনীয় হওয়ায়, কল্পনাস্পদতা-নিবন্ধন বিদ্যুৎ-পবনাদির ব্যভিচার-নিদর্শনত্ব নিতরাং অনুপপন্ন হইতেছে। অতএব অচেতন কর্ম্ম, বা অপূর্ব্ব চেতন-কর্ত্তৃক

অধিষ্ঠিত না হইয়া, স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ং স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার উপযুক্ত উৎসাহ অর্জ্জনে যে সমর্থ নহে, একথা সুনিশ্চিততরা জানিতে হইবে।

এতাবান্ গ্রন্থ-সাহায্যে যদিচ এইরূপ অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে যে, "কর্ম্মাদি চেতনাধিষ্ঠিতং, অচেতনত্বাৎ, মৃৎসুবর্ণাদিবৎ", তথাপি নিম্নোক্তরূপ-ব্যক্ত-ব্যক্তব্য উপস্থিত হইতে পারে যে, স্বীকার করিলাম, কর্ম্মাদি অচেতন-পদার্থ-মাত্রই চৈতন্য-মাত্র-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত না হইয়া, ফল-প্রসব করিতে সমর্থ নহে ; পরন্তু প্রাসাদাদি, বা ঘটরুচকাদি-স্থলে শিল্পী, বা কুম্ভকারহেমকার-প্রভৃতির অন্তঃকরণারূঢ়-জীব-চৈতন্য-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত-কাষ্ঠ ও ইষ্টক-চূর্ণাদির, বা মৃৎপিণ্ড-সুবর্ণ-পিণ্ডাদির প্রাসাদ, বা ঘটরুচকাদি-ফলপ্রসবে সামর্থ্য যখন সুপরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন তাদৃশ-সুসিদ্ধ-চেতনাধিষ্ঠিতত্বরূপ-সাধ্য-সাধনার্থ সাগ্রহে প্রবৃত্ত হইবার আবশ্যক কি ? উক্তরূপ-সিদ্ধ-সাধ্যত্বাখ্য-দোষ-পরিহারার্থ এইরূপ উত্তর প্রদত্ত হইতে পারে যে সত্য ; যদি চৈতন্যমাত্রাধিষ্ঠিতত্ব সাধ্যরূপে আমাদিগের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, কথিতরূপ-সিদ্ধ-সাধ্যতার অবতারণা অসঙ্গতা হইত না ; পরন্তু চৈতন্যমাত্রই অধিষ্ঠাতৃস্বরূপে আমাদিগের অভিপ্রেত নহে।

কারণ, কর্ম্ম, কর্ম্মের স্বরূপ, শুভ-কর্ম্মের শুভ-ফল সুখ, তদিতর অশুভ-কর্ম্মের অশুভ-ফল দুঃখ, এইরূপ বিবেচনা-লক্ষণ-সামান্য-বিনিয়োগ, তথা "জ্যোতিষ্টোমাৎ স্বর্গঃ", ইত্যাদি-বিশেষ-বিনিয়োগ, বা বিশেষ-বিজ্ঞান-শূন্য চৈতন্যমাত্র অধিষ্ঠাতৃ-কার্য্যের উপযুক্ত হইতে পারেন না। যদি কর্ম্ম-স্বরূপ-সামান্য-বিনিয়োগাদি-বিশেষ-বিজ্ঞান-শূন্য যে চৈতন্যমাত্র, তাবন্মাত্রাধিষ্ঠিতত্ব সাধ্যরূপে আমাদিগের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, কর্ম্ম-স্বরূপাদি-বিশেষ-বিজ্ঞান-শূন্য-ক্ষেত্রজ্ঞ-জীব-চৈতন্যমাত্রাধিষ্ঠান-দ্বারা সিদ্ধ-সাধ্যত্বাখ্য-দোষ উদ্ভাবিত হইতে পারিত। পক্ষান্তরে আমরা অচেতন-কর্ম্ম, বা অপূর্ব্বাদির ফল-সিদ্ধি-পূর্ব্বক্ষণে কর্ম্ম-স্বরূপাদি-সাক্ষাৎকারবিশিষ্ট-পরম-পুরুষ-পরমেশ্বর-চৈতন্যাধিষ্ঠিতত্বরূপ অসিদ্ধ-সাধ্য-সিদ্ধি অভিপ্রায়েই অগ্রসর হইয়াছি, সুতরাং এরূপস্থলে সিদ্ধ-সাধ্য

অর্থাৎ সিদ্ধ-চৈতন্যাধিষ্ঠিতত্বের সাধ্য-স্বরূপে উপস্থাপন-লক্ষণ-দোষ আত্মলাভে নিতান্ত অসমর্থরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

অতএব তত্তৎপ্রাসাদ জন-সমূহের নিবেশন-যোগ্য-দুর্গ-প্রদেশাভ্যন্তর-বর্ত্তী ভূমিকা-বিশেষ-লক্ষণ অট্টাল, গোপুর ও তোরণাদির উপজনন-লক্ষণ-নিদর্শন-সহস্র-সাহায্যে যেমন চেতনাধিষ্ঠান-প্রযুক্ত অচেতন-সকলের কার্য্যারম্ভকত্ব সুপরিচিত হইয়াছে, সেইরূপ দেবতাধিকরণন্যায়-সাহায্যে নিষ্টঙ্কিতা, বা নির্ণীতা, শ্রুতিমন্ত্রার্থবাদ-স্মৃতীতিহাস-পুরাণ-লোক-প্রসিদ্ধা শব্দোপহিত অর্থ, বা অর্থোপহিত শব্দ, অর্থাৎ "ইন্দ্রায় স্বাহা", ইত্যাদি অশরীরাচেতন-চতুর্থ্যন্ত-শব্দাতিরিক্তা দেবতার বিগ্রহবত্ত্ব ও চৈতন্য, অর্থিত্ব, সামর্থ্য, বিদ্বত্ব, অপর্য্যুদস্তত্ব, উপনয়ন-শাস্ত্র, ব্রহ্মচর্য্য, তথা দেবতান্তরাভাব অবলম্বনে উদ্ভাবিত সর্ব্ববিধ আক্ষেপ, বা আশঙ্কা-লক্ষণ-বাধকের অসম্ভাবকালে সর্ব্বথা প্রতিষেধের অযোগ্যা বিবেচিতা হওয়ায়, চৈতন্যবতী-পরমেশ্বর-দেবতা-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই, কর্ম্ম, বা অপূর্ব্ব যে ফলপ্রসব করে, তাহাও সুপরিচিত হইতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, চৈতন্যবতী-শ্রীপরমেশ্বর-দেবতাই যদি ফল-দান করেন, তবে বহু-বিত্ত-ব্যয়ায়াস-সাধ্য-কর্ম্ম-সকলের আবশ্যক কি? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে দৃষ্টান্ত-প্রণয়ন-পূর্ব্বক আমরা বলিব, লোকসিদ্ধ-মহারাজ, কিম্বা প্রচুর-ধনৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন-লৌকিক ঈশ্বর, অর্থাৎ নিগ্রহানু-গ্রহ-কুশল-প্রভু-জন যেমন দান, পরিচরণ, প্রণাম, অঞ্জলীকরণ, তথা স্তুতিময়ী অতিশ্রদ্ধাগর্ভিতা ভক্তি-প্রভৃতি-সাহায্যে অসকৃৎ আরাধিত হইয়া, সম্যক্-প্রসন্নান্তঃকরণে আরাধকের প্রতি করুণা, বা অনুগ্রহ-প্রকাশার্থ স্বানুরূপ ফলদান করেন, তথা বিরোধতঃ অপক্রিয়া-সকল-সাহায্যে বিরোধকের প্রতি অহিত, অর্থাৎ তত্তৎ অপক্রিয়ালক্ষণ অসদাচরণের অনুরূপ-দুঃখময়-ফল-দান করেন, ইহা সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ, সেইরূপ শ্রীপরমেশ্বরদেবও জীব-নিবহ-কৃত-রমণীয়াচরণ, কপূয়াচরণ, বা শুভাশুভ অপূর্ব্বের অপেক্ষা করিয়াই, শুভাশুভ ফলদান করিয়া থাকেন। কিঞ্চ, উক্ত-প্রকারে শ্রীপরমেশ্বরদেবের যেমন কর্ম্মাপেক্ষা প্রদর্শিতা হইল, সেইরূপ অচেতন-কর্ম্ম-সকলেরও পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত

নিয়তা ঈশ্বরাপেক্ষা এস্থলে পাঠক-মহোদয়গণকে স্মরণ করিতে হইবে। এতাবান্ গ্রন্থ-সাহায্যে অধুনা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, "কেবলং কর্ম্ম বা, অপূর্ব্বং বা চেতনানধিষ্ঠিতং অচেতনং ফলং প্রসূত, ইতি দৃষ্ট-বিরুদ্ধম্।" অর্থাৎ যেমন দৃষ্ট-বিরোধ-বশতঃ বিনষ্ট-কর্ম্ম ফল-প্রসব করে, এইরূপ কল্পনা করা যায় না, সেইরূপ অচেতন অপূর্ব্ব, বা কর্ম্ম চেতন-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত না হইয়া, ফলপ্রসব করে, এবম্বিধ-কল্পনাও দৃষ্ট-বিরোধ-বশতঃ আশ্রয়ণীয়া নহে।

তাৎপর্য্য এই যে, "যথা বিনষ্টং কর্ম্ম ন ফলং প্রসূত, ইতি কল্প্যতে, দৃষ্টবিরোধাৎ, এবমিহাপীতি। তথা দেব-পূজাত্মকো যাগঃ দেবতাং ন প্রসাদয়ন্ ফলং প্রসূত, ইত্যাপি দৃষ্ট-বিরুদ্ধম্।" রাজ-পূজাত্মক আরাধন কি কখনও রাজাকে প্রসন্ন না করিয়া, ফল-দানে সমর্থ হইতে পারে? কখনই নহে। অতএব দৃষ্টানুগুণ্যার্থ যাগাদি-দ্বারাও যে দেবতা-প্রসত্তি উৎপাদিতা হইয়া থাকে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তথাচ কর্ম্মারাধিতা-দেবতার স্থায়ী প্রসাদ-বশেই যদি ফলোৎপত্তির উপপত্তি হয়, তবে "কৃতং অপূর্ব্বেণ", একথা বলা কি অসঙ্গত হইবে? এই-রূপ অশুভাচরণ-দ্বারা দেবতা-বিরোধনে প্রবৃত্ত হইলে, অশুভ-দুঃখময়-ফল-প্রাপ্তি শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেতিহাস-প্রসিদ্ধা হওয়ায়, তদ্বিষয়ে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। বিরোধাচরণ-জনিত দেবতার স্থায়ী অপ্রসাদ-বশে অনিষ্ট-ফল-প্রসব অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়াই, মহর্ষি জৈমিনি ধর্ম্মবৎ অধর্ম্মেরও জিজ্ঞাস্যত্ব সূচিত করিয়া, তৎ-পরিহারের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কিঞ্চ, শুভাশুভকারী জনগণের শুভাশুভানুরূপ-ফল-প্রসবকারিণী দেবতা দ্বেষ-পক্ষপাতবতী, একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, মহা-রাজা সাধুকারী জনগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এবং পাপকারী জন-গণের প্রতি নিগ্রহ, বা দণ্ডবিধান করিয়া, যেমন দ্বিষ্ট, বা অনুরক্ত বিবেচিত হন না, সেইরূপ অলৌকিক শ্রীপরমেশ্বরদেবও কর্ম্মানুরূপ-ফল-বিধান করিয়া, দ্বিষ্ট, বা রক্ত বলিয়া, বিঘোষিত হইতে পারেন না। যদি বল, প্রধান-যাগ-দ্বারা শ্রীপরমেশ্বরদেব প্রসন্নতালাভ করুন;

পরন্তু অঙ্গানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি ? তবে উত্তর এই যে, যেমন প্রধানাপূর্ব্ব কর্ত্তব্য হইলে, প্রধানাপূর্ব্ব-জননে উৎপত্ত্যপূর্ব্ব এবং অঙ্গাপূর্ব্ব সকলের উপযোগ স্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ প্রধানভূত শ্রীপরমেশ্বরদেবের আরাধনা কর্ত্তব্যা হইলে, অঙ্গারাধনা এবং উৎপত্ত্যা-রাধনার উপযোগ অবশ্য অঙ্গীকরণীয়, "স্বাম্যারাধন ইব তদমাত্য-তৎ-প্রণয়ি-জনারাধনানামিতি সর্ব্বং সমানমন্যত্রাভিনিবেশাৎ। তস্মাৎ দৃষ্টাবিরোধেন দেবতারাধনাৎ ফলং, নত্বপূর্ব্বাৎ, কর্ম্মণো বা কেবলাৎ।"

সমুদায়ার্থ এই যে, চন্দন-কণ্টকাদি-দৃষ্ট-সম্পত্তি-সাহায্যেই সুখাদি সম্ভবপর হইলে, আর ধর্ম্মার্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক কি ? স্মৃতি-বলে যদি ধর্ম্মাধর্ম্মাপেক্ষা অবশ্যম্ভাবিনী হয়, তবে শ্রুতি-স্মৃতি-মন্ত্রার্থাবাদ-পুরাণেতিহাস ও লৌকিক-ব্যবহার-বলে ঈশ্বরাপেক্ষা অবশ্যম্ভাবিনী হইবে না কেন ? অপিচ, অচেতন কর্ম্ম, বা অপূর্ব্বের স্বতঃ-প্রবৃত্তির অযোগ-নিবন্ধন সেবাদি-দৃষ্টান্তানুসারিণী শ্রুতির বলীয়স্ত্ব-প্রযুক্ত তথা সর্ব্ব-বেদান্ত-গ্রন্থে শ্রীপরমেশ্বরদেবের জগদ্ধেতুত্ব-শ্রবণ-হেতুবশে শ্রীপরমেশ্বরদেবাধিষ্ঠিত-কর্ম্ম হইতেই জগদন্তঃপাতী ফল-সকলের সিদ্ধি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

পুনরপি এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যাগের স্বর্গ-সাধনত্বানুপ-পত্তি-নিবন্ধন অপূর্ব্ব যে কল্পনা-মাত্র-সমধিগম্য, তাহা নহে ; পরন্তু "কৃতাত্যয়ে অনুশয়বান্ দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং, যথেতমনেবঞ্চ", ইতি সূত্রে দৃষ্ট-পদ-ব্যাখ্যানাবসরে উদাহৃত "তদ্ য ইহ রমণীয়-চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্, ব্রাহ্মণ-যোনিং বা, ক্ষত্রিয়যোনিং বা, বৈশ্য-যোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা, অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্, শ্বযোনিং বা, শূকরযোনিং বা, চাণ্ডালযোনিং বা।" এই প্রত্যক্ষাত্মিকা শ্রুতি, তথা অনুমানাত্মকস্মৃতি-পদ-ব্যাখ্যানাবসরে উদাহৃতা "বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতি-কুল-রূপায়ুঃ-শ্রুত-বৃত্ত-বিত্ত-সুখ-মেধসো জন্ম-প্রতিপদ্যন্তে।" এই স্মৃতি যখন "সানুশয়ানামেবাবরোহং দর্শয়তি", তখন উক্তরূপা শ্রুতি এবং স্মৃতি-দ্বারাও অপূর্ব্বের সিদ্ধি জানিতে

হইবে। অতএব প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণ-সিদ্ধ অপূর্ব্বের সর্ব্বথা প্রত্যাখ্যান কদাপি যুক্তি-যুক্ত বিবেচিত হইতে পারে না।

উক্তরূপা আশঙ্কার পরিহারার্থ উত্তর-বচনে আমরা বলিব, যদি প্রত্যক্ষ ও অনুমান অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি-লক্ষণ-সুদৃঢ়তর-প্রমাণ-বচন-সিদ্ধ অপূর্ব্ব কদাপি প্রত্যাখ্যেয় না হয়, তবে শ্রুতি-স্মৃতি-সিদ্ধ-শ্রীপরমেশ্বর-দেবের ফল-দাতৃত্বও কদাপি অস্বীকার্য্য হইতে পারে না। কিঞ্চ, আমরা যে কেবল উপপত্তি-মাত্র-সাহায্যে শ্রীপরমেশ্বরদেবকে ফল-হেতুরূপে কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা নহে, পরন্তু শ্রীপরমেশ্বরদেবের ধর্ম্মাধর্ম্মের কারয়িতৃত্ব ও ফল-দাতৃত্ব-বিষয়িণী-শ্রুতি এবং স্মৃতিও পাঠকমহোদয়গণের অবগতির জন্য অতিক্রান্ত-গ্রন্থে উদ্ধৃতা করিয়াছি। পূর্ব্বোদাহৃত-শ্রুতিবাক্যে শ্রীপরমেশ্বরদেবের ধর্ম্মা-ধর্ম্ম-কারয়িতৃত্ব এবং তৎ-ফল-দাতৃত্ব পরিশ্রুত হইলেও, "স বা এষ মহানজ আত্মা অন্নাদো বসুদানঃ", ইত্যাদি-শ্রুত্যন্তর-সাহায্যে শ্রীপরমে-শ্বরদেবের ধর্ম্মাধর্ম্মফল-দাতৃত্ব, বা ফলহেতুত্ব পুনরপি যদি দৃঢ়ীকৃত হয়, তবে বোধকরি, তাদৃশদৃঢ়ীকরণ কাহারও পক্ষে অরুচিকর হইবে না। অতএব "অন্নং আ সমন্তাৎ প্রাণিভ্যো দদাতীত্যন্নাদঃ, বসুদানো ধনদাতা" শ্রীপরমেশ্বরদেবই যে আমাদিগকে শুভাশুভকর্ম্মানুরূপফলদান করিতে-ছেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। "এতাবতা প্রবন্ধেন কর্ম্মণোঽ-পূর্ব্বস্য বা জড়ত্বেন উপকরণ-মাত্রত্বাৎ স্বতন্ত্র ঈশ্বর এব ফলদাতা ইতি সিদ্ধান্তো দর্শিতঃ।"

পাঠকমহোদয়গণ! প্রাক্তন-গ্রন্থ-পাঠ করিয়া, অধুনা বোধকরি, আপনারা বিস্পষ্টরূপে অবগত হইয়াছেন যে, ব্যাখ্যাত-পূর্ব্ব "ফলমত উপপত্তেঃ," এই ন্যায়ের অনুসরণ করিয়াই, গন্ধর্ব্বরাজ শ্রীমান্ পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন যে, "ক্ব কর্ম্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে?" পরম-পুরুষ-শ্রীশঙ্করদেবের আরাধনা বিনা, চেতনের চেতন ফলদাতা শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের বিশিষ্ট-সেবা-ব্যতীত কর্ম্ম যে ফলপ্রসবে সমর্থ নহে, তাহা আমি নিজ-বুদ্ধি-বিভবানুসারে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান-পরিচ্ছেদে বিচারিত, প্রাচীমীমাংসাচার্য্য-মহর্ষি-জৈমিনির মতসিদ্ধ, ধর্ম্মাধর্ম্ম-জনিত

অনুশয়, বা অতিশয়াখ্য এই অপূর্ব্বস্বীকার-পূরঃসর তদ্দ্বারা বেদান্তাচার্য্য ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাসদেব-কর্ত্তৃক উত্তর-মীমাংসাদর্শনে "বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ, তথাহি দর্শয়তি", এই সূত্রে শ্রীশ্রীপরমেশ্বর-দেবের তৎসাপেক্ষতা, অর্থাৎ শুভাশুভ-কর্ম্ম-সাপেক্ষতা অভিহিতা হইয়াছে। এই সূত্রটীর তাৎপর্য্যার্থ শ্রীশ্রীশিব-মহিম-বিকাশ-গ্রন্থের বাদি-নিরাকরণ-বিষয়ক-নবম-পরিচ্ছেদে সংগৃহীত, বা প্রদর্শিত হইলেও, পুনশ্চ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের জগজ্জন্মাদি-হেতুতার প্রতি আক্ষেপ উত্থাপন-পূর্ব্বক প্রতিসমাধানাবসরে স্থূণা-নিখনন-ন্যায়াবলম্বনে প্রতিজ্ঞাত অর্থের দৃঢ়ীকরণার্থ আমাকে শ্রীপরমেশ্বরাখ্য-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যা-ভাবাধিকরণরচনা করিতে হইবে।

"বৈষম্যাদ্যাপতেন্নোবা, সুখদুঃখে নৃভেদতঃ। সৃজন্ বিষম ঈশঃ স্যাৎ, নির্ঘৃণশ্চোপসংহরন্।" অর্থাৎ নির্দ্দোষ শ্রীমন্মহেশ্বরদেব হইতে জগৎ--সর্গবাদী বেদান্ত-সমন্বয়রূপ-বিষয় "যো বিষমকারী, স দোষবান্", এই ন্যায়ের সহিত বিরুদ্ধ হইতেছে কি না? এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, পূর্ব্বত্র অর্থাৎ "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্", এই সূত্রে লীলা-মাত্র-বশে শ্রীশঙ্করদেবের যে জগৎ-স্রষ্টৃত্ব কথিত হইয়াছে, শ্রীপরমেশ্বর-দেব যদি কর্ম্মাদি-সাপেক্ষ হন, তবে কর্ম্মাদি-সাপেক্ষ-শ্রীপরমেশ্বরদেবের তাদৃশ-জগৎ-স্রষ্টৃত্ব যুক্তি-যুক্ত হইতে পারে না। কারণ, কর্ম্মাদি-সাপেক্ষ-শ্রীপরমেশ্বরদেবের যদি জগৎস্রষ্টৃত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, তাঁহার অনীশ্বরত্বাপত্তি অপরিহার্য্যা হইবে। আর যদি কর্ম্মাদির অপেক্ষা না করিয়াই, শ্রীশঙ্করদেব জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও, কর্ম্মাদির অপেক্ষা-রাহিত্য-প্রযুক্ত শ্রীপরমেশ্বরদেবের রাগাদি-দোষাপত্তি অবশ্যম্ভাবিনী হইবে।

উক্তরূপ আক্ষেপ-সঙ্গতি-বশে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন-প্রসঙ্গে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, জন্মাদি-সূত্রে, লীলা-কৈবল্য-সূত্রে, অথবা তবৈশ্বর্য্যং যত্তজ্জগদুদয়-রক্ষাপ্রলয়কৃৎ", এই শ্লোকচরণে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবেরই যে জগৎকারণত্ব প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, তাহা নিতরাং অনুপপন্ন প্রতিভাত হইতেছে। "নেশ্বরো জগতঃ কারণং উপপদ্যতে", এইরূপ পূর্ব্ব-পক্ষীয়-

প্রতিজ্ঞাবচনশ্রবণ-সমনন্তর "কুতঃ?" এইরূপ-হেতুপ্রশ্ন উপস্থিত হইলে, হেতু-সমর্পণাবসরে বলা হইয়াছে, "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য-প্রসঙ্গাৎ ইতি।" অর্থাৎ "কাংশ্চিৎ অত্যন্ত-সুখভাজঃ করোতি দেবাদীন্, কাংশ্চিৎ অত্যন্তদুঃখভাজঃ করোতি পশ্বাদীন্, কাংশ্চিৎ মধ্যম-ভোগ-ভাজঃ মনুষ্যাদীন্, ইত্যেবং বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমাণস্য ঈশ্বরস্য পৃথগ্জন-স্যেব রাগ-দ্বেষোপপত্তেঃ শ্রুতি-স্মৃত্যবধারিত-স্বচ্ছত্বাদীশ্বর-স্বভাব-বিলোপঃ প্রসজ্যেত। বাস্তবিকপক্ষেও শ্রীপরমেশ্বরদেব যদি পৃথক্ পামর-জনের ন্যায় রাগ-দ্বেষকলুষিত-হৃদয়ে অত্যন্ত-সুখ-ভোগ-ভাগী দেবাদি, অত্যন্ত-দুঃখ-ভোগ-ভাগী পশ্বাদি এবং মধ্যম-ভোগভাগী মনুষ্যাদির সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহার অর্থাৎ বিষম-সৃষ্টি-নির্ম্মাণকারী শ্রীপরমেশ্বরদেবের "নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্", এই শ্রুতি, তথা "ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি, ন প্রিয়ঃ", এইরূপ স্মৃতি-প্রমাণাবধারিত-স্বচ্ছত্ব-কূটস্থত্বলক্ষণ ঈশ্বর-স্বভাবের বিলোপ-প্রসঙ্গ সমাগত হইবে না কেন?

তথা "খলজনৈরপি জুগুপ্সিতং নির্ঘৃণত্বমতিক্রূরত্বং দুঃখ-যোগ-বিধানাৎ, সর্ব্ব-প্রজোপসংহরণাচ্চ প্রসজ্যেত।" বাস্তবিক-পক্ষে শ্রীপরমেশ্বরদেব কোনরূপ সাধনের অপেক্ষা না করিয়া, যদি কেবলমাত্র নিজ উচ্ছৃঙ্খলেচ্ছা-বৃত্তি-সাহায্যে এই জগতীতলস্থ-বিবিধ-জাতীয়-জীব-নিবহের প্রতি অশেষ-প্রকার দুঃখ-যোগের বিধান এবং সর্ব্ব-জাতীয়-প্রজার উপসংহরণ-কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি অর্থাৎ শ্রীপরমেশ্বরদেব নিতান্ত খল-জন-কর্ত্তৃকও অত্যন্ত-জুগুপ্সিত-নিন্দিতবোধে যে কার্য্য অবশ্য পরিত্যজ্য, খলজনেরও অনাচরণীয়-নিতান্ত-নিন্দিত-ঘৃণিত-তাদৃশ অপকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, নির্ঘৃণত্ব অতিক্রূরত্ব নিতান্ত-নির্দ্দয়ত্ব অর্জ্জন-দ্বারা জন-দুর্নিবারলোকাপবাদ-দোষে দুষ্ট, বা কলঙ্কিত না হইবেন কেন? "ঈশ্বরো দেবাদীন্ সুখিনঃ সৃজতি, পশ্বাদীন্ দুঃখিনঃ, মনুষ্যান্ মধ্যমান্, এবং তারতম্যেন পুরুষ-বিশেষেষু সুখ-দুঃখে সৃজন্নীশ্বরঃ কথং বিষমো ন স্যাৎ? কথং নীচৈরপ্যত্যন্তজুগুপ্সিতং দেবতির্য্যঙ্মনু-ষ্যাদ্যশেষং জগদুপসংহরন্ নির্ঘৃণো ন ভবেৎ? তস্মাৎ বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে

প্রসজ্যেয়াতাং।" "তস্মাৎ বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য-প্রসঙ্গান্নেশ্বরঃ কারণমিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ।"

"প্রাণ্যনুষ্ঠিত-ধর্ম্মাদিমপেক্ষ্যেশঃ প্রবর্ত্ততে। নাতো বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে, সংসারস্তু নচাদিমান্॥ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে নেশ্বরস্য প্রসজ্যেতে, কস্মাৎ? সাপেক্ষত্বাৎ।" তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীপরমেশ্বরদেবের সম্বন্ধে উক্তরূপ-বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য-দোষ-প্রসঙ্গাবতারণ কোনরূপেই ন্যায়-সঙ্গত নহে। কারণ, শ্রীপরমেশ্বরদেব যদি পৃথগ্জনের ন্যায় নিজ ইচ্ছানুসারে অর্থাৎ কোনরূপ কারণান্তরের অপেক্ষা না করিয়া, কেবল-মাত্র স্বাতন্ত্র্য, প্রভুত্ব, বা অপরিসীম-শক্তি-বলে এই বিষমা সৃষ্টির নির্ম্মাণ করিতেন, যদি শ্রীপরমেশ্বরদেব কেবল হঠকারিতা-সাহায্যে এই বিপুল-বিরাট্-বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থির-চর-সুর-নর-গিরি-সমুদ্রাদি-জগদ্বিম্বের বিরচনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন; তাহা হইলে, "স্যাতামেতৌ দোষৌ, বৈষম্যং, নৈর্ঘৃণ্যঞ্চ।" অর্থাৎ নিমিত্তের অপেক্ষা না করিয়া, যে স্থলে, বিষমকারিত্বের পরিচয় প্রদত্ত হয়, সেই স্থলেই বৈষম্যাদি-দোষ উদ্ভাবিত হইতে পারে।

পক্ষান্তরে শ্রীপরমেশ্বরদেব ত নিমিত্তাপেক্ষা রহিত হইয়া, এই বিষমা সৃষ্টির বিনির্ম্মাণ করেন নাই। এরূপ স্থলে নিরবদ্য-নিরঞ্জন-শ্রীপরমেশ্বর-দেবের সম্বন্ধে বৈষম্যাদি-দোষ উৎপ্রেক্ষিত হইতে পারে কিরূপে? অতএব ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "ন তু নিরপেক্ষস্য নির্ম্মাতৃত্বমস্তি, সাপেক্ষো হি ঈশ্বরঃ বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে। যদি প্রশ্ন হয় যে, শ্রীপরমেশ্বরদেব কিরূপ নিমিত্তের অপেক্ষা করিয়া, এই বিষমা সৃষ্টির নির্ম্মাণ করিয়াছেন? তবে উত্তর এই যে, শ্রীপরমেশ্বরদেব ধর্ম্মাধর্ম্ম-লক্ষণ-নিমিত্তের অপেক্ষা করিয়া, এই বিষমা সৃষ্টির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অতএব সৃজ্যমান-প্রাণিগণের পূর্ব্বকৃত-ধর্ম্মাধর্ম্মাপেক্ষাবশে যদি এই বিষমা সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে, উচ্চাবচ-মধ্যম-সৃষ্টির নির্ম্মাণ-জন্য শ্রীপরমেশ্বরদেবের কোনরূপ অপরাধ হইতে পারে না।

উক্তরূপে ধর্ম্মাধর্ম্মাপেক্ষাবশে যদি শ্রীপরমেশ্বরদেব এই বিষমা সৃষ্টির নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তবে শ্রীঈশ্বরদেবের অনীশ্বরত্ব-প্রসঙ্গ

অনিবার্য্য হইবে না কেন ? এইরূপ আশঙ্কার পরিহার-কল্পে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সেবার অপেক্ষা করিয়া, মহারাজ যদি অনুরূপ পুরস্কারাদি-লক্ষণ ফলদান করেন, তবে কি তাঁহার ঈশ্বরত্বের অপায় সম্ভাবিত হইতে পারে ? "ননু তর্হি ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যামেব বিচিত্রা সৃষ্টিরস্তু, কিমীশ্বরেণ ?" এইরূপ আপত্তি-নিরসনার্থ আমরা অবশ্যই বলিতে পারি যে, "ঈশ্বরস্তু পর্জ্জন্যবৎ দ্রষ্টব্যঃ।" অর্থাৎ বৃষ্টি-লক্ষণ পর্জ্জন্য যেমন ব্রীহি-যবাদি-সৃষ্টি-বিষয়ে সাধারণ কারণ মাত্র হইয়া থাকে ; পরন্তু ব্রীহি-যবাদি-বৈষম্য-বিষয়ে তত্তদ্‌বীজ-গত-সামর্থ্য-সকল অসাধারণ-কারণভাব ভজনা করে, সেইরূপ শ্রীপরমেশ্বরদেবও দেব-মনুষ্যাদি-সৃষ্টি-বিষয়ে সাধারণ-কারণভাব-মাত্র ভজনা করিয়াছেন এবং দেব-মনুষ্যাদি-বৈষম্য-বিষয়ে তত্তৎ জীব-গত-ধর্ম্মাধর্ম্ম-জনক-কর্ম্ম-সকলই অসাধারণ-কারণভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব সাধারণ-হেতু-সহিত অসাধারণ-হেতুর কার্য্যকারিতা সুস্থিতা হওয়ায়, শ্রীপরমেশ্বরদেবের বৈয়র্থ্য-প্রসঙ্গ-নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অন্যথা অর্থাৎ সাধারণ-কারণ-নিরপেক্ষ অসাধারণ-হেতুর কার্য্যকারিত্বাঙ্গীকারে পর্জ্জন্য-বৈয়র্থ্য-প্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। "এবমীশ্বরঃ সাপেক্ষত্বাৎ বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যাভ্যাং ন দুষ্যতি।"

যদি বল কিরূপে অবগত হওয়া যাইবে যে, সাপেক্ষ ঈশ্বর নীচ, মধ্যম এবং উত্তম-সংসারের নির্ম্মাণ করিয়াছেন ? তবে উত্তর এই যে, শ্রীপরমেশ্বরদেবের সাপেক্ষত্বের প্রতিশ্রুতিই প্রকৃষ্ট-প্রমাণ। শ্রীপরমেশ্বরদেবের নীচ, মধ্যম এবং উত্তম-সংসার-নির্ম্মাণ-প্রসঙ্গে সাপেক্ষত্ব-প্রদর্শনাবসরে স্বয়ং শ্রুতি বলিতেছেন যে, "এষহ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং, যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে, এষ উ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং, যমেভ্যো লোকেভ্যঃ অধো নিনীষতে।" তথা অপরা শ্রুতি বলিতেছেন যে, "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন ইতি।" এইরূপ শ্রীপরমেশ্বরদেবের প্রাণি-কর্ম্ম-বিশেষাপেক্ষ অনুগৃহীতত্ব ও নিগৃহীতত্ব-প্রদর্শনাবসরে স্মৃতিও বলিতেছেন যে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" উক্তরূপ শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রমাণ-পর্য্যালোচনা-বশে বিস্পষ্টতঃ অবগত হওয়া যাইতেছে যে, শ্রীপরমেশ্বরদেব প্রাণি-গণের

পূর্ব্ব-কৃতধর্ম্মাধর্ম্মাপরপর্য্যায়-পুণ্য-পাপ-সাপেক্ষ হইয়াই, এই বিষম-সংসার রচনা করিয়াছেন। অতএব "নেশ্বরস্য বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে সম্ভবতঃ।"

যদি বল, "যং জনমুন্নিনীষতে", অর্থাৎ ঊর্দ্ধলোকে নীত করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীপরমেশ্বরদেব যদি "তং সাধু কর্ম্ম কারয়তি" এবং "যং জনমধোনিনীষতে", অর্থাৎ অধোলোকে নীত করিতে ইচ্ছা করেন, "তমসাধু কর্ম্ম কারয়তি", এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে, "কঞ্চিৎ জনং সাধু কঞ্চিদসাধু কর্ম্ম কারয়তো বৈষম্যং" তদবস্থ হইবে না কেন? তবে আমরা বলিব, উক্তরূপ আশঙ্কাবাক্যের প্রয়োগ সমুচিত নহে। কারণ, অনাদিভূতপূর্ব্বার্জ্জিত-সাধ্বসাধু-বাসনা-দ্বারা স্বভাবতঃ জন-সমূহের তত্তৎ-কর্ম্ম-বিষয়ে প্রবৃত্তি সম্ভবপরা হইলে, শ্রীপরমেশ্বরদেবের সাধারণ-হেতুতা-মাত্র-সমাগতা হইতেছে। "অতোঽনবদ্য ঈশ্বর ইতি ভাবঃ।"

অথবা শ্রীপরমেশ্বরদেবের বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য-প্রসঙ্গ-পরিহারার্থ প্রকারান্তরে সিদ্ধান্ত-সম্মত উত্তর এই যে, শ্রীপরমেশ্বরদেবের সম্বন্ধে বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য-প্রসঙ্গ আপতিত হইতে পারে না। কারণ, প্রাণিগণের উত্তম, মধ্যম ও অধম-লক্ষণ-বৈষম্যের প্রতি তত্তৎ-কর্ম্মসকলেরই প্রযোজকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিঞ্চ, তথাকথিত-বৈষম্যের প্রতি তত্তৎ-কর্ম্ম-সকলের প্রযোজকতাস্বীকার-মাত্রেই শ্রীপরমেশ্বরদেবের স্বাতন্ত্র্য-হানিবিষয়ে আর কোনরূপ আশঙ্কা উপস্থিতা হইতে পারে না। কারণ, শ্রীপরমেশ্বরদেব যখন অন্তর্যামি-স্বরূপে সর্ব্ব-জনের হৃদয়-সরসিজাসনে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন, তখন তাঁহার সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষতা অব্যাহতা রহিয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীঈশ্বরদেব সম্বন্ধে বৈষম্য-পরিহারার্থ প্রবৃত্ত হইয়া, তথা কর্ম্মসকলের বৈষম্য-হেতুতা-কথন করিয়া, পুনরপি শ্রীপর-মেশ্বরদেবের স্বাতন্ত্র্য-সিদ্ধির জন্য যদি তাঁহার তত্তৎ-কর্ম্ম-নিয়ামকতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, অন্ততঃ গমন করিয়া, অর্থাৎ পরিশেষে শ্রীপরমেশ্বরদেবেরই তথাবিধ-বৈষম্য আপতিত হওয়ায়, ঘট্ট-কুটী-প্রভাতাখ্য-ন্যায়ের শুভসমাগম কি অপরিহার্য্য হইবে না?

পাঠকমহোদয়গণ! ঘট্ট-কুটী-প্রভাত-ন্যায়ের বিবরণ আপনারা

অবগত আছেন কি? যদি অবগত না থাকেন, তবে আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সার্থবাহী চতুর-বণিক-সঙ্ঘ নিজ-নিজ-পালিত উষ্ট্র-প্রভৃতি পশুর পৃষ্ঠে পণ্য-সম্ভার অবস্থাপিত করিয়া, দেশ-দেশান্তরে পর্য্যটন-কালে কোন এক প্রবল-পরাক্রান্ত-রাজার বিষয়াধিকারে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য-রাজকীয়-কর-সংগ্রহকারী কোন রাজপুরুষের ঘট্ট অর্থাৎ পার্ব্বত্য-বিষম-পথের পার্শ্ব-দেশস্থ-কুটী, বা বাস-ভবনের পরিচয় অবগত হইয়া, কর-দান-ভয়ে ভীত-হৃদয়ে রাজ-পুরুষের প্রতি প্রবঞ্চনা-প্রয়োগাভিপ্রায়ে রাজ-পুরুষের ঘট্ট-কুটী-প্রাপক-পথ-পরিহার-পুরঃসর সন্ধ্যা-সমাগমে নৈশান্ধকার-সমাচ্ছন্ন-কলেবরে মার্গান্তরাবলম্বনে প্রস্থানানন্তর পথ-ভ্রান্তি-বশে, বিধির অনতিক্রমণীয়-বিধান-বশে, বা কর্ম্ম-বিপাক-বশে সমস্তরাত্রি ইতঃস্ততঃ পরিতঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে, নিশাবসানে প্রভাত-সময়ে অত্যন্ত-মানস-পরিতাপের সহিত দেখিল যে, তাহারা রাজ-কর-সংগ্রহকারী রাজপুরুষের প্রহরি-জন-পরিবেষ্টিত সেই ভবন-দ্বারেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এক্ষণে পাঠকমহোদয়গণ! একটু স্থির-চিত্তে আপনারা একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, কর-দান-ভীতি-স্থানীয়বৈষম্য-দোষ-প্রসঙ্গপরিহারার্থ মার্গান্তর-স্থানীয়-কর্ম্ম-সকলের বৈষম্য-হেতুতা-সমাশ্রয়ণ-পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পরিতঃ পরিভ্রমণস্থানীয় ঈশ্বর-সম্বন্ধী স্বাতন্ত্র্য-সিদ্ধ্যর্থে পুনরপি তাঁহার কর্ম্ম-নিয়ামকতা-স্বীকারের অনন্তর নিশাবসান-লক্ষণ-প্রভাত-স্থানীয় আশঙ্কা-সমাধানাবসানে ত্রিভুবন-মহারাজ-চক্রবর্ত্তী শ্রীশঙ্করদেবের ত্রৈলোক্য-বিষয়াধিকারে শাস্ত্র-প্রদেশে শাস্ত্রার্থ-শোধন-কল্পে নিযুক্ত-রাজপুরুষ-স্থানীয় শ্রীপরমেশ্বরদেবের কটাক্ষপ্রেরিত উত্তর-কর-সংগ্রহকারী পূর্ব্ব-পক্ষ-বাদীর ঘট্ট-কুটী-স্থানীয়-বিচারাত্মক-শাস্ত্র-ভবন-দ্বার-দেশে সমাগমনান্তে বণিক-সঙ্ঘ-স্থানীয়-সমাধান-কর্ত্তার প্রবলতর-কর-দান-ভয়ের ন্যায় পূর্ব্ববাদি-কর্ত্তৃক অপরিজ্ঞাতার্থ উত্তর-দান-জনিত-বৈষম্য-ভীতি প্রবলতরা হইতেছে কি না? ফলতঃ শ্রীপরমেশ্বরদেবের কর্ম্ম-নিয়ামকত্ব অঙ্গীকৃত হইলে, তদ্দ্বারা তাঁহার পক্ষে বৈষম্যাপাত অবশ্যম্ভাবী।

উক্তরূপ প্রশ্নের নিরাকরণার্থ অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, না,

ঘট্ট-কুটী-প্রভাতাখ্য-ন্যায়ের শুভসমাগম অপরিহার্য্য হইবে না। কারণ, শ্রীপরমেশ্বরদেবের বৈষম্য-প্রসঙ্গ-পরিহারার্থ প্রাণি-গণের উত্তম, মধ্যম ও অধম-লক্ষণ-বৈষম্যের প্রতি তত্তৎকর্ম্ম-সকলের প্রয়োজকত্বকথনান্তে সমাগত ঈশ্বরীয়-স্বাতন্ত্র্য-হানি-শঙ্কার নিরসনাবসরে যে সমাধান, বা উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, সেই উত্তর-বচনের অর্থাৎ "অন্তার্যামিতয়া কর্ম্মাধ্যক্ষত্বাৎ", এই হেতু-বচনের সম্যক্ তাৎপর্য্য পরিজ্ঞান-নিবন্ধনই ঘট্ট-কুটী-প্রভাতাখ্য-ন্যায় অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছে। অধুনা শ্রীঈশ্বরদেবের স্বাতন্ত্র্য-সিদ্ধির জন্য প্রযুক্তকর্ম্মাধ্যক্ষত্ব অর্থাৎ তত্তৎকর্ম্ম-নিয়ামকত্ব অভ্যুপগত হইলেও, কেন যে ঘট্ট-কুটী-প্রভাতাখ্য-ন্যায়ে শ্রীপরমেশ্বরদেবে পুনরপি বৈষম্য আপতিত হইবে না? তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, পাঠকমহোদয়গণ! শ্রীকরুণাময়ের কৃপাবশে আপনারা সেই উত্তর-বচন শ্রবণ করুন।

শ্রীপরমেশ্বরদেবের যে কর্ম্মাধ্যক্ষত্ব, বা তত্তৎ-কর্ম্ম-নিয়ামকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, সেই কর্ম্ম-নিয়ামকত্ব অর্থে তত্তদ্‌বস্তু-শক্তি-সকলের অব্যবস্থা-পরিহার-মাত্র জানিতে হইবে। শক্তি-সকল কিন্তু শাস্ত্র-সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীমায়াদেবীরই শরীরভূত হইয়া, অবস্থিত রহিয়াছে। মায়া-শরীরভূত হইয়া, বস্তু-শক্তি-সকল অবস্থিত হওয়ায়, শ্রীপরমেশ্বরদেব যে ঐ সকল শক্তির উৎপাদক নহেন, একথা বেদান্ত-বিজ্ঞান-সাহায্যে সুনিশ্চিতার্থ-জনগণের সমক্ষে অধিক করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। অতএব স্ব-স্ব-শক্তিবশে কর্ম্ম-সকলের বৈষম্য-হেতুতা সুসমর্থিতা হইলেও, পুনরপি তত্তদ্‌বস্তুশক্তিসকলের অব্যবস্থা-পরিহার-মাত্র-সাহায্যে ব্যবস্থাপকস্বরূপ শ্রীপরমেশ্বরদেবের বৈষম্য-প্রসঙ্গ হইবে কেন?

কিঞ্চ, "কথং নীচৈরপ্যত্যন্তজগুপ্সিতং দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদ্যশেষং জগদুপসংহরন্ নির্ঘৃণো ন ভবেৎ?" এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব, সংহার যদি দুঃখের কারণ হইত, তাহা হইলে, শ্রীপরমেশ্বরদেব অবশ্যই দুঃখ, বা পীড়া-প্রদান-বশতঃ নির্ঘৃণ হইতেন। পরন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে, সমস্ত-দিনে বিবিধ-ক্লেশ-জনক-কার্য্যে বিপুল-পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত-পরিক্লান্ত অবশাঙ্গ-জীবগণ দৈনন্দিন-প্রলয়-লক্ষণা বিশ্রাম-সুখ-দায়িনী সর্ব্ব-ক্লেশ-

বিনাশিনী-সুষুপ্তির সুখময়-ক্রোড়ে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া, সর্ব্ববিধ- দুঃখের তিরোভাবনিবন্ধন যেমন সৌষুপ্ত-পরমানন্দ উপভোগে সমর্থ হয়, সেইরূপ সৃষ্টি-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া, মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব-সময়-পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ-সংসার-বর্ত্ম-প্রদেশে বারংবার যাতায়াত করিয়া এবং "যাবজ্জননং, তাবন্মরণং, তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্।" "পুনরপি জননং, পুনরপি মরণং, পুনরপি জননীজঠরে শয়নম্", ইত্যাদি আচার্য্যোপদিষ্ট-বচন-প্রতীত-জনি-মৃতি-প্রবাহ-লক্ষণ-সংসারসাগরে বারম্বার উন্মজ্জিত-নিমজ্জিতাবস্থায় নিতান্ত-ক্লান্ত হইয়া, রুদ্ধশ্বাস-জীবগণ কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ-লাভ-বাসনায় দিবস-কালীন-ব্যবহার-জনিত-ক্লেশাপনোদন-তৎপর-মানসে পূর্ব্বাশ্রিত-সুষুপ্তির সুখ-দাত্রীত্ব-স্মরণ-পুরঃসর অশেষ-জগদুপসংহারোপলক্ষিত-মহাপ্রলয়-লক্ষণা পারমেশ্বরী-সুষুপ্তিরও সুখ-দাত্রীত্বানুমান-দ্বারা তদীয়-সুখময়-ক্রোড়ে আশ্রয়-গ্রহণার্থ সুদীর্ঘবিশ্রাম-সুখ-সৌভাগ্যসম্ভোগার্থ উৎকণ্ঠিত, বা অভিলাষী হইবে না কেন?

ফলতঃ যদি উক্তরূপে সর্ব্ব-জগদুপসংহারের সুষুপ্তিবৎ দুঃখাজনকতা সুপরিনিশ্চিতা হয়, তাহা হইলে, শ্রীপরমেশ্বরদেবের বিবিধ-দুঃখ-দাতৃত্ব-নিবন্ধন নির্ঘৃণত্বের পরিবর্ত্তে বিবিধ-দুঃখাপহারকত্বপ্রযুক্ত তাঁহার সঘৃণত্বই কি সম্যক্ পরিস্ফুট হইতেছে না? অতএব উক্তরূপ-যাবতীয় অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী শ্রীভারতীতীর্থমুনিও বলিয়াছেন যে, "নায়ং দোষঃ, নিয়ামকত্বং নাম তত্তদ্বস্তু-শক্তীনামব্যবস্থা-পরিহারমাত্রং, শক্তয়স্তু মায়া-শরীরভূতাঃ, ন তাসামুৎপাদকঃ ঈশ্বরঃ, ততশ্চ স্ব-স্ব-শক্তিবশাৎ কর্ম্মণাং বৈষম্য-হেতুত্বেঽপি ন ব্যবস্থাপকস্য ঈশ্বরস্য বৈষম্য-প্রসঙ্গঃ, সংহারস্য সুষুপ্তিবৎ দুঃখাজনকত্বাৎ, প্রত্যুত সর্ব্ব-ক্লেশ-নিবর্ত্তকত্বাৎ সঘৃণত্বমেব ইতি।" যদি বল, অবান্তর-সৃষ্টি-সমূহে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কর্ম্মাপেক্ষাবশে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া, শ্রীপরমেশ্বরদেবের পক্ষে বৈষম্যাভাব সমর্থনযোগ্য হইলেও, প্রথম-সৃষ্টি-সময়ে পূর্ব্ব-কর্ম্ম-নিচয়ের অসম্ভব-নীয়তা, বা অভাব-প্রযুক্ত বৈষম্যদোষ তদবস্থ হইতেছে, তবে আমরা বলিব "ন, সৃষ্টি-পরম্পরায়া অনাদিত্বাৎ, নান্তো, ন চাদিঃ", ইত্যাদি-শাস্ত্রাৎ, তস্মান্ন কোঽপি দোষঃ।"

পাঠক-মহোদয়গণ! গত-গ্রন্থ-পাঠে অবশ্যই আপনারা অবগত হইয়াছেন যে, পূর্ব্ব-মীমাংসাদর্শন-সিদ্ধশুভাশুভ-কর্ম্ম-জনিত-শুভাশুভ অপূর্ব্ব-স্বীকার করিয়াই, তদ্দ্বারা শ্রীপরমেশ্বরদেবের উচ্চাবচ-মধ্যম-সুখ-দুঃখ-ভেদ-বিশিষ্ট-প্রাণভৃৎ-প্রপঞ্চ, তথা সুখ-দুঃখ-কারণ-সুধা-বিষাদিরূপানেকবিধ-সৃষ্টি-বিরচনার প্রতি প্রাণভৃদ্‌ভেদোপাত্ত-পাপ-পুণ্য-কর্ম্ম-সাপেক্ষতা অভিহিতা হইয়াছে সত্য; পরন্তু বাস্তবিক-পক্ষে বিচার-পূর্ব্বক বলিতে হইলে, অবশ্যই বলিতে হইবে যে, লিঙাদির ইষ্টাভ্যুপায়তা-মাত্র-বাচকত্ব-প্রযুক্ত তথা তদন্যথানুপপত্তি, বা ক্ষণিক-যাগাদির শ্রুত-স্বর্গহেতুত্বানুপপত্তিলক্ষণা-শ্রুতার্থাপত্তিরও শ্রুতিন্যায়-সহস্র-সিদ্ধ-শ্রীপরমেশ্বরদ্বারা উপক্ষয়নিবন্ধন অপূর্ব্বের সাধক কোন প্রমাণেরই অস্তিত্ব উপলব্ধ হইতেছে না। যদি উক্তরূপে অপূর্ব্ব-সাধক-প্রমাণের অস্তিত্বই অনুপলব্ধ হয়, তাহা হইলে, অপূর্ব্ব-সিদ্ধি কিরূপে সম্ভবপরা হইতে পারে?

"কৃতাত্যয়ে অনুশয়বান্", ইত্যত্র উদাহৃতাভিঃ "য ইহ রমণীয়-চরণাঃ", ইত্যাদিশ্রুতি-স্মৃতিভিঃ অপূর্ব্বসিদ্ধিশ্চেৎ, তাভিরীশ্বরস্যাপি ফল-দাতৃত্বং স্বীকার্য্যম্", একথা আমরা অতিক্রান্ত-গ্রন্থে কীর্ত্তন করিয়াছি। কিঞ্চ, মীমাংসকমতে অপূর্ব্ব এবং অপূর্ব্বের ফল-দাতৃত্ব এই দুইটী কল্পনা করিতে হইবে। পক্ষান্তরে অর্থাৎ আমাদিগের মতে কেবল-মাত্র শ্রীঈশ্বর-কল্পনা করিলেই সমস্ত-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। কারণ, শ্রীপরমেশ্বরদেবের ফল-দাতৃত্বাদি চেতনত্ব-প্রযুক্ত রাজাদির ন্যায় লোক-সিদ্ধ হওয়ায়, তৎকল্পনা-জনিত আয়াসাঙ্গীকার না করিয়াও, পূর্ব্বপ্রতি-পাদিত-প্রণালী অনুসরণে স্বতঃ-সিদ্ধ-সর্ব্বজ্ঞত্ব-সাহায্যে তত্তৎ-কর্ম্মানুরূপ-ফল-দাতৃত্বোপপাদনদ্বারা শ্রীপরমেশ্বরদেবের সম্বন্ধে আপাদিত-বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যাদি-দোষ-প্রসঙ্গ দূরে পরিহৃত হইলে, সমারব্ধ অধিকরণরচনা-কার্য্যে অপর কোন সম্পাদনীয়-কার্য্য অবশিষ্ট থাকিতেছে না।

অধিকন্তু শ্রীপরমেশ্বদেবের বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য-দোষ-পরিহার-প্রসঙ্গে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, সভা-কার্য্যে নিযুক্ত কোন সভ্য যদি সভা-স্থলে যুক্তবাদিনী ব্যক্তিকে "ত্বং যুক্তবাদিন্যসি" এবং

অযুক্তবাদিনী ব্যক্তিকে "ত্বং অযুক্তবাদিন্যসি", এই কথা বলেন, তথা বহু-সভ্যের সম্মতিক্রমে সভাপতি যদি যুক্তবাদিনী ব্যক্তির প্রতি অনু-গ্রহ-প্রকাশ করিয়া, অযুক্তবাদিনী ব্যক্তির প্রতি নিগ্রহাভিপ্রায়ে দণ্ড-দানের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে, সভ্য, বা সভাপতিকে কি অনুরক্ত, বা দ্বিষ্ট বলিয়া, স্থির করা যাইতে পারে? কখনই নহে। পক্ষান্তরে যথার্থবাদী সভ্য ও অনুগ্রহ-নিগ্রহকারী সভাপতিকে মধ্যস্থ, বা বীত-রাগ-দ্বেষ, উচিত-বক্তা, বা যথোক্তকারী বলিয়া, আখ্যাত, বা অভিহিত করা যাইতে পারে। উক্তরূপ উদাহরণ অনুসারে এক্ষণে বোধকরি, সঙ্কোচ, বা সন্দেহ-পরিহার-পুরঃসর উচ্চকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, "তদ্বদীশ্বরঃ পুণ্য-কর্ম্মাণমনুগৃহ্লন্, অপুণ্য-কর্ম্মাণঞ্চ নিগৃহ্লন্ মধ্যস্থ এব ভবতি, নামধ্যস্থঃ।" কিঞ্চ, "এবং হি অসৌ অমধ্যস্থঃ স্যাৎ, যদি অকল্যাণকারিণং অনুগৃহ্লীয়াৎ, কল্যাণকারিণঞ্চ নিগৃহ্লীয়াৎ, ন ত্বেতদস্তি, তস্মান্ন বৈষম্যদোষঃ।" অতএব মহাপ্রলয়াবসরে প্রাণধারী জীবগণের কর্ম্মাশয়-সকলের বৃত্তি-নিরোধ-সময়-সমাগত জানিয়া, অযুক্ত-কারী জনের ন্যায় স্বপ্রণীত-নিয়ম-নিচয়ের অতিলঙ্ঘন না করিয়া, যদি শ্রীপরমেশ্বরদেব প্রাণধারী জীব-সকলের সমকালেই সংহার-সাধন করেন, তাহা হইলে, প্রাণভৃৎ-প্রপঞ্চের সংহারকারী সেই শ্রীপরমেশ্বর-দেবের নৈর্ঘৃণ্য-প্রসঙ্গও সমর্থন-যোগ্য হইতে পারে না।

অপিচ, কর্ম্মাপেক্ষাবশে বিষম-সৃষ্টিকারী শ্রীঈশ্বরদেবের ঐশ্বর্য্য-বিষয়েও কোনরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে না। কারণ, "ন হি সেবাদি-কর্ম্মভেদাপেক্ষঃ ফল-ভেদ-প্রদঃ প্রভুরপ্রভুর্ভবতি।" উক্তরূপে চেতনত্ব-প্রযুক্ত মহারাজ-চক্রবর্ত্তি-প্রভৃতির ন্যায় শ্রীপরমেশ্বরদেবের ফল-দাতৃত্বাদি যদি লোকসিদ্ধ হয় এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব-নিবন্ধন তত্তৎ-কর্ম্মানুরূপ-ফল-দান-বিষয়ে যদি কোনরূপ অব্যবস্থা না ঘটে, তাহা হইলে, শ্রীপরমেশ্বরদেবের সম্বন্ধে উৎপ্রেক্ষিত বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য-দোষ-প্রসঙ্গ যে দূরে উৎসারিত হইতেছে, একথা বলা অন্যায়-সঙ্গত হইবে না।

উক্তরূপে শ্রীপরমেশ্বরদেবের কর্ম্মানুরূপ-ফল-দাতৃত্ব সুসিদ্ধ হইলে,

অবাধে বলা যাইতে পারে যে, হে ত্রিপুরহর! যেহেতু একমাত্র আপনিই পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফলদাতৃ-স্বরূপে শ্রুতি, স্মৃতি, তথা ন্যায়-সহস্রে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, অতএব আপনাকেই ক্রতু-সমূহে বা কালান্তরভাবি-ফল-সাধনীভূত-শ্রৌত-স্মার্ত্ত-কর্ম্ম-সমুদায়ে ফল-দান-বিষয়ে প্রতিভূ-স্বরূপে অবস্থিত অবগত হইয়া, অর্থাৎ ফল-দানার্থ আপনাকে লগ্নক-প্রায় অবহিত অবলোকন করিয়া, অথবা সম্যক্-শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়-সহস্র-সাহায্যে প্রকর্ষতঃ একমাত্র আপনাকেই ফল-দানে প্রতিনিধিস্বরূপে নিশ্চয় করিয়া, কর্ম্ম-ফল-দাতা শ্রীপরমেশ্বরদেব-স্থানীয় একমাত্র আপনার সদ্ভাব প্রতিপাদিকা "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! দদতে মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ", "কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ", "এষ উহ্যেব সাধু-কর্ম্ম কারয়তি তং, যমুন্নিনীষতে, এষ উ এব বা অসাধু কর্ম্ম কারয়তি", ইত্যাদিকা-শ্রুতির প্রতি বেদবাক্যে বিশ্বাস-লক্ষণ-শ্রদ্ধা-বন্ধন পূর্ব্বক অর্থাৎ অর্থবাদত্ব-প্রযুক্ত স্বার্থবিষয়ে অপ্রামাণ্য-শঙ্কা-নিরাশ-দ্বারা লোক-সিদ্ধ-দৃঢ়তর-ন্যায়ানুগৃহীতত্বনিবন্ধন দেবতাধিকরণ-ন্যায়সাহায্যে স্বার্থে প্রামাণ্যনিশ্চয় করিয়া, শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিতকর্ম্মকারী জন-সমূহ শ্রৌত-স্মার্ত্তকর্ম্ম-সমুদায়ে "কৃত-পরিকরঃ, কৃতঃ পরিকর উদ্যমো যেন, স তথা কৃতারম্ভো ভবতীত্যর্থঃ।" অথবা দৃঢ়-পরিকরঃ", এই পাঠান্তর অভিমত হইলে, "দৃঢ়ঃ পরিকর উদ্যমো যস্য, স তথা দৃঢ়োদ্যমো দৃঢ়ারম্ভো ভবতীত্যর্থঃ।"

পিণ্ডিতার্থ এই যে, হে ত্রিপুরহর! যাগাদি-ক্রিয়া-কলাপ-লক্ষণ-ক্রতু আশুতর-বিনাশি-স্বভাবত্ব-প্রযুক্ত পূর্ণাহুতি, বা দক্ষিণা-দানান্তে সুপ্ত, লীন, স্বীয়-কারণে সূক্ষ্মরূপতা-প্রাপ্ত, বা বিধ্বস্ত হইলে, "ক্রতুমতাং" অর্থাৎ যাগাদি-কর্ম্মকারী জনগণের ফলযোগ অর্থাৎ কালান্তর-দেশান্তর-ভাবি-তত্তৎ-ফল-সম্বন্ধ-বিধানে ফল-সম্বন্ধ-নিমিত্তস্বরূপে "ত্বং জাগ্রদসি", অর্থাৎ একমাত্র আপনিই সদাকাল প্রবুদ্ধভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। লিঙাদিপদ-বাচ্য-ক্রিয়া-সকলের স্বর্গ-সাধনতা প্রকারান্তরে উপপন্না না

হওয়ায়, অবশ্যকল্পনীয় অপূর্ব্বই যজ্ঞকারী-জনগণের ফল-যোগার্থ সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়াছে, অতএব "কিমীশ্বরেণ ?" একথা বলা নিতান্ত অন্যায়-সঙ্গত, বা ন্যায়সঙ্গত নহে। কারণ, ধ্বস্ত-বিনষ্ট-কর্ম্ম চেতনের চেতন, সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-দাতা, পরমপুরুষ শ্রীপরমেশ্বরদেবের আরাধনা বিনা কুত্রাপি কি ফল-প্রসবে সমর্থ হইয়াছে ? এইরূপ প্রশ্নবচন-শ্রবণে মনে হইতেছে যে, নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন, এক হইয়াও, যজ্ঞকারী বহুজনের সর্ব্বকাম-প্রদাতা শ্রীপরমেশ্বরদেবের আরাধনা-লক্ষণাসেবাব্যতীত বিনষ্ট-কর্ম্ম কুত্রাপি ফল-প্রসবে সমর্থ হয় না।

"যত এবং" অর্থাৎ যেহেতু কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতাধিবাস শ্রীপরমেশ্বর-দেবের সেবা বিনা বিনষ্ট-কর্ম্ম কুত্রাপি ফল-দানে সমর্থ নহে, অথবা হে হে সর্ব্বদেবদেবেশ্বর ! যেহেতু একমাত্র আপনিই সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-দাতা, অতএব হে সর্ব্ব-দেব-শিরোমণে ! "ত্বাং ভবন্তং" অর্থাৎ একমাত্র আপনাকেই "ক্রতুষু ফল-দান-প্রতিভুবং সংপ্রেক্ষ্য", অর্থাৎ যেমন কোন উত্তমর্ণ প্রমাণ-নিশ্চিত, সুদীর্ঘকালাবস্থায়ী, স্ব-ধনার্পণ-সমর্থ কোন একজন প্রতিভূ-নিরূপণ-পূর্ব্বক অধমর্ণজন পলায়িত, বা মৃত হইলেও, আমি এই কুশলী প্রতিভূর নিকট হইতে অবশ্যই যথাকালে স্বধন প্রাপ্ত হইব, এইরূপ অভিপ্রায়ে যে কোন অধমর্ণ, বা ঋণ-গ্রহীতাকে ঋণ-দান করে,, সেইরূপ অধমর্ণ-স্থানীয়কর্ম্ম প্রলীন হইলেও, "শ্রীপরমেশ্বরা-দেব প্রতিভূ-স্থানীয়াৎ এতৎ-ফলং প্রাপ্স্যামীত্যভিপ্রায়েণ" উত্তমর্ণ--স্থানীয় শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত-কর্ম্মকারী যজমান-জন কালান্তর-ফল-সাধনভূতশ্রৌত-স্মার্ত্তকর্ম্ম-সমূহে ফল-দানার্থ লগ্নক-প্রায় অবলোকন করিয়া, অর্থাৎ সম্যক্ শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়সাহায্যে প্রকর্ষতঃ নিশ্চয় করিয়া, হে অশেষ-ভুবনেশ্বর ! কর্ম্ম-ফল-দাতার অর্থাৎ আপনার সম্ভাব-প্রতিপাদিকা, পূর্ব্বোদাহৃতা "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি !" ইত্যাদিকা-শ্রুতির প্রতি অপৌরুষেয়-বেদ-বাক্যের প্রতি "শ্রদ্ধাং বদ্ধা", অর্থাৎ অর্থবাদত্ব-প্রযুক্ত "স্বার্থাপ্রামাণ্য-শঙ্কা-নিরাসেন লোক-সিদ্ধ-দৃঢ়তর-ন্যায়ানু-গৃহীততয়া দেবতাধিকরণন্যায়েন স্বার্থে প্রামাণ্যং নিশ্চিত্য, নিঃশঙ্কমেব কৃতপরিকরঃ কৃতারম্ভো ভবতি, অর্থাৎ কর্ম্ম অনুতিষ্ঠতীতি ভাবঃ।

যদ্বা সুজনঃ সাধুজনঃ কর্ম্ম শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিতং অকৃত কৃতবান্।' কীদৃশঃ সুজনঃ ? পরিকরঃ, পরি সর্ব্বতঃ কং সুখং রাতি দদাতীতি, তথা, সর্ব্বেষাং সুখকরঃ অহিংসক ইত্যর্থঃ।" অলমনপেক্ষিতাধিকতর-প্রপঞ্চেনেতি শম্॥ শ্রীসাম্ব-শিবার্পিতমস্তু।

ইতি ব্রহ্মচারি-শ্রীবিপিনবিহারি-বেদান্তভূষণ-বিরচিত
শ্রীশিবমহিম-বিকাশান্তর্গত-শ্রীশিব-মাহাত্ম্য-বিকাশন-পর-
পঞ্চধাবিলসিত-"**পঞ্চরত্ন-খণ্ড**" সমাপ্ত।